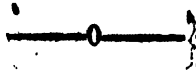


চণ্ডীদাসের পদাবলী



শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি. এ.

কর্তৃক সম্পাদিত।



Asiatic Society of Bengal.

কালিপোলার রাজা

শ্রীযুক্ত রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের

অর্থানুকূল্যে

২৪৯১১ অব্দে লাহোর রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত।

১৯২১

Asiatic Soc.

31. 3. 1925.

মূল্য—সাধারণ পুস্তক—

—মূল-পরিষদের সন্মতিক্রমে—

—বঙ্গীয়-পরিষদের সন্মতিক্রমে—

প্রথম প্রকাশিত

10.m
891441
217 f m

১-১৮	ফর্ম	উইলকিন্স	প্রেসে,
১৯-৩২	"	ভারতমিচর	"
৩৩-৩৯	"	হেয়ার	"
৪০	"	চেরী	"
৪১-৪৪	"	এবং কুম্বিকা, হুচী	হেয়ার প্রেসে,

শব্দ তালিকা, পরিশিষ্ট, টাইটেল ও মলাট বিজ্ঞাপন প্রেসে মুদ্রিত।

3415.

SL.No 066608

বিষয়ানুক্রমিক সূচী।

1926

বিষয়	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা।
১। শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ ...	১	সখী-সম্বোধনে ...	১২০
২। শ্রীরাধিকার পূর্বরাগ ...	২৯	স্বগত ...	১৪৬
৩। শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য ...	৩৯	১৩। রাসলীলা ...	১৬৭
৪। অভিষার ...	৪৯	১৪। অক্রুরাগমন ...	২২৮
৫। গোষ্ঠ-লীলা		১৫। অক্রুরের গোঁকুলঘাতা ...	২৩২
(১) শ্রীরাধিকার প্রেমোচ্ছ্বাস ...	৫২	১৬। যশোদাবিলাপ ...	২৪৩
(২) দান ...	৫৬	১৭। গোপীবিলাপ ...	২৪৭
(৩) নৌকাধও ...	৭৪	১৮। রাখাল-বিলাপ ...	২৬৭
(৪) বন-ভোজন ...	৭৮	১৯। গোপীবিলাপ ...	২৭৪
(৫) ধেনু বৎস শিশুহরণ ...	৮২	২০। কৃষ্ণবলরামের মথুরাগমন ...	২৮৪
(৬) যশোদার বাৎসল্য ...	৯০	২১। রজকের বস্ত্রহরণ ...	২৮৯
সন্তোষ-হৃতি ...	৯৬	২২। দৈবকী-বিস্মদেবের করুণা ...	২৯১
বালক-সংলাপ ...	১০৩	২৩। নন্দ-বিদায় ...	২৯৯
৬। বিপ্রলঙ্কা ...	১০৪	২৪। শ্রীরাধিকার শোক ...	৩১০
৭। ষড়্ভিত্তি ...	১০৭	২৫। শ্রীরাধিকার দশা ...	৩১৩
৮। মান ...	১১২	২৬। দ্বিতীয় মথুরাগমন ...	৩১৮
৯। কল্যাণকরিতা ...	১১৩	২৭। রাধাকৃষ্ণের মিলন ...	৩১৫
১০। আকোপামুরাগ		২৮। আবসম্মিলন ...	৩১৫
দায়ক-সম্বোধনে ...	১১৭	২৯। রাগান্বিত পদ ...	৩১৬
		৩০। বিবিধ ...	৩১৭

সূচী।

পদ-সংখ্যা	পদ	পৃষ্ঠা।	পদ-সংখ্যা	পদ	পৃষ্ঠা।
	অ				
৫৪৮	অর চরণে	২৩৯	৪৮২	আট রক্কে আট	২১০
৬৯৩	অবল বেয়াধি সেই	৩০৩	১৩২	আন জন বত বলে	৬৯
৬৯০	অবল চন্দন চরা	৩০২	৫৯০	আনন্দ ছাড়িয়া	২৫৯
৫৫৩	অল্ল পুলকিত	৩২	১০৩	আনন্দিত হয়ে সবে	২৫
৪১৩	অশ্লি ঘুরিয়া রাই	২০৯	৩৫৯	আনিল অমিয়া পান।	১৫৭
৫৫২	অতি আনাগোনা	২৪১	৭৮	আপন বরণ ঘটান তখন	৪৪
৫১৪	অতি সে আকুল	২২৪	২৫৮	আপন শির হাম আপন হাতে কাটিহু	১১৩
৭০১	অত্যাগে রাধা	৩০৬	৩১৫	আপনা আপনি দিবস রজনী	১৪০
৬৮০	অনেক তপের ফলে	২৯৮	৩৪১	আপনা খাইহু সোনা যে কিনিহু	১৫১
৭৪৭	অনেক সাধের	৩২৪	৭৮৩	আপুনা বুঝিয়া স্তন দেখিয়া	৩৩৬
৪৮৯	অনাম সুসর	২১৩	৫৭৪	আমার কিশোরী কিছু না জানয়ে ..	২৫২
	আ		৮১২	আমার পরাণ-পুথলি লইয়া	৩৪৬
৭২০	আই সেই সখী ভেটে চক্রবর্তী	৩১৩	১৯৭	আমার পিয়ার কথা কি কহিব সই ..	১০০
১৩১	আইস ধনী রাধা	৬৯	২১৩	আমার বাসনা না হইল ভোষণা	১০৫
৫১০	আগল শ্রম অতিভরে	২২২	২৮৪	আমার মনের কথা শুন লো সজনী...	১২৯
২৭২	আগুন আলিয়া	১২৫	৩৪৪	আমরা সরল পীরিত গরল	১৫২
২৬	আগে খেলে গুণী	১৭	৩৪৯	আমি ত অবলা তাহে এত জালা	১৫৪
১৩৫	আগো বড়াই কি দেখ	৭১	১৯২	আমি যাই বাই বলি বলে তিন বোল	২৮
৪৭	আগো রাধার কি হল	৩০	৪০৪	আর এক গোপী যাইতে বাহিরে ...	১৭৩
৫৮৩	আগো সই কে জানে	১২৯	১৮৮	আর একদিন সখি শুতিয়া আছিহু	৩২৬
২০৬	আজকার নিশি	১০৩	৭৫৪	আর এক বাগী শুন বিনোদিনি	৩২৬
৮২৪	আজ কে গো সুরলী বাজায়	৩৫০	১৫৮	আর এক শুন পরম নিগুণ	৮৩
১৩০	আজ বড় মোর	৬৯	১৫৭	আরু কহি শুন অদভূত কথা	৮৩
৫৩১	আজ বড় মোর শুভ দিন	২৩২	৫৫৭	আর কি পরাণে জীব	২৪৩
১৮৭	আজকাল পূরনে নহিনি সনে	২৬	২১১	আর কি মিলব যোরে পিয়া গুণনিধি	১০৫
			৬৮১	আর কি শুনব তার বাগী	২২৯
			২৮	আর খেলে খেলা বাজিকর-বালা	১৮

পদ-সংখ্যা	পদ	পৃষ্ঠা।	পদ-সংখ্যা	পদ	পৃষ্ঠা।
১৬০	আর বা কেমনে ঘর যান মেনে ...	৮৪	১৭৩	এই সে রস নিগূঢ় ধাতু ...	৩৩৩
২২৬	আরে মোর আরে মোর সোনার বঁধুর	১১০	৪২৫	এক এক দেহ দেহের গণন ...	২১৬
৫৬১	আরে মোর বাছনি কানাই ...	২৪৫	৪০৩	এক গোপী ছিল পতির শয়নে ...	১৭৩
২৫৬	আরে মোর বিনোদ রায় ...	১১৯	২৯০	এক জালা ঘরে হইল আর জালা কাহ্ন	১৩১
৬৭০	আরে মোর বাহুয়া হুলাল ...	২৯৪	৫৪১	এ কথা কহিতে সব সখিগণ ...	২৩৫
২৪২	আসি সহচরী কহে ধীরি ধীরি ...	১১৫	৩৩	এ কথা জননী কিছুই না জানে ...	২১
৫৪০	আসিতে অফুর দেখি অদভুত ...	২৩৬	৬৮২	এ কথা পরোক্ষে যখন শুনল ...	২৯২
২০৭	আসিয়া নাগর সমুখে দাঁড়াল ...	১১৩	৫৪৫	এ কথা যখন শুনিল যশোদা ...	২৩৭
২২৭	আহা আহা বঁধু তোমার ...	১১০	১৮৩	এ কথা শুনল শ্রবণ ভরিয়া ...	২৯৯
১৭৭	আহা মরি মরি পরাণ-পুথলি ...	৯৩	৬৬১	এ কথা শুনিয়া কৃষ্ণ বলরাম ...	২৯০
ই			৬২২	এ কথা শুনিয়া গদ গদ হৈয়া ...	২৭৩
১৫৬	ইহার বিস্তার ভাগবতে আছে ...	৮২	৬৭১	এ কথা শুনিয়া নন্দের বিরহ ...	২৯৪
৩২২	ইক্ষু রোপিহু গাছ যে হইল ...	১৪৩	৭১৪	এ কথা শুনিয়া নাগর-শেখর ...	৩১০
ঈ			৫১৬	এ কথা শুনিয়া বিনোদিনী ...	২২৪
৭৫০	ঈষৎ হাসিয়া রাই পানে চেয়ে ...	৩২৫	৪২৭	এ কথা শুনিয়া রাধা বিনোদিনী ...	১৮৩
উ			৪৩৫	এ কথা শুনিয়া শ্রাম-মুখ চেয়ে ...	১৮৭
৫৮০	উকি এ তোমার উনমত চিত ...	২৫৪	৩৮	এ কথা শুনিয়া সহচরী আগে ...	২৪
৬১৩	উঠ উঠ ভাই স্রীদাম সুদাম ...	২৬৮	১	এক দিন গোটারণে ...	১
৭৫৮	উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী ...	৩২৮	৮৫	এক দিন বর নাগর শেখর ...	৪৯
৭৫৯	উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী ...	৩২৮	৭৬	এক দিন মনে রতন-কাজ ...	৪৩
৭৫৭	উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী ...	৩২৭	১৯৫	এক দিন বাইতে নন্দিনী সনে ...	৯৯
২৩৫	উইয়ার নাম করো না ...	১১২	৭৭০	এক নিবেদন করি পুনঃ পুনঃ ...	৩৩২
এ			৫৬৪	একবার চাহ মায়ে পানে ...	২৪৬
৫৫৩	এই অক্লান্ত করে গোপীগণ ...	২৪২	১৯০	একলি মন্দিরে আছিল। সুন্দরী ...	৯৮
৪৬৫	এই দেখে ধর্ম চাঁদমুখ তুলি ...	১৮৯	৮৩০	একা কাঁখে কুন্ত করি ...	৩৫২
২১৭	এই পথে নিতি কর গভায়তি ...	১০৭	৩৬০	একে কাল হৈল মোর নয়লি যৌবন ...	১৫৭
৪৩৪	এই পরমাদ ব্যথিত হইলা ...	১৮৬	১০	একে যে সুন্দরী কনক-পুতলি ...	৮
২৮০	এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে ...	১২৮	৭০০	একে হাম হব বনবাসী ...	৩০৫
১৭৯	এই মত নিতি বনে বিহরয় ...	৯৪	৬৬৪	এতদিন ছিলে কোথা ...	২৯১
৪০৬	এই মত সব গোপের রমণী ...	১৭৪	৬৩১	এত বলি বিনোদিনী রাই ...	২৭৭
৪৭৩	এইরূপে নব নাগর রসিক ...	২০৬	৬২৪	এত বলি যত বালকমণ্ডল ...	২৭৪
৪৯৬	এই সব তত্ত্ব কহিল বেকত ...	২১১	৮০৬	এ তিন ভুবনে ঈশ্বর গতি ...	৩৪৪
			৩১০	এ দেশে না রব সই প্রদেশে যাব ...	১৩৮
			২৯১	এ দেশে গতি এই নব কোথায় ...	১৩১

পদ-সংখ্যা	পদ	পৃষ্ঠা ।	পদ-সংখ্যা	পদ	পৃষ্ঠা ।
৭১৭	এ দেহে সে দেহে একই রূপ ...	৩৩১	৮৮	কহিও বঁধুরে নতি কহিও বঁধুরে ...	৫০
৬৯	এ ধনি এ ধনি বচন শুন ...	৩৮	১৪০	কহিছে বড়াই শুন ধনী রাই ...	৭৩
৮১৯	এ ধনি মানিনি মান নিবার ...	৩৫২	৭৭২	কহিছে রজুকিনী রামী ...	৩৩৩
৫০২	এ নব নাগর গুণের সাগর ...	২১৯	১৭২	কহেন কারণ নন্দের নন্দন ...	৯০
৪১	এ বোল শুনিয়া বুকভাঙ্গ রাঙ্গা ...	২৬	৬১২	কহেন বচন এ যত্নমন্দন ...	২৬৮
১৭	এ বোল শুনিয়া স্তবল সাঙ্গাত ...	১১	৪২	কহে পঞ্চ জন শুনহ রাজন ...	২৭
৪৮৭	এ বোল শুনিয়া হাসিয়া হাসিয়া ...	২১২	৪৪৬	কহে ধনী রাধা কেন তুমি হেথা ...	১১২
১৯৩	এমন পীরিত কভু দেখি নাই শুনি ...	৯৯	৬৬৭	কহে বলরাম এক নিবেদন ...	২৯৩
১৯৪	এমন পীরিত কভু দেখি নাই শুনি ...	৯৯	৩৭	কহে বাজিকর খেলিলা বিস্তর ...	২৩
৬৫২	এমন বেশে গোকুল দেশে ...	২৮৬	৪৫৭	কহে যামণি শুনহ সজনি ...	১২৮
৮০৮	এমন মাদুরী যাতার মনে ...	৩৪৫	২০৫	কহে স্তবদনী শুন গো সজনি ...	১০৩
৬৫১	এমন রূপের ছটা ...	২৮৬	৫০৫	কংস নরপতি করিল আরতি ...	২৩২
২২৫	এস এস বন্ধু করুণার সিদ্ধ ...	১০৯	১৬	কাঞ্চনবরণী কে বটে সে ধনী ...	১১
৪৮	এ সখি স্তম্ভরি কহ কহ মোয় ...	৩০	৭৯৭	কাতরা অধিকা দেখিয়া রাধিকা ...	৩৪১
৫০৭	এ সব বচন ভাবিতে ভাবিতে ...	২৩৩	২৭৮	কানড় কুম্ময় করে ...	১২৭
১৬৫	এস ভাই সখা দেহ ঘোরে দেখা ...	৮৬	২৬০	কানড় কুম্ময় জিনি ...	১২০
ঐ			৫৫৮	কানাই করিয়া কোলে ...	২৪৪
৪০৫	ঐছন রমণী মুরলী শুনিয়া ...	১৭৩	৬৮৮	কাহ্ন অঙ্গপরশে শীতল হব কবে ...	৩০১
২০৪	ঐছন শুনইতে মুগধ রমণী ...	১০২	৪১২	কাহ্ন কহে শুন আমার বচন ...	১৭৭
ও			১১৩	কাহ্ন কহে শুন গোপি আমার বচন ...	৬১
৬৮৭	ও পারে বঁধুর ঘর বৈসে ওগনিধি ...	৩০১	১৭৩	কাহ্ন কহে শুন রাধাল যতেক ...	৯০
৭০৭	ওহে ও কুবুজার বন্ধু ...	৩০৮	২৮১	কাহ্ন পরিবাদ মনে ছিল সাধ ...	১২৮
৫১২	ওহে নাথ, কি করিয়া গেলে ...	২২৩	২২৯	কাহ্ন সে জীবন জাতি প্রাণ ধন ...	১৩৪
৭০৬	ওহে বড়াই, তাহার বিষম নারা ...	৩০৭	৬৮৪	কাহ্নর আদর পীরিত ভাবিতে ...	৩০০
ক			৭২	কাহ্নর পীরিত কুহকের রীতি ...	৪১
৩৬৬	কত ঘর বাহির হইব দিবারাতি ...	১৫৯	৩৪২	কাহ্নর পীরিত চন্দনের রীতি ...	১৫২
৬৬	কদম্বের বন হইতে ...	৩৬	৪৬৭	কাহ্নর পীরিত পাইয়া পরশ ...	২১৩
২৩২	কনক বরণ করিয়া মনে ...	১১২	৩৪১	কাহ্নর পীরিত মরণের সাধি ...	১৪২
১৫	কনক বরণ কিয় দরপণ ...	১০	১১৪	কাহ্নর বচন শুনি গোপীগণ ...	৬১
১৬৬	কমলনয়ন ধোয়ান সুরণ ...	৮৭	৪২০	কাহ্নর বচন শুনি গোপীগণ ...	১৮২
৫৫৯	করপুন্দ্র হিয়া গদ গদ ভাব ...	২৩৯	৭৭৫	কাম আর মদন দুই প্রকৃতি পুরুষ ...	৩৩৪
৮৯	কহিও বাহার ঠাই ...	৫০	২৭৫	কাল জল ঢালিতে কালিয়া পড়ে মনে ...	১২৬
			২৮৭	কাল গরলের জালা ...	১২৫
			৪৪৯	কাল হৈল ঘর আন কৈল পর ...	১২৭

পদ-সংখ্যা	পদ	পৃষ্ঠা	পদ-সংখ্যা	পদ	পৃষ্ঠা
৪৪৫	কালার জালাটি বড় উপজল ...	১১১	২১৯	কে বলে আমার তুমি সে রাধার ...	১০৭
৩৭৪	কালার পীরিতি গরল সমান ...	১৬১	৫৭৬	কেন তুমি বাবে কামিনী তেজিয়া ...	২৫২
২৬৫	কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী ...	১২২	৫৬১	কেন বা কাহুর সনে পীরিতি করিহু ...	১৫৮
৬৯১	কালি বলি কালা গেল মধুপুরে ...	৩০২	৩৫৩	কেন বা পীরিতি কৈলাম জাম বঁধুর সনে ...	১৫৬
৩৬৫	কালিয়া কালিয়া বলিয়া বলিয়া ...	১৫২	৬৪৩	কেন বা লইয়া আইলা যোরে ...	২৮২
৩৬৪	কালিয়া কালিয়া বলিয়া বলিয়া ...	১৫৮	৩৭৮	কেনে কৈহু পীরিতির সাধ ...	১৬৩
১২০	কালিয়া বরণ ধরিলে ...	৬৪	৮২০	কেবা সে প্রকৃতি পুরুষ কেবা ...	৩৪৯
৫২	কালিয়া বরণ হিরণ পিকন ...	৩১	৭২৭	কেশপাশ দিয়া চরণ মুছায়ে ...	৩১৬
১১৯	কালিয়া বরণে না ছুইও রাধার অঙ্ক ...	৬৪	৬৩৮	কেহ আউদড় কেশ নাহি বান্ধে ...	২৮০
৩৭২	কাহারে কহিব হৃৎ কে জানে অন্তর ...	১৬১	৪৮৮	কেহ কেহ গোপী যমুনার নীর ...	২১২
৬৮২	কাহারে কহিব মনের বেদনা ...	২৯৯	৬২৯	কেহ কোথা রহে কাহুর বিরহে ...	২৭৬
২৮২	কাহারে কহিব মনের মরম ...	১২৮	৬৩০	কেহ বলে ভাল যোগা যাব চল ...	২৭৬
৩৫৮	কাহারে কহিব মনের মরম ...	১৫৭	৪০২	কেহ বা আছিল শিশু কোলে করি ...	১৭২
৪৩৭	কি আর দেখহ রাই ...	১৮৮	১১১	কেহ হও দাম শ্রীদাম সুদাম ...	২৫
৫২৩	কি আর বলিব পায় ...	২২৭	১৬৪	কোথা আছ ভাই ছিদাম সুদাম ...	৮৬
৪১৮	কি আর বিলম্বে কাজ ...	১৮৮	৬৭৯	কোথা গেলে পাব রাম কৃষ্ণ দুই ...	২২৮
৪০১	কি করিতে পারে গুরু দুরজন ...	১৭২	৫৫৬	কোথারে সাজিয়েহ ...	২৪৩
৩০৯	কি বুকে দারুণ ব্যথা ...	১৩৭	৩৭০	কৌনু বিধি সিরঞ্জিল ফুলবতী নারী ...	১৫০
২৫৪	কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান ...	১১৯	১১০	কোন পক্ষী বলে শুন রসময়ী ...	৫০
৬৭৭	কি লয়ে আইলে তুমি ...	২২৭	৫৬৩	কোলে লয়ে যাহুমণি ...	২৪৬
৫৬৫	কি শুনি কি শুনি দারুণ বচন ...	২৪৭	১২২	কাঁচুলির কড়ি দশ লাখ নিব ...	৬৬
৫৫৯	কি শুনি দারুণ ফুলিশ যেমন ...	২৪৪	৬০৯	ক্ষেণে কত শত ক্ষমা নাহি চিত ...	২৬৭
৩৫৫	কি হৈল কি হৈল মোর কাহুর পীরিতি ...	১৫৬	৪৩৩	ক্ষেণে রাধা পথ পানে চাই ...	১৮৬
৬১৭	কিবা করে ধনে কিবা করে জনে ...	২৭০	৬২৮	ক্ষেণে দাড়ায়ে দেখ ...	৩০৪
২০৯	কিশলয় শেখ করি কেন জাগি ...	১০৪	৬৩১	ক্ষেণে দাড়ায়ে রও ...	২৭৮
৭২৮	কিয়ে শুভ দুরশনে ...	৩১৬			
৬৬২	কুললয় হাতী যায় বেগে অতি ...	২৯০			
৬৫৯	কুব্জা, কহেন চরণে পড়িয়া ...	২৮৯	৫৭৭	খলপণা ছাড় খল খল কহ ...	২৫৩
৬৫৮	কুব্জা সুন্দরী অতি মনোহারী ...	২৮৯			
৩৬৮	কুলের ধরম ভরম সরম ...	১৬৬			
২৬৩	কুলের বৈরী হইল মুরদী ...	১২১	৫৫৩	গগনে দারুণ নিশি ...	২৪১
১৫২	কৃষ্ণ বলরাম চলিলা তুরিতে ...	৮০	৫৩৯	গদ গদ প্রেমে পথে যায় চলি ...	২০৪
৬৭২	কৃষ্ণ হলধর বিয়ুধ অন্তর ...	২৯৫	৬১১	গদ গদ বোলে শুন বাঁধীধর ...	২৬৭
৩০০	কে আছে বুঝিয়া বলিবে সুঝিয়া ...	১৩৫	১৮৪	গদ্যে রাধা বাঁধীধর টোটে ...	২৫

পদ-সংখ্যা	পদ	পৃষ্ঠা।	পদ-সংখ্যা	পদ	পৃষ্ঠা।
৩৪	গিয়া এক জনে কহে কাণে কাণে ...	২১		ছ	
৩৯	গিয়া সেই গুণী প্রকার করিল ...	২৫	৫৮২	ছটকট করে ছায়া ঘুরে গেল ...	২৫৫
৫৭৮	গুণিত গোপত পীরিত্তি ...	২৫৩	১৯	ছাড়িয়া সে তহু দেখাইল জহু ...	১৩
৪৬৪	গুণী, না কহে কান্নার কথা ...	২০২	৩৮৩	ছার দেশে বসতি নাহি দোশর জনা ...	১৬৪
৭৫৬	গৃহস্থকে রাখা কাননেতে রাখা ...	৩২৭	২৪১	ছি ছি দারুণ মানের লাগিয়া ...	১১৭
৪২৯	গেলা যত সখী বচন না শুনি ...	১৮৪	২৪৪	ছি ছি মানের লাগি শ্রাম বঁধুরে ...	১১৫
৬৪০	গোকুল তেজল নাকি কান ...	২৮০	২২২	ছুঁও না ছুঁও না বঁধু এখানে থাক ...	১০৮
২২৪	গোকুল নগরে আমার বঁধুরে ...	১৩২		জ	
৭১	গোকুল নগরে ইজ্ঞা পূজা করে ...	৪০	৩১৯	জনম অবধি পীরিত্তি বেয়াধি ...	১৪২
৭১	গোকুল নগরে ফিরি ঘরে ঘরে ...	৪৪	৩৮৯	জনম গেল পরহুখে কত বা সহিব ...	১৬৬
	ঘ		৩৫৭	জনম গোঁয়াহু হুখে ...	১৫৭
১০১	ঘনশ্রাম শরীর কেলিরস ...	৫৬	৭৫৫	অপতে তোমার নাম ...	৩২৭
৪৬	ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার ...	২৯	৫৮৩	জর জর জর জারিল অন্তর ...	২৫৬
৫৭৯	ঘেরল আপদ ঘুচিল বিবাদ ...	২৫৪	৬১	জলদবরণ কাহু ...	৩৫
	চ		৫৭৩	জাতি কুল শীল সকলি মজিল ...	২৫১
৭৭৩	চণ্ডীদাস কহে তুমি সে গুরু ...	৩৩৩	১৮৫	জাতি জীবন-ধন কালা ...	১২৯
৭৭৫	চণ্ডীদাস কহে শুনহ মাতা ...	৩৩০		ঝ	
৮৬	চন্দন গঞ্জনা চাঁদ গগনে ...	৪৯	৫৮৭	ঝর ঝর ঝর বহে প্রেমবারি ...	২৫৬
২১৮	চন্দ্রাবলি, আজি ছাড়ি দেহ মোরে ...	১০৭	৩২	ঝরকাউপরে ঝটিকা স্মরণী ...	২০
২২০	চন্দ্রাবলী সনে কুসুম-শয়নে ...	১০৮		ঞ	
১১	চন্দ্রকবরী বয়সে তরুণী ...	৮	৫৮৫	ঞ কি মথুরা এ কি চতুরা ...	২৫৭
২৪	চরকে পুছিল বকতাহ রাজা ...	১৫		ট	
৭১৯	চল চল যাব রাই-দরশনে ...	৩১২	১৪৬	টল টল করে অঙ্গ যোর ঘুরে ...	৭৬
৫৩৩	চলত নাগর কান ...	২৩১	৩৯৯	টল টল টল অতি নিরমল ...	২১১
৪১০	চলল গমন হংস যেমন ...	১৭৬	৫৮৬	টল বল করে টল টল দেহে ...	২৫৭
১৯৯	চলহ সেই জল ভরিতে যাই ...	১০১		ঠ	
৫৭৯	চলিল কান্দাখাল সকল মনল ...	২৩০	৫৮৭	ঠালল রমণ ঠমকে বৈঠল ...	২৫৮
৬৬৩	চাপর মুঠিক দুই শন আসি ...	২২১	১১৬	ঠেকিহু দানীর হাতে ...	৬২
৪০	চাহে চারি পানে কুরঙ্গ-নয়ানে ...	২৫		ড	
১৭৮	চিটাইছে দিল কপূর তাড়ল ...	২৩	২৭০	ডাকিয়া শুধাও না প্রাণ আমচান বাসি ...	১২৪
৫৮১	চেতন হইয়া চলিল ছাড়িয়া ...	২৫৫	৫৮৮	ডাহিনে শূণ্যলী ডাকে এক জনা ...	১৮
৮১৫	চৌদ্রুবনে ভুবন তিন ...	৩৪১			

পদ-সংখ্যা	পদ	পৃষ্ঠা।	পদ-সংখ্যা	পদ	পৃষ্ঠা।
ট			থ		
৫০৯	টর টর টর বহে অনিবার	২৫৮	২৫৫	তোমায়ে বুঝাই বঁধ তোমায়ে বুঝাই	১১৯
ত			৪৬২	ত্যজহ দারুণ মান	২০১
৪৪২	তবে কহে রাই দ্বিতীয় গোচরে ...	১৯০	দ		
৬১৪	তবে কেন প্রীত বাড়াইলে হিত ...	২৬৯	৫২২	ধাকি ধাকি ধাকি ব্যাধিত অন্তর ...	২৫৯
২৯	তবে সে হইল শ্রীদাম সুদাম ...	১৮	১২	ধির বিজুরী বরণ গৌরী ...	৯
৮	তড়িৎবরণী হরিণী-নয়নী ...	৬	দ		
২৯৭	তাহারে বুঝাই সই পেলে তার লাগি	১০৩	৫২৩	দক্ষিণ নয়নে নাচিল যখন ...	২৬০
৩০	তাহে অপকল্প রুক্ষ অবতার ...	১৯	৩২৩	দিবস রজনী গুণি গুণি গুণি ...	১৪৩
৮২২	তিনটি আখরে না জানি কি আছে	৩৪৯	৬৪৯	দুই করে ধরি অফুর গোহারি ...	২৮৫
৫৯১	তুমি কি নিধান তাহা সে না জানি	২৫৯	১১৬	দুকাপ পাতিয়া ছিল এতক্ষণ ...	১০৬
২৫৯	তুমি ত নাগর রসের সাগর ...	১২০	৪২৪	দুই স্বধা লয়ে বিহি গেল খেয়ে ...	২১৬
১৬৭	তুমি দেব হরি দেবের দেবতা ...	৮৭	৪১০	দুতী কহে শুন আমার বচন ...	১২৪
৬৭৬	তুমি নন্দ বড়ই নিদয়া ...	২৯৬	৪৪৭	দুতি, না কহ শ্রামের কথা ...	১৯২
৫৭১	তুমি নিদারুণ নও ...	২৫০	৪৪১	দুতীর বচন শুনি সুধামুখী ...	১২০
৪৪৪	তুমি বড় নিদয় নিদান ...	১৯১	২৮৭	দূর দূর কলঙ্কিনী বলে সব লোকে গো	১৩০
৪১৭	তুমি বিদগধ রায় ...	১৭৯	৫০০	দেখ অপকল্প সিয়া ...	২১৮
৪১৬	তুমি বিদগধ সুরের সম্পদ ...	১৭৮	১৬২	দেখ দরশন করহ ভোজন ...	৮৫
৪১৯	তুমি বঁধু ব্রজের জীবন ...	১৮০	৪৬৯	দেখ দুই রূপ অতি রসকূপ ...	২০৪
১৭৪	তুমি মোর প্রাণ-পুথলি সমান ...	৯১	৫০৯	দেখ দেখ অপকল্প ...	২২১
১০৩	তুমি সে আঁখির তারা ...	৭০	৫২৮	দেখ দেখ নন্দরায় ...	২২৯
৬২০	তুমি সে নিদয়া নিচুঁরাই পনা ...	২৭২	৪৯৩	দেখ দেখ সখি চাহিয়া ছুঁ আঁখি ...	২১৫
১২১	তুমি সে যেমন জানিয়ে আমার ...	৬৫	৫০১	দেখ নব কিশোর কিশোরী ...	২১৮
৭১৬	তুমি হৈ নিদয়া বড়ি ...	৩১১	৮২৫	দেখ বলরাম ভুবনমাঝে ...	৩৫০
৪২৭	তুমি বঁধু ব্রজের জীবন ...	২১৭	৪০৭	দেখ সখি অপকল্প মনোহর ...	১৭৫
২০৬	তোদের দুর্দ্যবের দৈবের ঠাণ ...	১১৩	৪৫৯	দেখি নবরামা তুমি কোন জনা ...	১৯৮
৭৫৫	তোমার পীরিত কি জানি ভক্তি ...	৩১৯	৩০২	দেখিব যে দিনে আপন নয়ানে ...	১০২
২৫২	তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম শুন বিনোদ রায় ...	১১৮	২৭১	দেখিলে কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক হইবে ...	১২৫
৭৫২	তোমার মহিমা বেদে দিতে সীমা ...	৩২৫	৫২৫	দেখিয়া নাগর নাগরী সকল ...	২২৭
৭৬১	তোমার বরণ অতি অল্পম ...	৩২৯	১০	দেখিয়া মুরতি রূপের আকাঙ্ক্ষা ...	৩
৫৬৯	তোমায়ে ছাড়িতে নাহিব কালিয়া ...	২৪৯	১৪২	দেখিয়া সুমনা নদীর তরল ...	৭৪
			৬৯৫	দেখিয়া কাদার দশা উপজিল ...	৩০৩
			৭৯	দেখাশিমী বেশ সখি বিনোদ রায় ...	৪৫

পদ-সংখ্যা	পদ	পৃষ্ঠা
৮১	দেয়াশিনী বেশে মহলে প্রবেশে ...	৪৫
৩১৮	দৈব মুকতি বিশেষ গতি ...	১৪১
৪৮০	হুঁহ বাহে মধুর মুরলী ...	২১০
২১০	ছারের আগে ফুলের বাগ ...	১০৪

ধ

৭৮৯	ধরনী উপরে ধরিবে চারি ...	৩০৮
৩১৪	ধরম করম গেল গুরু গরবিত ...	১৫৬
৫২৪	ধরম করম সকলি মজিল ...	২৬০
২২	ধরি অমুপম বাজিকর যেন ...	১৪
৭৪	ধরি নাপিতানী বেশ ...	৪২
৩১১	ধাতাকাতা বিধাতার বিধানে দিয়ে ছাই ...	১৬০
৭১০	ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে রেকালিয়া ..	৩০৯
৭১১	ধিক্ ধিক্ ধিক্ নিঠুর কালিয়া ...	৩০৯
৩২১	ধিক্ রহ কুলবতী কুল তেয়াগিয়া ...	১৬৭
৩৬০	ধিক্ রহ জীবনে যে পরাধীন জীয়ে ...	১৫৮
৬৪১	ধেমুগণ সব করি হাধারব ...	২৮১

ন

৬৬৮	নন্দের করুণ শ্রুতি ...	২২০
৭২৬	নন্দের নন্দন চতুর কান ...	৩১৫
৪	নবীন কিশোরী মেখের বিজুরি ...	৩
৫২৫	নবীন নাগরী নবীন লোরেতে ...	২৬১
৪৫২	নয়ন-কাজল মুছিয়া ডারল ...	১২৭
৪১৮	নয়ন তরল বহে প্রেমবারি ...	১৭৯
৬০০	নহ নিদারুণ নবল নাগর ...	২৬৪
২৩০	না কর না কর ধনি এত অপমান ...	১১১
৮২	নাগর আপুনি হৈলা বণিকিনী ...	৪৭
৪৭৮	নাগর চতুরমণি ...	২০৮
৫০৮	নাগর নাগরী প্রেমের সাগরি ...	২২১
৫১৯	নাগর পাঙ্কজ নাগরী সকল ...	২৫৫
৩২৫	না জানি পীরিতি এমন বলিয়া ...	১৪৪
৩১৭	না জানি পীরিতি বারা নাহি পার তাপ ...	৬৪১
২৪৯	নাপিতিনী করে ধবি রাই চন্দ্রমুখী ...	১১১৭

পদ-সংখ্যা	পদ	পৃষ্ঠা
৭৫	নাপিতিনী বলে শুন গো সই ...	৪০
৩২১	না বল না বল সখি না বল এমন ...	১৪০
২৪৮	না ভাবিল মান দেখি চতুর নাগর ...	১১৭
৭৩	নামিয়া আসিয়া বসিল আসিয়া ...	৪১
৬৪	না যাইও বহুনার জলে ...	৩৭
৮০৫	নারীর স্বজন অতি সে কঠিন ...	৩৪৪
২১২	নাহ নিঠুরচিত ভেল কাহার চিত ...	১০৫
৮০২	নায়িকা-সাধন শুনহ লক্ষণ ...	৩৪৩
৪০০	নিরুঞ্জে বলিয়া নাগর রসিয়া ...	১৮৫
৫০৫	নিরুঞ্জ শোভিত কি রসকেলি ...	২২০
৪২০	নিরুঞ্জ সহর সব গোপীগণ ...	২১৪
৭৮৫	নিজ দেহ দিয়া ভজিতে পারে ...	৩৩৭
৩৪৬	নিঠুর কালিয়া না গেল বলিয়া ...	১৫০
১২৮	নিতিই নুতন পীরিতি দুজন ...	১০০
৬৫	নিতি নিতি আসি যাও ...	৩৭
৭৬১	নিতোর আবেশে বাঙালী চলিল ...	৩৩০
৭৪৪	নিরোদন শুন শুন বিমোদ নাগর ...	৩২৩
৩২৮	নিহৃত নিরুঞ্জে কুঞ্জ-কুটার ...	১৭০
৫২৬	নিশি গেল দূর প্রভাত হইল ...	২২৮
২১৪	নিশি প্রভাত হইল ...	১০৫
২২৬	নিশাস ছাড়িতে না দেয় ধরের গৃহিণী ...	১৩০

প

৫	পাণ্ডাভক্তি দেখিছ নাগরী ...	৪
৪৪	পাণ্ডের আবারে আছেন সুবল ...	২৮
২০	পদউধ কাক কোকিলের ডাক ...	৫০
২২০	পরপূর্ণবে যৌবন সঁপিলে ...	১৩২
৫২৬	পরবশে তুমি পরের কথারে ...	২৬১
১৮৯	পরান-বন্ধকে বপনে দেখিছ ...	২৭
৩১৬	পরের নবীনী ঘুটিবে কখনি ...	১৪০
১২৮	পশরা নামাও রাধা ...	৬৮
৫৫০	পড়িল বোষণা মগর চাতরে ...	২৪০
৬৪৮	পড়িয়ে চরণে অক্ষর সঘনে ...	২৮৪
৩১০	পাপ পরাণে কত সহিবেক জালা ...	১৩৯

পদ-সংখ্যা	পদ	পৃষ্ঠা
৬৫০	যথুরা নাগরী রূপ হেরি হেরি ...	২৮৬
৮০	যথুরা পুরেতে ধাম ...	৪৫
৬০০	মনের মরম মনেতে জানহ ...	২৬০
৪৫৮	মন্দ মন্দ গতি চলন-চাচুরী ...	১৯৮
৪৫২	ময়ূর ময়ূরী নাচে কিরি কিরি ...	১৯৫
৭৯৮	মরম কহিতে ধরম না রয় ...	৩৪২
৬৮৫	মরিষ পরল ভাষি ...	৩০০
২৬৮	মরি মরি যাই শ্রাবের ঝাশীয়া নাগরে ...	১২০
৪৫১	মাধবীতলাতে দূতী পাঠাইয়া ...	১৯৫
৪৫৬	মাধবীতলাতে রহে এক ভিতে ...	১৯৭
৪১০	মাধব তলার সুলের সৌরভে ...	১৯৬
৮১৮	মাহুঘ মাহুঘ ত্রিবিধ মাহুঘ ...	৩৪৮
৮১৯	মাহুঘ মাহুঘ সবাই বলয়ে ...	৬৪৮
৮২০	মা বাপ জনম না ছিল যখন ...	৩৫০
৮০০	মিলা অমিলা দুই রসের লক্ষণ ...	৩৫২
৫০৮	মুনিগণ যারে ভাবে নিরন্তরে ...	২৩৩
২৬৪	মুরলীর ঘরে রহিবে কি ঘরে ...	১২২
১৭১	মোর অপরাধ ক্ষেম ...	৮৯
১৬৯	মোর অপরাধ ক্ষেম যত্নাধ ...	৮৮
৩২৫	মোহন মুরতি কান ...	১৬৯

য

৬৬৯	যখন এ তব তবজ্ঞান করে ...	২৯৩
৬১৫	যখন করিলে বনে অতিশুধ ...	২৬৯
২৫০	যখন নাগর পীরিতি করিলা ...	১১৮
২৫১	যখন পীরিতি কৈলা ...	১১১
৬১৭	যতক্ষণ নয়নে চাও ...	২৭৯
৪৭২	যত গোপিনারী চন্দন আগোর ...	২০৫
৩২০	যতন করিয়া বোলাই দুইয়া ...	১৪২
৩৬৯	যত নিবারিয়ে চিতে নিবার না যায় রে ...	১৬০
৩৬৮	যদি বা পীরিতিখানি স্নজনের হয় ...	১৬০
৫০৭	যত্ন তাল মান ...	২২১
৪০	যত্না নিকটে যথা বণীঘট ...	২৭
৪৫	যত্না যাইয়া আবেশে দেখি ...	২৯

পদ-সংখ্যা	পদ	পৃষ্ঠা
৩৯৭	যত্নার তট অতি রম্য স্থল ...	১৭০
১৮৫	যত্নার তীরে সবে যায় নানা রঙ্গে ...	২৬
৫৬০	যশোদা বলেন শুন গো রোহিণি ...	২৪৫
৮৪	যাইতে জলে কদম্বতলে ...	৪৮
৫৮	যাইতে দেখিল শ্রামে ...	৩৪
৩১২	যাবত জনমে কি হৈল মরমে ...	১০৯
৬০১	যাহার কারণে জগজ্ঞান ভরি ...	২৫৩
৫৬২	যাহার সহিত যাহার পীরিতি ...	১৫৮
৩৭৫	যে জন না জানে পীরিতি মরম ...	১৫২
৪২৬	যে দিন হইতে তোমার সহিতে ...	১৬০
১০৭	যে পদ বোণীরা জপে নিরন্তর ...	৭২
৮২১	যেবা জন জানে কহিতে না পারে ...	৩৫৯
১৮২	যোগমায়া পৌর্ণমাসী সাক্ষাতে আসিয়া ...	৯৫

র

২৩২	রজনী-বিলাস কহয়ে রাই ...	১০২
৮১১	রক্তির কারণে রবির কিরণ ...	৫৪৫
৬৪৭	রথ আরোহণ কক্ষ বলরাম ...	২৮৪
৬৫৭	রথ চড়ি যান করয়ে গমন ...	২৮৮
৩৯৩	রমণী-মোহন বিলসিতে মন ...	১৬৮
৩৯৪	রমণীমোহন রমণী মোহিতে ...	১৬৮
৬	রমণীর মণি পেখিছ আপনি ...	৫
৫০৪	রসিক নাগর চতুর শেখর ...	২১৯
৪৭৭	রসিক নাগর বলে শুন বিনোদিনি ...	২০৮
৭৭৮	রসিক নাগরী রসের মরা ...	৩৩১
৭৭৭	রসিক রসিক সবাই কহয়ে ...	৩৩৪
৮২৮	রসেতে আবেশ হয়ে ...	৩৫২
৭৭৯	রসের কারণে রসিকা রসিক ...	৩৩৫
৬০২	রসে রাইয়া রমণী তেজিয়া ...	২৬৩
৪৬৮	রাই অভিসার বন্ধ ...	২০৪
২০৩	রাই, আচ্ছ কেন হেন দেখি ...	১০২
৭১৮	রাইএই দশা সখীর মুখে ...	৩১২
২৫	রাই কহে তবে কৃত্তিকার আগে ...	১৬
৭১৮	রাই কহে শুন কে জানে পীরিতি ...	২২০

পদ-সংখ্যা	পদ	পৃষ্ঠা।
৭৫০	রাই, তুমি সে আমার গতি	৩০
৪৪০	রাই, তুরিতে জ্বামেরে দেখ গিয়া ...	১৮৯
৭৫১	রাই, তোমার মহিমা বড়ি ...	৩২৫
১৩৬	রাই বলে শুন বেদনী বড়াই ...	৭২
১০৬	রাই বলে শুন হেদে গো বেদনি ...	৫৮
৭২১	রাই, বড় সে দেখিল বিপরীত ...	৩১৩
১৬০	রাই বিনে মনে সকলি আঁধার ...	৩২৯
৬০০	রাই-মুখ হেরি নাগর মুরারি ...	২৭৮
২৩৯	রাইমুখে শুনল ঐছন বোল ...	১১৪
৪১১	রাই রাই নাম আর সব আন ...	১৮৫
৪৯১	রাই শ্রাম একই পরাণ ...	২১৮
১০৪	রাই স্নাগরী প্রেমের আগরি ...	৫৭
২১০	রাইক ঐছন সক্রপ ভাষ ...	১১৪
২৪৬	রাইয়ের বচন শুনি সখীগণ ...	১১৬
৮০৭	রাগের ভজন শুনিয়া বিবম ...	৩৪৪
৪২০	রাধা কহে শুন আমার বচন ...	১৮০
৯২	রাধা কহে শুন রসিক নাগর ...	৫১
৪৭৪	রাধা কহে শুন শ্রাম স্নাগর ...	২০৬
১২৪	রাধা বলে তুমি কত চাহ দান ...	৬৬
১১১	রাধা বলে মোরা আগাত বলিয়া ...	৬০
৪৬৩	রাধা বলে শুন আমার বচন ...	২০১
১১৫	রাধা বলে শুন বিনোদ বড়াই ...	৬২
৬২৫	রাধা বলে শুন রসিক নাগর ...	২৭৪
৭৬২	রাধা বিনে আর আন নাহি ভায় ...	৩২৯
৪৭৬	রাধারূপ অতি দেখিয়া মুরতি ...	২০৭
৪৭০	রাধা-শ্রামরূপ দেখিয়া মোহিত ...	২০৫
৪৯৯	রাধার আরতি পীরতি দেখিয়া ...	১৭৫
৪১১	রাধার আবেশে গমন মধুর ...	১৭৬
১১৫	রাধার কাকুতি করিছে আরতি ...	৭৬
৪২৮	রাধার চরিত দেখি সেই সখী ...	১৮৩
১০৫	রাধার বেশে শোভা বনাইছে ...	৫৭
২০৭	রাধিকা আদেশে মনের হরষে ...	১০০
২৩৩	রান্না হে, কি আর বলিব আন ...	১১২
৩১	রূপ দেখে মোহিত হইল কত জনা ...	২০

পদ-সংখ্যা	পদ	পৃষ্ঠা।
৬৫৫	রূপ দেখি যত মথুরা-নাগরী ...	২৮৫
৬৫৬	রূপ দেখি হিয়া কেমন করে ...	২৮৮
৫১	রোকা ওকা আন গিয়া পেয়েছে কি ভূতা	৩১
৬৪৬	রোদন শুমান সব পরিহারি ...	২৮৩
ল		
২৩১	ললিতা কহয়ে শুন হে হরি ...	১১১
৫৫১	ললিতার কথা শুনি ...	২৪১
২৪৩	ললিতার বাণী শুনি বিনোদিনী ...	১১৫
ব		
১৭৫	বদন নেহারি চর চর বারি ...	৯২
৯	বদন স্মরণ যেন শশধর ...	৭
৯৬	বদন হেরিয়া গদ গদ হৈয়া ...	৫৩
৭১২	বঙ্গ কানাই, তোমার চরিত এত দূর	৩১০
৭৩৪	বঙ্গ, কি আর বলিব আমি ...	৩১৯
৫৯	বরণ দেখিছ শ্রাম ...	৩৪
৫৯৮	বল বল দেখি বিকল পরাণ ...	২৬২
৬০৪	বল বল সখি বিরস হইলে ...	২৬৪
১৫১	বলগ্রাম আগে কহিছে কানাই ...	৭২
২৮৬	বলে বলুক যোরে মন্দ আছে যত জন	১৩০
৬৭৩	বহুক্ষেণে তবে চেতন পাইয়া ...	২৯৫
৭৩২	বহু দিন পরে বঁধুয়া এলে ...	৩১৮
১৩৪	বড় অদভূত দেখিল বেকত ...	৭১
৭০	বাদীয়ার বেশ ধরি ...	৩৯
৭৬৬	বাণুলী কহিছে শুন হে বিজ ...	৩৩১
৫৪৪	বিচিত্র আসনে বসিলা সমনে ...	২৩৭
১৭৭	বিচিত্র পালকে শয়ন করায় ...	৯২
১০২	বিদগধ প্রেমরূপ নিরখিতে ...	৮৫
৩৮২	বিধির বিধানে হাম আনল ভেজাই	১৬৪
৩৪৫	বিকি কুমুদ যতনে আনিয়া ...	১৫৫
২০০	বিরলে বিদ্যা লাহিল শুভিয়া ...	১০১
৭০২	বিরহ-কাড়রা বিনোদিনী রাই ...	৫০১
৬৯৪	বিরহ-আরো অগ্নি হল ললিতা ...	৩০৫

পদ-সংখ্যা	পদ	পৃষ্ঠা।	পদ-সংখ্যা	পদ	পৃষ্ঠা।
২৬২	বিষম বাঁশীর কথা কহেন না যায় ...	১২১	৭২৯	শতেক বরষ পরে ঝুঁয়া মিলল ঘরে	৩১৭
১৫৪	বিশ্বয় ভাষিলা বালক সকল ...	৮১	১৫৯	শাউলী ধবলী বনে না পাইয়া ...	৮৩
১৬৮	বেদ বেদ বর্ণ চারু সে পুত্রিত ...	৮৮	৩৯২	শারদ পূর্ণিমা নিরমল রাত্রি ...	১৬৭
১১৭	বেরাইতে রাধা নাহি পড়ে বাধা ...	৬৩	৫০৪	শিলা বেগু শুনি বশোদা রোহিণী ...	২৩২
৪৪৮	বেরি বেরি ছুতি বচন সরস ...	১৯৩	৩৭৩	শিশুকাল হইতে শ্রবণে শুনিমু ...	১৬১
৭	বেলি অসকালে দেখিহু তালে ...	৫	৩৫২	শুন কমলিনি চল কুল রাধি ...	১৫৫
৫২৭	বেশ বনাইছে মায় ...	২২৮	৫১১	শুন গুণমণি কহি এক বাণী ...	২২২
৪৭৫	বেশ বনাইছে শ্রাম ...	২০৭	১৩৮	শুন গো বড়াই মোর ...	৭২
৩৯৬	বেশ সে সুবেশ অতি মনোহর ...	১৬৯	১০৭	শুন গো বড়াই হেথা ...	৫৮
২৩	বৃকভাঙ্গপুরে গিয়া কুহুহলে ...	১২	৩১৪	শুন গো মরম-সই ...	১৪০
২৫	ব্রজরাজবালা রাজপথে আইলা ...	৫৩	৫০৩	শুন গো মরম-সই ...	২১৩
৮১৬	ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রদল পগে ...	৩১৮	৩২৬	শুন গো মরম-সখি ...	১৩৫
৭২৫	ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিমা আছয়ে যে জন ...	৩৪০	৪০০	শুন গো মরম সখি ...	১৭১
৫৭২	বঁধু, উলটি কহত এক বোল ...	২১১	২৩৪	শুন গো রাজার কি ...	১১২
২২৪	বঁধু, কহ না রসের কথা শুনি ...	১০৯	৮৭	শুন গো রাধিকা চাঁপার কলিকা ...	৪৯
২৫৮	বঁধু, কহিলে বাসিবে মনে দুখ ...	১২০	৩৩৩	শুন ও গো সই আর তোমা বই ...	১৪৭
৪২৫	বঁধু, কি আর ঘরের সাথ ...	১৮২	৭৮৪	শুন গো সজনি আমার বাত ...	৩৩৭
৭৩৭	বঁধু, কি আর বলিব আমি ...	৩২০	৭১১	শুন গো সজনি পরমাদ শুনি ...	১১২
৭৩৯	বঁধু, কি আর বলিব আমি ...	৩২১	৯৯	শুন গো সজনি সই ...	৫৫
৭৪১	বঁধু, কি আর বলিব আমি ...	৩২২	৫১৭	শুন গো সজনি সই কি বুদ্ধি করিব...	২২৫
৭৪২	বঁধু, কি আর বলিব তোরে ...	৩২২	১২৩	শুন গোয়ালিনি উপমা দিয়াছ ...	৬৬
৭৩৩	বঁধু, ছাড়িয়া না দিব তোরে ...	৩১৮	৬২৮	শুন ধন্য রাই কহি তুয়া ঠাই ...	২৭৫
৪২২	বঁধু, তুমি কঠিন পরাণ ...	১৮১	৪৬০	শুন ধন্য রাই তান কিহু গাই ...	১৯৯
৭৩৬	বঁধু, তুমি নিদারুণ নয়ে ...	৩১৯	১২২	শুন ধন্য রাধা রূপের গরব ...	৬৫
৭৪৬	বঁধু, তুমি সে আমার প্রাণ ...	৩২৩	৬৭৮	শুন নন্দ ঘোষ আমার বচন ...	২৯৭
৭৪৫	বঁধু, তুমি সে পরশ-মণি হে ...	৩২৩	৪৬৫	শুন নব রামা ঐ পরমদ ...	২০২
৫৫০	বঁধু, ভাল সে বটহ তুমি ...	২২৬	১৮	শুন প্রাণ-সখা আমি সে জানিয়ে ...	১২
১৮০	বঁধু যদি গেল বনে শুন হগো সখি ...	২৫	৭১৯	শুন রজকিনী রামি ...	৩৩২
৪২১	বঁধুর আদির দেখি অনাদর ...	১৪১	১১২	শুন রসমই রাধা ...	৬১
২৫৮	বঁধুর লাগিয়া শেজ বিছাইহু ...	১৫৪	৭৮২	শুন শুন দিদি প্রেম সুধানিধি ...	৫২৬
৭৪৮	বঁধু হে, নয়নে লুকায়ে ধোব ...	৩২৪	৫৬২	শুন শুন বাছা জীবন-কানাই ...	২৪৬
৪৩২	বাঁশী দূতগণা কতক প্রকারে ...	১৮৬	১১	শুন শুন দেয় নব-চলারিমা ...	১২
২৬৬	বাঁশী নিঃশব্দ কাণে ...	২৩০			

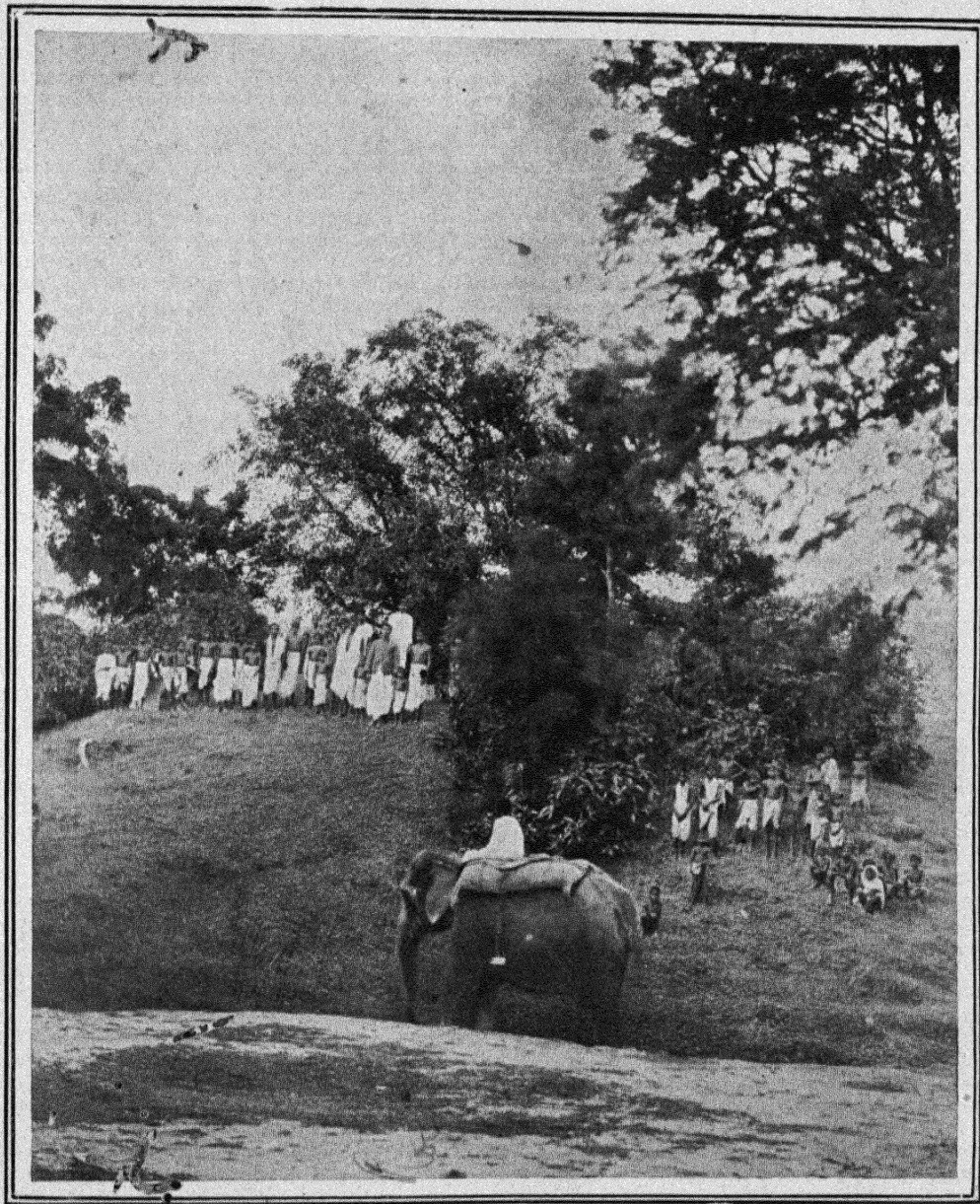
পদ-সংখ্যা	পদ	পৃষ্ঠা।	পদ-সংখ্যা	পদ	পৃষ্ঠা।
৪৬১	শুন শুন রাধা কহে সেই গুণী ...	২০০	৬৪৫	শ্রামের জলদ রূপ হেরি হেরি ...	২৮৩
২০০	শুন শুন শুন আমার বচন ...	৫৫	৩৮১	শ্রামের পীরিতি মুরতি হইলে ...	৩২৬
৩০৮	শুন শুন সই কহি তোরে ...	১০৮	৬০	শ্রামের বরণ-ছটার কিবা ছবি ...	৩৫
১৩১	শুন শুন হে রসিক রায় ...	৩১৮	১৮৬	শ্রামলা বিমলা মঙ্গলা অবলা ...	২৬
২২৮	শুন শুন সুন্দরি আমার যে রীত ...	১১০	১০৮	শ্রাম শুকপাখী সুন্দর নিরুখি ...	৩০৮
৫০৭	শুন সহচরি না কর চাহুরী ...	১৩৭	৬০৭	শ্রাম শ্রাম বলি সদা শ্রাম হেরি ...	২৬৬
১৪৩	শুন সুনাগর করি ছোড় কর ...	৩২২	৬০৬	শ্রাম সুনাগর রায় ...	২৬১
১৬০	শুন সুনাগরী রাই ...	৩২৮	১৪২	শ্রাম-সুন্দর শরণ আমার ...	৩২৪
১১৮	শুনহ নাগর কাহ্ন ...	৬৩	১০৩	শ্রীদাম সুদাম আর বলরাম ...	৫৬
৫৬৬	শুনহ নাগর গুণের সাগর ...	২৪৭	৫৭৫	শ্রীমুখ-পঙ্কজ চাহি গোপীগণ ...	২৫২
৬৬৬	শুন হলধর তাই ...	২২২	স		
৪৪৩	শুনহ সুন্দরী রাধা ...	১২১	৩০০	সই, আর কিছু কৈয় না গো ...	১৪৬
৫১৮	শুনহ সজনি আর কি দেখহ ...	২২৫	২১৬	সই, আর যে কহিব কত ...	১২৬
৪১৩	শুন হে কমল-আঁখি ...	১১৭	২২২	সই, এ কি সহে পরাণে ...	১৩১
১৪০	শুন হে চিকণ-কালী ...	৩২১	৩৪৭	সই, কাহারে করিব রোষ ...	১৫৪
৪৮১	শুন হে নাগর গুণমণি ...	২০২	৫৬	সই, কি আছু দেখিল রঙ্গ ...	৩৩
৫৬৭	শুন হে নাগর গুণমণি ...	২৪৮	২৯৮	সই, কি আর জীবনে সাধ ...	১৩৪
৪১৪	শুন হে নাগর রায় ...	১১৭	১২১	সই, কি আর বলিব তোরে ...	২৮
৪১৫	শুন হে নাগর রায় ...	১৭৮	২৮	সই, কি আর বলিব মায় ...	৫৪
৬০৫	শুন হে নাগর শরণ যে লয় ...	২৬৫	৩৩১	সই, কি কাজ এ ছার ঘরে ...	১৪৭
১৬১	শুন হে বলাই দাধা ...	৮৪	৩২৪	সই, কি হইল কাগার জালা ...	১৪৪
৪৫৪	শুন হে ত্রয় কেন বা বঝারো ...	১২৬	৫৪	সই, কেবা শুনাইলে শ্রাম নাম ...	৩২
১২৭	শুন হে রসিক নাতি ...	৬৭	২১৩	সই, কেমনে জীব গো আর ...	১২৫
১২২	শুনি ধনী মুরছিত তেলি ...	৩১৩	৩০১	সই, কেমনে ধরিব হিয়া ...	১৩৫
৮৩	শুনিয়া মালায় কণী রসিক সুজন ...	৪৮	১০৩	সই, কে যাবে মথুরাপুর ...	৩০৬
৫২৪	শুনিয়া রাধার বিনয়-বচন ...	২২৭	১২৪	সই, জানি কুদিন সুদিন ভেল ...	১৩৫
৫৩৩	শুনিয়া আভিরিণী চিতপত বোল ...	২৭৮	৩০১	সই, তাহারে বলিব কি ...	১৩৫
১২৩	শুনিয়া রাধার বাণী ...	৩১৪	৬৯	সই, পশিল বিষম বাণী ...	১২৪
১৭৬	শুনিয়া রস মুরিবে কে ...	৩৩৪	৩৬	সই, পীরিতি আখর তিন ...	১৪৮
২৩	শ্রাম কহে শুন রাই বিনোদিনী ...	৫২	৩৭	সই, বড়ই প্রমাদ দেখি ...	১৪৫
১১৯	শ্রাম-পরমজ বড়াই সহিতে ...	৫২	২৭২	সই, বনে মোর এই ভয় উঠে ...	১২৭
৪৪২	শ্রাম-ধামে বৈঠল কিশোরী ...	২১৫	৩৫	সই, রস চাহিয়ে তোকে ...	১৩৭
৪০৮	শ্রাম-মালা বিনোদিনী রাধা ...	১৭৫	৩১	সই, রস গন্ধ খেয়ে ...	১৪৬
৬৪৪	শ্রাম-মুখ হেরি আকাশের বিধু ...	২৮২			

পদ-সংখ্যা	পদ	পৃষ্ঠা	পদ-সংখ্যা	পদ	পৃষ্ঠা
১৪৪	হাসিয়া নাগর চতুর-শেখর	৭৫	১৪৩	হেদে হে নাগর চতুর-শেখর	১০১
১৪৫	হাসিয়া নাগর চতুর-শেখর	২১১	২২০	হেদে হে নিলাজ বঁদু	১০২
১৪৮	হাসিয়া হাসিয়া নাগর রসিয়া	৭৮	৬৩৬	হেদে হে পরাণ-বন্ধু	২৭৯
১২৬	হাসিয়া হাসিয়া বড়াই রসিয়া	৬৭	২৪১(ক)	হেদে হে বঁধুয়া	১১৫
৬০৮	হা হরি হা হরি হরি হরি হরি	২৬৬	৪৮৪	হেদে হে মুরলীধর	২১১
৬২৬	হায় রে দারুণ বিধি	৩০৪	৬১২	হেদে হে রমণ রমণীমোহন	২৭৭
৩৮৮	হিয়ার মাঝারে যতনে রাখিব	১৫৪	৫৪৭	হেনক সময় অক্রুর দেখল	২৩৮
১৪৯	হেথা কাহ্ন যত পার করি গোপী	৭৮	৬১০	হেনক সময় এক সে রজক	২৮৯
৫১৩	হেথা রাধা-বিনোদিনী	২২০	৫৫৫	হেনক সময় প্রভাত হইল	২৪২
৬১০	হেথা সে অক্রুর রথ সাজাইয়া	২৬৭	৭২৫	হেনক সময়ে এক সখী আসি	৩১৫
৩৬	হেদে গো চৈতন্য	২৩	৫৪৬	হেন বেলে শিক্ষা বেণু বাজাইয়া	২৩৮
৬২৭	হেদে গো সজনি সই	৩০৪	৬৭৫	হেন বেলে প্রবেশিল পুরে	২৯৬
৬১৪	হেদে লো মরম-সই	২৮৭	৫২৯	হেন বেলে যত রাখাল বালক	২২৯
৬৭	হেদে লো স্তম্ভরি	৩৮	১৪৭	হেরয়ে রসিকবর রাইক চরিত	১১৬
৫২২	হেদে হে কমল কান	২২৭			

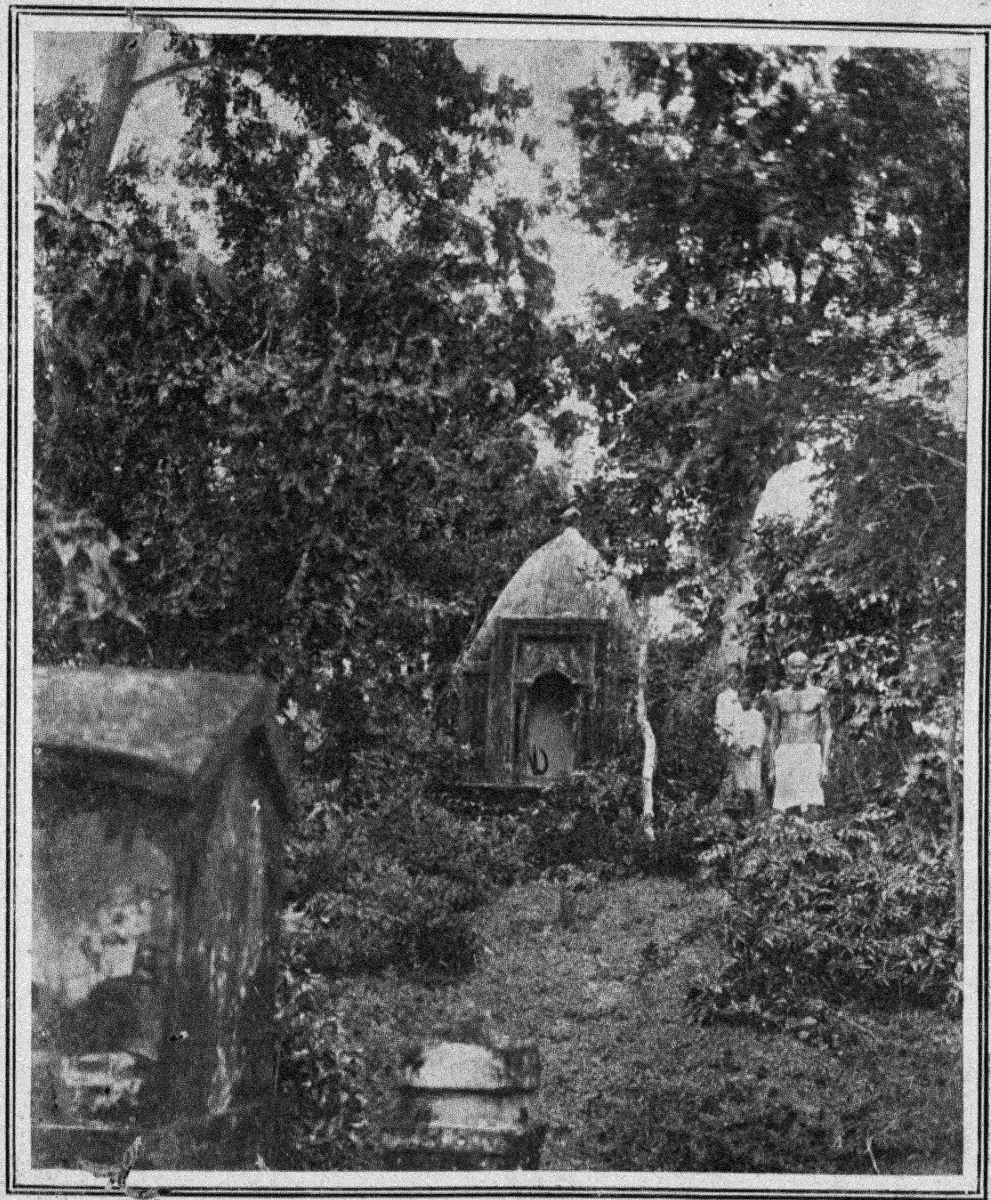


চণ্ডীদাস-পূজিতা নাম্বুরের বাঁশুলী দেবী ।

(পদ্মাসনা চতুর্ভুজা বোণাপানি মূর্তি)



চণ্ডীদাসের ভিটা—হস্তীর পার্শ্বের স্তূপ—নান্দুর ।



চণ্ডীদাসের সমাধি-মন্দির—নামুর।

চণ্ডীদাসের পদাবলী ।

ভূমিকা ।

চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রকাশিত হইল। আমাদের বংশ চিরদিনই পরম বৈষ্ণব; তাহা ছাড়া আমাদের গ্রামের ও চতুর্দশার্ঘ্যী গ্রামের সকলেই বৈষ্ণব। স্মৃতরাং বাল্যকাল হইতে আমি সুপ্রসিদ্ধ মনোহরসাহী কীর্তন-গায়ক রসিক-দাস প্রভৃতির কীর্তন বৎসরে অনেকবার শুনিবার সুযোগ পাইতাম। ব্রজভাষায় রচিত পদগুলি ভাল বুঝিতাম না; কিন্তু গায়কগণ যখন চণ্ডীদাসের পদ গাহিত, তখন আনন্দে মন বিভোর হইয়া বাইত। এইরূপ বাল্যকাল হইতেই চণ্ডীদাসের প্রতি আমার একটা অম্লরাগ জন্মিয়া যায়, তাহার পর বিদ্যা-শিক্ষার জন্ত আমাকে মুরশিদাবাদ ও কলিকাতার অনেক দিন অতিবাহিত করিতে হয়। কলেজ ত্যাগ করার পরও ছয় বৎসর মুরশিদাবাদ ও কলিকাতায় শিক্ষকতা করি। ১৮৯৬ সালে আমি আমার স্বগ্রামের সম্মিহিত কীর্তিহার হাই স্কুলের হেডমাষ্টার হই। কীর্তিহারে চণ্ডীদাসের সমাধিস্থপ আছে; অদূরে নারদুর চণ্ডীদাসের বাসস্থান। ইহাদের প্রভাব আমার উপর আবির্ভাব বিস্তার করিল—আমি চণ্ডীদাসের পদাবলী-সংগ্রহের সংকল্প করিলাম। পদকল্পতরু, পদামৃত-সমুদ্র খুঁজিলাম; বাহা পাইলাম, তাহাতে তৃপ্তি হইল না। সুদ্রিত সংস্করণ কয়েকখানি কিনিলাম। পড়িলাম, কিন্তু মনে হইল, সংগ্রহ-কারণ ঠিক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই; সবই যে অসংলগ্ন, ধারাবাহিকরূপে রক্ষ-চরিত্র-বর্ণনা কৈ? আমি পদাবলী-সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। বিশালাক্ষীর পুত্রকের পুত্র, আমার ছাত্র শ্রীমান মৃদুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তাহাদের গৃহে চণ্ডীদাসের পদের কোন পুথি আছে কি না? মৃদুঞ্জয় বাটা গিয়া অমুসন্ধান করিয়া আমাকে রাস-লীলার একখানি পুথি আনিয়া দিল। সেই পদগুলি সম্পূর্ণ নুতন; কখনও পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। সেই পদগুলি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইল। অনেকটা ভরসা হইল, এবল উৎসাহে আমার অমুসন্ধান চলিতে লাগিল। এমন সময়ে কীর্তিহারের সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যোৎসাহী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু সৌরেশ-চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সম্পূর্ণ ব্যয়ে “বীরভূমি” নামী মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইল। আমার উপরই সম্পাদন-তার অর্পিত হইল। উৎসাহ-হিণ্ড বর্দ্ধিত হইল। প্রথম সংখ্যা “বীরভূমি”তেই প্রচার করিলাম যে, চণ্ডীদাসের অপ্ৰকাশিতপূর্ব পদাবলী সংগ্রহ করিয়া “বীরভূমি”তে প্রকাশ করিব। কেন হইয়াছিল বলিতে পারি না, কিন্তু আমার ধারণা এইরূপ—বোধ হয়, “রাসলীলা” দেখিয়াই হইয়াছিল যে, চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র অবলম্বন করিয়া কোন কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন।

এই সময়ে স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কীর্তিহারে স্তম্ভাঙ্গন করেন। তাঁহার সহিত চণ্ডীদাসের সমাধি দর্শন করিয়া কিরিতার সময় বলিলাম,—“আমার বিশ্বাস, চণ্ডীদাস রক্ষ-চরিত্র অবলম্বন করিয়া কোন কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন।” ইন্দ্র বাবু তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন,—“ও কথা আমি মনেই না, প্রাচীন পদকর্তারা যখন ইচ্ছা, তখনই অসংলগ্নভাবে পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, কখনও কাব্য লিখিবার চেষ্টা করেন নাই।” পূর্বনীর ব্যক্তির সহিত তৎক্ষণাৎ মত মিলে না, মনে করিয়া দ্রিষ্ট হইলাম বটে, কিন্তু আমার পূর্ব-ধারণা গেল না। আমি পুণ্যে গৃহে পদগুলি

অহুসঙ্কান করিতে লাগিলাম। বৈষ্ণবের আখ্যায় আখ্যায় বেড়াইতে লাগিলাম। প্রবীণ বৈষ্ণবগণের নিকট সন্ধান লইতে লাগিলাম। এক্ষণে তুর্যের কর্তন হইলেও অনিতে যাইতাম—ভরসা, যদি কর্তনগায়ক চণ্ডীদাসের কোমল গলাগানে গাইত। এইরূপে একেবারে বিকলমনোরথ হইয়াছি, তাহা নহে। অনেক সুন্দর সুন্দর পদ নানা এইরূপ অহুসঙ্কান করিয়া পাইয়াছি। তাহার পর আমার ছাত্র কীর্ত্তাহারনিবাসী শ্রীমান রাঘবেন্দ্র-কৃষ্ণ রায় আমাকে একখানি চণ্ডীদাসের পদাবলী পুথির সন্ধান দিল। পুথিখানি কীর্ত্তাহারের নিকটবর্তী কোন ভদ্রলোকের গৃহে রক্ষিত ছিল। রাঘবেন্দ্র আমাকে পুথিখানির দুই একটি পাতা আনিয়া দিল, কিন্তু সব পুথি কিছুই পাই নাই। শেষে শুনিলাম যে, যাহার পুথি, সে কীর্ত্তাহারের জমিদার শ্রীযুক্ত পোশনচন্দ্র সরকার মহাশয়ের জনৈক কর্মচারী। তাঁহাকে অহুরোধ করায় তিনি উক্ত কর্মচারীকে পুথিখানি দিতে আদেশ করিলেন; পুথি হস্তগত হইল। পুথি দেখিয়া আমি বড়ই উৎফুল্ল হইলাম। পুথিখানিতে কেবল চণ্ডীদাসের পদ; পদসংখ্যা ৬০০ ছয় শতেরও অধিক। তাহার মধ্যে ৫০০ শত পদ নূতন। দেখিয়া আরও আনন্দিত হইলাম যে, পূর্বপ্রাপ্ত ‘রাসলীলা’র পদগুলি ইহাতে সবই আছে; তাহা ছাড়া রাস-লীলার আরও অনেক পদ আছে। ধীরে ধীরে পূর্বপ্রাপ্তের অনেকগুলি পদ ‘বীরভূমি’তে প্রকাশিত হইল। চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রকাশিত হইতেছে দেখিয়া দাসকল গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার গৃহস্থিত পুথি হইতে অনেক নূতন পদ আমাকে ‘বীরভূমি’তে প্রকাশের জন্য দিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট হইতে রাসলীলার একখানি পুথিও পাওয়া গেল। এইরূপে আমি রাসলীলার তিনখানি পুথি পাইলাম। বাহা হউক, রাঘবেন্দ্রকৃষ্ণ-প্রদত্ত পুথি আমার প্রধান অবলম্বন। এই পুথি আমি রাঘবেন্দ্র বাবু, দীপেশ বাবু, ব্যোমকেশ বাবু ও সারদা বাবুকে দেখাইয়াছি। পুথিখানি অনেক দিন আমার কাছে ছিল, কিন্তু যাহার পুথি, সে এমন তাগাদা আরম্ভ করিল যে, শেষে ভদ্রতার সীমাও অতিক্রম করে দেখিয়া আমি পুথিখানি কেবল দিলাম। রাঘবেন্দ্র বাবু দেখিতে চাহিলে আর একবার চাহিয়াছিলাম; তখন সে আমাকে দশ কথা শুনাইয়া দিয়াছিল। তাহা হইলেও আমি তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

পুথির পরিচয়।—পূর্বেই বলিয়াছি, আমার মূল পুথিখানিতে ৫০০ শত নূতন পদ আছে। এখন ঐ পদগুলি কি কি বিষয় অবলম্বন করিয়া লিখিত, তাহার পরিচয় দিব। গ্রন্থারম্ভে আমরা দেখিতে পাই, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সুবল সখার সহিত এক তরুছায়ার উপবিষ্ট। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিতে লাগিলেন যে, একদিন তাঁহার প্রিয় গাভী ধবলী সহসা কোথায় চলিয়া গেল। পদচিহ্ন অহুসরণ করিয়া তিনি বৃকভানুপুরে উপস্থিত হইলেন। তথায় নীল-নিচোল-পরিহিতা সর্কালঙ্কারভূষিতা এক রমণী তড়িতের জ্বালা তাঁহার চক্ষু বদলিয়া দিল। দর্শন অবধি তাঁহার মন সাতিশয় উন্নত হইয়াছে। তাহার পুনর্দর্শন ভিন্ন তাঁহার চিত্তস্থির হইবার উপায় নাই। সুবল ইন্দ্রজাল-বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শেষে শ্রীরাধিকার মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ চিনিলেন এবং বলিলেন যে, যে মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তিনি মোহিত হইয়াছিলেন, এই মূর্ত্তি সেই। শ্রীকৃষ্ণকে আশাস দিয়া ও বহুনাভীরবর্তী চম্পক-বনে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সুবল পক্ষ শিশু সহ বৃকভানুপুরে উপস্থিত হইলেন। রাক্ষসী তাঁহাদের ক্রীড়া দেখিতে ইচ্ছুক হইলে, সুবল প্রভৃতি শিশুগণ মৎস্ত, কুর্শ প্রভৃতি অবতার, সুবিধামাত্রি পাণ্ডব-বংশ দেখাইয়া শেষে কীর্ত্তি-সুওল-পরিহিত, বনমালাশোভিত, পীতাম্বর, জলম-নিষিদ্ধ-কলেশ্বর শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। দর্শক হাজ্রে সকলেই মোহিত হইল। বাতায়ন-পার্শ্বে বাতা ও সখীগণের সহিত উপবেশন করিয়া শ্রীরাধিকা এতদঞ্চল ক্রীড়া দেখিতেছিলেন, সুবল শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি-দর্শনে তিনি মুচ্ছিত হইলেন। সখ্যাদ প্রাতিষাঙ্কি রাক্ষসী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া স্বভাব প্রাণী দশা দর্শনে অতীব ব্যাকুল হইয়া অনেক চিকিৎসক আনাইলেন। কিন্তু কাহারও চিকিৎসায় কোন ফল হইল না। শেষে সুবল অন্তঃপুরচারিণী এক দাসীকে বলিলেন যে, ত্রিদিব রাজহুতার পীড়া আরোগ্য করিতে পারেন। রাক্ষসীদেহে সুবল অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মুচ্ছিতা শ্রীরাধিকার কর্ণে

কুমারীকে শুভাইয়া দিলেন। নাম “কাণের ভিতর দিয়া মরণে পশিল।” রাধিকাকে জাগ্রত হইলেন; সকল ব্যাধি
দূরে গেল। সুবল তখন রাজাকে পরামর্শ দিলেন যে, রাধিকাকে বহুনার স্নান করান হউক। রাধিকা স্নানে
চলিলেন। বহুনাভীরবর্তী চম্পক-কাননে রাধা কৃষ্ণের প্রথম মিলন হইল। শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ পূর্ণ
পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। তাহার পর শ্রীরাধিকার পূর্ণরূপ, শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-দোহা। ইহা পূর্বে প্রকাশিত
হইয়াছে। তাহার পর অভিগার, এই পদগুলি নূতন। তাহার পর কুঞ্জ-ভঙ্গ—কোন নূতন পদ নাই। ইহার পর
গোষ্ঠলীলা সম্পূর্ণ নূতন। গোষ্ঠলীলার এই কয়েকটি বিষয় আছে;—১। শ্রীরাধিকার প্রেমোচ্ছ্বাস। ২। দান।
৩। নৌকাখণ্ড। ৪। বন-তোজন। ৫। যশোদার বাৎসল্য। তাহার পর রাই-রাখাল, সন্তোষ-স্বতি, বিপ্রলক্ষা, বসন্তা,
মান বধাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। এগুলির মধ্যেও অনেক নূতন পদ আছে। তাহার পর রাস-লীলার ১৩৩টি পদ।
পরে অকুরাগমন, যশোদা, গোপীদগ ও রাখালগণের খেদ, শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন, রজকের বস্ত্রহরণ, কুজার সহিত
মিলন, কংস-বধ, নন্দ-বিদায় প্রভৃতি বিষয় অতি মধুর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত পদ সম্পূর্ণ নূতন। তাহার
পর মথুরায় দ্বিতীয় গমন, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ পুনরাগমন, আত্মনিবেদন প্রভৃতি। এগুলিতেও অনেক নূতন পদ আছে।
শেষে রাগাম্বক পদ। ইহাতেও অনেক নূতন পদ আছে। কল কথা, আমার সংগৃহীত পদসংখ্যা মোট ৮৩০। এতগুলি
পদ পূর্বে কখনও প্রকাশিত হয় নাই।

বানান।

কেহ কেহ বলেন যে, পুথিতে যে বানান আছে, তাহাই বজায় রাখা উচিত। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, এইরূপ
করিলে পূর্বে কিরূপ বানান ছিল, তাহার একটি পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া প্রাচীন পদকর্তৃগণ স্বর-অঙ্ক-
সারে বানানের ভেদ করিতেন। অর্থাৎ যেখানে কোন অক্ষরে হ্রস্ব ইকার আছে, সেখানে একরূপ স্বর হইবে, আর
যেখানে দীর্ঘ ইকার আছে, সেখানে অল্প স্বর হইবে। সুতরাং তাঁহাদের মতে প্রাচীন অন্তর্ভুক্ত বানান শুদ্ধ করিয়া
লিখিলে অনেক পাপ হয়। আমি ইহাদের কথার সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। আমি বানান-
গুলিকে শুদ্ধ করিয়া লিখিয়াছি। কাজেই আমাকে একটি কৈফিয়ৎ দিতে হয়, যেন করিয়াছি। ইহাদের প্রথম
যুক্তির উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, প্রাচীন কালে কিরূপ বানান ছিল, প্রাচীন পুথি দেখিয়া তাহার নির্ণয় করা
হুঃসাধ্য। কোন দুইখানি পুথির বানানের ঐক্য নাই। কেহ ‘রামি’ লিখিয়াছেন, কেহ বা ‘আমী’ লিখিয়াছেন।
অর্থাৎ ঐহারা প্রাচীনকাল করিয়াছেন, তাঁহারা আপন আপন ইচ্ছানুযায়ী বাহা ইচ্ছা, তাহাই লিখিয়াছেন। এখনও
আমরা পরীতে দেখিতে পাই, ঐহারা প্রাচীন ধরণে শিক্ষিত, তাঁহারা বানানের দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখেন না।
জিজ্ঞাসা করিলে বলেন যে, লিখিবার সময় তাঁহারা বাহা সুবিধাজনক বিবেচনা করেন, সেইরূপ বানানই
লিখিয়া থাকেন। পূর্বে ঐহারা পদাবলী নকল করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও প্রাচীন ধরণে শিক্ষিত। তাঁহারা
যে তাঁহাদের বর্তমান বংশধরগণের নীতি অনুসারেই লিখিবেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ
নাই। এরূপ হুঁস আমি কোন পুথির বানানই রাখিতে পারি নাই। কোন্ পুথির বানান রাখিব? সবই
যে ভিন্ন ভিন্ন। যদি সকল পুথির বানানের অনেকটা সমতা দেখিতে পাইতাম, তবে না হয় বুঝিতাম, পূর্বে এরূপ
বানানই প্রচলিত ছিল। তাহা যখন দেখিলাম না, তখন কাহারও বানান গ্রহণ করা উচিত নহে। হাঁ, যদি চণ্ডী-
মালার সহস্র-লিখিত কোন পুথি পাইতাম, তবে সাদরে তাহার বানান গ্রহণ করিতাম। তাহা যখন পাই নাই,
তখন আমার গত্যন্তর কৈ? আর একটা কথা, আমি যদি পুথির বানান ব্রজ্য রাখিতাম, তাহা হইলে যুক্তিত পুস্তক
কি বিকট ভূত্বই ধারণ করিত। বর্তমান কালের পাঠক পুথি-খুলিয়াই বিভীষিকা দেখিতেন ও আত্মনাশ করিয়া
তাঁহা দূরে নিক্ষেপ করিতেন। আপনি যদি বহি খুলিয়াই দেখিতেন,—“বহী কেবা হুনিইলে ভ্রামনান”, তখন আমাকে

গান দিতেন কি না? তবেই দেখুন, বানানগুলি বর্তমান কালের উপযুক্ত করিয়া আমি খুব অপরাধ করি নাই। তখন ছাত্র দেখুন, সাংসার কি করিয়াছেন। তাঁহাদের মহাকবি সেকপীয়রের গ্রন্থের যে সকল আধুনিক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কি উক্ত কবির আমাদের বানান রক্ষিত হইয়াছে? তাহা ত হয় নাই, সমস্ত শব্দের বানান বর্তমান পাঠকের বোধগম্য করিবার জন্য আধুনিকর প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি বিলাতী নবীর অঙ্গসারে কাজ করিয়াছি।

আমার উপর আর একটা অল্পযোগ এই যে, আমি স্থানে স্থানে কমা ও উদ্ধার-চিহ্ন (quotation mark) ব্যবহার করিয়াছি। আমার বক্তব্য এই যে, আমি কালিকার লোকে যে ঐগুলি না থাকিলে ভাষা বুঝিতে পারে না। আমি যেখানে দেখিয়াছি যে, উদ্ধার-চিহ্ন ও কমা না দিলে অর্থ বুঝিতে কষ্ট হইবে, সেইখানেই তাহা দিয়াছি। ইহাতে আমার গুরুতর অপরাধ হইয়াছে বলিয়া ত বোধ হয় না।

শেষ কথা এই যে, পদকর্ষণ সুর-ভেদে বানান-ভেদ করিতেন। আমার দৃষ্টিতে এই যে, কে বলিল? কোথা হইতে এই অদ্ভুত কথা আসিল? কোন পুথিতে লেখা আছে না কি? আমাদের দেশে বত উৎকৃষ্ট কীর্তন-গায়ক আছে, তত আর কোথাও নাই। সকলেরই গান শুনিয়াছি, সকলের সঙ্গেই আলাপ করিয়াছি, কিন্তু এমন কথা ত শুনি নাই। বলা বাহুল্য, এই আপত্তিটা বড়ই হাস্যজনক।

পাঠোদ্ধার।

পাঠোদ্ধার বড়ই কঠিন বিষয় : নানা জনে চতীদাসের পদ নকল করিয়াছেন। যিনি যেমন বুঝিয়াছেন, তিনি তেমন লিখিয়াছেন। তাহা ছাড়া তাঁহাদের ভুল-ত্রুটিও আছে। এইরূপে “সাত নকলে আসল খাতা” হইয়া গিয়াছে। এ সব পুথির মধ্যে ঠিক পাঠোদ্ধার করা বড়ই কঠিন। যে সকল স্থানে দুই তিনখানি পুথি পাইয়াছি, তথায় পরস্পর মিলাইয়া যেখানির পাঠ সঙ্গত বোধ হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। মুদ্রিত পুস্তক সম্বন্ধেও ঐ নীতি অবলম্বন করিয়াছি। তবে ইহাতেও যে আমার ত্রুটি হয় নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। আর যেখানে একখানির অধিক পুথি পাই নাই, সেখানে পুথির পাঠ গ্রহণ করা ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। যেন করুন, একটা কথা আছে, বাহার কোন অর্থই হয় না। পড়িতে পারিতেছি না, তাহা নহে, অক্ষরগুলি অস্পষ্ট লেখা রহিয়াছে, অথচ কথাটির অর্থ হয় না। সে স্থলে দুই একটা অক্ষর বদল করিয়া একটা সঙ্গত কথা বসাইয়া দিবার প্রলোভন খুবই হয়। কিন্তু আমি সে প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি। যখন দেখিলাম যে, কোন একটা কথার অর্থ কিছুতেই হইতেছে না, কথাটিকে কিছুতেই চিনিতে পারিতেছি না, তখন আর আমার নিজের সম্পাদকীয় বিচার পরিচয় না দিয়া “বদুষ্টং তন্নিষিদ্ধং লেখকস্য দোষো নাস্তি” করিলাম। উত্তরকালে যদি কখন দ্বিতীয় পুথি পাওয়া যায়, তখন কথাটা শুদ্ধ করিয়া লওয়া যাইবে, অথবা আমি অপেক্ষা বিজ্ঞাতর ব্যক্তি কথাটির চিকিৎসা করিয়া তাহাকে কথার মত করিতে পারিবেন। এরূপ কথা আমার “চতীদাস” পুস্তকে বড় কম পাওয়া যাইবে না।

পদ-বিচার।

একটা কথা উঠিয়াছে যে, চতীদাসের ভণিতা থাকিলেই যে পদটা চতীদাসের হইল, ইহা বিবেচনা করা অসম্ভব। চতীদাসের একটা বিশেষত্ব আছে, একটা “চতীদাস” আছে; যে পদে তাহা দেখিতে পাইব না, তাহা চতীদাসের বলিয়া কদাচ গ্রহণ করিব না। এমন লোক অনেক ছিল, বাহার নিজের রচিত পদ চতীদাসের ভণিতা দিয়া চালাইয়া দিয়াছে। আমরা আমাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টিপ কষ্টপাথরে যদিও দেখিব, কোন্ট আসল, কোন্ট নকল।

কথাগুলি বিজ্ঞ সমালোচকের মত বটে, আর আমিও যে তাহা না জানিতাম, তাহা নহে। কথাগুলি যে সত্য, সে বিষয়ে মত-বৈধ থাকিতে পারে না। তথাপি আমি কষ্ট পাথর লইয়া চণ্ডীদাসের পদগুলি পরীক্ষা করি নাই।
করি নাই, তাহার কৈফিয়ৎ দিতে আমি অবশ্য বাধ্য। প্রথম কথা আমি এই বলিতে চাহি যে, অতটা বিচার করিবার সময় এখনও আগে নাই। এত দিন পর্যন্ত চণ্ডীদাসের অল্পসংখ্যক পদই সংগৃহীত হইয়াছিল। আমি বহু চেষ্টায় ৮০টি পদ সংগ্রহ করিয়াছি। আরও যে পদ নাই, এমন বলা যায় না। আমার মূল পুথিতেই ত রাসলীলা সম্বন্ধে আটটা পাতা নাই। ঐ আটটি পাতার সম্ভবতঃ ৪০টা পদ বাদ গিয়াছে। সুতরাং ইহা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, চণ্ডীদাসের আরও অনেক পদ কোথাও কোন বৈরাগীর আখড়ায় বা কোন গ্রন্থের ভবনে সঞ্চে বা অথবা রক্ষিত হইতেছে। কালপ্রভাবে বোধ হয়, সেগুলি বিলুপ্ত হইবে। তাহা ছাড়া একজন চণ্ডীদাস ব্যতীত দ্বিতীয় চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব আমরা আজিও শুনি নাই। অতএব এখন চণ্ডীদাসের নামের ছাপ দেখিলেই তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে, অতটা বিচার করিয়া ত্যাগ করিবার সময় এখনও হয় নাই।

দ্বিতীয় কথা, আমি যে একজন খুব ভাল জ্বরী, এ বিশ্বাস আমার নাই। কষ্ট-পাথরে কসিয়া খাঁটি সোনা ধরিয়া দিব, আর মেকি বাদ দিতে পারিবই, এমন স্পর্ধা রাধি না। কোন গানটি চণ্ডীদাসের, কোন্টি নয়, অর্থাৎ কোন্টির ভিতর “চণ্ডীদাস” আছে, কোন্টির ভিতর নাই, এত বিচার করিবার শক্তি আমার নাই। আধুনিক কালের উপযুক্ত লেখা-পড়া কিছু শিখিয়াছি, কিন্তু এই বিদ্যার জোরেই অনেক স্থানেই দেখিয়াছি যে, কোম বড় কবির সকল লেখাগুলিই সমান নহে। কোন কোন বড় কবির এমন কবিতা আছে যে, তাহা নিতান্ত অসার, কোন ক্রমেই সেগুলিকে উক্ত কবির রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। অথচ আমরা জানি যে, উক্ত অসার কবিতা উক্ত কবির রচিত। যে তাহা জানে না, সে যদি কবির কবিতা সংগ্রহের সময় তাহা বাদ দেয়, তবে কি সে মহাপাপে লিপ্ত হইবে না? চণ্ডীদাস সম্বন্ধেও কি উপরের কথাগুলি খাটে না? আমার বিশ্বাস, কোন কবিই সকল সময়েই উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিতে পারেন না। এমন হয় যে, সহসা কোন ভাব আসিয়া তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গেল; তখন যাহা লিখিলেন, তাহা খুব উৎকৃষ্ট হইল,—তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত হইল। আবার এমন সময়ও আসে, যে সময়ে মহান্ ভাবগুলি তাঁহার হৃদয় অধিকার করে না। সে সময়ে যে কবিতা লিখিবেন, তাহা কখনই উক্ত দরের হইবে না। প্রত্যেক কবির কবিতা আলোচনা করিলেই ইহা যে সত্য, তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। চণ্ডীদাসও এই নিয়মের বহির্ভূত হইতে পারেন না; অতএব বর্তমান সময়ে অতি ক্ষুদ্র নিক্তি লইয়া চণ্ডীদাসের পদের ওজন করা উচিত নহে;—অন্ততঃ আমার মত অল্পবুদ্ধিগম্পন্ন লোকের উচিত নহে। আমি যদি তাহা করিতে চেষ্টা করিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুদ্ধি ও বিবেচনার দোষে অনেক আসল রত্ন ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতাম। আমি চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত যত পদ পাইয়াছি, বিনা বিচারে তাহা গ্রহণ করিয়া আমার ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছি। এখন আপনাদের দশ জনের সমক্ষে তাহা দেখাইতেছি, আপনারা চিনিয়া লউন, কোন্টা মনি, আর কোন্টা কাঁচ। আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির এত দায়িত্ব লইবার আবশ্যিকতা কি?

পদ-পর্যায়।

পদের শ্রেণী-বিভাগ ও ক্রমনির্দেশ করিবার সময় আমি একটি বিষয় ছাড়া আর সকল বিষয়েই প্রাচীন পদ-সংগ্রাহকগণের পন্থা অনুসরণ করিয়াছি। কেবল ত্রীরাধিকার পূরুরাগ অগ্রে না দিয়া ত্রীকৃষ্ণের পূরুরাগ প্রথমেই দিয়াছি। কিন্তু বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ স্বীকার করেন যে, যদিও ত্রীকৃষ্ণের পূরুরাগ প্রথমে হইয়াছিল, তথাপি ত্রীরাধিকার পূরুরাগ প্রথমেই গণ্যবিশিত করাই নিয়ম। ইহাই বৈষ্ণব অলঙ্কার-স্বাক্ষর মত। কিন্তু আমি যে সাহস করিয়া এই শাসন-বাক্য মানি নাই, তাহার কারণ বলিতেছি। চণ্ডীদাসের সময় বৈষ্ণব অলঙ্কার-শাস্ত্র রচিত হয়

নাই। সুতরাং চণ্ডীবাসের পদ-সংগ্রহ ও ক্রমনির্দেশের সময় উক্ত শাস্ত্র বে মানিতেই হইবে, এমন বলা যায় না।
 ষষ্ঠ ব্যক্তিক দেখিতে গেলে ঐক্যের পূর্ণরূপ প্রথমেই হইয়াছিল। ঐরাধিকার কথা ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ
 ভাবের কথা বিচার করিয়া দেখা যাউক। বৈষ্ণব পদাবলী ও অপরাপর সাহিত্য পাঠ করিয়া আমার এই ধারণা
 হুত হইয়াছে যে, আমাদের ঐক্য দয়াল ঠাকুর। তিনি জীবকে আলিঙ্গন করিতে, কোলে টানিয়া লইতে সন্মত
 ব্যাকুল। তিনি অহরহ ডাকিতেছেন,—“জীব! আইস, তোমার কোলে করি।” জীব কিন্তু এমনি মায়াবদ্ধ যে,
 কিছুতেই এই ভগবদাল্লান সন্নিতে পাইতেছে না। কিন্তু বাহার সময় হইতেছে, সে আল্লান সন্নিতে পাইতেছে,
 সে “সকল তেজিয়া একমন হইয়া নিশ্চয়” দাসী হইতেছে। বাহার সময় হইয়াছে, বাহার দয় ভগবৎপ্রেম
 আশ্বাসন করিবার উপযুক্ত হইয়াছে, ভগবান্ তাহার অন্ত বড়ই ব্যাকুল হইয়া তাহাকে টানিয়া কোড়ে লইতেছেন,
 তাই তিনি ঐরাধিকাকে বলিয়াছিলেন;—

রাই, তোমার মহিমা বড়ি।

গোলোক ত্যজিয়া রহিতে নারিহু

আইল তথায় ছাড়ি ॥

রসতত্ত্বখানি আন অবতারে

বুঝিতে নারিয়াছি।

তাহার কারণে নন্দের ভবনে

জনম লইয়াছি ॥—১৫১ পদ

আবার;—

রাই, তুমি যে আমার গতি।

তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি

গোকুলে আমার স্থিতি ॥

নিশি দিশি বসি গীত আলাপনে

মুরলী লইয়া করে।

যমুনা-সিনানে তোমার কারণে

বসে থাকি তার তীরে ॥—ইত্যাদি ১৫৩ পদ

সুতরাং সাধারণ জীব সত্বে ভগবানের বৈষ্ণব ব্যবহার, ঐরাধিকার সত্বে তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই।
 কেন না, তাঁহার লোক-শিক্ষার অন্ত, জগতে প্রেমতত্ত্ব প্রচারের অন্ত বুদ্ধাবনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই অন্ত আমি
 ঐক্যের পূর্ণরূপ প্রথমেই দিয়াছি। বাহ্য প্রকৃত ও বাস্তবিক, তাহাই করিয়াছি মাত্ৰ। তাহার পর বৈষ্ণবে
 রসপুষ্টি হয়, সেইরূপ মার্গে বাইতে বাইতে “বহারাসে” বুদ্ধাবন-লীলা শেষ করিয়াছি।

কবির জীবনী।

বর্তমান কালের সমালোচকগণের মত এই যে, কবির জীবনী ও তৎসাময়িক অবস্থা না জানিতে পারিলে
 কবিকে ঠিক বুঝা যায় না। কবির জীবন বৈষ্ণবে জুতিবাহিত হয়, তাঁহার সময়ে সমাজের বাহ্য অবস্থা, তাহা তাঁহার
 কবিত্বে প্রত্যয় বিস্তার করিবেই। সুতরাং কবির রচনিতা বুঝিতে গেলে এ সব জানা অতীব আবশ্যিক। আমি যদি
 এ কথা না মানি, তবে আপনারা মশ কনে আমাকে যোড়তর দুর্ধ বলিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এরূপ একটা

লোকনীর খ্যাতি লাভ করিবার ইচ্ছা আবার না থাকিলেও আমাকে অগত্যা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, চণ্ডীদাসের প্রকৃত জীবনী বা তৎসাময়িক অবস্থা জানিবার কোন উপায় নাই। চণ্ডীদাস ঠিক কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন, বলিতে পারি না। তাহা ছাড়া তিনি যে সময়ে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া আশ্রয় অন্বেষণ করি, সে সময়ের ইতিহাস নাই। সুতরাং তখনকার সামাজিক অবস্থা প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অতএব আশাম্বিলে ও সব আশায় অলাঞ্জলি দিতে হইবে। তবে একটি জীবনী না দিলে কেহ ছাড়িবেন না; হয় ত বলিবেন, ভূমিকাই হয় নাই। কাজেই কিংবদন্তী হইতে যেমন তেমন করিয়া একটা জীবনী ঝাড়া করিয়া দিতেই হইবে। তবে পঞ্চম ভাগ ভূমির সংখ্যা সাহিত্য-পরিবহ-পত্রিকায় যে কয়টি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে চণ্ডীদাসের জীবনের একটা ঘটনা পাওয়া যায় মাত্র।

জীবিতাবস্থার সময়।

দীনেশ বাবু বলেন,—চণ্ডীদাস খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। শিবরতন বাবু তাঁহার “বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবকে” লিখিয়াছেন যে, চণ্ডীদাস অন্বেষণ ১৩০৫ শক বা ১৩৮৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ভবানীচরণ, মাতা তৈত্তরবী সুনন্দী; জাতি ব্রাহ্মণ। ১২৮০ সালের ১০ই পৌষ তারিখের “সোমপ্রকাশে” একজন লিখিয়াছিলেন যে, চণ্ডীদাস ১৩০২ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৩২২ শকে পরলোকে গমন করেন। ইহার পিতার নাম দুর্গদাস বাগ্‌চি; ইহার বারেন্দ্রপ্রদেশীয় ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। আবার কেহ কেহ বলেন যে, সপ্তম বর্ষ বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় চণ্ডীদাসের খানিকটা পদ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেটি এই;—

বিধুর নিকটে বসি নেত্র পঞ্চ বাণ।

নবহঁ নবহঁ রস গীত পরিমাণ ॥

পরিয়ে সর্কেতে অর্কে নিয়া।

আদি বিধেয় রস চণ্ডীদাস কিয়া ॥

আমার মনে হইতেছে, ইহা “চণ্ডে কেপার” লেখা নয়, তবে চণ্ডীদাস পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া যদি দ্বিতীয় শুভদর-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, (মহাপুরুষদিগের লীলা কিছুই বুঝা যায় না), তবে এ পদ তাঁহার হইতে পারে। এ হৈয়ালীর অর্থ করিতে আমাকে কিছুই কষ্ট পাইতে হইবে না; অনেকে দ্বন্দ্ব করিয়া আমাকে সে কষ্টের দায় হইতে মুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার বলেন—বেশ গভীরভাবে বলেন যে, অর্থাৎ চণ্ডীদাস ১০৫৫ শকে (১৩৩৩ খ্রিঃ) তাঁহার পদাবলী সমাধা করেন। এই পদাবলীর সমষ্টি ৯২৬ মাত্র। আর একটা কথা আছে। পদকল্পতরুতে একটা পদ আছে। সেটি এই;—

চণ্ডীদাস শুনি বিদ্যাপতি-গুণ

দয়শনে ভেল অস্ত্রাণ ॥

বিদ্যাপতি তব চণ্ডীদাস-গুণ

দয়শনে ভেল অস্ত্রাণ ॥

হুঁ হুঁ উৎকণ্ঠিত ভেল।

সদহি রূপ-নারায়ণ কেবল

বিদ্যাপতি চলি গেল।

চণ্ডীদাস তব রহই না পারই

চকল দয়শন লাগি ॥—ইত্যাদি।

তাহার পর আরও দুই একটা পদে বর্ণিত হইয়াছে যে, গঙ্গাতীরে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল, কত কথা হইল ইত্যাদি। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমসাময়িক। কোন কোন সমালোচক বহু গবেষণা করিয়াছেন, বিদ্যাপতির জন্ম হয় ২৪১ লক্ষ্মণ সংবতে অর্থাৎ ১২৭২ খ্রীস্টাব্দে। দীনেশ বাবু অনুমান করেন যে, খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যাপতি জন্মগ্রহণ করেন এবং সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার জীবন শেষ হয়, এ পর্য্যন্ত বলা হইতে পারে।

এখন দেখা যাউক, এই সব উক্তিগুলি কতটা ঠিক। প্রথম “সোমপ্রকাশে”র লেখক দৈববাণীর দ্বারা একটা কথা বলিয়া দিয়া নীরব হইয়াছেন। কোন প্রমাণ দিবার কল্পনাও মনে স্থান দেন নাই। সুতরাং তাহার কথার বিচার অনাবশ্যক। দ্বিতীয়, বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার হেঁয়ালী—এ কবিতা পাঠ করিতে আমার আত্মকে শরীর শিহরিতা উঠিতেছে। আমি ত চণ্ডীদাসের অনেক পুথি দেখিয়াছি, কিন্তু কোনটতেই ত ঐ ভীষণ কবিতাংশ পাই নাই। ইহা চণ্ডীদাসের লেখা বলিয়া আমার মনে হয় না। তবে চণ্ডীদাসের কবিতার দ্বারা ঐ কল্পিত পংক্তির একটি ক্ষমতা আছে বটে, ইহা “কানের ভিতর দিয়া মরমে পশে”—কিন্তু শেলের দ্বারা। তৃতীয়, দীনেশ বাবু ও শিবরতন বাবু বোধ হয়, পদকল্পতরুর কবিতার উপর নির্ভর করিয়া চণ্ডীদাসকে বিদ্যাপতির সমসাময়িক ধরিয়া লইয়াছেন। সুতরাং তাহারা মীমাংসা করিয়াছেন যে, বিদ্যাপতি খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন ও পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। পদকল্পতরুর কবিতার প্রতি আমার সন্দেহ নাই। ষষ্ঠমুদ্রা যে কয়েকটা কবিতা রচিত হইয়া গেল, পদকল্পতরুর সংগ্রাহকের দ্বারা বার্ষিক লোক ও তাহাদিগকে নিজ সংগ্রহে বিনা বিচারে স্থান দিলেন, ইহা আমি মনে করিতে পারি না। তবে একটা কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। পদকল্পতরুর কবিতাগুলি হইতে বুঝা যায় যে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। মানিলাম—হইয়াছিল; কিন্তু মিলনটা হইল কোথায়? না, গঙ্গাতীরে। আচ্ছা, চণ্ডীদাস নান্দুরে ছিলেন, নান্দুর গঙ্গাতীর হইতে আট ক্রোশ পশ্চিমে। বিদ্যাপতি মিথিলা হইতে চণ্ডীদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছিলেন। তাহা হইলে তিনি নান্দুরের পশ্চিম দিক হইতে আসিবেন। গঙ্গাতীরে যদি উভয়ের মিলন হয়, তবে চণ্ডীদাস নান্দুর হইতে নিশ্চয়ই পূর্বাভিমুখে যাইতেছিলেন। পশ্চিম দিক হইতে বিদ্যাপতি আসিতেছেন, আর চণ্ডীদাস তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে পূর্বাভিমুখে যাত্রা ধরিলেন—এটা কেমন কথা হইল? বিদ্যাপতি যদি গঙ্গার পূর্বাঞ্চল হইতে না আসেন, তবে চণ্ডীদাসের পূর্বাভিমুখে যাওয়া ত সম্ভব হয় না। চণ্ডীদাস পাগল ছিলেন বলিয়া যে তাহার “উত্তর-পূর্ব জ্ঞান” ছিল না, ইহা ত মনে হয় না। বাহা হউক, গঙ্গাতীরে মিলনের কথাটা ভুল ধরিয়া লইলেও এটা স্বীকার করিতে পারা যায় যে, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সাক্ষাৎ হইয়াছিল ও তাহারা সমসাময়িক। সুতরাং সকলেই যখন বলিতেছেন যে, চণ্ডীদাস খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, তখন আমার তাহা মানিয়া লওয়া ভিন্ন পত্যস্ত নাই। আর রেন্ডে এনি Carlyle বলিয়াছেন,—“In the multitude of counsellors there is wisdom”; সুতরাং আর কোন কথা নাই।

চণ্ডীদাস যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্বের লোক। তাহার অকাট্য প্রমাণ আছে। চৈতন্যদেব যে চণ্ডীদাসের গান গাইতেন, তাহা অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থে উল্লেখ আছে। চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে আছে ;—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি

কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।

ধরপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাজি দিনে

গায় শুনে পরম আনন্দ ॥

চৈতন্যদেব ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং তৎপূর্বে যে চণ্ডীদাস প্রাকৃত হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত ব্রজমুন্দর সান্যাল মহাশয় তাঁহার “চণ্ডীদাস-চরিত্রে” এক স্থানে লিখিয়াছেন,—“আমি ১৩৭১ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত একখানি প্রাচীন পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছি। তাহাতে এক স্থানে পাওয়া যায়, ভবানীচরণ নামক এক ব্রাহ্মণের ঔরসে তৈরবী নাম্নী এক কামিনীর গর্ভে চণ্ডীদাসের জন্ম হয়।” শুদ্ধ ইহাই নহে, তাঁহার বীরভূমির কোন বন্ধু পুথির এই কথা সমর্থন করিয়া তাঁহাকে তৃপ্ত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ত নানুরের নিকটে আজন্ম বাস করিয়া আসিতেছি, নানুরের অনেক ভ্রাতৃলোকে নিকট বহুদিন পরিচিত আছি, কিন্তু চণ্ডীদাসের মাতা পিতার সন্ধান ত কোন প্রকারেই করিতে পারি নাই। সুতরাং ব্রজমুন্দর বাবুর কথাটা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। আর ও কথা জানিয়াও বিশেষ লাভ নাই। চণ্ডীদাসের কুল-পরিচয় জানিতে বর্তমান কালের কতদূর গন্ত কোন লোক বোধ হয়, বিশেষ উৎসুক হইবেন না। তবে ইহা নিশ্চিত যে, চণ্ডীদাস ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইহা তাঁহার পদের ভণিতা হইতেই বুঝা যায়। “বড়, চণ্ডীদাস”, “বিজ্ঞ চণ্ডীদাস” ইত্যাদি তাঁহার পদাবলীতে পুনঃ পুনঃ পাওয়া যায়।

জন্মস্থান।

দীনেশ বাবু তাঁহার নবপ্রকাশিত “Bengali Language and Literature” পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, চণ্ডীদাসের জন্মস্থান নানুরের নিকটবর্তী ছাতনা গ্রামে ছিল। এই কথাটি সাহস করিয়া তিনি যে কেন লিখিলেন, তাহা আমি বলিতে পারি না। যখন দীনেশ বাবু উক্ত পুস্তকের পাল্লিপির ঐ অংশ আমাকে পড়িয়া শুনান, তখন আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, ছাতনা নামক কোন গ্রাম নানুরের নিকট নাই। তবে বাঁকুড়া জেলায় এক ছাতনা আছে বটে। বোধ হয়, দীনেশ বাবু এই ভ্রম সংশোধন করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। ছাতনা গ্রামে বিশালাক্ষী নাম্নী এক দেবীও আছেন। কিন্তু তাহা-বলিয়া ছাতনা গ্রামে যে চণ্ডীদাসের জন্ম হইয়াছিল, এমন কোন প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে চণ্ডীদাস যে নানুর গ্রামে বাস করিতেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। ১৩০৯ সালের প্রাবণ মাসের “বীরভূমি” পত্রিকায় আমি লিখিয়াছিলাম যে, চণ্ডীদাস মজঃফরপুর জেলায় উচ্চৈট্ গ্রামে জন্মিয়াছিলেন। আমি যেমন শুনিয়াছিলাম, সুধী জনের বিচারার্থ তাহাই লিখিয়াছিলাম। তাহার পর বিখ্যাত “বিখ্যকোষ”-প্রবর্তক ৬ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত চণ্ডীদাসের জন্মস্থান সম্বন্ধে আমার অনেক আলোচনা হয়। তাঁহার ঐক্য ধারণা ছিল যে, চণ্ডীদাস মিথিলাবাসী, তাঁহার মত পণ্ডিতের কথা আমি অগ্রাহ্য করিতে পারি নাই। তবে চণ্ডীদাস যে মিথিলাবাসী, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণও পাই নাই। সুতরাং অল্প প্রমাণভাবে নানুরই যে চণ্ডীদাসের জন্মস্থান ছিল, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে কিসদন্তী।

নানুর অঞ্চলে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়;—চণ্ডীদাস ব্রাহ্মণ, নানুরে বাস করিতেন। তাঁহার পিতা বা তিনি যে বিশালাক্ষীর ‘পুত্রক’ ছিলেন, এ কথা কেহ বলে না। তবে যেমন তারপূর্বের বামা ক্ষেপা তারা মায়ের মন্দিরের নিকটে আশানে বা কুটীরে বসিয়া তারা তারা ডাকিতেন, ‘চণ্ডে ক্ষেপাও’ তেমনি বিশালাক্ষীর মন্দিরেই হউক বা, নিকটবর্তী কুটীরেই, হউক, থাকিয়া বিশালাক্ষীর আরাধনা করিতেন। সুতরাং চণ্ডীদাস যে বোরতর বামাচারী ভাস্কর ছিলেন, তাহা সন্দেহ নাই। একদিন

চণ্ডীদাস নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। সেখান, স্রোতে একটি উত্তম পদ্ম ভাসিয়া যাইতেছে। চণ্ডীদাস দুটি ধরিলেন এবং ভাবিলেন, ইহা বিশালাক্ষীর পাদপদ্মে অর্পণ করিবেন। স্নানান্তে গৃহে ফিরিয়া যখন তিনি ভক্ত-ভীরু মায়ের চরণে ঐ পদ্ম অর্পণ করিতে যান, তখন বিশালাক্ষী সাক্ষাৎ হইয়া (হিন্দু আয়রা, এ কথা যুব বিবাস করি) বলিলেন যে, “এ কাজ করিও না; ঐ পদ্মে আমার গুরুর পূজা হইয়াছে, উহা আমার চরণে দেওয়া হইতে পারে না।” চণ্ডীদাস জিজ্ঞাসিলেন,—“মা! তোর আবার গুরু আছে নাকি?” বাঙালী দেবী উত্তর করিলেন,—“ত্রিভুজ আমার গুরু।” বিস্মিত চণ্ডীদাস বলিয়া উঠিলেন,—“তবে আমি তোর আরাধনা করিব কেন? তোর গুরুর আরাধনা করিব।” দেবী সন্তুষ্ট হইয়া চণ্ডীদাসকে ক্রম উপাসনা করিতে আদেশ দিলেন এবং পরকীয়া-ভজন সাধন করিতে বলিলেন। চণ্ডীদাস পরকীয়া নাট্যকার উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। দেখিলেন, নদীতে এক রজকিনী কাপড় কাটিতেছে। চণ্ডীদাস প্রত্যহ ছিপ লইয়া তথায় মৎস্য ধরিতে যাইতে লাগিলেন। ক্রমে রজকিনীর সহিত তাঁহার প্রণয় হইল। তাঁহার ভজন-সাধন আরম্ভ হইল।

রামীর বাড়ী যে ‘তেহাই’ গ্রামে ছিল বা রজকিনী যে বিশালাক্ষীর গৃহ মার্জনা করিত, এ কথা ত আমরা শুনি নাই। নাম্নরে এখনও লোকে রামীর ভিত্তি দেখাইয়া থাকে, ইহাতে বোধ হয়, রামীর বাড়ী নাম্নরেই ছিল। আর বিশালাক্ষীর পুরোহিত বা পূজক যে এত জাতি ধাকিতে সুপবিত্র রজককুল হইতে বিশালাক্ষীর গৃহমার্জনের জন্য একজন পরিচারিকা নির্বাচন করিবেন, ইহা আমরা অস্বাভাবিক করিতে পারি না। ধোপার জল যে অশুভ, দেবতার গৃহমার্জনের জন্য যে ধোপানী নিযুক্ত হইতে পারে না, ইহা যে এ কালের লোককে বুঝাইতে হইতেছে, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

চণ্ডীদাস ধোপানীর গ্রেমে মজিল, উত্তম (ব্রাহ্মণ) কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া নীচ সহ সহবাস করিতে লাগিল, ইহাতে গ্রামের ব্রাহ্মণগণ বিরক্ত হইলেন। তাঁহারা চণ্ডীদাসের সহিত কাণহার বন্ধ করিলেন, তাঁহাকে পণ্ডিত করিলেন। চণ্ডীদাসের কিন্তু ব্রাহ্মণ নাই। তিনি “সকল তেজিয়া একমন হইয়া” রজকিনীর সহিত প্রেম করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার আত্মীয়বর্গ তাঁহাকে জাতিতে উঠাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা চণ্ডীদাসকে বুঝাইলেন যে, রজকিনীকে ত্যাগ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন যে, চণ্ডীদাস রজকিনীকে ত্যাগ করিবে, তাহাকে জাতিতে উঠাইয়া লও। চণ্ডীদাস সম্মত, ব্রাহ্মণগণও সম্মত। ব্রাহ্মণগণ চণ্ডীদাসের গৃহে ভোজনে বসিয়াছেন, চণ্ডীদাস পরিবেশন করিতেছেন, এমন সময়ে কোথা হইতে রজকিনী রানী উন্নতভার স্তার আসিয়া বলিল,—“কি রে চণ্ডে, তুই নাকি আমাকে ছাড়িয়া কেতে উঠিছিস?” চণ্ডীদাস বিবল—নিশ্চল প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ ভাতের থালা হাতে করিয়া দাঁড়াইলেন। সবিস্ময়ে ব্রাহ্মণগণ দেখিলেন, তিনি আর ছই হস্ত বাহির করিয়া রজকিনীকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন তাঁহারা বুঝিলেন, চণ্ডীদাস সামান্য মনুষ্য নহেন। তাঁহারা তাঁহাকে পণ্ডিত করিবার কথা আর কখনও মুখে আনেন নাই। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩য় ভাগ, ৫ম সংখ্যায় নগেন্দ্র বাবু চণ্ডীদাস লব্ধে যে কয়টি কবিতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার বর্ষিত বিষয়ের সহিত উপরিউক্ত গল্পের মিল আছে। তবে উক্ত কবিতাগুলিতে এইটুকু বেশী আছে যে, চণ্ডীদাসের নকুল নামে এক ভ্রাতা ছিল।

মৃত্যু।

চণ্ডীদাস নাম্নরের দেড় ক্রোশ উত্তরে “কীর্ণাহার গ্রামে কীর্তন করিতে যান। রানীও সঙ্গে যায়। কোন দেব-মন্দিরে কীর্তন করিতেছেন, এমন সময়ে কোন কারণে মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়ে। চণ্ডীদাস ও রানী উভয়েই

অপরূপ লোকসহ চাপা পড়িয়া যারা যান। আজিও লোকে সঙ্গমে সেই প্রকাণ্ড স্তূপকে চণ্ডীদাসের সমাধি বলিয়া নির্দেশ করে। স্তূপের নিরে রমণ্যদাস বাবাকীর আশ্রম। স্তূপগায়ে একটি ক্ষুদ্র মন্দির। তাহার ভিত্তিতে একটি ক্ষুদ্র বেদিকা, নামাবলী-আচ্ছাদিত। স্তূপে প্রাপ্ত একটি ত্রিশূল মন্দিরমধ্যে রক্ষিত। বাবাকী ঐ মন্দিরে নিত্য চণ্ডীদাসের পূজা করেন। স্তূপের উপর শিরীষ প্রভৃতি নানাপ্রকারের বৃক্ষ জন্মিয়াছে। তথায় খুঁজিতে খুঁজিতে আমরা একখান খুব বড় ইষ্টক পাইয়াছিলাম। ইটখানি এখনকার ইটের মত উঁচু নয়, তবে খুব লম্বা-চওড়া। এত বড় ইট এখন দেখা যায় না।

চৌদ্দ বৎসর কাল কীর্ত্তনকার স্তূপ-গৃহে বসিয়া সোৎসুকনেত্রে এই স্তূপ দেখিয়াছি। কত বাসনা—কেমন করিয়া চণ্ডীদাসের পদাবলীর উদ্ধার হইবে, কেমন করিয়া স্মৃতিরক্ষা হইবে—এখানে মার্কেল পাথরে “চণ্ডীদাসের সমাধি” বলিয়া লিখিয়া দিলে হয় না? প্রতি বৎসর এখানে চণ্ডীদাসের সম্মানের জন্য একটা মেলা করিলে হয় না? এই মেলায় কীর্ত্তনকারীরা চণ্ডীদাসের পদ গাহিবে, বঙ্গের সাহিত্যিকগণ এইখানে একত্র হইয়া চণ্ডীদাসের গুণ গাহিবেন—কবি-চরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দিবেন—কত আনন্দ হইবে। কিন্তু “উথায় যদি লীয়েন্তে দরজাখাং মনো-রখাং।” স্বাভাৱণ হওয়ার আমার অত স্নেহের কীর্ত্তনকার ত্যাগ করিয়া রামপুরহাটে আসিলাম; কিন্তু চণ্ডীদাসকে ভুলিতে পারিলাম না। রামেশ্বর বাবু চণ্ডীদাসের পদাবলী ছাপাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এ দিকে শ্রুতিবিশিষ্ট বরদাচরণ মিত্র এম এ মহোদয় বীরভূমের জজ ও অধুনা পরলোকগত রায় অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিলেন। যেন মণিকাঞ্চনের যোগ হইল। কবি বরদাচরণ কি কবির সম্মান না করিয়া থাকিতে পারেন? তিনি একবার কেলুলী ও নামুরে তীর্থযাত্রা করিলেন। কীর্ত্তনকারে চণ্ডীদাসের সমাধি দেখিলেন। আসিয়াই স্থির করিলেন, যেমন করিয়াই হউক, জয়দেব ও চণ্ডীদাসের স্মৃতিরক্ষা করিতে হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেট অমৃতলাল সোৎসাহে তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। এক কমিটি গঠিত হইল। বরদা বাবু বলিলেন,—লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেটের চেষ্ঠায় সাঁকুলীপুর থানার নাম ঘুচিয়া “নামুর থানা” নাম হইল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আর কিছু হইল না। মিত্র মহাশয় হগলীতে স্থানান্তরিত হইলেন, আর বলিতে বিধম কষ্ট হইতেছে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় বীরভূমবাসীকে কাদাইয়া সক্রীক স্বর্গারোহণ করিলেন। সব আশা গেল—আর কিছু হইল না।

চণ্ডীদাসের মৃত্যু সম্বন্ধে আর একটি গল্প প্রচলিত আছে। বিশালাক্ষীর বর্তমান মন্দিরের দক্ষিণে যে প্রকাণ্ড স্তূপ আছে, তাহাই বিশালাক্ষীর প্রাচীন মন্দির। কোন কারণে মন্দির পতিত হওয়ার দেবীসহ চণ্ডীদাস সমাহিত হন। বহু দিন পর্যন্ত দেবী এই অবস্থায় থাকেন। পরে নামুর গ্রামের একজন তিলি স্তূপ খনন করিয়া দেবীকে উদ্ধার করে। সেই তিলির বংশধরগণ আজিও বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কেতুগ্রামে বাস করিতেছে। বাঙালী দেবীকে উদ্ধার করিয়াছিল বলিয়া আজি পর্যন্তও শারদীয়া নবমী পূজার দিন তাহাদের প্রদত্ত ছাগ দেবীর সম্বন্ধে প্রথমেই বলি হয়।

কীর্ত্তন।

এখন কথা হইতেছে, চণ্ডীদাসের এই গীতগুলি কোন্ সুরের গীত হইত? আমাদের দেশে তিন রকম কীর্ত্তনের সুর প্রচলিত আছে;—১। মনোহরসাহী, ২। গরাণহাটী, ৩। রেগেড়ি। মনোহরসাহী বর্ধমানাধিপতির জমিদারীর অন্তর্গত বিস্তৃত পরগণা। ইহা বীরভূমের কিয়দংশে ও বর্ধমান জেলার অবস্থিত। এই মনোহরসাহী পরগণাতেই যে সুরের সৃষ্টি হইল, তাহাকেই মনোহরসাহী কীর্ত্তন বলে। অমুসন্ধানে জানিয়াছি যে, বর্ধমানের ভেওড়া গ্রামে এই সুর প্রথম সৃষ্ট হয়। তাহার পর ব্রহ্মদেবদেব জেলার অন্তর্গত টেঁরাগ্রামে ইহার কিছু উন্নতি হয়।

কিন্তু বর্ধমান জেলার কান্দরা গ্রামে ইহার পরিপুষ্ট ও চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। কান্দরা ও পাঁচখুপীর কয়েক জন প্রতিভাশালী গায়ক ইহার অনেক উন্নতি করেন। এখন বৈষ্ণব পদাবলী মাজেই মনোহরসাহী সুরে গীত হইয়া থাকে। গরাণ-হাটী উত্তরবঙ্গে ও রেণেড়ি উড়িষ্যা অঞ্চলে প্রচলিত আছে।

এই তিন প্রকার সুরই চণ্ডীদাসের, এমন কি, চৈতন্যদেবেরও পরে সৃষ্ট হয়। সুতরাং চণ্ডীদাস কি সুরে নিজের পদ গাহিতেন, তাহা জানিবার উপায় নাই।

চণ্ডীদাসের সময়ে বাঙ্গালা ভাষা।

দীনেশ বাবুর মতে খনার ও ডাকের বচন, মাণিকচাঁদের গান ও রমাই পণ্ডিতের শৃঙ্গপুরাণ, চণ্ডীদাসের সময়ের পূর্বে রচিত হইয়াছিল। খনার বচন লোকমুখে বহুল প্রচার হওয়ায় অনেকটা আধুনিক ভাব ধারণ করিয়াছে বটে, কিন্তু অপরগুলির ভাষা চণ্ডীদাসের ভাষা হইতে অনেকটা পৃথক্। চণ্ডীদাসের ভাষা অনেকটা আধুনিক ভাষার জায়। কেহ কেহ অস্বীকার করেন যে, চণ্ডীদাসের কবিতাগুলি লোকমুখে বহুল পরিমাণে গীত হওয়ায় আধুনিকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, এ কথাটা আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। চণ্ডীদাসের যে সকল পদ সচরাচর গীত হইয় থাকে, তাহাদের কিছু কিছু পরিবর্তন হওয়া খুবই সম্ভব। তবে যে সকল পদ এতদিন অনাবিকৃত ছিল, সেগুলি গীত হইতে কখনও কেহ গুনিয়াছেন কি? সেগুলি ত অবিকৃত রহিয়াছে, স্বীকার করিতেই হইবে। রাসলীলার কোন কোন পদের ভাষার চমৎকারিত্বে আধুনিক কবিগণকেও বিম্বিত হইতে হইবে। সুতরাং মানিয়া লইতে হইবে যে, চণ্ডীদাসের পদের ভাষা এখন যাহা দেখিতেছি, চণ্ডীদাসের আমলে প্রায় তাহাই ছিল। তাহা হইলে সিদ্ধান্ত এই দাঁড়ায় যে, আমরা ইংরাজি শিক্ষার যত অভিমানই করি না কেন, কবিতা-রচনার আমরা কিছুমাত্র অগ্রসর হইতে পারি নাই। ভাষার মাধুর্য্য, শব্দ-যোজন্যের পারিপাট্য, ভাবের গভীরতায় পরবর্তী কোন কবিই চণ্ডীদাসের নিকটবর্তী হইতে পারিয়াছেন, ইহা আমার মনে হয় না।

চণ্ডীদাসের শিক্ষা।

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, চণ্ডীদাস লেখাপড়া জানিতেন না। এত বড় একটা কথা না বুঝিয়া বলা ভাল হয় নাই। কথাটা যে সত্য নয়, ইহা আমাকে প্রমাণ করিতে বড় কষ্ট পাইতে হইবে না। যিনিই চণ্ডীদাসের কবিতা একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন যে, যদি চণ্ডীদাসের সংস্কৃত ভাষায় অধিকার না থাকিত, তাহা হইলে কি তিনি এমন সুন্দর সুন্দর সংস্কৃত কথা অত মিষ্ট করিয়া ব্যবহার করিতে সমর্থ হইতেন? সংস্কৃত জ্ঞান না থাকিলে কি তিনি ব্রহ্মার গোবৎস-হরণ, রাসলীলা প্রভৃতি ভাগবত-বর্ণিত বিষয় এমন সুন্দরভাবে গাহিতে পারিতেন? তবে ভাগবতের উপাখ্যান তিনি কোথাও বাড়াইয়াছেন, কোথাও কমাইয়াছেন, কোথাও অঙ্কুরপ করিয়াছেন। সে দোষ তাঁহার অজ্ঞতার নহে, সে দোষ কবিত্বের। কবি হইলে সে নিজের কল্পনা চালাইবেই। কেন, আমাদের এ কালের সংস্কৃত ইংরাজী জানা কত বড় বড় কবি কল্পনা চালাইতে শিখিয়া লিখিয়া যে বীর গড়িয়াছেন। তাহাদিগকে ত কেহ আমরা বুধ বলিতে সাহসী হই নাই। আমার বিশ্বাস, চণ্ডীদাস বেশ ভালরূপই সংস্কৃত জানিতেন। তদ্রূপ ভাগবত উত্তরই তাঁহার উত্তমরূপ আয়ত্ত ছিল। আপনাতঃই চণ্ডীদাসের পদাবলী পড়ুন, উহাই বলিবেন।

চণ্ডীদাসের সময়ে বীরভূমের ধর্মের অবস্থা।

বৌদ্ধরাজগণের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের অন্তান্ত প্রদেশের ন্যায় বঙ্গদেশেও যে বৌদ্ধধর্ম প্রবল আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হইলেও হিন্দুধর্ম একবারেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই। বঙ্গের পালবংশীয় রাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন বটে, কিন্তু তাহার পর মুসলমানাধিকার পর্য্যন্ত বাঁহারা বঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই হিন্দু। এই সকল হিন্দুরাজগণ হিন্দুধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য যত্নের ক্রটি করেন নাই। তাঁহাদের অবিরাম চেষ্টায় বৌদ্ধ-বিহারগুলি হিন্দু-দেব-মন্দিরে পরিণত হইয়াছিল। লোক শূত্র-উপাসনা ছাড়িয়া আবার হিন্দু-দেব-দেবীর উপাসনায় রত হইয়াছিল। কান্তকূজ হইতে আনীত আমাদেরই পূর্বপুরুষগণের চেষ্টায় আবার বেদাম্মোদিত ক্রিয়াকাণ্ড প্রবর্তিত হইয়াছিল—আবার “হর হর বোম্ বোম্” শব্দে বঙ্গদেশ যুগ্মিত হইয়াছিল। আবার ব্রাহ্মণগণ হিন্দু ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের দুই একটা পূজা-পদ্ধতি সমাজের উচ্চ স্তর হইতে দূরীভূত হইয়া নিম্ন স্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, হিন্দুগণ তাহাতে বড় আগ্রহ করেন নাই। তন্ত্রাম্মোদিত শিব ও শক্তিপূজা বঙ্গে—বিশেষতঃ বীরভূমে বিশেষভাবে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। বীরভূমের গীঠস্থানগুলি বক্রেশ্বর, অট্টহাস, লাভপুর, তারাপুর, নলহাটা প্রভৃতিতে আবার মদ্য-মাংস খার্য দেবীর অর্চনা হইতে লাগিল। বীরভূমবাসী খোর বীরচাঁরী হইল। এইরূপে বীরভূমবাসী তন্ত্রোক্ত ধর্মের অতীব ব্যতিচার করিয়া অসংযতভাবে পশুবধ ও মদ্যপান করিয়া “অহিংসা পরমো ধর্মঃ” যে ধর্মের মূল সূত্র, সেই বৌদ্ধধর্মের প্রতি প্রতিহিংসা লইল কিন্তু ভগবান্ ধর্মের মানি অধিক দিন সহ্য করেন না।

জগৎপ্রকাশক স্বর্যদেবের উদয়ের পূর্বে যেমন অরুণের আভা প্রকাশ পায়, তেমনি বীরভূমের আকাশে জয়দেবের গীতগোবিন্দের তান উঠিল। জয়দেব মধুরস্বরে রাধাকৃষ্ণের লীলা গাহিলেন। মদ্যপায়ী বীরভূমবাসী নেশার ঘোরে সে গান শুনিল না। প্রায় তিন শত বৎসর অতিবাহিত হইলে খোর তান্ত্রিক চণ্ডীদাস নাম্নারে আবার কৃষ্ণলীলা গাহিলেন। কিন্তু তাহাতেও কিছু হইল না। তখনও ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় নাই, তখনও তিমিরধ্বংস-কারী মহাসূর্য্যের উদয় হয় নাই। বীরভূমি যেমন তান্ত্রিক, সেইরূপ তান্ত্রিকই রহিয়া গেল। চণ্ডীদাসের তিরোধানের কিছুদিন অর্ধশতাব্দীর পর পূর্ণাকাশে নবীন সূর্য্যের উদয় হইল। ত্রৈলোক্যদেব প্রাহুভূত হইয়া জয়দেব ও চণ্ডীদাসের গীত গাহিয়া মানব-হৃদয়ে স্রুধা সেচন করিলেন।

চৈতন্যদেব একবার বীরভূমের বক্রেশ্বর তীর্থ দর্শনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিয়দূর অগ্রসর হইয়া তিনি কোন শোকের মুখেই হরিনাম শুনিতে পাইলেন না; সুতরাং বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া যান। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, চণ্ডীদাসের সময়ে বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী কোন লোকই বীরভূমে ছিল না। বীরভূমের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন চণ্ডীদাস কৃষ্ণনাম গাহিলেন। সে নাম কাহারও “কাণের ভিতর দিয়া মরমে” পশে নাই। সে বাহা হউক, বীরভূমের গৌরবের কথা এই যে, এইখানেই জয়দেব-পাপিয়া ডাকিয়াছিল—এইখানেই চণ্ডীদাস-কোকিল গাহিয়াছিল—এইখানেই চৈতন্য-তপন প্রকাশিত সমুজ্জ্বল দিব্য উষা দেখা দিয়াছিল।

চণ্ডীদাসের কবিত্ব।

আমার একটা ধারণা হইয়া গিয়াছে যে, কবি হইতে গেলে বোগী হওয়া চাই। সমস্ত মনটাকে টানিয়া একটা বিষয়ে লাগাইতে না পারিলে প্রকৃত কবি কেহ হইতে পারে না। আর এরূপ না করিতে পারিলে একটা রসে মজা হয় না। রসে না মজিলে মন-মাতান কথা বলা যায় না। কিন্তু আজ কাল যে দিন পড়িয়াছে, তাহাতে

লোকে মন স্থির করিতে পারে না। এখন চারিদিকেই বিবম কোলাহল। লোক অর্ধের লজ্জা ছুটাইয়া দিতেছে। নূরুন্নাহ হুজুর লোকের মন নানা দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। রাজায় প্রজায় বন্দ, সমাজে অশান্তি, গৃহে গোলযোগ। সংবাদপত্রগুলি মেম্বিকোর যুদ্ধের খবর দিয়া বীরভূমের নিহত পল্লীর মানুষের মনে হুজুর বাধাইয়া দিতেছে। রেল গাড়ীতে চড়িয়া খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে, চুরট টানিতে টানিতে রাজনৈতিক সভায় বক্তৃতা করিতে গেলে কবিত্ব থাকে কি না, আমার ঘোরতর সন্দেহ হয়। পূর্বে মন লইয়া এত টানাটানি ছিল না। লোক একটা কিছুতে মজিতে স্মৃতি পাইত। সংসারে এত হট্টগোল ছিল না। এখন লোকে কবিতা লেখে বাহাদুরী লইতে, তখন লোকে লিখিত মজিয়া মজাইতে। এখন লোকে সমুদ্রের ধারে চক্চকে পাথর কুড়াইয়া মাণিক বলিয়া বাজারে বিক্রয় করে; তখন লোকে রত্নাকরের অগাধ সলিলে ডুবিয়া রত্ন তুলিয়া আনিয়া লোকসমাজে ফেলিয়া দিয়া আবার ডুব দিত।

আমার মনে হয়, চণ্ডীদাস এইরূপ একজন ডুবুরী ছিলেন। তিনি সংসারের কোন সংবাদই রাখিতেন না। দিবানিশি ভাব-সাগরে ডুবিয়া যে সকল অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করিতেন, লোকের মধ্যে তাহা বিলাইয়া দিতেন। সুতরাং চণ্ডীদাসের স্বায় কবিতা আমাদের কাছে দিয়াছেন, তাহা ভাবসাগরের মহামূল্য রত্ন। “ব্রজাঙ্গনার” স্বায় সমুদ্রের ধারে কুড়াইয়া পাওয়া শুভির মুস্তা নহে।

চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণের প্রেমে একেবারে মজিয়া গিয়াছিলেন। ষোণীর স্নায় মানসনেত্রে রাধাকৃষ্ণের লীলা প্রত্যক্ষ করিতেন। যাহা দেখিতেন, তাহাই গাইতেন। কল্পনার কথা নয় যে, সাজাইয়া শুছাইয়া তোমার মনে চমক লাগাইতে হইবে। চণ্ডীদাস কৃত্রিমতা জানিতেন না। খাঁটি জিনিষ যেমন পাইলেন, আনিলেন; লোকে লউক আর না লউক, সে দিকে তাঁহার ক্রম্পন ছিল না। তাই তাঁহার কবিতা সরল ও অলঙ্কারবিহীন। বর্ণনায় বিষয় হইতে মনটাকে দূরে না আনিলে ত আর উপমা গৌড়া হয় না। সুতরাং বিষয়ে তন্ময়তা জন্মিলে উপমা প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য থাকে না।

চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন অর্থাৎ কৃষ্ণ যাহা করিয়াছেন, রাধা যাহা করিয়াছেন, তাহাই লিখিয়াছেন। সুতরাং তিনি রাধা ও কৃষ্ণকে কিরূপ চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা জানিলেই তাঁহার কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণের সুখ-দুঃখ নাই। শ্রীমতীই সুখ-দুঃখ যাহা কিছু ভোগ করিয়াছেন, সুতরাং কেবলমাত্র রাধিকা-চরিত্র বর্ণনা করিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। তাহা হইলেও আমরা রাধিকা-চরিত্র ছাড়া শ্রীকৃষ্ণ ও যশোদা সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিব।

প্রথম হইতে একটা কথা বুঝিয়া রাখিতে হইবে। চণ্ডীদাস যে রাধাকৃষ্ণ-প্রেম বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার প্রেম নহে। “মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ো।” ইহাতে “কামগন্ধ” নাই। এই “কৃষ্ণপ্রেম” সূনির্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল, এই প্রেমে মজিলে নায়িকা আত্মসুখ অবশ্যই করিবেন না। কিসে নায়কের প্রীতি হইবে, তিনি সর্বদাই এই ইচ্ছা করিবেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন;—

“আশ্বেস্তিপ্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।

কৃষ্ণোস্তিপ্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥

কামের তাৎপর্য নিজ সন্তোষ কেবল।

কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য হয় প্রেম মহাবল ॥

বৈদগ্ধ্য লোকধর্ম দেহধর্ম কর্ম

লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম ॥

দুঃখ্য আৰ্ধ্যপথ নিজ পরিজন ।
 স্বপ্ননে করয়ে কর ভাঙন ভংসন ॥
 সৰ্বত্যাগ করি করে ক্রোধের ভজন ।
 কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেমের সেবন ॥
 ইহারে कहিয়ে ক্রোধে দৃঢ় অমুরাগ ।
 শুভ্র ধৌত বস্ত্রে বৈছে নাহি কোন দাগ ॥”

এই প্রেম রাধিকাকে—

“সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
 নিশ্চয় হইলাম দাসী”—৭৩৯ পদ
 ইহাই ভাবাইয়া দেয়। এই প্রেম করিতে হইলে পার্শ্বিক ভাবের সীমা ছাড়াইয়া উঠিতে হইবে ;—
 “ধরম করম লোকচরচাতে
 এ কথা বুঝিতে নারে ।
 এ তিন আঁধর যাহার মরমে
 সেই সে বুঝিতে পারে ॥”—৩৩৫ পদ

এই প্রেমে মজিলে বাহুজ্ঞান থাকে না। পার্শ্বিক কোন পদার্থের অস্তিত্ব অশুভূত হয় না। রাধিকা সকল ভুলিয়া শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করেন। তিনি অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অপর কিছু দেখেন না, অপর কিছুই তাঁহার মনে উদয় হয় না। এরূপ ভক্ত ভগবানের কাছে কিছুই প্রার্থনা করেন না, কেবল দুইটি কমল-চরণ তাঁহার প্রার্থনীয়। ইহাই প্রকৃত প্রেম ; চণ্ডীদাস এই প্রেমই বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীমতী রাধিকা ।

বৃকভাঙ্গপুরে পিতৃগৃহে আশ্রয় শ্রীমতী রাধিকার প্রথম সাক্ষাৎ পাই। রাধিকা মাতা ও সখী সহ বাতায়নে উপবিষ্টা, নীচে সুবল সদলে নানা খেলা খেলিতেছেন। দেখিলাম, সুবল যখন শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দেখাইলেন, তখন সেই অল্পময় মূর্ত্তি দেখিয়া রাধিকার মুচ্ছা হইল। কিছুতেই সে মুচ্ছার অপনোদন হয় না, পিতা কত চেষ্টা করিলেন, চিকিৎসকে কত চেষ্টা করিল। কিন্তু সুবল যখন রাধিকার কর্ণে কৃষ্ণনামাযুত সেচন করিলেন, তখন তিনি নয়ন উন্মীলন করিলেন। তাঁহার সকল ব্যাধি দূরে গেল, তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের রূপদর্শনে তাঁহার যে সম্বোধ হইয়াছিল, কৃষ্ণনামের অদ্ভুত শক্তিতে তাহা তিরোহিত হইল। চণ্ডীদাস এইরূপে কৃষ্ণনামের শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

তাঁহার পর আশ্রয় প্রেমবিহ্বলা রাধিকার অবস্থা দেখিয়া বিমোহিত হই। তিনি কখন বা “দণ্ডে শতবার” বরের বাহির হইতেছেন। মন সর্বদাই উড়িয়, ঘন ঘন কদম্ব-কানন পানে চাহিতেছেন। তাঁহার অঙ্গের বসন শিথিল হইয়া পড়িতেছে, তাহা সম্বরণ করিতে ভুলিয়া যাইতেছেন। চিকুররাশি এলাইয়া পড়িতেছে, তাহাও সংবর্ত করিতেছেন না। ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে। আবার কখন বা করতলে কপোল বিস্তৃত করিয়া মহাযোগিনীর ভায় কি ভাবিতেছেন। লোকের সঙ্গ ভাল লাগিতেছে না ; বিরলি বসিয়া অশ্রুপ্লবত করিতেছেন। নীল নিচোল ত্যাগ করিয়া “রান্ধা বাস” পরিধান করিয়াছেন। আহার ত্যাগ করিয়াছেন, শরীর ক্লান্ত হইয়াছে। কখন মেষ পানে,

কখন বা গ্রামকণ্ঠ মধুরের প্রতি, আবার কখন বা বেণী এলাইয়া আপনার ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশরাশির প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। আবার কখন জ্ঞান হারাইয়া ধরনীতে লুপ্ত হইতেছেন। অপর কোন কবি কোন নাগিকার প্রসঙ্গের একরূপ অবস্থা চিত্রিত করিতে পারিয়াছেন কি না, আমরা জানি না।

রাধিকা যে কৃষ্ণপ্রেমে মজিয়াছেন, তাহার গভীরতাই বা কত! দিব্যরাত্রি তাঁহার কৃষ্ণরূপ ভিন্ন অপর কিছু চিন্তা নাই। কৃষ্ণের রূপের সহিত যে কোন বস্তুর সামান্য সাদৃশ্য আছে, তিনি তাহা দেখিয়াই বিমোহিত হইতেছেন। কালিন্দীর জল, কাল কেশ, নীল শাড়ী, এ সকলই তাঁহাকে আকুল করিতেছে। এই কৃষ্ণপ্রেম তাঁহার হৃদয়ে এমন দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হইয়াছে যে, তাহা এক তিলও তাঁহাকে ছাড়িতেছে না। কৃষ্ণরূপ তাঁহার নিখাদ, কৃষ্ণরূপ তাঁহার আহার। কৃষ্ণরূপ চিন্তা ভিন্ন তাঁহার ক্ষণমাত্র বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণ তাঁহার এত প্রিয় যে, সদাই হারাই হারাই মনে হইতেছে। হায়! তাঁহার মনের ভাব কে বুঝিতে পারিবে? কাহার সাধ্য যে, এ পেমের গভীরতা বুঝে? রাধার ভয়, পাণ্ডে নিরায় অচেতন হইলে শ্রামকে বিন্ধত হন; তাই সারা নিশি আগিয়া থাকেন। আবার কখন বা পীরিতির প্রতি আক্ষেপ করিয়া কত বলিতেছেন। পীরিতি করিলেন, শ্রামকে পাইলেন না। কিন্তু তাহা বলিয়া সেই পীরিতি ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহেন, ত্যাগ করিবার উপায়ও নাই।

প্রেমে বাহার এত তন্ময়তা, যাহার প্রেম এত মধুর, এত গভীর, এত বিদগ্ধ, শ্রীভগবান্ কি তাহার আশা পূর্ণ না করিয়া থাকিতে পারেন? মহারাসে রাধাকৃষ্ণের মিলন হইল। রম্ভাবন-লীলার অবসান হইল। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইবেন, এই কথা যখন কোন সখী রাধিকাকে বলিল, তখন রাধিকা তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাওয়া অসম্ভব। কাঁহাকে ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ কি মথুরায় যাইতে পারেন? রাধার হৃদয়ে যে তাঁহার আসন। তিনি যে রাধিকার হৃদয়ে বাঁধা আছেন। কেমন করিয়া কোন্ পথে যাইবেন?

“এ বুক চিরিয়া যবে বাহির করিয়া দিব
তবে ত শ্রাম মধুপুরে যাবে।”

কিন্তু হায়! যখন শুনিলেন, নিশ্চয়ই শ্রাম মধুপুরে যাইতেছেন, তখন যেন তাঁহার মাধব বজ্রাঘাত হইল। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে কত অহুন্নয় করিলেন, কত অশ্রুপাত করিলেন। নিষ্ঠুর কানাই তাঁহার কথা শুনিবেন না, মথুরা চলিয়া গেলেন। তখন—

“সোনার পুতলি অবনী উপরে
যেন ঘন গড়ি যায়।
নিখাস ছতাশে নাসার মুকুতা
হেলিছে ছলিছে বায়।”

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায়, আর শ্রীমতী রাধিকা রম্ভাবনে। রাধিকা যাহার বিরহ ক্ষণমাত্রও সহ করিতে পারিতেন না, তিনি আজ “গিরিনন্দী আঁতার ভেলা।” এই নিদারুণ বিচ্ছেদে রাধিকা বড়ই মর্ৎসীভূতা হইলেন। কাহারও মুখে কৃষ্ণনাম শুনিলে তিনি তাহার চরণে ধারণা রোদন করিতে লাগিলেন। সে যখন কৃষ্ণনাম করিতেছে, তখন অবশ্যই কৃষ্ণের সংবাদ দিতে পারে। হায়! বিষম শোকের আঘাতে বাণবিদ্ধা কণোত্তীর স্নায় রাধিকা ধূলায় পড়িয়া আছেন। “সোনার পুতলি যেন ধূলায় লোটায়।” বিষম বিরহজ্বরে তাঁহার আঁখি ছল-ছল। সখীগণ তাঁহার চতুর্দিকে বসিয়া আছেন। তাঁহার এক একবার শ্রাম-নাম করিতেছেন, অমনি রাধিকা চমকিয়া উঠিতেছেন।

আবার তখনই মুচ্ছা হইতেছে। সখীগণ ব্যজন করিতেছেন, চন্দন লেপন করিতেছেন, কিন্তু যে অগ্নি অন্তরে জ্বলিতেছে, তাহা বাহ্য শৈত্যে নির্ঝাপিত হইবে কেন? রাধিকার দশমী দশা উপস্থিত। সকলেই তাবিল, বৃন্দাবন-বিলাসিনী বুকি বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া যান। সখীগণ যুক্তি করিয়া রাধিকার এই অবস্থা জানাইতে যথুরার শ্রীকৃষ্ণের নিকট দূতী প্রেরণের সংকল্প করিলেন। রাধিকা শুনিলেন। শ্রামকে আনিতে বাইতেছে জানিতে পারিয়া রাধিকার চৈতন্য হইল। তিনি সখীকে একটিমাত্র তিরস্কারের কথা বলিলেন ;—

“এ কথা কহিও তারে।

সে গুণ বুকিয়া যে জন ঘরিবে

সে বধ লাগিবে তারে ॥”

পরক্ষণেই আবার সখীকে যিনতি করিয়া বলিলেন ;—

“সখি, কহিবি কাহুর পায়।

সে সূখ-সায়র দৈবে শুকায়ল

তিয়াবে পরাণ যায় ॥

সখি, ধরিবি কাহুর কর।

আপনা বলিয়া বোল না ভেজবি

মাগিয়া লইবি বর ॥”

আজ রাধিকার মনে ভাবান্তর উপস্থিত। আজ দুদিন দুদিন হইল বুকিয়া যোষ হইতেছে। আজ,—

“চিকুর ফুরিছে বসন খসিছে

পুনক ধৌবনভার।

খাম অগ্নি আঁধি সন্মানে নাচিছে

হুলিছে হিয়ার হার ॥

প্রতীত সময়ে কাক কোলাকুলি

আহার বাটরা খায়।

পিন্না আসিবার নাম সূধাইতে

উড়িয়া বসিল তায় ॥

মুখের তাড়ুল ধসিয়া পড়িছে

দেবের মাখার ফুল।”

আজ সব সুলক্ষণ। আজ শ্রীকৃষ্ণের আগমন হইবে। রাধিকার মনে উজ্জ্বল সীমা নাই। সখী আসিয়া সংবাদ দিল যে, শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন। অমনি—

“চকিত-নয়নে চাহিতে সন্মানে

সম্মুখে দেখল কিরাণী ॥”

সকল দুঃখ, সকল অভিমান দূরে গেল।

“এস এস বলি দুটি বাছ তুলি
হাসিয়া কহয়ে কথা।”

শ্রীকৃষ্ণকে নির্জনে পাইয়া রাধা সুবাসিত বারি দিয়া তাঁহার চরণ ধৌত করিলেন। নিজ কেশরাশি দিয়া তাঁহার চরণ মুছাইয়া তাঁহাকে বিচিত্র পালকে বসাইলেন। এইবার মনের কথা বলিতে লাগিলেন,—
“বঁধু, বহুদিন পরে আসিলে, প্রাণ গেলে ত আর দেখা হইত না। অবলা বলিয়া তোমার বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিয়াছি। পাষণ হইলে গলিয়া যাইত। বড় কষ্টেই আমার দিন কাটিয়াছে, কিন্তু তাহাতে দুঃখ করি না, তুমি ষথুরায় ভাল ছিলে জানিতে পারিলেই আমি সুখী। আমার আর সুখ-দুঃখ কি? তোমার সুখেই আমার সুখ। এখন তোমাকে পাইয়াছি; আর আমার কোন দুঃখ নাই। এখন কোকিল গান করুক, ভ্রমর তাহাতে তান ধরুক, মলয় পবন মন্দ মন্দ বহুক, গগনে চন্দ্র উদিত হউক। ইহারা তোমার বিরহসময়ে বড় কষ্ট দিয়াছিল, এখন ত আর কিছু কষ্ট দিতে পারিবে না।” প্রথম মিলনের আবেগ শাস্ত হইলে রাধিকা বলিতে লাগিলেন;—

বঁধু, কি আর বলিব আমি।

মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥

তোমার চরণে আমার পরাণে
বাধিল প্রেমের কঁাসি।

সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥

ভাবিয়া ছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।

রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে ॥

এ কূলে ও কূলে হুকূলে গোকূলে
আপনা বলিব কায়।

নীতল বলিয়া শরণ লইহু
ও দুটি কমল-পায় ॥

না ঠেলহ ছলে অবলা অধলে
যে হয় উচিত তোর।

ভাবিয়া দেখিহু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর ॥

আঁধির নিমিখে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।

চণ্ডীদাস কহে পরশ-রতন

১ গলায় গাঁধিয়া পরি ॥—১৩২ পদ

এমন পৌরিত্তি কতু দেখি নাই তুমি ।
 পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি ॥
 হুঁহ কোড়ে হুঁহ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া
 তিল আঁধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥
 জল বিনে যৌন জল কবহঁ না জ্বিয়ে ।
 মানুষে এমন প্রেম কোথা না তুমিয়ে ॥
 তানু কমল বলি, সেও হেন নহে ।
 হিমে কমল মরে, তানু স্মৃথে রহে ॥
 চাতক জলদ কহি, সে নহে তুলনা ।
 সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা ॥
 কুসুমের মণ্ডপ কহি, সে নহে তুল ।
 না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল ॥
 কি ছার চকোর চাঁদ, হুঁহ সম নহে ।
 ত্রিভুবনে হেন নাই চণ্ডীদাস কহে ॥

যিনি রূপাপবন হইয়া জীবের উদ্ধারের জন্য গোলোক ছাড়িয়া ভূতলে আসিয়া, বৃন্দাবন-লালা প্রকট করিয়াছিলেন, বাহার রূপ-গুণ ও কার্যকলাপাদি বর্ণনা করিতে যানব-লেখনী অক্ষম, সেই অচিন্ত্য, অব্যক্ত শ্রীকৃষ্ণ চণ্ডীদাসের গ্রন্থের নায়ক। একরূপ নায়ককে চিত্রিত করিতে চেষ্টা করা কম সাহসের কৰ্ম্ম নহে। কিন্তু চণ্ডীদাস সে সাহস করিয়াছেন এবং সেই অসীম গুণাধারের মহিমার কথঞ্চিৎ বর্ণনা করিতে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রথময়। তিনি যশোদার বাৎসল্য-প্রেম, গোপীগণের পতি-প্রেম, রাধালাগণের সখ্য-প্রেম সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছেন। বেগবতী উন্মাদিনী শ্রোতবতী যেমন কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া কেবলই সাগর-সঙ্গমে ছুটিতেছে, তেমনই ইহীদের সকলেরই যেন অন্ত কোন লক্ষ্য নাই, সকলেরই হৃদয়ের প্রেম মহাবেগে একমাত্র কেন্দ্রে শ্রীকৃষ্ণের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। তাই আমরা বৃন্দাবনে প্রেমের খেলা ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাই না। বৃন্দাবনে জীব-জন্তু-বৃক্ষ-লতাদি সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসে। তাই তিনি যখন বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া যথুপুর গমন করেন, তখন বৃন্দাবনে যে শোকপ্রবাহ বহিয়াছিল, তাহার তুলনা জগতে কখন দেখা যায় নাই।

সে দিক গমন ভাগে ॥

ভূমিকা।

খগ মৃগগণ রোদন বেদন
 আহার নাহিক ধায় ।
 ডালে বসি খগ শ্রাম শ্রাম করি
 রাত্রি দিন নাম লয় ॥
 মৃগগণ অতি েয়ে আছে কতি
 নয়নে বহয়ে লোর ।
 কৃষ্ণের বিরহে পেয়ে অতি যোহে
 এ সব হইলা ভোর ॥
 সেই পিকরবে এ পক্ষ শব্দে
 শুনিতে আনন্দ বড়ি ।
 সে সব শব্দ নাহিক আগদ
 সে ডাল চলল ছাড়ি ॥
 ভ্রমর ভ্রমরী সদাই গুঞ্জরি
 সে নাহি শব্দ করে ।
 চকোর ভাহকী চাতক চাতকী
 তাহা না শব্দ বলে ॥
 হংস হংসিনী শুক শারী গণি
 তাহা না শব্দ একে ।
 মিশবদ হই নিরন্তর রোই
 না জানি কোথায় থাকে ॥
 পুরবাসী যত অধর নয়ন
 বুঝা বুক বাল যত ।
 শোকেতে আকুল বিয়োগ সকল
 তাহা বা কহিব কত ॥"

বাহার অনন্ত প্রেমের শতাংশের একাংশ চিত্রিত করিতে চতুর্দাস সমর্থ হইলেন নাই, আমি তাঁহার কি পরিচয় দিব ?
 তাঁহার মহিমা কীৰ্ত্তন করিতে ঋষিগণেরও জিহ্বা অক্ষম হইয়াছে, আমি সেই মহাপুরুষকে নংদার করি ।

নমঃ পুরতাদিথ পৃষ্ঠন্তস্তে নমোংস্ত তে সৰ্ব্বত এব সৰ্ব্ব ।

অনন্তবীৰ্য্যামিতবিক্রমং সৰ্ব্বং সমাপ্নোষি ততোসি সৰ্ব্বঃ ॥

যশোদা ।

যশোদা-চরিত্র অল্পেও চতুর্দাস কম কৃতিত্ব দেখান নাই । বাৎসল্য-প্রেম বৃত্তিমান হইয়া বেন তাঁহার
 যশোদাকে আশ্রয় করিয়াছে । ঐক্লব রাধাল-বালকগণের সঙ্গে বেহু চরাইতে বনে বাইবেল, যশোদার মনে দানা
 ভর হইতেছে । হুট কংসের চর লুটাই কৃষ্ণের অনিষ্ট-সাধনের লজ্জা করিতেছে ; না জানি, কখন কি বিপদ ঘটায় ।
 তাঁহার কৃষ্ণ অতি শিশু, পদযুগ অতি কোমল তুণ্ডাঙ্গে ক্ষত হইতে পারে । কৃষ্ণের শরীর নবনীত তুলা কোমল,

ভাঙ্গর, তাপে পাছে বা পলিয়া যায়। কিন্তু রাধাল-বালকগণ ছাড়িবে না, কৃষ্ণকে সঙ্গে লইবেই। অগত্যা বশোদনও ক্রীড়াকে গোষ্ঠে বাইতে অহুসতি দিলেন। কিন্তু তাঁহার কৃষ্ণের প্রতি বড় লইবার অস্ত্র বলরামকে কত অহুসর, কত বিনয় করিলেন। বলরাম বরসে বড়, কৃষ্ণ শিশু। তাই বলরামের করে কৃষ্ণকে সমর্পণ করিলেন। কৃষ্ণের অকলে ননী ছানা বাঁধিয়া দিয়া বলরামকে অহুসরোধ করিলেন যে, যেন ক্ষুধার সময় কৃষ্ণকে খাওয়ায়। বলরাম যেন সর্বদাই কাছকে সন্মুখে রাখে। গোষ্ঠবিহারী কৃষ্ণের বেগুর রব শুনিতে না পাইলে বশোদার প্রাণ ব্যাহুল হয়। তাই বলিয়া দেন, যেন রাধালগ্ন গোধন লইয়া ঘুরে না যায়, যেন যমুনার নিকটেই থাকে। ক্রীড়ক বন হইতে প্রত্যাগমন করিলে বশোদার আনন্দের সীমা থাকে না।

“সোনার পুতলি বনে পাঠাইয়া
আছিল চেতন হরি।
মরা তরু যেন বরষ পাইলে
সে যেন মঞ্জরি সারি ॥
কতক্ষণ হেরি সে চাঁদ-বদন
তবে সে জুড়াই প্রাণ।
আঁখির তারাটি খসিয়া গেছিল
পুন সে বৈঠল ঠাম ॥”—৫৩৪ পদ

বন হইতে যখন ক্রীড়ক গুরুমুখে ফিরিয়া আসেন, তখন বশোদার হৃদয় ফাটিয়া যায়।

“আহা মরি মরি পরাণ পুথলি
বাছনি কালিয়া সোনা।
কত না পেয়েছ ক্ষুধায় পীড়িত
বনে যেতে করি মানা ॥”—১১৭ পদ

যে কৃষ্ণকে রাত্রি জাগরণ করিয়া তিনি ক্ষীর-ননী খাওয়ান, তাঁহার সেই কৃষ্ণ বনে গিয়া ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াছেন, ইহা ভাবিতে বশোদার বড়ই কষ্ট হয়। তখনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন, কৃষ্ণকে আর বনে বাইতে দিবেন না। যদি নন্দ যৌব আপত্তি করেন, তবে তিনি কৃষ্ণকে লইয়া কোথাও চলিয়া যাইবেন।

“তোমারে লইয়া আন দেশে বাব
না রব নন্দ্রের ঘরে।
তোমা হেন ধন আর কোথা পাই
বিধাতা দিয়েছে মোরে ॥”

এ হেন স্নেহময়ী মাতা যখন শুনিলেন যে, তাঁহার কৃষ্ণ তাঁহাকে ছাড়িয়া যথুরা বাইতেছেন, তখন তাঁহার কি দুঃখ হইল, তাহা সহজেই অহুসর। যে কৃষ্ণ বনে গেলে তিনি স্বর্গের নিকট প্রার্থনা করেন, যেন তিনি প্রাণের ঈশ্বরে তাঁহার কানাইকে ক্রীড়া না করেন, বনদেবতার নিকট কান্ডরুভাবে কানাইয়ের কুশল বাঞ্ছা করিতেন, পবন-দেবকে বিনতি করিয়া বলিতেন, যেন তিনি মৃদুমনে বহিয়া তাঁহার কানাইকে ব্যাধন করেন, সেই কৃষ্ণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিতেছেন, এ চক্ষে কি রাধাবার হান আছে? হায়, তাঁহার অন্তরে এমন কেন ব্যটিল? দেবী আরাধনা

করিয়া তিনি কক্ষ হেন ধন পাইয়াছিলেন; হয় ত পুজার কোন ক্রটি হইয়া থাকিবে, তাই তাঁহার কপালে এই বিড়ম্বনা ঘটিল। রাণী আকুলহৃদয়ে কাদিতে লাগিলেন,—

“কোলে লয়ে যাহুমণি বদন চুষয়ে রাণী
দর দর বহে প্রেমবারি।
ধরিয়া গোপাল-করে কাতর হইয়া বলে
দুই বাছ ধরিয়া পসারি ॥
শ্রীমুখমণ্ডল দেখি তাহাতে নয়ন রাখি
পড়ে রাণী মূরছিত হয়ে।
যশোদা রোহিণী কান্দে স্থির নাহিক বাক্যে
গোপী রহে চাঁদ-মুখ চেয়ে ॥”—৫৬৩ পদ

আবার যখন মথুরা হইতে নন্দ ষোষ ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু কক্ষ আসিলেন না, তখন যশোদার সকল ভরসা গেল। কাতরস্বরে রাণী কাদিতে লাগিলেন;—

“অনেক তপের ফলে বিধি আনি দিল মোরে
সে হেন আদর নটরায়।
কোন অপরাধ হল জননী ছাড়িয়ে গেল
হেনক আমার ভায় ॥
সে হেন নবীন তম্বু বেন পদ কর ভাঙ্গ
হিজুলে গঞ্জিত বিষধরে।
নবধন তম্বুখানি অঙ্গনে দলিত শ্রেণী
নয়ন-কমল শশধরে ॥
কিবা সে মধুর হাসি মধু করে রাশি রাশি
নবীন কোকিল জিনি বোলে।
করিশুণ্ড হল জিনি বাহর সে স্রবলনি
তা দেখি সদাই মন বুঝে ॥
সে হেন যাদব ধনে রাখি আইলে কৌন্থানে
সদাই সে বুঝে অন্তরে।
যে মোর হয়েছে মন এ কথা জানিবে কোন
এ কথা সে কহিব কাহারে ॥
কর ভরি দিতে সর মুখ দেখি শশধর
বদন চাহিয়া যবে আসি।
ভাবিতে গুণিতে সেহ মলিন হইল দেহ
মনে মোর পড়ে নিশি দিশি ॥—৫৬০ পদ

ছন্দ ।

চণ্ডীদাসের অধিকাংশ পদই লঘু-ত্রিপদী ও দ্বীর্ঘত্রিপদী ছন্দে লিখিত। মধ্যে মধ্যে চতুর্দশ অক্ষর, অষ্টাক্ষর, সপ্তাক্ষর ও একাদশ অক্ষর পয়ারও আছে। কখন কখন নূতন ছন্দও ব্যবহার করা হইয়াছে। ৪১০, ৫০২, ৫০৭, ৬২০, ৬২১, ৬৫২ সংখ্যক পদ দেখুন। কোন বৈষ্ণব-কবি এতগুলি ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

রাগাঙ্গিক পদ ।

চণ্ডীদাসের সাধন-প্রণালী যে কি ছিল, তাহা বলিবার সাধ্য আমার নাই। সে সাধন-প্রণালী গুরুর উপদেশ ভিন্ন বৃদ্ধিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। তবে চণ্ডীদাস যে তাত্ত্বিক প্রণালী অনুসারে রাগাঙ্গকের ভজন করিতেন, তাহা অনেকটা বুঝা যায়। তাঁহার রাগাঙ্গিক পদগুলিতে এর সাধন-প্রণালী অতি সাবধানে বর্ণিত হইয়াছে। আমি যে এই পদগুলির টীকা করিতে বা এই সাধন-প্রণালী কি, তাহা বলিবার আদৌ চেষ্টা করিলাম না, তজ্জন্ত আমি পাঠকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমি অক্ষম।

চণ্ডীদাস-আরাধিতা বিশালাক্ষী ।

চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন ;—

“নাম্বরের মাঠে গ্রামের নিকটে
বাঙলী আছয়ে যথা।”

এখন আর বিশালাক্ষীর মন্দির গ্রামের মাঠে নাই। এখন তাঁহার মন্দিরের চতুর্পার্শ্বে লোকের বসতি হইয়াছে। গ্রামটা দেবী-মন্দিরের পশ্চিমে ছিল, ক্রমে পূর্বদ্বারে সরিয়া আসিয়াছে, ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বিশালাক্ষীর মন্দির প্রাচীন নহে, আধুনিক ধরণের সামান্য একতলা ইষ্টকালয় মাত্র। মন্দিরের সম্মুখে প্রবেশদ্বারে কয়েকটি শিবমন্দির আছে; সেগুলিও খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। তবে দেবীর বাড়ীর সম্মুখে প্রকাণ্ড মস্তিকা-স্তূপ আছে। লোকে ইহাকেই চণ্ডীদাসের ভিটা বলিয়া থাকে। কিন্তু চণ্ডীদাস ধনী লোক ছিলেন না যে, তাঁহার বাড়ীর ভগ্নাবশেষ এত বড় হইবে। আমার মনে হয় যে, ঐ স্তূপটিই বিশালাক্ষী দেবীর প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ।

দেবীমূর্তি।—আড়াই পোয়া পরিমিত একখানি কাল পাথরে খোদিত। মহাদেব বসিয়া আছেন; তাঁহার নাভিদেশ হইতে একটি পদ্ম বাহির হইয়াছে, সেই পদ্মের উপর চতুর্ভূজা দেবীমূর্তি আসীন। দেবীর বাম পদ পদ্মের উপর ও দক্ষিণ-পদ মহাদেবের উরুদেশে স্থাপিত। দেবীর তিন হাতে বীণা ও দক্ষিণের দুইটি হাতের মধ্যে একটিতে লপমালা।

পূজাপদ্ধতি।—ধূপ, দীপ, গন্ধ, মৈবেদ্য, পুষ্প এই পঞ্চোপচারে দেবীর নিত্য পূজা হয়। দিব্যভাগে অন্নভোগ হয় এবং সন্ধ্যার সময় আরতি ও লীলত হয়। ভোগে মৎস্য দেওয়ার রীতি আছে। পূজা আশ্বমত। শারদীয়া নবমী পূজার দিন ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা হয় এবং ছাপ, যেথ ও একটি মহিষ বলি হয়। কিন্তু সাধারণতঃ বলি হয় না।

দেবীর ধ্যান ।

তন্ত্রসারে বিশালাক্ষীর এই ধ্যান লিখিত আছে ;—

“ধ্যায়ৈদেবীং বিশালাক্ষীং তপস্বীশূনদপ্রভাম্ ।

বিভূজামধিকাং চণ্ডীং ষড়্ভুজাং খেটকধারিনীম্ ॥

নানালঙ্কারসুভগাঃ রক্তাঙ্করথরাং শুভাম্ ।
 সদা বোদ্ধশবরীয়াং প্রসন্নাত্মাং ত্রিলোচনাম্ ॥
 যুগ্মালাবলীরমাং পীনোন্নতপয়োধরাম্ ।
 শিবোপরি মহাদেবীং জটায়ুকুটমণ্ডিতাম্ ॥
 শক্রক্ষয়করীং দেবীং সাধকাভীষ্টদায়িকাম্ ।
 সৰ্ব্বসৌভাগ্যজননীং মহাসম্পৎপ্রদাং স্মরেৎ ॥

কিন্তু যে ধ্যানের নামের দেবীর পূজা হয়, তাহা এই ; -

“ধ্যয়েদেবীং বিশালাক্ষীং শারদবদনাং
 চতুর্ভুজাং বীণা চণ্ডিকা দেবীং সুপ্রসন্নাং বরপদাং
 ত্রিহস্তে বীণা চৈব এক হস্তে জপায়িনী
 বামপদ পদ্যাসনে দক্ষিণপদ শিবোপরি
 সচন্দনবিষপত্রং পুষ্পং তুং হ্রীং বিশালাক্ষীদেবৈ নমঃ ॥”

মূৰ্খ পূজকের দ্বারা ধ্যানটি বিকৃত হইয়াছে, কিন্তু উপায় নাই।

চণ্ডীদাসের অপরাধ গ্রন্থ।

চণ্ডীদাস-প্রণীত “রাধিকার মানভঞ্জন” ও “শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন” এই দুইখানি পুথির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রথম পুথিখানি এখনও মুদ্রিত হয় নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ “শ্রীকৃষ্ণকীর্তন” পাইয়াছেন এবং ছাপিতেছেন। উহার মূল্যংশ ছাপা হইয়া গিয়াছে এবং পরিশিষ্টাংশ ছাপা হইতেছে। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীনিগরহন যুগোপাধ্যায়।

চণ্ডীদাস ।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ ।

১

গণ-অজ্ঞাত ।

এক দিন গোচাবণে সকল সখা সনে
বসি এক তরুয়ার ছায় ।
নন্দের নন্দন হরি কহে কিছু মৌন ধরি
স্বল সখার পানে চায় ॥
সখা হে, কহ দেখি কি করি উপায় । ৫
হিয়া কবে কেন মত সহিতে না পাবি এত
নিরন্তর অলিছে হিয়ায় ॥
সদয়ের কথা জান আমার বচন শুন
কহ দেখি আমার যবন ।
মবন ব্যথিত তুমি বি আর বলিব আমি ১০
নয়ানে হয়েছে এক ভ্রম ॥
অপূর্ব সে অকস্মাতে দেখিল নয়ানভিতে
পূর্বাপরে যা দেখিল ভাই ।
শুন সখা মন দিয়া যেমন করিছে হিয়া
অবগ-পরশ কিছু কই ॥ ১৫
পূর্বাপর যা দেখিল তাহা কিছু রাগ হইল
সেই রূপ পূর্বরাগ হল ।
পূর্বরাগ আগি হেন জলিয়া উঠিছে যেন
ইহার উপায় কিছু বল ।
সেই হৈতে তনু মোর মরমে হয়েছে ভাব ২০
তনু মন সব হৈল চল ॥

আচম্বিতে পর দিনে ধবলী চলিলা বনে
গেল বকভানুপূব দিয়া ।
দেখিল ধবলী নাট খুঁজিল অনেক ঠাই
অনুসারে চলিল পাঞ্জিয়া ॥ ২৫
দেখি সে পুরের চিত্র রতি যাই ভিন্ন ভিন্ন
পদ অনুসারে গেল চলি ।
বকভানুপূব বনে আনের ধেমুর সনে
ধবলী মিলিয়া গেল ভালি ॥
তাহা যে দেখিল ভাই অকথা কখন এই ৩০
কহিতে উঠয়ে মনে রাগি ।
ভায়া সম তা দেখিল বাহির হইয়া গেল
বকভানু মহলেতে উগি ॥
মহল ছাড়িয়া আসি সঙ্গে সহচরী দাসী
কনক গাগরি লই কাঁথে । ৩৫
ধনীর রূপের ছটা কোটি চাঁদ জিনি ঘটা
কত সুখা বরিখয়ে মুখে ॥
সঙ্গ সম দেখি তারে ভায়ার সমান পুবে
মোর অঙ্গে আভা আসি বাজে ।
চণ্ডীদাস কহে তাথে শুন প্রভু যত্ননাথে ৪০
এ কথা বুঝিবে আন কাজে ॥

৬। হিয়া'করে কেন মত—মন কেমন করিতেছে ।

প্রথম প্রণয়সঙ্কটে হৃদয়ে যে কিরূপ চাক্ষু
উপস্থিত হয়, প্রণয়ী তাহা বুঝতে পানে বা

- ১৭। শ্রবণে অর্থাৎ কর্ণে স্পর্শনযোগ্য কিছু বলি
অর্থাৎ তোমাকে কিছু শুনাই।
- ১৮। আগি অগ্নি।
- ১৯। মরমে—স্বদগত ভাবে। ভোর—বিহ্বল।
- ২০। চল—চঞ্চল।
- ২১। দেখিল, খুঁজিল—দেখিলাম, খুঁজিলাম। একপ
প্রয়োগ প্রাচীন গ্রন্থে বিরল নহে।
- ২২। পাকিয়া—পাক অর্থাৎ পদচিহ্ন অঙ্গুসংগ কবিয়া।
- ২৩। রহি যাই ভিন্ন ভিন্ন—পৃথক পৃথক অর্থাৎ এক
একটি পদচিহ্ন অঙ্গুসংগ করিয়া চলিলাম।
- ২৪। রাগি—অঙ্গুরাগ, প্রেম।
- ২৫। উগি—উপস্থিত হইয়া।
- ২৬। গাগরি—কলসী।
- ২৭। আন কাজে—অন্ত কোন ঘটনায়।
ইহাতে স্বেল কর্তৃক মিলনের আভাস দেওয়া
হইতেছে। ৪৪ পদ দেখুন।

২

কানড়া।

- মগন কবিয়া গেল সে চলিয়া
সোনাব পুতলি কায়।
- তাহে নীল শাড়ী ভেদিয়া আঁচল
রূপ অঙ্গুপম ছায়া ॥
- বসন ভেদিয়া রূপ উঠে গিয়া ৫
যেমন ভড়িৎ দেখি।
- লখিতে নারিন্তু কেমন বন্ধন
লখিয়া নাহিক লখি ॥
- কি আর কহিব নয়ান চঞ্চল
নানা আভরণ গায়। ১০
- নানা পরিপাটী রসের সৌরভে
লাথ লাথ অলি ধায় ॥
- চলিল যখন দেখিল ভগ্নন
গমন হংসিনী প্রায়।

আপন গেয়ানে না দেখি নয়ানে ১৫

এমন রূপের কায় ॥

সোনার নুপুর বাজয়ে মধুর
পঞ্চম শব্দ করে।

চলিয়া যাইতে সে মন্দগামিনী
হেলিয়া হেলিয়া পড়ে ॥ ১০

যেমন কেশরী নিতম্ব মাঝারি
ঘটের মুটকে পাই।

গ্রহন দেখিন্তু মধুর মুরতি
আপন নয়ানে চাই ॥

হাসিতে অমিয়া পড়ে কত শত ১৫
দেখিলাম নয়ান কোণে।

যেমন দেখিন্তু রাজার কুমারী
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

১-২। রমণী দেখিতে ঠিক সোনার পুতুলের জায়;
সে আমাকে অঙ্গুরাগে ডুবাইয়া, অর্থাৎ
আমার হৃদয়ে প্রবল অঙ্গুরাগ সঞ্চার করিয়া
দিয়া চলিয়া গেল।

৩। তাহার পরিধানে নীল শাড়ী; সেই শাড়ীর
আঁচল খেঁদ করিয়া তাহার অঙ্গুপম রূপের
ছটা বাহির হইতেছে।

৭। লখিতে—লক্ষ্য করিতে; দেখিতে।
লখিয়া নাহিক লখি—দেখিয়াও দেখিতে পাই
লাম না।

১৫। গেয়ানে—জ্ঞানে।

১১-২২। “নিতম্ব মাঝারি” অর্থে কটী না করিলে
উপায় নাই। তাহার কটী সিংহের কটীর
জায় ক্ষীণ। ঘটের মুটকে অর্থাৎ শিরোদেশে
ওরূপ ক্ষীণতা দেখিতে পাওয়া যায়। ‘মুটক’
বোধ হয় মুকুট শব্দের অপভ্রংশ। কিঞ্চিৎ ঘটের
যে অংশ মুটকে (মুষ্টিতে) ধরিতে পারা যায়,
সেই অংশের ক্ষীণতাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

হই।

দেখিয়া মুরতি রূপের আকৃতি
 মরমে লাগিল তাই ।
 যেই সে দেখিল তখন হইতে
 কিছু না সম্বিত পাই ॥
 পবলী লইয়া আইলু চলিয়া
 শুনত সুবল সখা ।
 সেই নবরামা আর পুনবেরি
 কখন হইবে দেখা ॥
 কহিল মরম তোমার গোচরে
 শুন হে সুবল তুমি । ১০
 মরম বেদন জানে কোন জন
 বিকল হইল আমি ॥
 সেই কথা মোর মনে পড়ি গেঁড়া
 কহিব কাহ্নার আগে ।
 কালি হতে মন কেমন করিছে
 হৃদয় ভিতরে জাগে ॥
 হইতে না হয় নির্দের আলিস
 ক্ষুধা তৃষ্ণা গেল দূরে ।
 নিরবধি হৃদে সেই সে ভাবনা
 থাকি থাকি মন বুঝে ॥ ১০
 কি হল অন্তরে হিয়া জর জর
 বিধল সন্ধান শরে ।
 জর জর কৈল পরাণ পুতলি
 মন স্তম্ভ হাতী বরে ॥
 চণ্ডীদাস বলে শুনহ রসিক
 মাগর চতুর কান ।
 হইবে দরশ করিবে পরশ
 ইহাতে নাহিক আন ॥

৭। পুনবেরি—পুনর্বার

১৭। নির্দের আলিস—নিজের আলিস। ঘুম হয় না।

২১-২৪। মন্থনের শরবিদ্ধ হইয়া আমার হৃদয় ও মন
 জঙ্করিত হইয়াছে। আমার মন মত হস্তীর
 গায় উজ্জ্বল হইয়াছে।

৪

ভূঞা।

নবান কিশোরী মেঘের বিজুবি
 চমকি চাহিয়ে গেল ।
 সঙ্গের সঙ্গিনী সকল কামিনী
 ততহি উদিত ভেল ॥
 সেই জনমিয়ে দেখি নাট হেন নারী । ৫
 রঙ্গিম ভঙ্গিম ঘন সে চাহন
 গলে সে মোতিম হারি ॥
 অঙ্গের সৌরভে ভ্রমরা ধাওয়ে
 বন্ধার করয়ে যাই ।
 অঙ্গের বসন ঘুচায়ে কখন ১০
 সঘনে ঝাঁপয়ে তাই ॥
 মনের সহিতে মরম কৌতুকে
 সখীর কাছেতে যাই ।
 হাসির চাহনি দেখালে কামিনী
 পরাণ হারানু ভাই ॥ ১০
 চলন ভঙ্গিম অতি সুরঙ্গিম
 চাপটিলে জীবন মোর ।
 অঙ্গুলির আগে চাঁদ যে বলকে
 পড়িছে উথলি জোর ॥
 চাহে বাহা পানে বধয়ে পরাণে ২০
 দারুণ দরশি তার ।
 হিয়ার ভিতরে কাটিয়া পাঁজরে
 বিধিলে বাণ যে জার ॥

জর জর হিয়া রহিল পড়িয়া
চেতন নহিল মোর । ২৫
চণ্ডীদাস কহে ব্যাধি সমাধি নহে
দেখিয়া হইলাম ভোর ॥

১। বিজুরি—বিদ্যাং ।
৩-৪। সঙ্গের সহচরী কামিনীগণের মধ্যে উপস্থিত
হইল। শ্রীকৃষ্ণ দেখিতেছেন, রমণী বিজুরি গায়
তাঁহার চক্ষু বলসিয়া সখীগণের সহিত মিলিত হইলেন।
ততহি—তাহাদের মধ্যে ।
৫। সহ—সখা ; জীলোকের সম্বোধন নহে ।
৬। নানা রঙ্গ-ভঙ্গ করিয়া খন খন চাহিতেছে ।
৭। মোতিম হারি—মতির হার ।
১১। 'সঘন' এই শব্দের পরিবর্তে 'কখন' এই
পাঠও আছে। কিন্তু 'সঘন' পাঠই সঙ্গত। কখন
পায়ের কাপড় বুচাইতেছে, আবার তাড়াতাড়ি
চাকিতেছে ।

১২-১৫। মনের সহিতে মরম কোঁড়কে
সখির কাঁধেতে বাহ ।
হাসির চাহনি দেখালে কামিনী
পরাণ হারানু তহ ॥—পাঠান্তর ।

১৬। পাঠান্তর—চলন ভঙ্গী অতি সুন্দর ।
১৭। উৎসাহের পরিবর্তে উচ্চলি পাঠও আছে ।
২১। চাহনি—পাঠান্তর ; দরশি—দৃষ্টি ।
২৩। জার—যাহাতে জর্জর করে—মার—পাঠান্তর ।
২৬। সমাধি—শেষ ।
২৭। ভোর—বিহ্বল ।

গাধার ।

পথে জড়াজড়ি দেখিহু নাগরা
সখির সহিতে যায় ।

সকল অঙ্গ মদন তরঙ্গ
হসিত বদনে চায় ॥
সই, কেমন মোহিনী সে । ৫
যদি পাই সহায় এমনি হয়
তা সনে করি যে লে ॥

নীল মুকুতার হার লঙ্ঘিত
শোভিত দেখি যে ভাল ।
যেন তারাগণ উদ্ভিত গগন ১০
চাঁদে বেড়িয়া জাল ॥

কুচ যে মণ্ডলী কনক কটোরি
বনাতে কেমন ধাতা ।
হাসির রাশি মনের খুসি
দান করে যদি দাতা ॥ ১৫

চণ্ডীদাস কহে দান যদি নহে
কি জানি মাগিবা তায় ।
যে মন মাগয়ে তাহা না পাইয়ে
অপবন রহি যায় ॥

৩। মদনরঙ্গ—পাঠান্তর ।

৭। লে—লেখ. প্রেম ।

৮-১০। পাঠান্তর—

(ক) নীলমুকুতা হার বেকতা শোভিত দেখিহু ভাল ।
(খ) গলিত আকার মুকুতা হার শোভিত দেখিহু ভাল ।

১১। তারাগণ যেন জালের তায় চাঁদকে বেড়িয়া
আছে ; অথবা, জাল—সমূহ । নীল মুকুতার
হার গলদেশে লঙ্ঘিত রহিয়াছে, এই মুকুতাগুলি
নক্ষত্রের তায় তাহার মুখশলীকে বেঁটন করিয়া
আছে ।

১২। কটোরি—বাটী ।

১৩। বনাতে—নির্মণ করিলে ।

১৬-১৭। চণ্ডীদাস বলিতেছেন, তুমি তা
করিবে ; কিন্তু কি জানি, যদি সে দান না করে,
তাহা হইলে ত তুমি অপবন থাকিয়া যাইবে ।

পাঠান্তর :—চণ্ডীদাস কহে যদি দান হয়ে
কি জানি মাগিবে তার ।
৩টার ঝলকে পরাণ চমকে
ভিত্তিরে লাগয়ে ভয় ॥

৬

আশাবার ।

রমণীর মণি পেখিনু আপনি ✓
ভূষণ সহিতে গায় ।
দেখিতে দেখিতে বিজুরি ঝলকে
ধৈর্যে ধৈর্য নয় ॥
সই, চাহনি মোহিনী থোর । ৫
মরমে লাগিল হেরিয়া বুঝিল
রূপের নাহিক ওর ॥
বদন ছাঁদ কামের ফাঁদ
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কাঁদে ।
কেশের আগ চুষয়ে টাগ ১০
কিরিয়া কিরিয়া বাঁধে ॥
বসন খসয়ে অঙ্গুলি চাপয়ে
কর সে করচে থুইয়া ।
দেখিয়া লোভয়ে মদন স্কোভয়ে
কেমনে ধরিব হিয়া ॥ ১৫
জলের কাকারে কেশের আঁধারে
মাগিনা লাগিল মোয় ।
কেমনে কামিনী আছয়ে আপনি
এমন মাগিনী খোয় ॥
দশনের কাঁতি মুকুতার পাঁতি ২০
হালিতে উগারে শশী ।
পরাণ পুতল হইল পাগলী
মরমে লাগিল পশি ॥

তুখু যে হিয়া রহল পড়িয়া
বস্ত্র যে চলিল তায় ।
চণ্ডীদাস কয় কিরি দেখা হয়
তবে সে পরাণ রয় ॥

৪। ধৈর্যে ধৈর্য থাকে না, অর্থাৎ আশা ধৈর্য
থাকে না। 'প্রাণে প্রাণ থাকে না,' এমনও
আমরা বলিয়া থাকি।
পদকল্প ওরুতে পাঠ আছে,—“ধৈর্যে ধৈর্য
হয়” ইহার সঙ্গত অর্থ হয় কি ?

৫। থোর—ঈষৎ, অল্প।

৬। পাঠান্তর—মরমে বাধনু হেরিয়া ভুলিলু।

৮। সুন্দর মুখখানি যেন কন্দর্প ধরিবার ফাঁদ-
বিশেষ : কন্দর্প ঐ মুখে বাধা রহিয়াছেন,
পলাইবার যো নাই, সেই জন্য যেন
কাঁদিতেছেন। অর্থাৎ মুখখানি এত সুন্দর যে,
দেখিলেই প্রেমের উদয় হয়।

১০। টাগ—জড়া।

১৩। করচ—কটাদেশ। কাণ্ডে ধসিয়া যাইতেছে,
রমণী কটাদেশে হাত রাখিয়া অঙ্গুলি ধারা
চাপিয়া রাখিতেছে।

১৪। স্কোভয়ে—জুঁক হয়, চঞ্চল হয়।

২০। কাঁতি—কাস্তি।

২১। উগারে—উদ্যোগ করে, বাহির করে।
হালিলে দত্তপংক্তি হইতে চক্রেয় তায় শোভা
বাহির হইতেছে।

২৪। পাঠান্তর—

শুন যে হিয়া রহল পড়িয়া
বস্ত্র রহল তায় ।

৭

তুড়ি।

বেলি অসকালে দেখিনু ভালে
পথেতে যাইতে সে।

জুড়াল কেবল

নয়ন যুগল

চিনিতে নারিনু কে ॥

সই, সে রূপ কে চাহিতে পারে । ৫

অঙ্গের আভা

বসন শোভা

পাসরিতে নারি তারে ॥

বাম অঙ্গুলিতে

মুকুর সহিতে

কনক কটোরি হাতে ।

সিঁথায় সিন্দূর

নয়ানে কাজের ১০

মুকুতা শোভিত নখে ॥

নীল শাড়ী

মোহনকারী

উছলিতে দেখি পাশ ।

কি আর পরাণে

সঁপিছু চরণে

দাস করি মনে আশ ॥ ১৫

কুচয়ুগ গিরি

কনক কটোরি

শোভিত হিয়ার মাঝে ।

ধীরে ধীরে চায়

চমকিয়া যায়

খন না চাহে লোকলাজে ॥

কিবা সে ভঙ্গিমা

কি দিব উপমা ২০

চলন মন্তুর গতি ।

কোন ভাগ্যবানে

পাইয়াছে দানে

ভজিয়া সে উমাপতি ॥

চণ্ডীদাসে কয়

মূরতি সে নয়

বধিতে নাগর জনে । ২৫

অমিয়া ছানিয়া

যতন করিয়া

গঠিল বুঝি অনুমানে ॥

১। বেলি—বেলা । অসকালে—অবসানে ।

ভালে—ভাগ্যক্রমে ।

৩। দেখিয়া কেবল চক্ষু জুড়াইয়া গেল মাত্র, কিন্তু
চিনিতে পারিলাম না ।৬। অঙ্গের জ্যোতিঃ—বসনবানিও শোভাময়
হইয়াছে ।

১১। মাথে—পাঠান্তর ।

১৩। যখন শাড়ীটি সরিয়া যাইতেছে, তখন তাহার
শরীরের পার্শ্বদেশ দেখা যাইতেছে ।১৫। তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া মনঃপ্রাণ তাহার চরণে
সমর্পণ করিয়া মনে মনে ইচ্ছা করিলাম যে,
তাহার দাস হইব ।১২। দানে পাওয়া ভিন্ন কিনিয়া পইবার সাধ্য
কাহারও নাই—জিনিসটি যে অমূল্য !২৪-২৭। চণ্ডীদাস বলিতেছেন, এটি সাধারণ স্ত্রীমূর্তি নহে
—রক্ত-মাংসের শরীর নহে । ঝাঁটি অমৃত দিয়া
বিধাতা ইহাকে গঠন করিয়াছেন—উদ্ভেদ্য
নাগর-বধ ।

তুড়ি ।

তড়িৎ ববণী

হরিণী নয়নী

দেখিনু আজিনা মাঝে ।

কিবা সে দিয়া

অমিয়া ছানিয়া

গড়িল কোন বা রাজে ॥

সই, কিবা সে সুন্দর রূপ । ৫

চাহিতে চাহিতে পশি গেল চিতে

বড়ই রসের কুপ ॥

সোনার কটোরি

কুচয়ুগ গিরি

কনক-মন্দির লাগে ।

তাহার উপর

চূড়াটি বনালে ১০

সে আর অধিক ভাগে ॥

কে এমন কারিগর

বনাইলে ঘর

দেখিতে না পানু তারে ।

দেখিতে পাইখু

শিরোপা যে দিখু

এমতি মন যে করে ॥ ১৫

ঐছন মন্দিরে

শয়ন করয়ে

সে মেনে নাগর কে ।

হৃদয়ে আছিল বেকত হইল

দেখিতে পাইলু সে ॥

হিয়ার মালা যৌবন ডালা ১০

পশারী পশারল যেন ।

চাঁদ যে কাটিয়া চাকা যে গড়িয়া

তাহাতে বৈসাল হেন ॥

অধর-সুখা পড়িছে জুড়া

দশন-মুকুতা শশী ২৫

মোর মনে হয় এমতি করয়

তাহাতে যাওয়া পশি ।

চণ্ডীদাসে কয় ও কথা কি হয়

মরম কহিলে বাটে ।

আর কার কাছে কহ যদি পাড়ে ৩০

তবে সে কুৎসা রটে ॥

১। তরুণী ববগী—পাঠান্তর ।

১১। উন্নত স্তন সোনার মন্দিরের আয়—স্তনের উপর চূচক (বোটা) মন্দিরের উপর চূড়ার আয় অধিকতর শোভা পাইতেছে । লাগে—বোধ হইতেছে ।

১৪। শিরোপা—পুরস্কার ।

১৮। তাহার সুন্দর রূপ “চাহিতে চাহিতে পাশ গেল চিতে”; স্মরণে বাহুজ্ঞানশূন্য হইয়া তাহাকে কেবল অন্তরেই দেখিতেছিলাম, এখন বাহুজ্ঞান হইয়াছে—এখন বাহিরে দেখিতেছি ।

২০-২৩। পশারী—দোকানদার ।

পশারল—বিছাইয়া রাখিল ।

রমণীর গলায় মালা রহিয়াছে—দেখিয়া বোধ হইতেছে ফের, কোন বিক্রেতা চাঁদ কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া যৌবনের পণ্য সাজাইয়া রাখিয়া দিয়াছে । হিয়ার মালা অর্থে স্তনও হইতে পারে । পাঠান্তর—চাকুতে কাটিয়া চাক যে করিয়া ।

২

ঐগন্ধার ।

বদন সুন্দর যেন শশধর

উদিত গগনে হয় ।

ছটার ঝলকে পরাণ চমকে

ভিমির পাইল ভয় ॥

নয়ান চাহনি বিশ্বের ধায়নি ৫

তিখিন তিখিন শর ।

দেখিয়া অস্তর উপজিল জ্বর

মদন পাইল ডর ॥

সই, কে বলে কুচয়ুগ বেল ।

সোনার গুলি শোভিছে ভালি ১০

যুবক বধিবীর শেল ॥

সাজানু লম্বিত করিবর শুণ্ডিত

কনক ভুজ যে সাজে ।

হেরিয়া মদন গেল সে মদন

মুখ না তুলিল লাজে ॥ ১৫

মাজা যে উষ্মক মিংহিনী আক'ব

নিতম্ব বিমান চাক ।

চরণ কমলে ভ্রমরা দোলয়ে

চৌদিকে বেড়িয়' কাঁক ॥

অঙ্গুর মাঝে যাবক সাজে ২০

মিহির শোভিত জন্ম ।

চণ্ডীদাসে কয় কি জানি কি হয়

লখিতে নারিনু তনু ॥

৫। বিশ্বের ধায়নি—বিশ্ব মাখান ।

বিতঙ্গী সে যনি—পাঠান্তর ।

৬। তিখিন—তীক্ষ্ণ ।

৭-৮। দেখিয়া হৃদয়ে জ্বালা উপস্থিত হইল । মদন দেখিল যে, তাহার সুলভর অপেক্ষা ইহার দৃষ্টি অধিকতর প্রসার; স্মরণে নিজের প্রতিপত্তি লোপ হইবে, এই ভয় হইল ।

- ১২। করিবর শুভিত হাতীর শুঁড়ের জায়।
 ১৩। কনক চুড়ি যে সাজে—পাঠান্তর।
 ১৭। বিমান চাক—বিমান খর্চের রথ; চাক—চাকা।
 রথচক্রের জায় গোলাকার নিতম্ব।
 ২০-২১। যাবক—আলতা। ৬মু—যেন।
 অঙ্গলিব আলতা সর্ষোর জায় ঝক ঝক করিতেছে।

ঐগাক্ষার।

- একে যে সুন্দরী কনক পুতলি
 খঞ্জন লোচন তার।
 বদন কমলে ভ্রমরা বলয়ে
 তিমির কেশের ধার ॥
 সই, নবীন বালিকা সে। ৫
 দৈবে উপজিল দেখিতে না গাইল
 স্মৃতি না দিল কে ॥
 নয়ন উজরে পরাণ ছটয়ে
 ধৈর্য উঠাল যে।
 সঙ্গে কেহ নাই শুন কহি ভাই ১০
 কাহারে সুধাব কে ॥
 দস্ত দ্বিজ দাড়িম্ব বীজ
 ওষ্ঠ বিষক শোভা।
 দেখিয়া যুবকে মদন কোপে
 মনেতে হইল লোভা ॥ ১৫
 গলায় মাল শোভিত ভাল
 তাহুল বদনে তার।
 চর্কিত চর্কণে পড়িছে বদনে
 বহিছে পিঙ্গল ধার ॥
 চণ্ডীদাস বলে গিয়াছিল জলে ২০
 আইল আপন ঘরে।
 বাজার ঝিয়ারি সুন্দরী নাগরী
 ভূমি কি করিবে তারে ॥

- ২। বুলয়ে—ভ্রমণ করে।
 ৬। দেব উপজিল—পাঠান্তর।
 ৮। নজরে নজরে পরাণে পরাণে—পাঠান্তর।
 আমার পুথির পাঠের এইরূপ অর্থ হয়;—
 তাহার উজ্জল দৃষ্টিতে প্রাণ ছট ফট করিতেছে
 ও বৈধ্য লোপ পাইতেছে।
 ১২। দস্তদ্বিজ—দস্ত দুইবার হয়, তাই দ্বিজ।
 দস্তটি যে পাঠান্তর।
 ১৪। যুবতীকে দেখিয়া মদনের উদ্বেক হয়। কোথাও
 এই বিকট পাঠ আছে,—দেখিয়া জুলুকে মদন
 কলুকে...
 ১৯। শোভিত পিঙ্গল ধার—পাঠান্তর।
 পিঙ্গল ধার—পিঙ্গল বর্ণের ধারা।
 ২১। আইল পরাণ ধরে পাঠান্তর।

১১

ভুড়ি।

- চম্পক বরণী বয়সে তরুণী
 হাসিতে অমিয়া ধারা।
 সুচিত্র বেণী তুলিছে জনি
 কপিলা চামর পারা ॥
 সখি, যাইতে দেখিলু ঘাটে ১৫
 জগত-মোহিনী হরিণ-নয়নী
 ভানুর ঝিয়ারি বটে ॥
 হিয়া জর জর খসিল পাঁজর
 এমতি করিল বটে।
 চলল কামিনী বঙ্কিম চাহনি ১০
 বিধিল পরাণ উটে ॥
 না পাই সমাধি কি হৈল বেয়াধি
 মরম কহিব কারে।
 চণ্ডীদাসে কয় ব্যাধি সমাধি হয়
 পাইবে যবে তারে ॥ ১৫

৪। স্নান—যেন।

৭। 'ভাষ্যর—বৃষভাষ্যর।

১১। পরাণ তটে—প্রাণের অন্তঃস্থলে, ভিতরে।

১২। সমাধি—শান্তি।

১২।

তুড়ি।

খির বিজুরি বরণ গৌরী

পেখিনু ঘাটের কূলে।

কানড়া ছাঁদে কবরী বাঁধে

নব মল্লিকার মালে ॥

সই মরম কহিয়ে তোরে।

আড় নয়নে ঈষৎ হাসিয়া

বিকল করল মোরে ॥

ফুলের গেরুয়া লুফিয়া ধরয়ে

সঘনে দেখায় পাশ।

উচ কুচযুগ বসন যুচায়ে ১০

মুচকি মুচকি হাস ॥

চরণ কমলে মল্লতোড়ল।

সুন্দর যাবক রেখা।

কহে চণ্ডীদাস হৃদয়ে উল্লাস

পালটি হইবে দেখা ॥ ১৫

১। খির—স্থির।

৮। গেরুয়া—গুচ্ছ, স্তবক।

১২। মল্লতোড়ল—তোড়া—এক রকম মণ।

• ১৩।

ধানশী।

স্বজন, ও ধনী কে কহ বটে।

গোরচনা গৌরী নবীনা কিশোরী

নাহিতে দেখিনু ঘাটে ॥

শুন হে পরাণ সুবল সাঙ্গাতি

কো ধনী মাজিছে গা। ৫

যমুনার তীরে বসি তার নীরে

পায়ের উপরে পা ॥

অঙ্গের বসন করেছে আসন

এলায়ে দিয়াছে বেণী।

উচ কুচ মূলে হেম হার দোলে ১০

সুমেধশিখর জিনি ॥

সিনিয়া উঠিতে নিতম্ব তটীতে

পড়ে'ছে চিকুর রাশি।

কাদিয়ে আঁধার কলঙ্ক চাঁদার

শরণ লইল আসি ॥ ১৫

কিবা সে দুগুণি শঙ্ক বালমলি

শুক শরু শশিকলা।

সাঁজতে উদয় সুধু সুধাময়

দেখিয়ে হইলু ভোলা ॥

চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি ২০

পরাণ সহিত মোর।

সেই হৈতে মোর হিয়া নহে খির

মনমথ জ্বরে ভোর ॥

কহে চণ্ডীদাসে বাস্তবী আদেশে

শুনহে নাগর চন্দা। ২৫

সে যে বৃষভাষ্য রাজার নন্দিনী

নাম বিনোদিনী রাধা ॥

১২। সিনিয়া—স্নান করিয়া।

১৪, ১৫। তাহার কেশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। বর্ণে পরাভিত

হইয়া অঙ্ককার পলাইয়া চন্দ্রের শরণ লইয়াছে;

তাই চাঁদে কলঙ্ক। কণক চাঁদার—পাঠান্তর।

১৬। দুগুণি—জোড়া।

১৬-১৭। গুরু পক্ষের প্রথম তিথিগুলিতে ক্ষীণ চন্দ্রকলা

সন্ধ্যাতেই উদয় হয়। রমণীর শাখাজোড়াটি

সেই ক্ষীণ চন্দ্রকলার স্থায়।

পাঠান্তর :—(১) উরু যে লখিত কাম যে লখিত
হেরি যে লখিত তার ।

চরণ কুল হেরিয়ে হুকুল
জগদি শোভি ধার ।

(২) উরু যে উরুতে লখিত কেশ
হেরি যে সুন্দর তার ।

চরণের কুল হেরিয়া হুকুল
জগদ শোভিত ধার ।

কোন পাঠেই ভাল অর্থ হয় না ।

৮, ১২। বিহি—বিধি ।

পাঠান্তর—জনম সকলে বসুনার কূলে
মিলায়ন কোন জনে ।

১৬ ।

হুড়ি ।

কাক্ষনবরণী কে বটে সে ধনী
ধীরে ধীরে চলি যায় ।

হাসির ঠমকে চপলা চমকে
নীল শাড়ী শোভে গায় ॥

দেখিতে বদন মোহিত মদন ৫

নাসাতে ছলিছে ছল ।

সুবিশাল অঁখি মানস ভাবিয়া
ছুটিছে মরালকুল ॥

অঁখিতারা ছুটি বিরলে বসিয়া
স্বজন করেছে বিধি । ১০

নীলপদ্ম ভাবি লুবধ ভ্রমরা
ছুটিতেছে নিরবধি ॥

কিবা দস্তভাতি মুকুতার পাতি
জিনিয়া কন্দক কুঁড়ি ।

সিঁথায় সিন্দূর জিনিয়া অরুণ ১৫
কাণে কর্ণবালা ঢেঁড়ি ॥

শ্রীকল যুগল জিনি কুচযুগ

পাতলা কাঁচলি তাহে ।

তাহার উপরে মণিময়হার ২০

উপমা কহিব কাহে ॥

কেশরী জিনি কৃশ মাজাখানি

মুঠে করি যায় ধরা ।

গজ কুম্ভ জিনি নিতম্ব বলনি

উরু করিকর পারা ॥

চরণ যুগল জিনিয়া কমল ২৫

আলতা রঞ্জিত তায় ।

মক মন তাহে কাহে না ভুলন

মদন মুরছা পায় ॥

কাহার নন্দিনী কাহার রমণী

গোকুলে এমন কে । ৩০

কোন পুণ্যফলে বল বল সখা

সে রামা পাইল সে ॥

চণ্ডীদাস বলে ভেব না ভেব না

ওহে শ্যাম গুণমণি ।

ভূমি সে তাহার সরবস ধন ৩৫

তোমারি আছে সে ধনী ॥

৭। মানস—মানস সরোবর ।

২৩। বলনি—গঠন ।

৩৫। সরবস—বর্ষণ ।

১৭ ।

স্বল মিলন—রাগ অজাত ।

এ বোল শুনিয়া স্বল সাক্ষাত

কহেন উত্তর বোল ।

“ইহার বচন জানিয়ে সকলি

করিব এখন ওর ॥ ৫

কহেন স্বল সখা ।

তোমার চরিত করিব বেকত
তা সনে করাব দেখা ॥
তোমার মরম বুঝিষু করম
শুন রসময় কান ।
তা সনে মিলন করাব যতনে ১০
ইহাতে নাহিক আন ॥
তোমার মরম আমি ভালে জানি
শুনহ মরম-সখা ।
বুঝিব চরিত জানিব বেকত
তোমায়ে করাব দেখা ॥ ১৫
ভাল সে জানিল মনের গুমান
আমি সে করিব তাই ।”
সুবলের বোলে অতি কুতূহলে
আনন্দ ইহল তাই ॥
মর্ষসখাগণ বসি পঞ্চজন ২০
সুবল ত্রিবিট তপা ।
এ মধুমঙ্গল বিদূষকদল
কহেন মরম কথা ॥
এপিচ মদন তেঁইসে সৃজন
কহিতে লাগিল তায় । ২৫
সুবল বচন মর্ষত বেকতা
কহন নাহিক যায় ॥
কমলনয়ন কহেন বচন
শুনহ বচন মোর ।
চণ্ডীদাস যায় অতি সে হরায় ৩০
বৃকভানুপুর ওর ॥
৪। ওব—সীমা, সীমাংসা ।
৫। বেকত—ব্যক্ত । তোমার চরিত তাহার নিকট
ব্যক্ত করিয়া তাহার সহিত তোমার দেখা
করাইয়া দিব । পাঠক পরে দেখিবেন, সুবল
ঈর্ষাধার সমক্ষে ঈর্ষকের বৃষ্টি প্রকাশ করিয়া
তাঁহার মনোহরণ করেন ।

১৬। ওবাণ—চণ্ড ভাব ।

২৬। মর্ষত বেকতা—মর্ষ ব্যক্তব্যাক্তী ।

১৮।

কানড়া ।

“শুন প্রাণসখা আমি সে জানিয়ে
অনেক টোনার খেলা ।
তাহাই খেলিতে যাইব স্বরিতে
শুন পরাণের কালা ॥”
কহে তবে তায় সেই যদুরায় ৫
“কিবা সে খেলিবে ভাই ।
দেখি তাহা আমি আপন নয়ানে
তবে সে প্রতীত যাই ॥
সখাহে সুবল এইখানে খেল
কোন্ সে করিবে টোনা । ১০
যদি মনে লাগে এই হিয়া জাগে
তবে সে যাইব জানা ॥”
“বৈসহ আনন্দে তরু আশানন্দে
আমি সে ধরিব ছালা ।”
কামুর গোচরে সুবল সাক্ষাত ১৫
করিতে লাগিল খেলা ॥
আগে সে ধরিল আবেশ করিল
পূর্ব অবতার লীলা ।
শ্রীরাম ধামুকী সহিতে জানকী
করিতে লাগিল খেলা ॥ ২০
তাহাই ছাড়িয়া শিশুপাল হয়
দম্ভবক্র আদি করি ।
এই সব খেলা করেন সুবল
দেখেন প্রাণের হরি ॥
তাহা ছাড়ি পুনঃ ধরেন তখন ২৫
নৃসিংহ রূপের কায় ।

হাতে অঙ্গ টাঙ্গি প্রচণ্ড মূর্তি
চণ্ডীদাস দেখে চেয়া ॥

১৬। ধাম—নিকটে।

২৮ ২০। আর কোন মূর্তি দেখিবার আছে কি না।

২। টোনা—বশীকরণময়, ইচ্ছাকাল।

১৫। আবেশ—এই শব্দ চণ্ডীদাসের পদে নানা অর্থে
ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে অর্প, প্রকাশ।

২০।

বরাড়ি।

১৯।

বরাড়ি।

ছাড়িয়া সে তমু দেখাইল জমু
ধরি হলধর রূপ।

কাঁধেতে লাঙ্গল দেখি তাহা ভাল
বড়ই রসের কূপ ॥

তেজি সেই কায়া আর ধরে মায়া
ধরিলা মৎস্যের তমু।

শম্ভু চক্রে গদা পদ্ম বিরাজিত
মূর্তি হইলা তমু ॥

তাহা ছাড়ি সখা আর দিল দেখা
কুর্শ্বের আকৃতি অতি।

বরাহ বামন আদি আর যত
অবতার তথি ॥

তাহা দেখাইল ভাই সে সুবল
“দেখহ কালিয়া শ্যাম।

এ সব মূর্তি তাহার পীরিতি
কহত আমার ধাম ॥”

বরাহ মূর্তি দেখায়ে আকৃতি
দেখিতে সুবল সখা।

সকল মূর্তি দেখি জনে জনে
আর কোন আছে দেখা ॥

চণ্ডীদাস বলে মনেতে না লাগে
যতেক দেখিল খেলা।

চাহি সখা পানে কমলনয়ানে
আর কোন আছে লীলা ॥

পুন সে ধরিল অতি মনোহর
এ নব মূর্তি বেশ।

পরিধান নীল বসন ভূষণ
অতি সে চাঁচর কেশ ॥

নব সে নলিন ভুবনমোহন
চিত্রের পুতলি যৈছে।

৫ কনক মঞ্জীর সূচাকু গঠন
বেকত দেখিল তৈছে ॥

সোণার প্রতিমা বিজুরি উজ্জর
নয়ান ভঙ্গিমা তায়।

কনক কটোরি বদরী সমান
দেখি মন মূরছায় ॥

নীল শাড়ী তাহে ওড়নী ভঙ্গিমা
চাহনি কটাক্ষ বাঁকে।

মদন কম্পিত হয়ল বেকত
সেই সে মূর্তি দেখে ॥

মধুর মূর্তি হেরি যত্নপতি
হরষ পাইল তায়।

পুরবে দেখিল যেমন মূর্তি
সেই মত অভিপ্রায় ॥

মনমত্তহাতী ধরিতে না পারি
মরমে লাগিল তাহা।

এই অনুমানে, করি নিরীক্ণে
পুলক মানিল দেহা ॥

কহেন সুবল কেন দেখাইল
মনেতে লাগিল তাহা ॥

কহ কহ ভাই প্রাণের কানাই

এই সে কেমন দেহা ॥

ছাড়িয়া মূর্তির সুবল আকৃতি

হইল যেমন সখা ।

৩০

নন্দের নন্দন মোহিত মানস

চণ্ডীদাস দেখে একা ॥

৫-৬। সৈছে—যাহাতে। সেই কামিনী নবপ্রস্ফুটিত
নলিনীর ভায় অথবা চিত্রাঙ্কিত অতি সুন্দর মূর্তির
ভায়।

৭। মঞ্জার—নূপুর।

৮। ভৈছে - তাহাতে।

৯। উজ্জর—উজ্জ্বল।

১০। অতি প্রায়—সর্বতোভাবে সেইরূপ।

১৫। কেন - কেমন।

যাগা দেখাইলাম তাহা মনে লাগিল কি ?

২১।

৭য়শ্লোক।

“শুন শুন ভৈয়ে নন্দ দুলালিয়া

যে দেখিল হেন খেলি।

দেখাইলু এত মনেতে লাগিল

কহ দেখি বনমালী ॥”

কহে নন্দমুখ তায়ে “আমার মর্ম ভৈয়ে ৫

যে দেখিলু বৃকভানুপুরে।

তাহাতে ইহাতে খেদ কিছু নাহি বর্ণভেদ

পশি পুন রহল অন্তরে ॥

সেই যেন কমলিনী দেখিল তেমতি খানি

শুম ভাই সুবল সাক্ষাত। ১০

ও জন যতন করে দেখাহ আমারে বেরি

কেমনে ইহারে দেখি সাত ॥”

কহেন সুবল তাহে “আমি মিলাইব তোহে

ইহাতে অস্থখ নাহি কিছু।

গিয়া বৃকভানুপুরে খেলাইব কুতূহলে ১৫

মোহিত করি তাহে পিছু ॥”

যাব পঞ্চশিশু সনে সবে হৈয়া একমনে

খেলিব বিনোদ খেলা অতি।

মায়া ছলে মুগ্ধ করি মোহন মূর্তি ধরি

অনায়াসে দেখাব যুবতী ॥ ২০

এই যমুনার তটে বৈস ভাই সুনিকটে

চম্পকের বন অমুপাম।

চণ্ডীদাস সুখ চিতে দেখে তাহা একভিতে

গভরেত বংশীগুণ গান ॥ ২৪।

৫। ভাই, আমার মনের কথা এই।

৭। খেদ—সুত্র—সামান্য।

২৪। অর্থবোধ হইল না।

২২।

কানড়া।

ধরি অমুপম বাজিকর যেন

খেলায় কতেক তানে।

সুবল ত্রিবিট এপিচ মদন

মধু-মঞ্জলের সনে ॥

কহে বিদূষক “শুনহে সুবল ৫

নানা যন্ত্র লেহ সঙ্গে।

তবে সে খেলিব নানা মত খেলা

গাহিব নাচিব রঙ্গে ॥”

নানা যন্ত্র নিলা নানা সে প্রতিমা

কাঠের পুতলি লৈয়া। ১০

আর যত নিল মধুর মধুর

বাদিয়া বাদির ছায়া ॥

নানা বেশ ধরি যেন বাজিকর

নাচায় পুতলি কায়া।

বহু তন্ত্র মন্ত্র বার নাহি অন্ত ১৫

সমস্ত জানয়ে মায়া ॥

চণ্ডে পঞ্চজন হয়ে একমন
বৃকভানুপুর যায়।

পথে যায় তথি খেলা খেলে অতি
চণ্ডীদাস স্ত্রী তায় ॥ ২০

৫। বিদ্বক—মধুমঙ্গল, ব্রাহ্মণ ও হস্তরসপট্ট ছিলেন;
সেই ক্ষেত্রে ঠাহাকে 'বিদ্বক' বলা হইয়াছে।

১২। বাজীররের ঐক্সকালিক মূর্তি।

১৯। তথি—তথায়।

২৩।

বরাড়ি।

বৃকভানুপুরে গিয়া কুতূহলে
স্ববল এ চারিজনে।

রাজার দুয়ারে এ গান বাজন
করেন আনন্দ মনে ॥

কেই গায় অতি কেহ বায় তথি ৫
আনন্দ কোতুক মনে।

বৃকভানু রাজা শুনি স্থললিত
অতি সে মধুর তানে ॥

রাজা কহে “কোন গুণীর গমন
জান একজন ঘারে। ১০

নেহত খবর আনহ গোচর
ভেজিয়া দিল সে চরে ॥

গিয়া একজন বৃকল কারণ
“কেন বা আইলে ভোর।

কোন দেশে ঘর কহত সত্বর ১৫
কি বটে তোদের ধারা ॥

রাজা বৃকভানু পাঠাইল পুন
লইতে তোদের তরে।

কোন জন মোর দুয়ারে প্রবেশি ২০
গায়ন বাজন করে ॥”

কহে বাজীরর “শুনহে উত্তর
বিদেশে মোদের ঘর।

গুণিজন হই আইলু হেথায়
লই আমাদের সর ॥

এই সে লালসে হইল মানসে ২৫
আইল পঞ্চম বালা।

রাজার গোচর কহে বাজীরর
দেখাব বাজীর খেলা ॥

কিছু গুণগ্রাম করিব সন্ধান
খেলিতে বাজীর খেলা। ৩০

এই সে কারণে আইল যতনে
এ পঞ্চ করিয়া মেলা ॥”

ভাল ভাল বলি আইল সে চর
আইল রাজার পাশে।

চণ্ডীদাস কহে শুন মহারাজা ৩৫
বড় গুণিজন সে ॥

৫। বায়—বাজায়।

১২। ভেজিয়া--পাঠাইয়া।

১৬। ধারা—ব্যবহার—অর্থাৎ তোমরা কি কর ?

২৪। সর পাঠ করিলে মিল হয় বটে কিন্তু অর্থ হয় না।
আর ‘সব’ পাঠ করিলে মিল হয় না, কিন্তু
অর্থ হয়।

২৫। লালসা - ইচ্ছা—মনে এই ইচ্ছা হইল।

১৬। পঞ্চম—পঞ্চ।

৩২। মেলা—মিলন। পাঁচজন মিলিয়া আসিলাম।

২৪।

বরাড়ি।

চরকে পুছিল বৃকভানু রাজা

কোন গুণী এই বটে।

কেন বা আইল কোন প্রয়োজন
কহত বচন ফুটে ॥

চণ্ডীদাস

কর জোড় করি কহে বরাবরি
 “শুনহে নৃপতি তুমি।
 বিদেশ হইতে পঞ্চ বাজীকর
 আইল বালক গুণী ॥
 বাজীর পুতলি অনেক আছে
 নানা যন্ত্র দেখি তথি।
 বহু গুণ জানে গায়ন নাচন
 শুন মহা নরপতি ॥
 কহে গুণিজনে শুনহ রাজন
 ‘খেলিব কিছুই খেলা’।”
 “ভাল ভাল” বলি বৃকভানু রাজা ১৫
 ইরায়ে বাহির হৈলা ॥
 বাহির দুয়ারে বিচিত্র বিছানা
 পড়িল সকল জনে।
 তাহে বৃকভ! বৈঠল হরিষে
 ডাকি আনি গুণিজনে ২০
 নৃপে আত্মা দিল মহল আটনে
 রাগীবর্গ আদি করি।
 বরকা উপরে বসিলা হরিষে
 সব সহচরী মেলি ॥
 রাখার জননী কৃত্তিকা মোহিনী ২৫
 বৈঠল বরকা পরে।
 বিনোদিনী রাখা সুন্দরী অগাধা
 বৈঠল মায়ের কোড়ে ॥
 ললিতা সুন্দরী অনঙ্গমঞ্জরী
 বৈঠল রাখার পাশে। ৩০
 গত সহচরী চামর ঢুলায়
 ‘পাখী বুলে প্রতি আশে ॥
 নানা সেবা করে প্রতি সহচরী
 আনন্দ কোতুক বাড়ি।
 ফনক ঝরিতে বারি পূরি করি ৩৫
 ধরে ধরে সব এড়ি ॥

৫ তাহুল বাটাতে রেখেছে হরিষে
 কপূর মিশান করি।
 চণ্ডীদাস বলে নানা উপহার
 খাপিত যে সারি সারি ॥

৪০

২৭। অগাধা—বাহার পরিমাণ হয় না।
 ৩২। ভাল অর্থবোধ হইল না।
 ৩৬। এড়ি—রাখিয়া দিয়াছে।
 ৪০। খাপিত—স্থাপিত।

রাই কহে তবে কৃত্তিকার আগে
 একি এ দেখিতে দেখি।
 কহেন জননী “শুন বিনোদিনি
 বাজিকর উহ পেখি ॥
 কোন দেশ হৈতে এই পঞ্চ শিশু ৫
 এই সে করিবে বাজি।

তোমার পিতার আবেশ হইল
 বাজিয়ার দেখিতে বাজি ॥
 তখির কারণ বাহির দুয়ারে
 বসিল তোমার পিতা। ১০
 বাজিকর আগে দেখহ চাহিয়া
 এমত না দেখি কোথা ॥”
 রাজা আত্মা দিল গুণী পঞ্চজনে
 কি গুণ জানহ তোরা।

খেলহ আনন্দে মনের কোতুকে ১৫
 কেমন বাজির ধারা ॥

“শুন মহারাজা কি গুণ খেলিব
 কহ না উত্তর বাণী।
 এই পঞ্চজনে গুণ গুণ ভেদ
 অনেক খেলিতে জানি ২০

অবধান কর বৃক্‌ভানু রাজা
খেলাতে করহ মন ।”

চণ্ডীদাস কহে রাজার গোচরে
খেলায় সে পঞ্চজন ॥

৪। উহ—উহার। দেখি—দেখিতেছি

৭। আবেশ—টকা।

১২-২০। আমরা পাঁচজনে বিভিন্ন প্রকার খেলা জানি।

২৬

খাম্বাশী।

আগে খেলে গুণী দশ অবতার
দেখহ নয়নে চাই।

খেলে নানা খেলা সেই পঞ্চবালা
এক দিঠে দেখে তাই ॥

মৎস্য অবতার চারি ভুজধর ৫
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম।

তার পর আর দেখায়ে গোচর
কুন্দরূপ অমুসঙ্গ ॥

তার পর আর হইল সহর
বরাহ আকৃতি কায়া। ১০

আনন্দে মগন অন্তর হইল
দেখিয়ে বাজির ছায়া ॥

নৃসিংহমুরতি হইল আকৃতি
প্রবণ প্রতাপ বড়ি।

হিরণ্যকশিপু জামুতে ধরিয়ে ১৫
বিদারল নখে চিঁড়ি ॥

নখেতে ছেদিল হৃদয় ভিতর
টানিল একুশ নাড়ী।

হহ হহ স্বরে কম্পিত মেদিনী
দীঘল নিখাস ছাড়ি ॥

তবে সে হইল বামন মুরতি
ত্রিপদ হইল কায়া।

৩ 3415.

বলিরে লইল পাতাল ভুবনে
দেখায়ে এ সব মায়া ॥

তার পর হয় শ্রীরাম মুরতি ২৫
কাঁখেতে ধনুক শর।

সুঙ্গেতে মৈথিলী জনকনন্দিনী
দেখি অতি মনোহর ॥

তা দেখি রাজার মনে অতি স্মৃৎ
এ বড়ি মুরতি স্মৃৎ ৩০

দেখিতে দেখিতে আর নহে চিতে
দূরে গেল অতি দূৎ ॥

পুন তা তেজিল আবেশ হইল
ভৃগুরাম অবতার।

প্রবণ প্রতাপে বসুমতী কাঁপে ৩৫
মাথায় জটার ভার ॥

অতি খরশান টাকীর বাধান
নিঃক্ষেত্রি করিল এতে।

চণ্ডীদাস বলে অতি কুতূহলে
দেখি স্মৃৎ লাগে তাতে ॥ ৪০

২। চাই—চাহিয়া।

৪। দিঠে—দৃষ্টিতে।

১৪। প্রবণ—শক্ত।

২০। দীঘল—দীর্ঘ।

৩০। স্মৃৎ—স্মৃৎকরী।

৩৩। আবেশ হইল—রূপ ধারণ করিল।

৩৭। বাধান—বর্ণনা, ব্যাখ্যা।

২৭

জিনট।

পুনঃ বলরাম রোহিণী-নন্দন
ধরিল ধবল কায়া। ২০

হল কাঁখে করি আনন্দে মগন
করিল বাজির ছায়া ॥

৩১. ৩. ৬৪. ৩১. ৩. ৬৪. ৩১. ৩. ৬৪.

পুনঃ তা তেজিয়া বৌদ্ধ অবতার ৫
হইল মুরতি তিন।
জগন্নাথ আর ভগ্নী সহোদর
সুভদ্রা তাহাতে চিরু ॥
বলরাম পুনঃ হইলা তখন
দেখি বৃকভানু রাজে । ১০
দেখিয়া মুরতি পরম পিরিতি
পাণ্ডব সে সভামাঝে ॥
পুনঃ তা তেজিয়া কল্কী অবতার
ধরেন মুরতি কায়া ।
অশ্বের উপরে ধরি ছুইকরে ১৫
সংহার অমুপ ছায়া ॥
নানা অবতার করিল সত্তর
দেখিয়া মোহিত মন ।
দশ অবতার ভেদ দেখাইল
দ্বিজ চণ্ডীদাস কন ॥ ২০
১৬। অমুপম সংহার-মূর্তি ।

১৮
কাণ্ড ।

আর খেলে খেলা বাজিকর-বালা
দেখায় পাণ্ডব বংশ ।
ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির ভীম সহোদর
অর্জুন ধরিল অংশ ॥
নকুল আকৃতি ধরিল মুরতি ৫
সহদেব রূপ প্রায় ।
দেখিতে রাজার চিত মন হরে
নয়ানে দেখিল তায় ॥
তেজি আনরূপ ধরিল তখনি
শিশুপাল রূপ হয় । ১০

সূর্য্যবংশ কুল ভগ্নীরথ-গণ
অজ আদি করি নয় ॥
নানা রাজকুল নানা অবতার
দেখিলা অনেক খেলা ।
কহেন রাজন্ “আর কিবা জান ১৫
কহ বাজিকর-বালা ॥”
“আর খেলা আছে বৃকভানু-রাজে
কহি যে তোমার কাছে ।
একমন করি দেখহ রাজন্
খেলি এ সভার মাঝে ॥” ২০
চণ্ডীদাস বলে পুনঃ সে ধরিল
নন্দ উপনন্দ যত ।
যশোদা রোহিণী বরজ-রমণী
তাহা দেখাইল কত ॥

২৩। বরজ—ব্রজ ।

২২
সিদ্ধি ।

তবে সে হইল শ্রীদাম সুদাম
স্তোক-কৃষ্ণ বলরাম ।
অর্জুন স্রবল অংশসেন কোকিল
বসন্ত প্রধান রাম ॥
কিন্বিনী বান্ধার অতি মনোহর ৫
ধরল বালক-মূর্তি ।
করে কোন গুণ গুণের আখ্যান
করে হয়ে নানা শক্তি ॥
দেখিয়া মুরতি বিলক্ষণ জ্যোতিঃ
নানা সে বন্ধান বেশে । ১০
অমুপ সুল্লর মুরতি কিশোর
বিনোদ বন্ধান কোশে ॥
নানা সে কুসুম গাঁথিয়া স্তম্ভ
বিনোদ বন্ধান চুড়া ।

হেরষ অমুক্ত তলে আরোপিত ১৫
ভবজ অমুক্ত গাঢ়া ॥

সে রূপ ভ্যজিয়া মদনমোহন
মুরতি কৈশোর হয় ।
চণ্ডীদাস বলে বৃকভানু রাজা
দেখি পাছে মুরছায় ॥ ২০

৭-৮। নানা মূর্তি ধারণ করিয়া নানা গুণ প্রকাশ
করিতে লাগিল ।

১৫-১৬। অর্থ করিতে পারিলাম না ।

৩০
সিদ্ধা

তাহে অপরূপ কৃষ্ণ অবতার
হইল সুবল সখা ।
অতি অমুপম যেন নববন
জলদ সমান দেখা ॥
যেমত অঞ্জন ললিত রঞ্জন ৫
কিবা অতসীর ফুল ।
যেন কুবলয় দল সরোরুহ
যেমত কানড় ফুল ॥
কোনরূপ হেন যেন নিরূপম
দেখিয়াছে বহুরূপ । ১০
বিবিধ বন্ধান করিয়া সন্ধান
গড়ল রসের কূপ ॥
চরণ যেমত যাবক নিন্দিয়া
হিস্তুল দলিয়া যৈছে ।
তাহাতে অধিক বিশ্বফল সম ১৫
দেখিতে না পারে কৈছে ॥
তাহাতে রঞ্জিত দশনখ চাঁদ
চরণে শোভিত ভাল ।
তাহার শোভাতে দশদিক শোভা
সকল করেছে আলো ॥ ২০

কনক কিক্বী কলহংস জিনি
পীতের বসন সাজে ।
এ চুয়া চন্দন অঙ্গে সুলেপন
মৃগমদ আদি রাজে ॥
বনমালা গলে কিবা শোভা করে ২৫
শোভিত কৌন্তুভ তায় ।
যমুনাতে যেন চাঁদ বলমল
দেখি যে তেমতি প্রায় ॥
শিখী মনোহর অধিক সুন্দর
শিরে পুচ্ছ শোভে তায় । ৩০
শ্রবণে মকর কুণ্ডল দোলয়
যেমতি রবির প্রায় ॥
অধর বাঙ্কুলী সুন্দর উপমা
দশন দাড়িম বীজে ।
ভালে সে শোভিত চন্দনের চাঁদ ৩৫
তাহে গোরচনা সাজে ॥
নয়ন কমল অতি নিরমল
তাহে কাজরের রেখা ।
যমুনা ক্রিনারে মেঘের ধারাটি
অধিক দিয়াছে দেখা ॥ ৪০
নবগ্রহ বেড়ি তাহার উপরে
মুকুতা হুসারি সাজে ।
প্রবাল মাণিক মণির মালায়ে
বেড়িয়া তাহার মাঝে ॥
বিচিত্র চামর কেশের অঁটনি ৪৫
বাঁধিয়া বিনোদ চূড়া ।
নানা সে কুমুম অতি সে সুসম
তাহা মালা দিয়া বেড়া ॥
তা পরে ময়ূর শিখণ্ড আরোপি
করিতে মোহন বাঁশী । ৫০
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা কটাক্ষ চাহনি
অমিয়া মধুর হাসি ॥

দেখিয়া সেরূপ মদন মুরছে

কুলের কামিনী যত ।

মুনির মানস জপতপ ছাড়ি ৫৫

ওরূপ দেখিয়া কত ॥

বৃকভানুপুর নাগর-নাগরী

পড়িছে মুরছা খাই ।

চলিয়া পড়ল বৃকভানুরাজা

দ্বিজ চণ্ডীদাসে গাই ॥ ৬০

৪। দেখিতে মেঘের আয় ।

২৫। বনমালা—বনফুলের মালা নহে ।

“আজ্ঞামূলধ্বিনী মালা সর্ব্বকুসুমোদ্ভবলা ।

মধ্যে স্থলকদম্বাঢ্য বনমালেতি কীর্তিত ।”

মালাটি জামু পর্য্যন্ত বিস্তৃত, সকল ঋতুজ ফুলে গাঁথা ও

মধ্যে একটি বড় কদম্বপুষ্প আছে ।

৩১

সিদ্ধি

রূপ দেখি মোহিত হইল কত জনা ।

নগরে চাতরে সব পড়িল ঘোষণা ॥

রূপবতী কুলবতী ছাড়ে নিজ পতি ।

জনমিয়া হেন রূপ নাহি দেখি কতি ॥

বৃকভানুপুরে যত পুরবাসিগণ । ৫

মুগ্ধ হইয়া রহে দেখিয়া স্তম্ভিত ॥

এ বড় বিষম বাজি কখন না দেখি ।

কি আনন্দ দেখিয়া মজিল যেন অঁখি ॥

লাগিল মোহ নিগড়া রহে এক চিতে ।

তটস্থ হইয়া রহে কেহ কোন ভিতে ॥ ১০

মদন-মুরতি দেখি রাজা বৃকভানু ।

গদগদ সর্ব্ব ভেল পুলকিত ভনু ॥

দ্বিধা পাইয়া রাজা বলে ধীরে ধীরে ।

দখিল নয়ান ভরি রূপ স্তম্ভিত ॥

প্রাণ কাঁদে চাহিতে মধুর মুরতি দেখি । ১৫

চণ্ডীদাস রহে তথা সে রূপ উপেখি ॥

২। চতরে—চত্বরে ।

২। মোহনিগড়া—মোহশৃঙ্খল, রূপ দেখিয়া কেহ
কেহ মোহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল অর্থাৎ একেবারে মুগ্ধ
হইয়া গেল ।

১৬। উপেখি—দেখিয়া ।

৩২

কানড়া

ঝরকা উপরে কৃত্তিকা স্তম্ভরী

তা সনে স্তম্ভরী রাখা ।

দেখিতে সে খেলা মন ভেল ভোলা

সকলি মানিল বাধা ॥

হৃদয় ভিতরে এ মহীমণ্ডলে ৫

কভুত নাহিক রহে ।

“এমন মুরতি এ মহীমণ্ডলে

কভুত নাহিক হয়ে ॥

হেনরূপ সখি কোথা বা আছিল

কে হেন আনিল নিধি । ১০

কেমন করিয়া এমন বরণ

বসিয়া গড়িল বিধি ॥”

হৃদয় মাঝারে শশিল ওরূপ

বিদগধি রাই ।

মানস পুরিয়া সরল হৃদয়ে ১৫

মগন হইল তাই ॥

কহিতে না পারে মনের বেদন

মনের পোড়ান ভেল ।

হৃদয় ভিতরে তরল অন্তর

জর জর হইয়া গেল ॥ ২০

দেখিতে দেখিতে তুলল নাগরী

মুদল নয়ান ছুটি ।

রসের আবেশে ঠেকিলা সুন্দরী
কুলের ভরম ছুটি ॥

এই সে পুরুষ রতনে যতনে ২৫
যদি বা মিলয়ে মোরে ।

তোমাকে কি দিয়া তুষিব হরিষে
কিনিয়া লইবে মোরে ॥

জনমে জনমে তোমাতে তুষিব
ঘোষিব তোমার গুণে । ৩০
এ বোল বলিয়া পড়িল চলিয়া
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভনে ॥

৪। বাধা—ব্যাঘাত ।

১৪। বিদগ্ধি—প্রেমমূগ্ধা ।

১৮। পোড়ান বিশেষ্য ; অর্থ—দহন, মন পুড়িয়া গেল

২২। মুদল, বিশেষণ ; অর্থ, মুদিত ।

—

৩৩

৭। নড়া

এ কথা জননী কিছুই না জানে
সঙ্গের সঙ্গিত গুণে ।

গোপত আখ্যান ইহা কে জানিব
কেহ সে নাহিক জানে ॥

মুচ্ছিত কেশরী আপনা পাসরি ৫
পড়ল ধরণী মাঝে ।

যেমত সোণার প্রতিমা পড়ল
অবনী মণ্ডল মাঝে ॥

কাঞ্চণ বরণী সুবল মোহিনী
দামিনী চমকে যেন । ১০

অগেয়ান হৈয়া সুখী নাহি রহে
পড়ল কিশোরী ভেন ॥

বিস্মিত হইলা ললিতা সুন্দরী
অনঙ্গ মঞ্জরী কহে ।

“আচম্বিতে হেন রহি অচেতন ১৫
কেন বা এমন হয়ে ।

এই মাত্র খেলা দেখিতে দেখিতে
কেন বা এমন হ'ল ।

কি হেতু ইহার বন্ধিতে নারিয়ে
সবাই হইল ভোল ॥” ২০

কৃত্তিকা কহেন “রাধা কেন হেন
মুদিয়া নয়ান ছুই ।

চেতনা নাহিক কাঠের পুতলি
পড়িয়া রহল রাই ॥”

কাদিয়া বিকল মায়ের অন্তর ২৫
কহেন সবার আগে ।

একি পরমাদ বিষম বিষাদ
বালিকা দেখিয়া লাগে ॥

এক সহচরী আন ডাক দিয়া
কহত রাজাব আগে । ৩০

আচম্বিতে রাই পড়িল অথাই
চণ্ডীদাস যায় নগে ॥

১-২। রাধিকার সখীর কৌশলে একপা অর্থাৎ
রাধিকা কেন মুচ্ছিত হইলেন, তাহা কেহ জানিতে
পারিল না ।

১। সুখী—জ্ঞান ।

১২। তেন—সেইরূপ ।

৩১। অথাই—অস্থির ।

৩৪

নটনায়ন

গিয়া এক জনে কহে কাণে কাণে
বৃকভানু রাজা কাছে ।

অপরূপ এক অন্তঃপুরে দেখ
অদভূত কথা আছে ॥

আচম্বিতে হেদে বরকা উপরে ৫
 কৃত্তিকা বেঠল ভায়।
 সঙ্গে সহচরী রাধিকা সুন্দরী
 বসিলা মায়ের ঠাই ॥
 দেখিতে লাগিলা বাজিকার ছায়া
 তোমার নন্দিনী রাধা। ১০
 আচম্বিতে কেন মুরছা খাইয়া
 সে তনু হয়েছে আধা ॥
 তুরিত গমন করহ রাজন
 বিলম্বে নাহিক কাজ।
 এ কথা শুনিয়া বৃকভানু মাথে ১৫
 পড়িল আকাশ বাজ ॥
 যেমত আছিল সভাতে বসিয়া
 তেমত উঠিয়া গেলা।
 বিয়োগ অন্তরে গেলা অন্তঃপুরে
 দেখিতে আপন বালা ॥ ২০
 কি হৈল কি হৈল বলি বৃকভানু
 আচম্বিতে কিবা শুনি।
 আন কোন জন দেখাহ এমন
 কো কহে কেমন বাণী ॥
 কেন দেবঘাত দেবের নির্মিত ২৫
 কেন বা দেবের বায়।
 আনহ চেতনী কোন বা গোপিনী
 দেখহ তুরিত ভায় ॥
 চণ্ডীদাস কহে শুন মহারাজা
 আনহ চেতনী কেহ। ৩০
 নাটিকা ধরিয়া দেখহ বৃকিয়া
 নিবিষ্ট করিয়া দেহ ॥
 ১১। বিয়োগ—হৃৎখিত।
 ২৩-২৪। কোন গুণী লোক আনিয়া দেখাও সে
 কি বলে শুন।
 ২৫। নির্মিত—কৃত।

২৬। বায়—বাতাস। কোন উপদেবতা অর্থাৎ
 ভূতের বাতাস লাগিয়াছে।
 ২৭। চেতনী—চেতন্য করাইতে পারেন এমন
 জীলোক।
 ৩১। নাটিকা—নাড়ী।
 ৩৫
 কামোদ
 সহচরী ধায় আনিতে চেতনী
 আনি আইরিণী এক।
 দেখিয়া নাটিকা করে কর ধরি
 বুঝিল যে পরতেক ॥
 নহে স্বর জ্বালা দেব অপঘাত ৫
 কোন বা বায়ুর জোর।
 বুঝিতে নারিল কি হেতু ইহার
 মনেতে হইল ভোর ॥
 বুঝিতে নারিল নাটিকা চঞ্চল
 না হয় এ স্বর জ্বালা। ১০
 নহে দেবঘাত নহে সন্নিপাত
 নহে উপদেশ খেলা ॥
 “নাটিকা ভিতরে কিছু না পাইল
 শুন বৃকভানু রাজে।
 দেখি তন্ত্র মন্ত্র ঝারিয়ে স্তম্ভ ১৫
 বুসিয়ে ঘরের মাঝে ॥”
 আনি স্বর্ণ ঝারি তাহা করে ধরি
 পড়ে মন্ত্র বারে বার।
 ঝারি অনিবার তন্ত্র করি সার
 চেতন্য না হয় তার ॥ ২০
 তার পর গলে বাঁধি কুতূহলে
 ঔষধি বাঁধিল রামা।
 নহে নিবারণ দ্বিগুণ বাড়ল
 তাহে কিছু নাহি ক্ষমা ॥

অনেক প্রকার প্রবন্ধ করিল ২৫
 তাহাতে না হয় ভাল ।
 আর কোন মন্তব্য ঝারিয়ে স্তম্ভ
 কাণে শুনাইল তান ॥
 জ্বালিয়া আনল তাহে ধূণা দিল
 মায়ের নিশ্চিত বাণ । ৩০
 উপদেব হ'ত তখনি ছাড়িত
 দ্বিজ চণ্ডীদাস গান ॥
 ৩। নাটক—নাড়ী ।
 ৪। পরতেক—প্রত্যেক, স্পষ্ট ।
 ২৪। কয়া—উপশম ।

৩৬

শ্রীমুই

“হেদে গো চেতনী বুড়া আশীরণী
 ঝাড়হ লতার ছলে ।
 কি জানি দংশিল আসি কোন ঘাতে
 জানি বিষকরে বলে ॥
 দেহ পানি পড়া দেহ নাড়া ঝাড়া
 যদি বা ছুইল অঙ্গ । ৫
 বাঁধহ ধরণী শুন গোয়ালিনী
 তিলেক না কর ভঙ্গ ॥
 ঝাড়হ চৌসাপা বলি ধর্ম বাপা
 চন্দ্র সূর্য্য করি মেলা । ১০
 নিদান বিদান পান্নী সার আন-
 ঝাড়হ আমার বাল্য ॥”

তথাপি না হয় তিলেক চেতন
 তৈছন রহল রাই ।
 পানীসার ভালে বিষ নাহি জালে ১৫
 নাহি সম্বরণ পাই ॥
 নানা সে উপায়ে ঝাড়িল সবাই
 না হয় কণ্ঠহি বোল ।

মুদিত নয়ন বয়ান বচন
 মরমে আছেয়ে ভোর ॥ ২০
 কোন সহচরী চামর ঢুলায়
 শীতল বলিয়া গায় ।
 সরোরুহ দল আনি বিছাওল
 রাই শুভায়ল তায় ॥
 মলয় চন্দন করয়ে লেপন ২৫
 শীতল হইবে বলি ।
 অঙ্গে উঠে জ্বালা শুখাইছে দ্বারা
 গরল সমান ভেলি ॥
 বহু মন্ত তন্ত করিলা বন্ধন
 চেতনা নাহিক মানি । ৩০
 এ কথা কেহ সে জানিতে না পারে
 চণ্ডীদাস কিছু জানি ॥

২। লতার ছলে—সর্পে দংশন করিলে যেমন
 করিয়া ঝাড়িতে হয়, সেইরূপ ঝাড় । স্ত্রীলোকেরা কখন
 কখন বিশেষতঃ রাতিকালে সাপকে লতা বলিয়া থাকে ।

৩। ঘাতে—স্বযোগে

৫। পানি পড়া—যে জলে মন্ত উচ্চারণ করা
 হইয়াছে ।

৭। বাঁধহ ধরণী—মন্ত দ্বারা পৃথিবী রক্ষা কর, যেন
 কোন দুষ্ট লোক বিরুদ্ধ মন্ত পৃথিবী দিয়া চালাইয়া
 রোগিনীর অনিষ্ট না করিতে পারে ।

১০। মেলা—মিলন ।

১৫। জ্বালে—জ্বারে, জীর্ণ হয়, নষ্ট হয় ।

৩৭

গড়াধানসী

কহে বাজিকর খেলিলা বিন্দুর
 রাজা গেলা অন্তঃপুরে ।
 গুণীর সম্মান না করিয়া কেন
 তুরিতে চলিলা ঘরে ॥

এই সব কথা কহে বাজিকর ৫
 সভার মাঝারে বসি ।
 গুণীর গোচরে কহিল সত্বর
 এক সহচরী দাসী ॥
 “শুন বাজিকর” কহিল সত্বর
 “দেখিতে তোমার খেলা । ১০
 অন্তঃপুরে বড় বিষম হইল
 এক বুকভাষু বালা ॥
 তার নাম রাধা সুন্দরী অগাধা
 ভুবনমোহিনী রূপে ।
 তুলনা নাহিক তাহার সুবেশ ১৫
 দেখিতে চলিলা ভূপে ॥”
 দাসীর বচন শুনিয়া শুধায়
 যত বাজিকর-বালা ।
 “কিরূপ দেখিল নয়ান গোচরে
 কাহার হইল খেলা ॥ ২০
 কোন দেব বটে নিশাচর ফুটে
 যোগিনী ডাকিনী হয় ।
 কাহার পরশ বুঝিলা কি হেতু
 কেমনে লাগিল ভয় ॥”
 আনিয়া চেতনী এক গোয়ালিনী ২৫
 ধরিল নাটীর টান ।
 নহে দেবঘাত অনেক নিঘাত
 না পাইল কিছু জ্ঞান ॥”
 চণ্ডীদাস বলে দেখিল যেমতি
 বড়ই দেবের খেলা । ৩০
 যেমতি দেখিল উঠিল তৈছন
 অন্তর ভিতরে জ্বালা ॥

২৬। নাটীর টান—নাড়ীর গতি ।

২৮। কিছু বুঝিতে পারিল না ।

৩৮
 গড়াগাধা
 এ কথা শুনিয়া সহচরী আগে
 কহে বাজিকর রায় ।
 “আমি কিছু জানি তত্ত্ব মন্ত্র যত,
 দেব ঘাত আছে গায় ॥”
 সহচরী দাসী কহিতে লাগিল ৫
 “শুন বাজিকর তোর ।
 যদি বা পারব ভাল করিবারে
 পাবে খাসা জামা জোড়া ॥
 বহুরত্ন পাবে রাজার গোচরে
 কনক রজত দান ॥” ১০
 কহে বাজিকর “অনেক জানিয়ে
 সন্ধান বিধান আন ॥”
 ভাল ভাল বলি দাসী গেল চলি
 কহিতে রাজার কাছে ।
 কর জোড় করি করিছে গোহরি ১৫
 “এক নিবেদন আছে ॥
 যেই বাজিকর তোমার দুয়ারে
 খেলায় নাটের ছায়া ।
 সেই জন কহে বহু মন্ত্র জানি
 নাটিকা দেখিতে কায়া ॥ ২০
 সেই কোন দেব দেখিয়া অন্তরে
 ভয় সে মানিল চিতে ।
 সেই সে নিঘাত দেব অপঘাত
 পাইল ঝরকা হৈতে ॥
 তাহারে দেখিলে শ্ৰদ্ধাল করি দিব ২৫
 ইহাতে নাহিক আন ।
 রাজার গোচরে বোলহ আমারে
 কহিহু তোমার স্থান ॥
 শুনি বুকভাষু পুলকিত তনু
 “আনত সেই সে গুণী ॥ ৩০

করুক গেয়ান যে হয় বিধান

তারে ডাক দিয়া আনি ॥”

গিয়া সেই দাসী বাহিরে প্রবেশি

ডাকিয়া আনিল তারে ।

অতি কুতূহলে স্ববল চলিল ৩৫

লয়ে গেল অন্তঃপুরে ॥

গিয়া সে স্ববল রাখার গোচরে

ধরিল তাহার নাড়ী ।

নানা সেই তন্ত্র মন্ত্র আরোপিয়া

প্রকার প্রবন্ধে বাড়ি ॥ ৪০

চণ্ডীদাসে কহে শুনহে স্ববল

আর আছে কিছু দোষ ।

বীজ মন্ত্র কহ শ্রবণ ভিতরে

তবে হবে পরিভোষ ॥

১৫। গোহরি—নিবেদন ।

২০। নাড়ী ও শরীর উভয়ই দেখিতে জানি ! নাড়ী

ও শরীরের লক্ষণ দেখিয়া রোগ নির্ণয় করিতে পারি ।

৩৯

ধানশী

গিয়া সেই গুণী প্রকার করিল

স্বমন্ত্র কহিল কাণে ।

কৃষ্ণ-মন্ত্র জপ করিতে লাগিল

শুনায় রাখার স্থানে ॥

“সেই কৃষ্ণ দেহ দেখিলে যে তেঁহো ৫

হয়েন রসিক রাজ ।

যে পল্ল নাগর সুগড় মুরতি

বসতি গোকুল মাঝ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ দেহ । ১০

এই কুড়ি বর্ণ ভেদ জানাইল

পরম স্বরূপ সেই ॥

সেই কৃষ্ণ হয় পরম রতন

সেই কৃষ্ণ প্রাণপতি ।

সেই কৃষ্ণ হয় ত্রৈলোক্যের জীবন ১৫

গোকুলে গোপীর পতি ॥

সেই কৃষ্ণ হয় অখিল শক্তি

এই কৃষ্ণরূপে দেহা ।

এই কৃষ্ণ হয় গোকুল জীবন

যেই জন রাখে লেহা ॥” ২০

যবে প্রবেশিল কৃষ্ণনাম কর্ণে

তখনি হইল ভাল ।

আখি দুই মিলি করেতে কচালি

দুখ অতি দূরে গেল ॥

চণ্ডীদাস বলে চেতন হইল ২৫

সেই বৃকভানু বালা ।

অঙ্গ মোড়া দিয়া উঠিল চাহিয়া

দূরে গেল যত আলা ॥

এই পদে কৃষ্ণ-নামের অদ্ভুত শক্তি বর্ণিত হইয়াছে ।

নাম-শক্তি বোধ হয় চণ্ডীদাসই প্রথমে প্রচার করেন ।

কৃষ্ণ-নাম কর্ণে প্রদ্রষ্ট হইয়া মাত্র রাধিকার চেতন হইল

এবং তিনি বলিয়া উঠিলেন ;—

“সখি কেবা শুনাইল শ্রাম নাম !

কানের ভিতর দিয়া”—ইত্যাদি পরে দেখুন ।

৭। সুগড়—সুগঠিত ।

১০। যিনি প্রেমের আধার ।

৪০

হই

চাহে চারি পানে কুরঙ্গ নয়ানে

দেখিল স্ববল সখা ।

যেমত তড়িৎ দামিনী চমকে

তৈছন পাইল দেখা ॥

সুবল মুদিল সে ছুটি নয়ান ৫
 চাহিতে নাহিক পারে।
 রূপের ছটায় নয়ন বারিল
 দেখি অতি মনোহরে ॥
 দেখিয়া নয়ন ভরিল তখন
 সেই বাজিকর শিশু। ১০
 কহিতে লাগিল বৃকভানুরাজা
 গুণীরে ডাকিয়ে কিছু ॥
 “তুমি আসি মোর নন্দিনী জিয়ালে
 কি দিব তোমারে দান।
 আপন হৃদয় ভিতরে আনিয়া ১৫
 যবে দিয়ে তোরে প্রাণ ॥”
 তবে কহে শিশু “শুন মহারাজা
 গুণীর এ কাজ হয়ে।
 পর উপকার বড়ই দুর্লভ
 সকল জনেতে কহে ॥ ২০
 পরহিংসা সম নাহিক পাতক
 এ তিন ভুবন লোকে।
 ধিক্ রহ তার জীবন অসার
 কি আর বলিব তাকে ॥
 যদি কোন ছলে করে উপকার ২৫
 যেমত বন্ধুর প্রায়।
 ইহ লোক তরে উহ লোক তরে”
 দ্বিজ চণ্ডীদাস গায় ॥

৯-১০। প্রথমে রাধার রূপ দেখিয়া বাজিকরের
 নয়ন ঝলসিয়া গিয়াছিল। তাহার পর যখন সে দেখিতে
 সমর্থ হইল, তখন তাহার নয়ন ভরিয়া গেল।

১৫-১৬। তোমাকে হৃদয়-ভিতরে আনিয়া যদি
 নিজের প্রাণ দিতে পারি তবেই তৃপ্তি হয়।

৪১
 কানড়া
 এ বোল শুনিয়া বৃকভানুরাজা
 মগন হইলা চিতে।
 “তোমারে কি দিয়া আমি সে তুষিব
 কি তোরে আছয়ে দিতে ॥
 পরাণ কাড়িয়া দিই তোমা হাতে
 তবু সে শোধন নয়।
 কোন্ বস্তু দিয়া তোমা সুখী করি
 হেন মোর মনে হয় ॥”
 করেতে ধরিয়া বাহির হইলা
 সেই শিশু লই সঙ্গে। ১০
 নানা রত্ন আদি কনকের মালা
 দিল হরষিত রঙ্গে ॥
 মণি মাণিকের মালা অতি শোভা
 দিল এ পঞ্চ জনে।
 মকর কুণ্ডল দোহারিয়া দিল ১৫
 অতি আনন্দিত মনে ॥
 সোণার পদক অতি মনোহর
 তাহে তাড়বালা শোভে।
 বিচিত্র বসন সোণায় জড়িত
 দিল মহারাজ তবে ॥ ২০
 বহুত কাঞ্চন রজত পুরিয়া
 যুতে যুতে দিল যত।
 হরষ বদনে তুষি পঞ্চজনে
 আদর করিল কত ॥
 চণ্ডীদাস তাহা দেখে দাঁড়াইয়া ২৫
 বৃকভানু ধরি করে।
 আদর করিয়া ভক্ষ্যের সামগ্রী
 কত আনি দিল তারে ॥

১৫। দোহারিয়া—জোড়া জোড়া।

২২। যুতে যুতে—বহু সংখ্যায়।

৪২

ঐনট

কহে পঞ্চজন “শুনহ রাজন্

এক নিবেদন আছে ।

তোমার নন্দিনী সঙ্গে একজন

নিরবধি থাকে কাছে ॥

দেবের নির্ধাত হয়েছিল অঙ্গে

এবে জানি কোন দোষ ।

যমুনাতে স্নান করাহ যতনে

ঘুচুক দেবের রোষ ॥

এক তীর্থ হয় পতিত পাবনী

করিলে তাহাতে স্নান ।

যত দোষ ঘুচে তবে অন্ন রুচে

ইহাতে নাহিক আন ॥”

তবে সহচরী এক সঙ্গে দিল

যমুনা সিনান লাগি ।

চলে সহচরী রসের নাগরী

রসময় ধনী আগি ॥

চলিতে গমন মন্দির সূচাক

ভুবন করেছে আলা ।

সেই পঞ্চ শিশু বৃন্দাবন বনে

আগে সে চলিয়া গেলা ॥

যথা নটবর নাগর শেখর

চতুরের চূড়ামণি ।

সেইখানে গিয়া বলিল দেখিয়া

রহিলা সুবল জানি ॥

চণ্ডীদাস কহে শুনহে সুবল

গমন করল রাই ।

সহচরী সনে যমুনা সিনানে

দেখিমু পথেতে যাই ॥

৩-৪। তোমার কন্টার নিকটে কোন দেবতা সর্বদা
পাকেন ।৫-৬। নির্ধাত—আধাত—আবেশ। তোমার কন্টার
উপর কোন দেবতার আবেশ হইয়াছিল। এখনও কিছু
দোষ থাকিতে পারে।১১। তবে অন্ন রুচে—ব্যাধি সারিয়া গেলেই অন্ন
রুচি হইবে।

১৬। রসময়ী ত্রীরাধিকা অগ্রে যাইতেছেন।

২৩-২৪। যেখানে ত্রীকৃষ্ণ আছেন, সুবল সেইখানে
গিয়া তাঁহাকে সকল কথা বলিলেন। তিনি ত পূর্ব হইতে
সকল কথা জানিতেন, সুতরাং সেইখানেই রহিলেন।

২৪। জানি—বিশেষণ। যিনি জাত আছেন।

৪৩

৫৭৬

১০

যমুনা নিকটে যথা বংশীবট

অতি সে সুন্দর থল ।

নানা পক্ষিগণ তরুগণ তাপে

ধরে নানা ফুল ফল ॥

নানা পুষ্প ফুটে পরিমল উঠে

কেতকী চামেলি কুন্দ ।

নাগেশ্বর আদি নানা সে কুসুম

চাপা পারুলীর গন্ধ ॥

গুলাল ভুলাল ঝাটি গজকুন্দ

কিংগুক আমলা কত ।

কদম্ব দোসারি শোভা অতি বড়ি

লাখে লাখে ফুল কত ॥

হংস হংসিনী চক্রবাক আদি

চকোর চকোরী ডাকে ।

কতেক চামরী ভ্রমরী ভ্রমরী

গুঞ্জরিছে লাখে লাখে ॥

তরুলতা আর লবঙ্গ লতায়ে

বেষ্টিত মাধবী তরু ।

সেইখানে নব নাগর কালিয়া

মোহন মুরতি ধরু ॥

২০

সে হেন মুরতি জলধর অতি
 হেলিয়া মাধবীভলা ।
 চুড়ার টালনি বন্ধিম চাহনি
 ভুবন করেছে আলা ॥
 বিনোদিয়া চুড়া মালতিয়া বেড়া ২৫
 ময়ুর শিখণ্ড উড়ে ।
 ভালে সে চন্দন চাঁদ বিরাজিত
 কে হেন বাঁধিল চুড়ে ॥
 নাসিকার আগে ময়ুরের চুলি
 গজমতি তাহে দোলে । ৩০
 ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ভঙ্গিমা হইয়া
 দাঁড়ায় মাধবীভলে ॥
 গলে বনমালা কিবা করে আলা
 দোলই হিয়ার মাঝে ।
 অলিকুল মস্ত লাখে লাখে কত ৩৫
 সতত তাহে বিরাজে ॥
 পীত পরিধান বিনোদ বন্ধান
 চরণে নুপুর বায় ।
 পঞ্চধনি গুনি মগন মেদিনী
 মধুর মুরলী গায় ॥ ৪০
 চণ্ডীদাস কহে অনুপ অপার
 সুখের নাহিক ওর ।
 এবে সে এ বেশে সুবতী ভুলিল
 মরমে হইল ভোর ॥

২। ধল—হল, হান ।

৫। পরিমল—সুগন্ধ ।

১৭। তরুলতা—এক রকম লতা ।

পথের মাঝারে আছেন সুবল
 হেনই সময়ে রাই ।

সহচরী সনে তুরিতে মিলল
 যমুনা সিনানে যাই ॥
 কহেন সুবল অপরূপ আছে ৫
 স্থল জল সেই দিগে ।
 যে রূপ ছায়াতে দেখিয়ে মুচ্ছিত
 সহজ মুরতি আগে ॥
 এ পথে গমন না কর বিলম্ব
 আগে দেখ নটরায় । ১০
 হংসগমনী রাজার নন্দিনী
 প্রবেশ করল তায় ॥
 সহচরী রহে পথের মাঝারে
 সুবল সঙ্গেতে তথা ।
 দেখিতে নাগরে নাগরীর রূপ ১৫
 মুরছিত ভেল তথা ॥
 অবশ পরশ নয়ানে নয়ান
 হেরিয়া নাগরী পানে ।
 নাগরী নাগরে হৃদয়ের পরে
 বাঁধিল সে দুই জনে ॥ ২০
 কেবল দরশ হইল পরশ
 নয়ানে নয়ানে খেলা ।
 বচনে মিলন হইল যতন
 হৃদয় ভিতরে মেলা ॥
 বৃকভানুসুতা চরণ হইতে ২৫
 নিরীক্ষণ করে চুড়া ।
 মনের মানসে আপনার চিত্তে
 হৃদয়ে বাঁধল গাঢ় ॥
 মনে মনে বন- ফুল তুলি রাধে
 পূজল চরণ দুই । ৩০
 নহিল পরশ কেবল দরশ
 মানস ভিতরে থুই ॥
 “সূৰ্য্য-পূজা হলে আনি মিলাইব
 তবে সে পরশ হব ।

ললিতা বিশাখা সব সখী সঙ্গে
 আনিয়া মিলায়া দিব ॥”
 এ কথা অনেক বিচার করিতে
 রসের মাধুর্য্য বড়ি ।
 মুগন্ধ হইলে এ সব জানিলে
 বন্দিব চাতুরী তারি ॥

চণ্ডীদাস বলে এ সব জানিলে
চাভুরী রসের সার ।
রসিক হইলে জানিতে পারয়ে
কিবা সে কি রস খায় ॥

৬। বোধ হয় লিপিকর-প্রমাদ-—“চল চল সেই

৪০ দিগে" হইতে পারে ।

শ্রীরাধিকার পূର୍ବরাগ

84

धान्यी

যমুনা যাইয়া শ্যামের দেখিয়া
ঘরে আঁঠল বিনোদিনী ।
বিরলে বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ধেয়ায় শ্যামরূপ খানি ॥
নিজ করোপর রাখিয়া কপোলঃ

Q

महायोगिनोर पारम्पर ।

ও দুটি নয়ানে বহিছে সঘনে

শ্রাবণ মেঘেরি ধারা ॥

হেন কালে তথা আইন ললিত।

রাই দেখিবার তরে ।

সে দশা দেখিয়া বেথিত হইয়া

তুলিয়া লইলা করে ॥

নিজ বাসু দিয়া। মুছিয়া পুছয়ে

মধুর মধুর বাণী ।

“আজু কেন ধনি হয়েছ এমনি ১৫
কহবা কি লাগি শুনি ॥

আজ্ঞানম স্মৃথে হাসি বিধুমুখে

কছু না হেরিয়ে আন ।

ଆଜୁ କେନ ବଜ କାନ୍ଦିଆ ବାକୁଳ

কেমন করিছে প্রাণ ॥

५०

চাঁচর চিকুর কিছু না সম্বর
কেনে হৈলে অগেয়ান।”
চণ্ডীদাস কহে বেজেছে হৃদয়ে
শ্রামের পিরীতি বাণ ॥

৪। ভেদায়—খ্যান করে।

৬। পারা—খায়।

১৮। আন-অনু।

86

ਸਖੀਰ ਉਤਿ

ધાનખી

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবাব
তিলে তিলে আসে যায় ।

মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায় ॥

রাউ এমন কেন বা হইল।

Q

গুরু ছরুজন ভয় না মানিল
কোথা কি দেবতা পাইল ॥

ਸਦਾਏ ਚਕਲ ਵਸਨ ਅਕਲ

- সংবরণ নাহি করে ।

বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি ১০

ভূষণ' খুসিয়ে পড়ে ॥

রাজার ঝিয়ারি বয়সে কিশোরী

তাঁহে কুলবতী বালা ।

কিবা অভিলাষ বাড়য়ে লালস

বুঝিতে নারি এ ছলা ॥ ১৫

তাহার চরিত হেন বুঝি রীত

হাত বাড়াইল চাঁদে ।

চণ্ডীদাস কয় করি অনুনয়

ঠেকিলে কালিয়া ফাঁদে ॥

৬। ভয় নাহি মনে—পাঠান্তর। দুৰ্জ্জন অর্থে দুৰ্জ্জন হইতে পারে না। বোধ হয় অর্প এই—গুরুজন প্রভৃতি।

৭। দেবতা পাইল—দেবতার আবেশ হইল—ভূতে পাইল।

১২। ঝিয়ারি—কুমারী পাঠও আছে।

১৪-১৫। লালস—আকাঙ্ক্ষা, অনুরাগ। সে যে কোন বস্তুকে অভিলাষ করিয়া অনুরাগ দেখাইতেছে তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

১৬-১৭। পাঠান্তর :—

তাহার চরিতে হেন বুঝি চিতে

হাত বাড়াইল চাঁদে ।

চণ্ডীদাস ভণে করি অনুমান

ঠেকেছে কালিয়া ফাঁদে ।

অনুমান—অনুমান ; তাহার কার্যকলাপ দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, সে কোন অপ্রাপ্য বস্তু পাইবার ইচ্ছা করিয়াছে।

৪৭

সিদ্ধা

আগো রাধার কি হলো অন্তরে বাথা ।

বলিয়া বিরলে থাকই একলে

না শুনে কাহার কথা ॥

সদাই ধ্যানে চাহে মেঘপানে

না চলে নয়নের চাঁরা ।

৫

বিরতি আহারে রাজা বাস পরে

যেন যোগিনীর পারা ॥

এলাইয়া বেণী খুলয়ে গাঁথনি

দেখয়ে আপন চুলি ।

হসিত বয়ানে চাহে মেঘ পানে ১০

কি কহে হুঁহাত তুলি ॥

এক দিঠ করি ময়ূর ময়ূরী

কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে ।

চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়

কালিয়া বঁধুর সনে ॥

১৫

৩। ধরম কথা—পাঠান্তর।

৭। যেমন যোগিনীর পারা—পাঠান্তর।

৮-৯। কুলের গাঁথনি দেখয়ে খসায় চুলি—পাঠান্তর।

১১। কি চাহে হুঁহাত তুলি—পাঠান্তর। নিজের কেশ, মেঘ ও ময়ূরের কণ্ঠের বর্ণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের সাদৃশ্য আছে বলিয়া রাধিকা সেগুলি দেখিতেছেন। রাধিকার এই উদ্ভ্রাণ্ত ভাব বড়ই কমনীয়।

৪৮

বালা ধানশী

এ সখি সুন্দরি, কহ কহ মোয় ।

কাহে লাগি তুয়া অঙ্গ অবশ হোয় ॥

অধর কাঁপয়ে তুয়া ছল ছল আঁখি ।

কাঁপিয়া উঠয়ে তনু কণ্টক দেখি ॥

মৌন করিয়া তুমি কি ভাবিছ মনে । ৫

এক দিঠ করি রহ কিসের কারণে ॥

বড় চণ্ডীদাস কহে বুঝিলাম নিশ্চয় ।

পশিল প্রবণে বাঁশী অতঃ সে হয় ॥

৭। বড়—বটু, ব্রাহ্মণ-বালক। এখানে ব্রাহ্মণ।

৪৯

কাষোদ

সোণার নাতিনী কেন আইস যাও পুনঃ পুনঃ

না বুঝি তোমার অভিপ্রায় ।

সদাই কঁাদনা দেখি অঝরু করয়ে আঁখি

জাতি কুল সব পাছে যায় ॥

যমুনার জলে যাও কদমতলার পাশে চাও ৫

না জানি দেখিলা কোন্ জনে ।

শ্যামল বরণ হিরণ পিঁধন বসি থাকে যখন তখন
সে জন পড়েছে বুঝি মনে ॥

যরে আসি নাহি খাও সদাই তাহারে চাও
বুঝিলাম তোমার মনের কথা । ১০

এখন শুনিলে ঘরে কি বোল বলিবে তোরে
বাড়িয়া ভাঙ্গিবে তোর মাথা ॥

একে তুমি কুলনারী কুল আছে তোমার বৈরা
আর তাহে বড়ুয়ার বধু ।

কহে বড়ু চণ্ডীদাসে কুল শীল সব ভাসে ১৫
লাগিল কালিয়া প্রেম মধু ॥

৩। অঝরু—অজস্র ।

৭। হিরণ পিঁধন—পীতবর্ণের কাপড় পরা ।

১৪। বড়ুয়ার—বড়লোকের ।

৫০

ধানশী

সোণার নাভিনী এমন যে কেনি
হইলি বাউরি পারা ।

সদাই রোদন বিরস বদন
না বুঝি কেমন ধারা ॥

যমুনা যাইতে, কদমতলাতে ৫
দেখিয়া যে কোন জনে ।

যুবতী জনার ধরম নাশক
বসি থাকে সেই খানে ॥

সে জন পড়ে তোর মনে ।

সতীর কুলের কলঙ্ক রাখিল ১০
চাহিয়া তাহার পানে ॥

একে কুলনারী কুল আছে বৈরা
তাহে বড়ুয়ার বধু ।

কহে চণ্ডীদাসে কুল শীল নাশে

কালিয়া প্রেমের মধু ॥ ১৫

১। কেনি—কেন ।

২। বাউরি—পাগলী ।

৫১

ধানশী

রোঝা ওঝা আন গিয়া পেয়েছে কি ভূতা ।

কাঁপি কাঁপি উঠে ঐ বুকভামুসুতা ॥

কানাই কোঙর চিকণ যবে পড়ে মনে ।

মুরছি পড়িয়া ধনী কঁাদে ভ্রম খানে ॥

রক্ষা অক্ষা পড়ে মন্ত্র ধরি ধনীর চুলে । ৫

কেহ বলে আনি দেহ কালার গলার ফুলে ॥

কালিয়া কোঙর থাকে কদম্বের ডালে ।

বালিকা দেখিয়া পাইয়াছে শিশু কালে ॥

চেতন পাইয়া তবে উঠিবেক বালা ।

ভূত প্রেত ঘুচিবেক যাবে অঙ্গের জালা ॥ ১০

চণ্ডীদাস কহে সবে যারে কহ ভূত ।

সে শ্যাম কালিয়া চিকণ নন্দ ঘোষের পুত ॥

১। রোঝা আনি গিয়া পাছে আছে ভূতা—পাঠাঙ্গুর ।

৩-৪। চিকণ বর্ণের কানাই কুনার ।

কালিয়া কোঙর হিরণ পিঁধন যবে পড়ে মনে ।

মুরছি পড়িয়া কঁাদে ধরি ভ্রম খানে ॥—পাঠাঙ্গুর ।

৫। রক্ষা-মন্ত্র—যে মন্ত্র উচ্চারণ করিলে ভূতের হাত
হইতে রক্ষা পাওয়া যায় । অক্ষা কথাটার কোন অর্থ
নাই ।

১২। শ্যাম চিকনিয়া সে নন্দ ঘোষের পুত ।

—পাঠাঙ্গুর ।

৫২

ধানশী

কালিয়া বরণ হিরণ পিঁধন

যখন পড়য়ে মনে ।

মুরছি পড়িয়া কাঁপয়ে ধরিয়।
 সব সখী জনে জনে ॥
 কেহ বলে মাই ওঝারে ঝাড়াই ৫
 রাইয়ের পেয়েছে ভুতা ।
 কাঁপি কাঁপি উঠে কহিলে না টুটে
 সে যে বুকভানুসুতা ॥
 বক্ষা-গন্ধ পড়ে নিজ চুলে ঝাড়ে
 কেহ বা কহয়ে ছলে ১০
 “নিশ্চর কহি যে আনি দাও এবে
 কালার গলার ফুলে ॥
 পাইলে সে ফুল চেতন পাইয়া
 তবে উঠিবেক বালা ।
 ভূত প্রেত আদি ঘুরিয়া যাইবে ১৫
 যাইবে অঙ্গের জালা ॥”
 কহে চণ্ডীদাসে আন উপদেশে
 কুলের বৈরী যে কালা ।
 দেখাও যতনে পাইবে চেতনে
 ঘুচিবে অঙ্গের জালা ॥ ২০
 ১৭-২০ । চণ্ডীদাস কিন্তু অল্প উপদেশ দিতেছেন ।
 ফুল আনিলে হইবে না, শয়ন শ্রীকৃষ্ণকে আনিয়া দেখাও
 সব ভাল হইয়া যাইবে ।

৫৩

২৬

অঙ্গ পুলকিত মরম সহিত
 অঝরে নয়ন ঝরে ।
 বৃষ্টি অনুমানি কালা রূপ খানি
 তোমারে করিয়া ভোরে ॥
 দেখি নানা দশা অঙ্গ যে বিবশা ৫
 না হত এমন ভাৱে ।
 সে বর নাগর গুণের সাগর
 কিবা না করিতে পারে ॥

শুন শুন রাই কহি তব ঠাঁই
 ভাল না দেখি যে তোরে । ১০
 সতী কুলবতী তুয়া যে খেয়াতি
 আছয় গোকুলপুরে ॥
 ইহাতে এখন দেখি যে কেমন
 নাহি লাজ গুরুতরে ।
 কহে চণ্ডীদাসে শ্যাম নবরসে ১৫
 বুঝিলে বুঝিতে নারে ॥
 ১ । অঙ্গ ও প্রাণ উভয়ই পুলকে পূর্ণ ।

৫৪

কাষোদ

সই, কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম ।
 কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
 আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
 না জানি কতক মধু শ্যাম নামে আছে গো
 বদন ছাড়িতে নাহি পারে । ৫
 জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
 কেমনে পাইব সই তারে ॥
 নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো
 অঙ্গের পরশে কিবা হয় ।
 যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো ১০
 যুবতী ধরম কৈছে রয় ॥
 পাশরিতে চাহি মনে পাশরা না যায় গো
 কি করিব কি হবে উপায় ।
 কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
 আপনার যৌবন যচ্চায় ॥ ১৫
 ৫ । কৃষ্ণনাম এত মিষ্ট লাগিয়াছে যে, অনবরত
 উচ্চারণ করিতেছি ।
 ২ । পরতাপে প্রতাপে, শক্তিতে ।
 ১০ । নামের বাসস্থান শরীর ; শ্রীকৃষ্ণের সেই শরীর
 দেখিলে কি কাহারও ধৈর্য থাকে ?

১৪-১৫ শ্রীকৃষ্ণের রূপে মুক্ত হইয়া কুলবতী নারী কুল
ত্যাগ করিয়া আপনার যৌবন দান করে ।

৫৫

তিরোতা

হাম সে অবলা হৃদয় অখলা
ভাল মন্দ নাহি জানি ।
বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া
বিশাখা দেখালে আনি ॥
হরি, হরি এমন কেন বা হ'ল । ৫
বিষম বাড়ব অনল মাঝারে
আমারে ডারিয়া দিল ॥
বয়সে কিশোর রূপ মনোহর
অতি সুমধুর রূপ ।
নয়নযুগল করয়ে শীতল ১০
বড়ই রসের কুপ ॥
নিজ পরিজন সে নহে আপন
বচনে বিশ্বাস করি ।
চাহিতে তা পানে পশিল পরাণে
বুক বিদরিয়া মরি ॥ ১৫
চাহি ছাড়াইতে ছাড়া নাহি চিতে
এখন করিব কি ।
কহে চণ্ডীদাসে শ্যাম নবরসে
ঠেকিলে রাজার কি ॥

৬। বাড়ব—অনল, দাবানল ।

৭। ডারিয়া—ফেলাইয়া ।

৫৬

গাছার

সই, কি আজু দেখিল রঙ্গ ।
আজু গিয়াছিহু যমুনার কুলে
দুই চারি জন সঙ্গ ॥

এক কাল দেহ, বসন ভূষণ
চূড়াটি টলিয়া বাসে । ৫
হেরম্ব অমুজ তাহে আরোপিত
বেড়িয়া কুসুমদামে ॥
তার মাঝ দিয়া ময়ূরের পাখা
হেলিছে ছলিছে বায় ।
যেমন রবির সূতার তরঙ্গ ১০
লহরী তেমতি প্রায় ॥
তাহে শশধর মলয় চন্দন
তার মাঝে গোরোচনা ।
তাহার সৌরভ পেয়ে অলিকুল
করে আসি আনাগোনা ॥ ১৫
নাসা খগ জিনি * * * *
এই দুই নখিলে নয় ।
আকর্ণ পুরিত সে ছুটি লোচন
চঞ্চলে শোভিত তায় ॥
কটাক্ষ মিশালে হাসির হিল্লোলে ২০
অমিয়া বরিখে রাশি ।
দেখিয়া সে রূপ হেন মনে করি
সদা থাকি নিশি দিশি ॥
গলে বনমালা কিবা করে আলা
যমুনা হুকুল ভরি । ২৫
পীতবাস অতি কাঞ্চন মুরতি
করেতে মুরলী ধরি ॥
এত দিন বসি গোকুল নগরে
না দেখি না শুনি কাণে ।
এমন মুরতি গড়ে কোন বিধি ৩০
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

৬। হেরম্ব অমুজ—কান্তিক ; কিন্তু অর্থ হয় কি ?

১০। রবির সূতার—রবির কিরণের—কিরণ হরের
ভায় ।

৫৭

কামোদ

স্বজন, কি হেরিনু যমুনার কূলে ।
 ত্রজকুলনন্দন হরিল আমার মন
 ত্রিভঙ্গ দাঁড়ায়ে তরু-মূলে ॥
 গোকুল নগরমাঝে আর যে রমণী আছে
 তাহে কেন না পড়িল বাধা । ৫
 নিরমল কুল খানি যতনে রেখেছি আমি
 বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা ॥
 মল্লিকা চম্পকদামে চূড়ার টালনি বামে
 তাহে শোভে ময়ূরের পাখে ।
 আশে পাশে চলে ধেয়ে সুন্দর সৌরভ নিয়ে ১০
 অলি উড়ি পড়ে লাখে লাখে ॥
 সে শিরে চূড়ার ঠাম কেবল যৈছন কাম
 নানা ছাঁদে বাঁধে পাক মোড়া ।
 সে শিরে বেনানি জালে নব গুঞ্জামণি মালে
 চঞ্চল চাঁদপরে পারা ॥ ১৫
 পায়ের উপরে থুয়ে পা কদম্ব হেলন গা
 গলে দোলে মালতীর মাল ।
 দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় না হইল পরিচয়
 রসের নাগর বড় কালা ॥
 ৪। আর কত নারী আছে—পাঠান্তর ।
 ৫। বাধা—বিপদ ।
 ৬। চালনি—পাঠান্তর ।
 ১০। আশে পাশে ধেয়ে ধেয়ে সুন্দর সৌরভ পেয়ে—
 পাঠান্তর ।
 ১২। সে কি রে চূড়ার ঠাম কেবল যেমন কাম—
 পাঠান্তর ।
 ১৪। শির বেড়ল বৈনান জালে—পাঠান্তর ।
 গুঞ্জামণি মালে কুঁচ ফলের মালায় ।
 ১৫। চঞ্চল চাঁদ উপরে জোড়া—পাঠান্তর ।

৫৮

কামোদ

যাউতে দেখিল শ্যামে কি করিবে কোটা কামে ।
 ভাও ভঙ্গিম স্থাণ ।
 চাঁদ বদনে চাহে যাহা পানে
 সে ছাড়ে কুল অভিমান ॥
 সেই এমন সুন্দর কান । ৫
 হেরি কুলবতী ছাড়ে নিজ পতি
 তেজি লাজ ভয় মান ॥
 অতি সে শোভিত বক্ষঃ বিস্তারিত ১
 দেখি যে দর্পণাকার ।
 তাহার উপরে মাল শোভিয়াছে ভাল ১০
 উপজে মদন-বিকার ॥
 নাভির উপরে জন্ম ওমাল জিনিয়া তনু
 দলিত অঙ্গন জিনি আভা ।
 বড় কারিকর কুঁদিয়াছে ভাল
 রামকদলি শোভা ॥ ১৫
 চরণনখর-কোণে রঞ্জিত শোভিত মেনে
 মণিময় নূপুর ভায় ।
 চণ্ডীদাসের হিয়া ও রূপ দেখিয়া
 চঞ্চল হইয়া ধায় ॥
 ২। ভাও—ভাব ।
 ৫। সেই, কিবা সে গ্রামের রূপ—পাঠান্তর ।
 ১২। জঙ্ঘা—ঘেঁষ ।
 ১৬। মেনে—কোন অর্থ নাই ।
 ৫৯
 কামোদ
 বরণ দেখিহু শ্যাম জিনিয়া ত কোটা কাম
 বদন জিতল কোটা শলী ।

ভাঙ ধনু ভঙ্গী ঠাম নয়ানকোণে পূরে বাণ
হাসিতে খসয়ে সুধারাশি ॥

সই, এমন সুন্দর বর কান। ৫

হেরি সে মুরতি সতী ছাড়ে নিজপতি
তেয়াগিয়া লাজ ভয় মান ॥

এ বড় কারিকরে কুঁদিলে তাহারে
প্রতি অঙ্গে মদনের শরে।

যুবতী ধরম ধৈর্য্য ভুজঙ্গম ১০
দমন করিবার তরে ॥

অতি সুশোভিত বক্ষঃ বিস্তারিত
দেখিছু দর্পণাকার।

তাহার উপরে মালা বিরাজিত
কি দিব উপমা তার ॥ ১৫

নাভির উপরে লোমলতাবলী
সাপিনী আকার শোভা।

ভুরুর বলনি কামধনু জিনি
ইন্দ্রধনুকেন আভা ॥

চরণ-নখরে বিধু বিরাজিত ১০
মণির মঞ্জীর তায়।

চণ্ডীদাস-হিয়া সে রূপ দেখিয়া

চঞ্চল হইয়া ধায় ॥

৩। ক্র, ধনুক; দৃষ্টি, শর।

৬ ৭। কেহ বিরুদ্ধ ভাব মনে আনিবেন না। সমস্ত

ত্যাগ করিয়া শরণাগত ন্যূ হইলে ভগবানকে পাওয়া যায়
না। চণ্ডীদাস পুনঃপুনঃ এই কথা বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ
গীতাতোও এই উপদেশ দিয়াছেন।

১৮। বলনি—গঠন।

৬০

ধানসী

শ্যামের বরণছটার কিবা ভবি।

কাটা মদন জমু নিন্দিয়া শ্যাম জমু
উদইছে যেন রবি শশী ॥

কিবা সে শ্যামের রূপ সুধাময় রসকূপ
নয়ন জুড়ায় যাহা চেয়ে। ৫

হেন মোর মনে হয় যদি লোকভয় নয়
কোলে করি যোয়ে ধোয়ে ॥

তরুণ মূরলী করিল পাগলী
রহিতে না দিল ঘবে।

সবারে বলিয়া বিদায় লইব ১০
কি কবে সোদব পরে ॥

ধরম করম দূরে তেয়াগিল
মরমে লাগিল যে।

চণ্ডীদাস ভণে আপন পবাণে
বুঝিয়া করিবে সে ॥ ১৫

শ্যামের বরণ—শ্যামের বদন পাঠান্তর।

৩। উদইছে—উদয় হইতেছে।

১৫। ঠিক কথা। ভগবান যদি “মরমে লাগিয়া”
পাকেন, তবেই তুমি “ধরম করম” সব ত্যাগ করিতে
পারিবে। নচেৎ ত্যাগ সম্ভব নয়।

চামাদ

জলদবরণ কান্ত দলিত অঞ্জন তনু

উদইছে শুধু সুধাময়।

নয়ন-চকোর মোর পিতে করে উত্তরোল
নিমিখে নিমিখ নাহি সয় ॥

সই, দেখিছু শ্যামের রূপ যাইতে জলে। ৫

ভালে সে গোকুলনারী হইয়াছে পাগলী
সকল লোকেতে বলে ॥

কিবা সে চাহনি ভুবনভুলনী
শোভিত গলের মাল।

মধুর লোভে ভ্রমরা বুলে ১০
বেড়িয়া স্তম্ভি রসাল ॥

চণ্ডীদাস

দুইটা লোচন মদনের বাণ
 দেখিতে পরাণ হানে।
 পশিয়া মরমে ঘুচায়ে ধরমে
 পরাণ সহিতে টানে ॥ ১৭
 চণ্ডীদাস কয় ভুবনে না হয়
 এমন রূপ যে আর।
 যে জন দেখিল সেই সে ভুলিল
 কি তার কুবলবিচার ॥
 ১। অঙ্গন জু—পাঠান্তর।
 ২। উদয় হয়েছে সুধাময় পাঠান্তর।
 ৩। উত্তরোল ব্যাঘাত।
 ৪। নিমেষপাত্তও অসহনীয়। নির্নিমেধনেত্র
 দেখিতে ইচ্ছা করে।
 ৮। নমরভঙ্গিমা—পাঠান্তর।
 ১০। বলে—প্রণয় করে।
 ১১। তাই সেই।
 ১২। দুইটি মোহন মদনের বাণ—পাঠান্তর।

৬২

কামোদ

সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে গো
 তেমতি শ্যামের চিকণ দেহ।
 অঙ্গন গঞ্জিয়া কেবা খঞ্জন আনিল রে
 চাঁদ নিঙ্গাড়ি কৈল থেহ ॥
 থেহা নিঙ্গাড়িয়া কেবা মুখানি বনাইল বে ৫
 জবা নিঙ্গাড়িয়া কৈল গণ্ড।
 বিজ্ঞফল যিনি কেবা ষ্টে গড়ল রে
 ভুজ, জিনিয়া করিশুণ্ড ॥
 কল্ম জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাইল রে
 কোকিল জিনিয়া সুস্বর ॥ ১০
 আরজ নাথিয়া কেবা সারজ বনাইল বে
 গ্রিচন দেখি পীতাম্বর ॥

বিস্তারি পাষাণে কেবা রতন বসাইল রে
 এমতি লাগয়ে বৃকের শোভা।
 দাম কুম্ভে কেবা সুষমা করেছে রে ১৫
 এমতি তনুর দেখি আভা ॥
 আদলি উপরে কেবা কদলি রোপিল রে
 গ্রিচন দেখি উরুযুগ।
 অঙ্গুলি উপরে কেবা দর্পণ বসাইল রে
 চণ্ডীদাস দেখে যুগে যুগ ॥ ১০
 ৪। থেহা—স্বৈর্যা গান্ধীর্ষ্য।
 ১১। আরজ—হরিদ্রা; সারজ—পীতবর্ণ।

৬৩

মুণ্ড

কদম্বব বন হইতে কিবা শব্দ আচস্থিতে
 আসিয়া পশিল মোর কাণে।
 অমৃত ডিনিয়া ফেলি কি মাধুর্ষ্য পদাবলী
 কি জানি কেমন করে মনে ॥
 সখি রে, নিশ্চয় কাঁহিয়া কহি তোরে ৫
 হাতা কুলাঙ্গনাগণ প্রতিবারে ধৈর্যগণ
 যাহে হেন দশা হৈল মোরে ॥
 শুনিয়া ললিতা কহে অশ্রু কোন শব্দ নহে
 মোহন মুরলীধনি এহ।
 সে শব্দ শুনিয়া কেনে হৈলে তুমি বিমোহনে ১০
 রহ নিজে চিন্তে ধরি থেহ ॥
 রাই কহে কেবা কেন মুরলী বাজায় হেন
 বিষমুতে একত্র করিয়া।
 অল নহে হিমে জমু কাঁপাইছে সব তনু
 শীতল করিয়া মোর হিয়া ॥ ১৫
 অস্ত্র নহে মন ফুটে কাটারিতে যেন কাটে
 ছেদন না করে তিয়া মোর।

তাপ নহে উষ্ণ অতি পোড়ায় আমার মতি

চণ্ডীদাস ভাবি না পায় ওর ॥

৬। কুলাঙ্গনাগণের দৈর্ঘ্য নষ্ট করিবাব জ্ঞা এই

শাশী বাক্ষিতেছে।

১৩। শুনিতে মিষ্ট, কিন্তু শরীর অলিখা যাউতেছে।

৬৪

মথীর টুকি

৮৫ই

না যাইও যমুনার জলে তকয়া কদম্বমূলে
চিকণকাল্য করিয়াছে থানা।

নবজলধর রূপ মুনির মন মোহে গো,
তেঁই জলে যেতে করি মানা ॥

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ভাতি রহিয়া মদন জিহ্বা
চাঁদ জিহ্বা মলয়জ্জ ভালে।

ভুবনবিজয়া মালা মেঘে সৌদামিনী কলা
শোভা করে শ্যাম-চাঁদের গলে ॥

নয়ান কটাক্ষ চাঁদে ত্রিয়ার ভিতরে হানে
আর তাহে মুরলীর তান। ১০

শুনিয়া মুরলীর গান ধৈরজ না ধরে প্রাণ
নিরখিলে হাস্যবি পরাণ ॥

কানড়া কুসুম যির্কি শ্যামের বদনখানি
হেরিবে নয়ানের কোণে যে।

দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে চাতিয়া গোবিন্দ পানে ১৫
পরানে বাঁচবে সখি কে ॥

থানা—আড্ডা।

মলয়জ্জ—চন্দন।

৬৫

বড়াতির উক্তি—

শ্যামেশ্বর প্রাতি

গোবিন্দ

নিতি নিতি আসি যাও বাবা সনে কথা কও
শুনিয়াছিলাম পারবে মুখে।

মনে করি কোন দিনে দেখা হবে তার সনে
ভাল হ'ল দেখিলাম তোকে ॥

১। চেটো নেটো যায় জলে তার নাকি পর চূলে
এমত তোমাব কোন রীত।

২। গাব ভূমি পর চূলে সেই এসে মোরে বলে
নহিলে নহিতাম পরজীত ॥

সৃজন কখন নও পব-নারী নিতে চাও
এমনি তোমার অভিলাষ। ১০

আমি ত শুনলাম ভালে যদি শুনে তার কুলে
শুনিলে হঠবে অপভাষ ॥

নিশ্বাস ফোপাশ ছাড় আড়াড় খাইয়া পড়
বুঝিলাম তোমাব মনের কথা।

নহে কেহ খাটে মাঠে তো' অপমান রটে ১৫
শুনিতে পাঠি এ সব কথা ॥

আমার কথাটি শুন না করিহ ইহা পুনঃ
না মজে নন্দের কুলগারি।

৩। দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় ও কথা কি মনে লয়
নাগরীর পিরিত হৈল বৈরী ॥ ২০

৫। চেটো নেটো—অল্পবয়স্ক স্ত্রীলোক।

১১। ভালে—ভাগ্যে।

১২। অপভাষ—অপমান, অপবাদ।

১৩। গাবি—গোরব।

৬৬

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

বিভাষ

সেই কোন বিধি আনি সুধানিধি

থুইল রাখিকা নামে ।

শুনিতে যে বাণী অবশ তখনি

মূর্চ্ছি পড়ল গামে ॥

সই, কি আর বলিব আমি । ৫

সে তিন আঁখর কৈল জর জর

হইল অন্তরগামী ॥

সব কলেবর কাঁপে থর থর

ধরণ না যায় চিত ।

কি করি কি করি বুঝিতে না পারি ১০

শুনহ পরাণ মিত ॥

কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে

সেই যে নবীন বালা ।

তার দরশনে বাড়িল দ্বিগুণে

পরশে যুচব জ্বালা ॥ ১৫

৮। হইল অন্তরগামী—অন্তরে প্রবেশ করিল ।

“মরমে পশিল” ।

১০। চিন্তে ধৈর্য্য থাকিতেছে না ।

৬৭

বড়াই-বচন—শ্রীরাধার প্রতি

স্বহৃদে

হেদে লো সুন্দরি প্রেমের আগরি

শুনহ নাগর-কথা ।

নিকুঞ্জে আসিয়া তোহারি লাগিয়া

কাঁদিয়ে আকুল তথা ॥

হাই হাই করি ফুকারি ফুকারি ৫

পড়ই ভূমির তলে ।

ধরি মোর করে

কহয়ে কাতরে

কেমনে সে ধনী মিলে ॥

রাই, অতএ আইলু আমি ।

কাহুর পিরিতি

যতেক আরতি ১০

যাইলে জানিবা তুমি ॥

প্রেম অমিয়া

বাড়াও উহারে

তোহারে কে করে বাধা ।

চণ্ডীদাস কহে

রাখি কুলশীল

পূরহ মনের সাধা ॥

১৫

১১। অতএ—অতএব ।

১৪। রাখি—ত্যাগ করিয়া ।

৬৮

তিরোতা ধানশী

সে যে নাগর গুণধাম ।

জপয়ে তোহারি নাম ॥

শুনিতে তোহারি বাত ।

পুলকে ভরয়ে গাত ॥

অবনত করি শির । ৫

লোচনে ঝরয়ে নীর ॥

যদি বা পুছয়ে বাণী ।

উলট করয়ে পানি ॥

কহিয়ে তোহারি রীতে ।

আন না বুঝিবি চিতে ॥

১০

ধৈর্য নাহিক তায় ।

বড় চণ্ডীদাসে গায় ॥

৪। গাত, পা—শরীর ।

৬৯

শ্রীরাগ

এ ধনি এ ধনি বচন শুন ।

নিদান দেখিয়া আইলু পুনঃ ॥

না বাঁধে চিকুর না পরে চীর ।
 না খায় আহার না পীয়ে নীর ॥
 দেখিতে দেখিতে বাড়ল ব্যাধি ।
 যত তত করি নহিয়ে সুখী ॥
 সোনার বরণ হইল শ্রাম ।
 সোঙরি সোঙরি তোহারি নাম ॥
 না চিনে মানুষ নিমিত্ত নাই ।
 কাঠের পুতলি রহিছে চাই ॥
 তুলা খানি দিলে নাসিকামাঝে ।
 তবে সে বুঝিলু শোয়াস আছে ॥
 আছয়ে শ্বাস না বহে জীব ।
 বিলম্ব না কর আমার দিব ॥
 চণ্ডীদাস কহে বিরহ বাধা ।
 কেবল মরমে ঔখদ রাখা ॥

১। নিদান—শেষ দৃশ্য

১৫। বাধা—ব্যাধি।

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দোত্য

(বাদিয়াবেশে)

৭০

বরাড়ী

বাদীয়ার বেশ ধরি বেড়ায় সে বাড়ী বাড়ী
 আইলেন ভাঙুর মহলে ।
 খুলি হাঁড়ী ঢাকুলি বাহির করে সাপিনী
 তুলিয়া লইল এক গলে ॥
 বিষহরি বলি দেয় কর ।
 শুনিয়া যতেক বাল্য দেখিতে আইল খেলা
 খেলাইছে মাল পুরন্দর ॥
 সাপিনীয়ে দেয় থাবা নাগিনী যে হয় কোপা
 দস্ত করি উঠে ধরি ফণা ।

অঙ্গুলি মুড়িয়া যায় নাগিনী ফিরিয়া চায় ১০
 ছুঁয়ে যায় বাদীয়ার দাপনা ॥
 ৫ খেলা দেখি গোপীগণ বড় আনন্দিত মন
 কহে “তুমি থাক কোন স্থানে ।”
 “থাকি বনের ভিতরে নাগদমন বলে মোরে
 মোর নাম জানে সব জনে ॥ ১৫
 এসন মাগিবার তরে আইলু তোমার ঘরে
 কৃপা করি দেহত আপনি ।
 ছেঁড়া বস্ত্র নাহি লব ভাল একখানি পাব
 ভালবেসে দেহ অঙ্গের খানি” ॥
 “বটের ভিখারী হও বহুমূল্য নিতে চাও ২০
 নহিলে শোভিতে চায় বটে ।
 ১৫ বনে থাক সাপ ধর তেনা পরিধান কর
 সদাই বেড়াও নদীতটে ॥”
 “তোমার বস্ত্র শিরে ধরি আনন্দিত হব বড়ি
 বহুত বাসিবে মনে সুখ । ২৫
 তোমা অঙ্গ পরশিতে সুখ হয় মোর চিতে
 তুমি যদি না বাসহ ছুখ ।”
 “চুপ করে থাক বেদে যা পাও তা লও সেধে
 ভরমে ভরমে যাও ঘরে ।”
 “চুরি দ্বারি নাহি করি ভিক্ষা মেগে পেট ভরি ৩০
 আমি ভয় করিব কাহারে ॥
 তোমা লয়ে করি ক্রীড়া মনে কেন দেহ পীড়া
 সুখী কর এই ছুখী জনে ।”
 দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে বাদীয়া যে এহ নহে
 মনে বুঝে দেখহ আপনে ॥ ৩৫
 ৫। বিষহরি—মনসা দেবী ।
 ৮। কোপা—কৃপিত ।
 ১১। দাপনা—জজ্ঞা ।
 ১৭। বস্ত্র দেহ আনিয়া—আপনি, পাঠান্তর ।
 ১৯। দেখি দেও ক্রীড়কের খানি—পাঠান্তর ।

২০। বট—কড়ি।

২২। ভেনা—ছেঁড়া কাপড়।

২৪-২৭। বেদে কহে ধীরে ধীরে তোমার বস্ত্র নিবশিগে
মনে মোর হবে বড় স্তম্ভ।

তোমার সঙ্গ করিতে অভিলাষ হয় চিতে
তুমি যদি না বাসহ দুখ ॥ পাঠান্তর।

২৮। সেধে—ভিন্কা করিয়া।

২৯। ভরমে ভরমে—মানে মানে।

৩২। তুমি কেন মান পাড়া—পাঠান্তর।

দোকানী-বেশে

৭১
বানাদানশী

গোকুল নগরে ইন্দ্র পূজা করে

দেখি আইল যতেক নারী।

নগর ভিতরে মহাকলয়ব

নাগর হইল পসারী ॥

দোকান দাকান মেলিলা তখন ৫

দেখিয়া গাহকীগণ।

কহয়ে পসারী “বহুদ্রব্য আছে

যে চাহে নিতে যে ধন ॥

মুকুতা প্রবাল মণিময় মাল

পোতক মাণিক যত। ১০

বহুদিন মনে আনিল যতনে

তোমাদের অভিমত ॥”

খস্খিকা পুঁতিয়া মুকুতা বুলায়া

কহয়ে গাহকী আগে।

শুনি গাহকিনী আসিয়া আপনি ১৫

দোকান নিকটে লাগে ॥

স্বমধুর বাণী বলে সে দোকানী

কিসের লইবে ছড়া।

মুকুতার মাল লইবে যে ভাল

কড়ি যে লাগিবে বাড়া ॥ ২০

শুনি নারীগণ

বলয়ে বচন

গাহকী নহিয়ে মোরা।

“কিবা ভাগ্য মেনে দেখেছি জনমে

এমন ধন যে তোরা ॥”

মুবতী রসাল

নিল এক মাল ২৫

দিল এক সখী গলে।

পরিমাণ হল

আনন্দ বাড়িল

কতেক লইবে বলে ॥

আর এক জনে

সাধ করি মনে

লইল সোনার সুচ। ৩০

লই চলি যায়

বেতন না দেয়

পসারী ধরিল কুচ ॥

ফেরা ফিরি করে

কুচ নাহি ছাড়ে

কহে মূল্য দেহ মোর।

সঘন বদন

করয়ে চুষন ৩৫

এমতি কাজ যে তোরা ॥

কাড়া কাড়ি ঘন

না মানে বারণ

অরাজক হল পারা।

যাহার যে বন

কাটে সেই জন

রক্ষক হইবে কারা ॥ ৪০

রজক সঙ্গতি

চণ্ডীদাস গীতি

রচিল আনন্দ বটে।

দোকান দাকান

হৈল সমাধান

সকলি গেল যৈ লুটে ॥

৬+৭। গ্রাহিকা দেখিয়া দোকানদার বলিতে

লাগিল।

১০। পোতক—একরূপ যুক্ত।

১৮। ছড়া—মালা।

২৭। পরিমাণ হইল—মাপে ঠিক হইল, গলার যত
হইল।

বাজিকর-বেশে ।

মুখে মুখ দিয়া

নেছে গুয়া দিয়া ৩০

৭২

তুড়ি ।

ঘুরিয়া বুলয়ে স্নেখে ॥

এ মদ মদন

জানিয়া কদন

কাহুরে পিরিতি

কুহকের রীতি

তারে ডাকে আঁখির ঠারে ।

সকলি মিছাই রঙ্গ ।

মোর মনোহিত

নহে কদাচিত

দড়াডড়ি লয়ে

গ্রামেতে চড়িয়ে

ফুকারী ডাকয়ে তারে ॥ ৩৫

ফিরয়ে করিয়ে সঙ্গ ॥

লোকে নহে রাজি

কেমন এ বাজি

সই কান্দু বড় জানে বাজি । ৫

রমণী ভুলাবার তরে ।

বাঁশ বংশী ধরি

মদন সঙ্গে করি

চণ্ডীদাস কয়

বাজি মিছা নয়

ঢোলক ঢালক সাজি ॥

রঙ্গ কে বুঝিতে পারে ॥

মদন ঢুলিয়া

বেড়ায় ফিরিয়া

৩। চড়িয়ে—প্রবেশ করিয়া ।

যুবতী বাহির করে ।

৬-৭। বাঁশ বংশী ধরি—বাঁশ বংশীধারী—পাঠা-

দুইটি গুটিকা

লুফিয়া ফেলায়ে ১০

স্তর । বাঁশ বাঁশী ও ঢোলক লইয়া বাজিকর সাজিয়া

বকের উপরে ধরে ॥

বেড়ায় । তাহার সঙ্গে মদন আছে ; অর্থাৎ সে রূপদর্শনে

দড়ায়ে পায়

উঠয়ে তাহে

যুবতী-সদয়ে মদনের সঙ্গার হয় ।

থাকি থাকি দেই কোঁকে । :

৮। মদন ঢুলিয়া—মদন ঘুরিয়া পাঠাস্তর ।

ধীরি ধীরি যায়

ভঙ্গা করে তায়

১২-১৩। মসটিয়া মাটি, লাগায় নিন্দাটি হত

রঙ্গ দেখে সব লোকে ॥ ১৫

বাহির করে নাকে । পাঠাস্তর ।

পূরাটি আনিয়া

ডিমটি খুলিয়া

১৬। পূরা-খুলিয়া ।

দেখায় বাহাকে তাকে ।

"২৫। গাড়ে—পোখিত করে । পাড়ে—পাঠাস্তর ।

উড়াইয়া দিয়া

পূরাটি ঝরিয়া

শ্রীকৃষ্ণ হাতে বাঁশ লইলেন, যুবতীসদয়ে তাহা যেন বিদ্ধ

ঝুলির ভিতরে রাখে ॥

হইল । অর্থাৎ তাহাকে দেখিয়া যুবতীগণ মদনব্যথা

মুকুতা প্রবাল

উগারে সকল ২০

পাইল ।

আর বজ্রমাল্য হীর ।

২৭। বাশের উপরে চড়ে—পাঠাস্তর ।

একবার আসি

উগারে রাশি

২৮-৩১। চড়িয়া উপরে ঝুলিয়া পড়য়ে

নাচিয়া বেড়ায় ফিরা ॥

চুষই যুবতী মুখে ।

কতক্ষণ বই

হাতে বাঁশ লই

মুখে মুখ দিয়া পান গুয়া নিয়া-

যুবতী হিয়ায় গাড়ে । ২৫

ঘুরিয়া বেড়ায় স্নেখে ॥ পাঠাস্তর ।

স্বাক্ষে জাক্সে দিয়া

পায়েতে ছাঁদিয়া

৭৩

রাইএর অঙ্গিনায় পড়ে ॥

কামোদ ।

বাঁশের উপরে

ঝুলিয়া পড়য়ে

নামিয়া আসিয়া

বসিল আসিয়া

হেলিয়া যুবতীমুখে ।

কহয়ে বেতন দায় ।

বেতনের কালে হাত দিয়া গালে
সকল যুবতী কয় ॥
সই বাজিকর নিবে কি । ৫
যত কিছু দিয়ে কিছুই না নিয়ে
বলে “মোর যোগা কি ॥
এই মনে কবি দেহ কুচগিরি
আর তব মুখ-সুখ ।
আর এক হয় মোর মনে লয় ১০
তাঁহা মোরে দেহ জুড়া ॥”
সুন্দরী গণে বদ্বিল মনে
ইতাব গ্রাহক ভূমি ।
টীটের টীটানি খেতের মিঠানি
সকলি জানিয়ে আমি ॥ ১৫
চণ্ডীদাসে কয় তবে কেন হয়
জানিহ চতুরপণ ।
এখানে না বুঝে কহিলে না স্নেহে
তাহারে বলিয়ে কাণা ॥
১। আমারে জিজ্ঞাস কি । পাঠান্তর ।
২২। জুড়া-পুথক ।
২৩। তবে কেন নয় জানিয়া চতুর । পাঠান্তর ।
২৪। ‘কাণার’ পরিবর্তে ‘কালা’ পাঠও আছে ।

নাপিতিনী বেশ
দরি নাপিতিনী বেশ মতলভে পরবেশ
যেখানে বসিয়া আছে রাত ।
হাতে দিয়া দরপণি খোলে নখ বজ্রনা
বলে বৈঠ দেউ কামাই ॥
বসিয়া যে রসবতী নারী । ৫
খুলিল কনকবাটী আনিল জলের ঘটী
ঢালিল সুবাসিত বীরি ॥

করে নখরঞ্জিনী চাঁচয়ে নখের কণি
শোভিত করল যেন চাঁদে ॥
আলসে অবশ প্রায় ঘুম লাগে আধ গায় ১০
হাত দিলা নাপিতিনী কাণে ॥
নাপিতিনী একে গ্রামা, নদীর পুতলি ঝামা
ঝুলাইছে মনের আনন্দে ।
ঘসিয়া ঘসিয়া পায় আলতা লাগায় তায়
বচয়ে মনের তরষেতে ॥ ১৫
রচয়ে বিচিত্র কবি চরণ স্ফদয়ে ধরি
তলে লেখে নাম আপনার ।
নাপিতিনী বলে “ধনি দেখহ চরণ খানি
ভাল মন্দ করহ বিচার ॥”
তবে শুনি তার বাণী দেখয়ে চরণ খানি ২০
তাঁহাব হেটে গ্যামের যে নাম ।
ধনি আন-মনে চাহে নাপিতিনী পানে কহে
“বোল কহ আপনার নাম ॥”
“গ্রাম নাম কহে মোরে জগৎ মোহিবাব তরে
ফিবি আমি নগরে নগরে ।” ২৫
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে নাপিতিনী এত নহে
কামাইয়া যাঁহ নিজ বরে ॥
১৬-২৫। বচয়ে বিচিত্র কবি চরণ স্ফদয়ে ধরি
তলে লিখে আপনার নাম ।
কত রস পরকাশি হাসয়ে ঈষৎ হাসি
নিরখি নিরখি নিরখি ॥
নাপিতিনী বলে “ধনি দেখহ চরণ খানি
ভাল মন্দ করহ বিচার ।”
দোখ স্ফদরী কহে, “কি নাম লিখিলে উহে
পারচয় দেহ আপনার ॥”
নাপিতিনী কহে ধনি, “গ্রাম নাম ধরি আন
বসতি যে তোমার নগরে ।”
—পাঠান্তর ।

প্রতিধী

নাপিত্তিনী বলে শুনগো সই ।
 আনাখিনী লোকের বেতন কই ॥
 কহ তুমি যেহে বাইএর কাছে ।
 বেতন লাগি সে বসিয়া আছে ॥
 যদি কহে তবে নিকটে যাই ।
 যে ধন দেন তা মাফ্যাকৈ পাঠ ॥
 শুনি মণি কহে রাইএর কাছে ।
 নাপিত্তিনী বসি আছেয়ে নাচে ॥
 বাই কহে তবে আনহু তায় ।
 কহেক বেতন আমায় চায় ॥ ১০ ॥
 মণী যাই তবে ডাকয়ে “আইস ।
 আসিয়া রাইএর নিকটে বৈস ॥”
 আসি নাপিত্তিনী কহয়ে তায় ।
 “বেতন কেঁনো না দেহ আমায় ॥”
 হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী রাই । ১৫
 “হেন নাপিত্তিনী দেখিয়ে নাই ॥
 এমনে ধন যে করেছ কত ॥”
 সে কহে, “ভুবনে আছেয়ে যত ॥
 এক ধন আছে মোমার ঠাই ।
 সে ধন পাঠিলে বরকে যাই ॥ ২০ ॥
 হৃদয়ে কনক কলস আছে ।
 মণিময় সারসোতাহব কাছে ॥
 তাহার শরৎ-রতন দেহ ।
 দরিদ্র জনারে কিনিয়া লভ ॥
 দয়া করি দ্রুত দরিদ্র জনে । ২৫
 চাটিলে না দেয় রূপণ জনে ॥
 আব যে বেতন দেহ আমার ।
 পরশ-রতন পাই তোমার ॥”
 হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী গোরা ।
 “ভালে নাপিত্তিনী পরাণে ছুরি ॥ ৩০ ॥

পরশ-রতন পাইবা বনে

এখন চলহ নিজ ভবনে ॥”

চণ্ডীদাস কহে না কর লাজ ।

নাপিত্তিনী নহে, বসিকবাক ॥

১২ ১৪ । বাই বলে এ পলিচায় বৈস ।

হাসিয়া সুন্দরী নাপিত্তিনী শ্রীমা ।

কহে সে বেতন দেহ আমায় ॥

—পার্বত্যর ।

৩০ । ছুরি ছুরি । পাঠাশ্রয় ।

চণ্ডী

একদিন মনে বভস-কাজ ।

মালিনী হৈলা বসিকরাজ ॥

মূল মালা গাঁথি বুলায়ে হাতে ।

“কে নিবে কে নিবে” কুকাবে পাথে ॥

চুরিতে আইলা ভাবন বাড়ী । ৫

বাঁধি কহে, “কত লইবে কড়ি ॥”

মালিনী লইয়া নিভুতে বসি ।

মালা মূল করে ঈষৎ হাসি ॥

মালিনী কহয়ে, “সাজাউ আগে ।

পাছে দিবা কড়ি যতেক লাগে ॥” ১০

এত কহি মালা পড়ায় গলে ।

বদন চুম্বন করিল ভলে ॥

বুঝিয়া নাগরী ধরিল করে ।

এত টাটপণা আসিয়া পবে ॥

নাগর কহয়ে নহি যে পব । ১৫

চণ্ডীদাস কহে কি কর ভব ॥

১ । বভস-কাজ—প্রেমের কাজ ।

৮ । মূল করে—মুখ্য স্থির করে ।

১৮ । টাটপণা চুম্বন ।

চিকিৎসক-রূপে

৭৭

ভাটিয়ারী

গোকুল নগরে ফিরি ঘরে ঘরে
বেড়াই চিকিৎসা করি ।
যে রোগ যাহার দেখি একবার
ভাল যে করিতে পারি ।
শিরে শিরশূল পিরিত্তির জ্বর ৫
হয়ে থাকে যে রোগীর ।
আঁখি নাহি মেলে অন্তরে সে জ্বলে
তাহারে পিয়াই নীর ॥
কেবল একান্ত ধন্যস্তুরি ।
নাহি জানে বিধি এমন ঔষধি ১০
পিয়াইলে যায় জ্বরি ॥
ঔষধ খাও ভাল যে হও
বট দিও তবে পাছে ।
এক জন তথা শুনিয়া সে কথা
কহিল রাখার কাছে ॥ ১৫
পরের মুখে শুনিয়া স্মৃখে
হরষিত হ'ল মন ।
বলে সে যাইয়া আনহ ডাকিয়া
দেখি সে কেমন জন ॥
এ কথা শুনিয়া বাহির হইয়া ২০
বলে সেই সখী ধাই ।
আমাদের ঘরে রোগী আছে জ্বরে
দেখ একবার যাই ॥
শুনিয়া নাগরে ভাসিল সাগরে
আপন মনেতে খুসি ২৫
এই বাড়ী হতে আসি যে তুরিতে
এখানে থাকহ বসি ॥
সাজ যে সাজিতে চুলিলা তুরিতে
বাজ যে হইলা মনে ।

চণ্ডীদাসে কয়

ধাতু জ্ঞান হয় ৩৭

তবে সে চিকিৎসা জানে ॥

২১১। ধন্যস্তুরি ভিন্ন এ ঔষধ কেহ জানেন না, এমন
কি বিধাতাও জানেন না । এমন ঔষধ যে খাওয়াইলেই
জ্বর যায় ।

২১। ধাই—ধাবমান হইয়া, দ্রুত যাইয়া ।

২২। ব্যাজ—চলনা ।

৭৮

ভাটিয়ারী

আপন বরণ ঘুচান তখন
লেপেন কেশেতে মাটি ।
ভকল্পবি ছাঁদে বসন পিঁধে
রঙ্গ যে চলয়ে হাঁটি ॥
মনোহর বুলি কাঁধে । ৫
তাহার ভিতর শিকড়-মিকড়
যতন করিয়া বাঁধে ॥
ঘুচাইয়া লাজে চিকিৎসক-সাজে
বসিলা রোগীর কাছে ।
ঘুচায়ে বসন নিরখে বদন ১০
“রোগ যে ইহার আছে” ।
বাম হাত ধরি অঙ্গুলি মোড়ি
দেখে ধাতু কিবা বয় ।
“পিরিত্তের রসে জারিয়াছে বিষে
পরান রহে না রয় ॥” ১৫
হাসিয়া নাগরী উঠে অঙ্গ মোড়ি
“ভাল যে কহিলা বটে ।
বল কি খাইলে হইবে সবলে
বেমাধি কিসে বা টুটে ॥”
“ঔষধ যে হয় মনে করি ভয় ২০
এখনি খাওয়াইয়ে যেতেম ।

চণ্ডীদাস

ভাল সে হইত স্বর যে যাইত

সময় যদি সে পেতাম ॥”

খন নাগরী বখিল চাতুরী

টীট নাগররাজ ।

২৫

বাণুলী নিকটে চণ্ডীদাস রটে

এমন কাহার কাজ ॥

৩। তকল্পবি অর্থে চলিত ভাষায় চাতুরী, এখানে বোধ হয় কৌশলময় ।

৮। ঘুচাইয়া লাজে—রাধার লজ্জা ঘুচাইয়া ।

১৪-১৫। পিরিতের অরে অরেছে ইহারে

পরায় রহে কি না রয়।—পাঠান্তর ।

১৬। রটে—কহে ।

দেয়াশিনী বেশ

বরাড়ী

৭। দেয়াশিনী বেশ সাজি বিনোদ রায় ।

ধীরে ধীরে করি চলে হরষ অন্তর ॥

গোকুল নগরে এই শব্দ উঠিল ।

এক জন দেয়াশিনী ব্রজেতে আইল ॥

তাহারে দেখিবার তরে লোকের গহন । ৫

সব ব্রজবাসী চলে হরষিত মন ॥

প্রণমিল দেয়াশিনীর চরণ কমলে ।

বয়ান ভাসিল প্রেমে নয়ানের জলে ॥

৮। বিজ চণ্ডীদাসের মনে আনন্দ বাড়িল ।

কোথা হইতে আইলে তুমি এ ব্রজমণ্ডল ॥ ১০

৫। গহন—ভিড় ।

৬। ব্রজবাসীগণ দেয়াশিনীকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া চিনিতে পারে নাই । কিন্তু ভগবৎসান্নিধ্যের এমনি গুণ যে, গাহারী সকলেই প্রেমাক্রবর্ণ করিতে লাগিল ।

৮০

আরাগ

“মথুরা পুরেতে ধাম”

কপটে বলয়ে শ্যাম

“আইলাম এই বৃন্দাবনে ।

মনে মনে বাঞ্ছা এই

সকল তোমারে কই

শুন শুন বলি তোমা স্থানে ॥

দেবী আরাধনা করি

ভিক্ষার লাগিয়া ফিরি ৫

আর করি তীর্থেতে ভ্রমণ ।

হই আমি তীর্থবাসী

সদাই আনন্দে ভাসি

এই সত্য বলিহে বচন ॥

জিজ্ঞাসা করিলা যেই

তাহাতে তোমারে কই

ব্রজমাঝে রব কিছু কাল ।” ১০

ইহা বলি দেয়াশিনী

চলে পুনঃ একাকিনী

ঘন ঘন বাজাইয়া গাল ॥

দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে

আনন্দিত হয়ে মনে

জিজ্ঞাসিল “কোথা ভাসুপুর ।

দেখিব তাহার ধাম”

কপটে বলয়ে শ্যাম ১৫

রস লাগি রসিক চতুর ॥

শ্রীকৃষ্ণ কপটতা করেন নাই—সত্যই বলিয়াছেন ।

তাহার জন্মস্থান মথুরা, রাধা তাহার আরাধ্যা দেবী, বৃন্দাবন তীর্থ ।

৮১

সিদ্ধরা

দেয়াশিনী বেশ

মহলে প্রবেশে

রাধিকা দেখিবার তরে ।

স্বরূপ চন্দন

কপালে লেপন

কুণ্ডল কাণেতে পরে ॥

সাজি ধরল বাম করে ।

পিঁয়িয়া বিভূতি

সাজল মূর্তি

কজ্জল জপয়ে করে ॥

চণ্ডীদাস

কহে “জয় দেবী ব্রজপুরসেবী

গোকুল-রক্ষক নিতি ।

গোপ গোয়ালিনী সুভগদায়িনী ১০

পূজ দেবী ভগবতী ॥”

আশীর্বাদ শুনি গোপের রমণী

আইলা দেয়াশিনী কাছে ।

ক্লিভাসা করয়ে যত মনে লয়ে,

বলে “গোপ ভাল আছে ॥ ১৫

সবাকার জয় শত্রু হবে ক্ষয়

ননে ভয় না ভাবিবে ।

তোমাদের পতি সুন্দর স্মৃতি

সবাকার ভাল হবে ॥”

সঙ্কটে কুটিল আসিয়া জটিল ২০

পড়িলা চরণে ধরি ।

“আমার বধুর পতির মঙ্গল

বর দেহ কৃপা করি ॥”

শুনি দেয়াশিনী ষরষিত বাণী

জটিল সমুখে কয় । ১৫

“বর যে লইবে জ্বালই হইবে

নিকটে আসিতে হয় ॥”

জটিল যাইয়া আনিল ধরিয়া

আপন বধুর হাতে ।

বসিলা হরষে দেয়াশিনী পাশে ৩০

সুচায়ে বসন মাথে ॥

আনন্দে দেয়াশিনী বলে শুভবাণী

“সব সুলক্ষণযুতা ।

গন্ধর্ব পাবনী জগতভারিণী

‘রাধা নাম ভাস্কর্য্যতা ॥” ৩৫

ধরি ধরীর হাতে মনের আকূতে

নিরখে বদন তার ।

দেখিতে দেখিতে আনন্দিত চিতে

মদন কৈল বিকার ॥

সাজিটি খুলিয়া

ফুলটি লইয়া ৪

বাঁধেন নাগরী চুলে ।

“আনন্দে থাকিবে সকলি পাবে

কলঙ্ক নহিবে কুলে ॥”

শুনিয়া সুন্দরী কহে ধীরি ধীরি

“এ কথা কহবি মোয় । ৪৫

আমার হিয়ার ব্যথাটি ঘুচয়ে

তবে সে জানি যে তোয় ॥”

“একটি শপথি রাখহ যুবতী

কহিতে বাসি যে ভয় ।

পর পতি সনে বেঁধেছ পরাণে ৫০

ইহাই দেবতা কয় ॥”

হাসিয়া নাগরী, চাহে ফিরি ফিরি

“দেয়াশিনী ঘর কোথা ।”

“আমার ঘর হয় যে নগর

কহিব বিরল কথা ॥” ৫৫

সঙ্কটে বুঝিয়া নয়ান ফিরিয়া

তাক করে এক দিঠে ।

নিরখি বদন চিনিল তখন

শ্যাম চিকণ টীটে ॥

ধীরি ধীরি করি বসন সন্ধরি ৬০

মন্দিরে চলিলা লাজে ।

চণ্ডীদাস কয় সুবুদ্ধি যে হয়

বেকত না করে কাজে ॥

৬। বিহৃতি—ভয় ।

১১ বলে—কর্তা, দেয়াশিনী ।

৩৬। আকূতে—আগ্রহে ।

৫৭। তাক করে—লক্ষ্য করে ।

বণিকিনী বেশে

৮২

সিদ্ধুডা

নাগর আপনি হৈলা বণিকিনী
কৌতুক করিয়া মনে ।

চুয়া যে চন্দন অমলা বটন
যতন করিয়া আনে ॥

কেশর বাবক কস্তুরী দ্রাবক ৫
আনিল বেণার জড় ।

সোন্ধা সুকুমকুম কর্পুর চন্দন
আনিল মুখা শিকড় ॥

থালিতে করিয়া আনিল ভরিয়া
উপরে বসন দিয়া । ১০

মিছামিছ করি ফেরে বাড়ী বাড়ী
ভায়ে ভায়ে দ্বারে গিয়া ॥

“চুয়া কে লইবে” ফুকরি কহয়ে
আইলা দাসী যে তবে ।

“মোদের মহলে আনি দেহ” বলে ১৫
“অনেক লইতে হবে ॥”

থালিতে ধরিয়া আসিল লইয়া
যেখানে নাগরী বসি ।

চুয়া যে চন্দন করয়ে রচন
বেণানী মনেতে খুসি । ২০

“চন্দন চুবক লইবে কতেক
জানিতে চাহি যে আমি ॥”

“সকলি লইব বৈতন সে দিব
যতেক আনহ তুমি ॥”

খমলকী হাতে দিল সে মাথে ২৫
ঘসিতে লাগিল কেশ ।

ঘসিতে ঘসিতে শ্রম যে হইল

সুমধুর বাণী

কহে সে বেণানী

“আমি যে মাথায় ভালো । ৩০

মোরে বল সখি খানিক আমলকী
মাথায় দিয়ে ত চুলে ॥”

বলিয়া বেণানী বসিয়া আপনি
চুয়া মাথাবার তরে ।

চুল যে ছাড়িয়া হাত নামাইয়া ৩৫
মাথায় কুচের পরে ॥

পরশে নাগরী হইলা আগরী
পড়িলা বেণানী কোড়ে ।

নিদ যে আইল অতি সুখ হইল
সব শ্রম গেল দূরে ॥ ৪০

বেণানী বলে “গেল সে বেলে
যাইতে চাহিয়ে ঘরে ।”

উঠিয়া নাগরী বসন সম্বর
বলে “কি লাগিবে মোরে ॥”

বট আনিবারে কহিলা সখীরে ৪৫
শুনিয়ে নাগররাজে ।

কহে, “না লইব আর ধন নিব
না কহি তোমারে লাজে ॥”

“কহনা কেনে কি আছে মনে
শুনিতে চাহি যে আমি । ৫০

থাকিলে পাইবে নহিলে যাইবে
নিশ্চয় কহিল বাণী ॥”

“হিয়ার ভিতরে রেখেছ যতনে
বড়ই ধন যে সেহ ।

কৃপা যে করিয়া বাস উঘারিয়া ৫৫
সে ধন আমারে দেহ ॥”

তখন নাগরী বুঝিল চাতুরী
হাসিল আপন মনে ।

গন্ধের বেতন হইল এমন

চণ্ডীদাস

“কর সমাধান বুকিলাম কান
আর না বলিহ মোরে ।
এতেক গুণে রাখহ প্রাণে
কেবা লিখাইল তোরে ॥
পরের নারী আশ যে করি ৬৫
ফিরয়ে আপন মনে ।
কোথা বা হয়েছে কোথা বা পেয়েছে
না দেখি যে কোন স্থানে ॥”
চণ্ডীদাস কয় কত ঠাই হয়
যাহাতে যাহাতে বনে । ৭০
যৌবন ধনে কেবা বা মানে
সৌপে যে প্রাণেতে প্রাণে ॥

- ৩। আমলকীবর্তন—পাঠান্তর ।
৬। জড়—মূণ ।
৫২। থির হইয়া কহ তুমি—পাঠান্তর ।
৫৩। বেগানী কহয়ে হিয়ার ভিতরে—ইত্যাদি
পাঠান্তর ।
৫১। সমাধান—শেষ; আর ও সব কথা বলিও না ।
৭০। বনে—মিলন হয় ।

গ্রহবিপ্র-বেশে

৮৩

ধানশী

শুনিয়া মালার কথা রসিক সৃজন ।
গ্রহবিপ্র বেশে যান ভায়ুর ভুবন ॥
পাঁজী লয়ে কঙ্ক করি ফিরে দ্বারে দ্বারে ।
উপনীত রাই পাশে ভামুরাজপুরে ॥
বিশাখা দেখিয়া তবে নিবাস জিজ্ঞাসে । ৫
শ্রামল সুন্দর লহ লহ করি হাসে ॥
বিপ্র কহে ঘর মোর ইন্দ্ৰিয়ানগর ।
বিদেশে বেড়ায়ে খাই শুনি উত্তর ॥

প্রশ্ন দেখাবার তরে যে ডাকে আমারে ।
তাহার বাড়ীতে যাই হরিষ অন্তরে ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে এই গ্রহাচার্য্য ।
প্রশ্নেতে পারগ বড় গণনাতে আৰ্য্য ॥
তোমাদের মনেতে যে আছে সে বলিবে ।
ইহারে জড়ায়ে ধর উত্তর পাইবে ॥

৬। লহ লহ—যুহু যুহু ।

৮৪

ধানশী

যাইতে জলে কদম্ব তলে
হলিতে গোপের নারী ।
কালিয়া বরণ হিরণ পিঁধন
বাঁকিয়া রহিল ঠারি ॥
মোহন মুরলী হাতে ।
যে পথে যাইবে গোপের বালা
দাঁড়াইল সেই পথে ॥
“যাও আন বাটে গেলে এ ঘাটে
বড়ই বাধিবে লেঠা ।”
সখী কহে “নিতি এই পথে যাই
আজি ঠেকাইবে কেটা ॥”
হয় বলাবলি করে ঠেলাঠেলি
হৈল অরাজক পারা ।
চণ্ডীদাস কহে কালীয়ানাগর
ছি ছি লাজে মরি মোরা ॥

৮। আন বাটে—অন্ত পথে ।

১০। অরাজক পারা—অরাজকের ভায় ।

অভিসার

এক দিন বর নাগর শেখর
কদম্ব তরুর তলে ।
বৃকভানু-সুতে সখীগণ সাথে
যাইতে যমুনা জলে ॥
রসের শেখর নাগর চতুর্ ৫
উপনীত সেই পথে ।
শির পরশিয়া বচনের ছলে
সঙ্কেত করিল তাতে ॥
গোধন চালায়ে শিশুগণ লয়ে
গমন করিলা ব্রজে । ১০
নীর ভরি কুন্তে সখীগণ সঙ্গে
রাই আইলা গৃহমাঝে ॥
কহে চণ্ডীদাসে বাণুলী আদেশে
শুনলো রাজার বিয়ে ।
তোমা অনুগত বঁধুর সঙ্কেত ১৫
না ছাড় আপন হিয়ে ॥

চন্দ্রের প্রতি আক্ষেপ

৮৬

চন্দন গঞ্জনা চাঁদ গগনে
যদি তোর পাই লাগি ।
লোহার ঘূষলে ভাঙ্গিয়ে তোমারে
করিমু শতেক ভাগি ॥
শিখি সব তন্ত্র রাহু গ্রহ মন্ত্র ৫
সাধন করিয়া আগে ।
উগারে না দিয়া চাঁদ ঘুচাইয়া
তবেই গরব ভাঙ্গে ॥
পুজি দেবরাজ সাধিব এ কাজ
ঢাকিয়া রাখিব মেঘে । ১০

অমাবস্তা তিথি আধারিয়া রাতি
তেমতি সদাই লাগে ॥
পরশর তাথে মৎস্তগন্ধা সাথে
কুহায়ে স্থরতি রঙ্গ ।
চণ্ডীদাস ভণে রাধিকার সনে ১৫
এইছন শ্যামের রঙ্গ ॥
চন্দ্রোদরে অভিসার-গমনে বির পাটয়াছে বলিয়া
চন্দ্রের প্রতি রাধিকার ক্রোধ ।
১। চন্দন গঞ্জনা—যে চন্দনকে বর্ণে গঞ্জন করে—
চাঁদের বিশেষণ ।

চন্দ্রের উক্তি

৮৭

যতি

শুনগো রাধিকা চাঁপার কলিকা
অধিক উজ্জর কে ।
কত কোটা চাঁদ উদয় করেছে
একলা তোমার দে ॥
তুয়া এক পদ চাঁদ শত নিন্দে ৫
দম্ব অধিক শোভা ।
তোমার তরাসে উজ্জলি আকাশে
দেখিয়া ও রূপ আভা ॥
কেবা তোমার অধিক উজ্জর
তোমাব অঙ্গের মলা । ১০
বিধি আগে আনি ভাঙ্গি খানি খানি
ধরে মোর বোল কলা ॥
সিন্দূরের কোঁটা অধরের ভটা
অরুণ কাঁপিতে থাকে ।
অরুণ সাহসে লক্ষ্মীসুত্রে থাকে ১৫
আমি পক্ষান্তর নাথে ॥
খঞ্জন গঞ্জন ও যুগ নয়ন
নাসা জিনি তিল ফুল ।

হেরিয়া বদন আকুল মদন
কি আর দিব সে তুল ॥ ২০
গৃধিনী জিনিয়া অরণ যুগল
নয়ান বয়ান ভ্রসা ।
রূপের কখন নহে নিরীক্ষণ
চণ্ডীদাস করে আশা ॥

২২। লসা ভ্র ।

২৩। একপ রূপ আর দেখা যায় না ।

৮৮

পটমঞ্জরী

কহিও বঁধুরে নতি কহিও বঁধুরে ।
গমন বিরোধ হৈল পাপ শশধরে ॥
গুরুজন সম্ভাষিতে কৈল যত ভাতি ।
নিজ পতি সম্ভাষিতে গেল আধ রাত্তি ॥
যদি চাঁদ ক্ষমা করে আজুকার রাত্তি । ৫
তবেত পাইব আমি বঁধুর সংহতি ॥
অমাবস্তা প্রতিপদে চাঁদের মরণ ।
সে দিনে বঁধুর সনে হইবে মিলন ॥
চণ্ডীদাস বলে তুমি না ভাবিহ চিতে ।
সহজে এ কথা বটে কেন পাও ভীতে ॥ ১০

১। নতি—প্রণাম ।

১০। ভীতে—ভয় ।

৮৯

ধানশী

কহিও তাহার ঠাই যেতে অসর নাই
অকুরাণ হ'ল গৃহ কাজে ।
শাশুড়ী সদাই ডাকে ননদী প্রহরী থাকে
তাহার অধিক দ্বিজরাজে ॥
স্বজন কোপ করে দুরন্ত । ৫

গৃহকর্ম করি ছলে বিপিনে যাইবার বেলে
আকাশে প্রকাশ ভেঙে চন্দ্র ॥
যে কূলে বিচ্ছেদভয় এতলে নহিলে নয়
সুসারিতে নিশি গেল আধা ॥
আলিয়া মদন সখা হেন বেলে দিল দেখা
কহ দূতি কি করিবে রাখা ॥
লোহার পিঞ্জরে থাকি বেরাইতে চাহে পাখী
তার হৈল আকুল পরাণ ।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় আর কি বিরহ সয়
তুরিতে মিলব বর কান ॥ ১৫

১। অকুরাণ—গৃহ কাজ করিয়া শেষ করিতে পারি না।

৪। শাশুড়ী ননদী অপেক্ষা চন্দ্র প্রবলতর শত্রু ।

৯। সুসারিতে—বোধ হয় সুসার করিতে, অবসর করিতে ।

১০। মদনসখা—কোকিল ; কোকিল ডাকিল, রাত্তি পোহাইল ।

কুঞ্জভঙ্গ ।

৯০

কামোদ

পদউধ কাক কোকিলের ডাক
জাগিয়ে যামিনী শেষ ।
তুরিতে নাগর গেলা নিজ ঘরে
বাঁধিতে বাঁধিতে কেশ ॥
অবশ আলিসে সেনা বালিসে
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি ।
বসন ভূষণ হয়েছে বদল
তখন উঠিয়া দেখি ॥
ঘরে মোর বাদী শাশুড়ী ননদী
মিছা ভোলে পরিবাদ ।

জানিলে এখন হইবে কেমন
বড় দেখি পরমাদ ॥

চণ্ডীদাস কহে শুনলো সুন্দরী
তুমি যে বড়য়ার বহু ।

শ্যামের মোহন মায়ার কারণ ১৫
লখিতে নারিবে কেহু ॥

১। পদউৎ—দৈয়াল ।

২। জাগিয়ে—জানাইল পাঠান্তর ।

১৩। পরিবাদ—নিন্দা ।

১৪। বড়য়ার বহু বড়লোকের বপু ।

১৫—১৬। শ্রীকৃষ্ণের মোহিনী মায়া, সকলের চক্ষু
আবৃত্ত করিয়া রাখিবে । কেহ তাহাকে দেখিতে
পাইবে না ।

পাঠান্তর—শ্যামের মোহন গুণের কারণ
রাখিতে না পারে কেহ ।

১১

ধানশী

প্রভাত কালের কাক কোকিল ডাকিল
দেখিয়া রজনী শেষ ।

উঠিয়া নাগর তুরিতে গেল যে
বাঁধিতে বাঁধিতে কেশ ॥

সই, তোরে সে বলি যে কথা । ৫

সে বঁধু কালিয়া না গেল বলিয়া
মরমে রহল বাখা ॥

রহিয়া আলিসে , ঠেসনা বালিসে
চুলু চুলু ছুটি আঁখি ।

রসনে বসনে বদল হয়েছে ১০
এখন উঠিয়া দেখি ॥

ঘরে মোর বাদী শাস্ত্রী ননদী
মিছা করে পরিবাদ ।

ইহাতে এমন করিব কেমন
কি হৈল পরমাদ ॥ ১৫

চণ্ডীদাস কহে মনের আফ্লাদে
শুনহে রসিক জন ।

সদা জ্বালা যার তবে সে তাহার
মিলয়ে পিরিতি ধন ॥

এ পদটি পূর্ব পদের পাঠান্তর মাত্র ।

১৮—১০। বাধা বিয় না থাকিলে প্রেম গাঢ় হয় না ।

সেই জগে “পরকীর্য রতি সেই সে আঁখি
সেই সে তজন সার ।”

২২

শ্রী

রাধা কহে শুন বসিক নাগর
পিরিতি বিয়ম বড়ি ।

পিরিতি করিয়ে মরিয়ে বারিয়ে
কেমনে পিরিতি ছাড়ি ॥

নিশি পোহাইল দিবস হইল ৫
মন্দিরে চলিয়া যাও ।

শাস্ত্রী ননদী উঠিয়া বৈঠক
তুরিতে তানুল খাও ॥

চুড়ার বন্ধন এলায়ে পড়েছে
বাঁধহ যতন করি । ১০

শ্রীমুখমণ্ডল মলিন হয়েছে
আশা মরি মরি মরি ॥

হাসিয়া নাগর মুখে দিয়া কর
মুছিতে মুছিতে কানু ।

অতি প্রিয় তথা পড়েছিল সে সে ১৫
লইল মোহন বেণু ॥

নিজ পীতবাস পরিতে পরিতে
চলিল নাগর রায় ।

হাসিয়া নাগর চতুর শেখর
 . রাধার পানেতে চায় ॥ ২০
 চণ্ডীদাস কহে শ্যাম চলি গেল
 আর দশা উপজিল ।
 শুন সুনাগর কি হবে রাধার
 ইহার উপায় বল ॥

২২। আর দশা—অন্ত অবস্থা ।
 আর দশা উপজিল—অর্থাৎ ত্রীরম্য চলিয়া গেলে
 রাধিকা তাঁহার বিরহে কাতর হইলেন ।

তাহে যেতে চাহ নিজ বশ নহ
 শুনহ কমল আঁখি ॥ ২০
 তুরিতে গমন করিলা তখন
 শ্যাম সুনাগর রায় ।
 ঐছন পিরিতি করি গতাগতি
 দ্বিজ চণ্ডীদাস গায় ॥

৩। তোমার মুখে হাসি দেখিয়া আমি চলিয়া যাই ।
 ১৯। গতাগতি—গমনাগমন ।

গোষ্ঠ লীলা ।

শ্রীরাধিকার প্রেমোচ্ছ্বাস ।

৯০

বিভাগ

৯৪

কাণ্ড

শ্যাম কহে শুন রাই বিনোদিনী
 তুলিয়া বদনে চাহ ।
 (সরস বদনে হাসি নিরখিয়া
 আমাদের বিদায় দেহ ॥)
 এ বোল শুনিতে বকভানুসূতে ৫
 পুলক স্পন্দ অঙ্গ ।
 আর কি সৃজন শুনিব বচন
 করিব রসের রঙ্গ ॥
 গদ গদ বোলে অতি প্রেমহলে
 কহে বিনোদিনী রাধা । ১০
 কি বলিব আমি তোমার চরণে
 সকলি হইল বাধা ॥
 (মুখে না নিঃস্বরে তোমারে বলিতে
 . কি বলিব আমি বাণী ।
 বলহ আমারে কি বোল বলিব ১৫
 কহিতে নাহিক জানি ॥)
 (তোমা হেন ধন অমূল্য রতন
 সদাই বেড়িয়া থাকি ।

প্রভাত হইল সবাই জাগিল
 গুরুবিত জনা ।
 গৃহ কাজ যত সব সমাধিয়া
 আন পথে আনাগোনা ॥
 গৃহ নাখে গিয়া দেখি এল ধৈর্য ৫
 শ্যামের চূড়ার মালা ।
 নীল অতসীর ফুল তাহে ছিল
 তা দেখি হইল জ্বালা ॥
 আর কাল জাদ তা দেখি বিষাদ
 উঠিল বিরহ আগি ॥ ১০
 নয়ন অঞ্জন মুছিল তখন
 হইয়া বিরহ রাগি ॥
 খেলে শ্যাম রায় . পথ পানে চায়
 গৃহ কাজে নাহি মন ।
 কখন হরষ কখন বিরম ১৫
 কি বলিতে কিবা কন ॥
 সময় হইল গোষ্ঠে যায় পাশ
 মনেতে পড়িয়া গেল ।

পুরুষ রঞ্জেতে করিতে বেকত
তাহার লাগিয়া ভেল ॥ ২০
কল কল শুনি রাই বিনোদিনী
গবাঞ্চে বদন দিয়া ।
চণ্ডীদাস কহে কানু হেমমালা
তুরিতে দেখহ গিয়া ॥

৮। বর্ণদাম্পত্য হেতু ত্রীকৃষ্ণকে মনে পড়ায় বিরহজ্বালা
বাড়িল ।

৯। কালজাদ-কৃষ্ণবর্ণের অঙ্গাবরণ ।

২২

জয়ন্তী

ব্রজরাজ বাল্য রাজ পথে আইলা
লইয়া ধেমুর পাল ।
সঙ্কে সখাগণ ভাই বলরাম
ছিদাম হৃদাম জাল ॥
সুবল সঙ্গাত তার কাঁধে তাত ৫
আরোপি নাগর রায় ।
হাসিতে হাসিতে সঙ্কেত বাঁশীতে
এ দুই আঁখির গায় ॥
এ কথা আনেতে কিছুই না জানে
সুবল কিছু সে জানে । ১০
হৈ হৈ বলি রাজপথে চলি
গমন করিছে বনে ॥
গবাঞ্চে বদন দিয়া প্রেমময়ী
রূপ নিরীক্ষণ করে ।
দৌহার নয়নে নয়ন মিলল ১৫
হৃদয়ে হৃদয় ধরে ॥
দেখিতে ত্রীমুখ— মণ্ডল সুন্দর
বেধিত হইল রাধা ।
এ হেন সম্পদ বনে পাঠাইতে
তিলেক না করে বাধা ॥ ২০

কেমন যশোদা নায়ের পরাণ
পুতলি ছাড়িয়া দিয়া ।
কেমনে রয়েছে গৃহমাঝে বসি
চণ্ডীদাস কহে ইহা ॥

৮। এ দুই আঁখার—‘রাধা’ এই দুই অক্ষর ।

২৬

গুপ্তগী

বদন হেরিয়া গদ গদ হৈয়া
কহে বিনোদিনী রাই ।
শুনলো স্বজন হেন মনে গণি
আন ছলে পথে যাউ ॥
হেরি শ্যামরূপ নয়ন ভরিয়া ৫
আঁখির নিমিষ নয় ।
এক আছে দোষ গুরুজন রোষ
তাহাই বাসিয়ে ভয় ॥
আঁখির পুতলি তারার মণি
যেমন খসিয়া পড়ে । ১০
শিরীষ কুমুম জিনিয়া কোমল
পাছে বা গলিয়া পড়ে ॥
ননীর অধিক শরীর কোমল
বিষম ভান্নুর তাপে ।
জানি বা ও অঙ্গ গলি পানী হয় ১৫
ভয়ে সদা তনু কাঁপে ॥
কেমন যশোদা নন্দ ঘোষ পিতা
হেনক সম্পদ ছাড়ি ।
কেমনে হৃদয় ধরিয়া আছয়
এই ত বিষম বড়ি ॥ ২০
ছারে খারে যাক্, এ সব সম্পদ
অনলে পুড়িয়া যাক্ ।

এ হেন ছাওয়ালে ধেনু নিয়োজিয়া

পায় কত সুখ পাকু ।

চণ্ডীদাস বলে শুন ধনি রাধা ২৫

সকল গুপত মানি ।

কোন কোন ছলা জিসের কারণে

আমি সে সকল জানি ॥

১০। ধেনু নিয়োজিয়া—ধেনু রক্ষায় নিযুক্ত করিয়া।

২৬। গুপত—গুপ্ত রহস্ত।

২৭। জিসের—বাহার।

চণ্ডীদাস হেরি

মোহিত হইল ২০

নটবর বেশ দেখি ।

হেন মনে করি

রূপের মাধুরী

সদাই দেখিয়া থাকি ॥

১। সই, আসিয়া দেখহ ।

৭। ঠারি—সঙ্গত করিয়া।

১৩। মেন—“মেনে”—পাদ পুরণে, কোন অর্থ নাই।

২৭

বড়াপি

২৮

গড়া

সই হেরনা দেখহসিয়া ।

আমার নাগর রসের সাগর

করেতে মুরলী লয় ॥

ঐ যায় কানু রাম বাম পাশে

সুবলের কর ধরি ।

৫

রাই সুনাগরী মরম সখীরে

দেখান অঙ্গুলি ঠারি ॥

বিনোদ চুড়াটি ঝলমল করে

বেড়িয়া কুসুমদাম ।

তার মাঝে মাঝে মুকুতা ছ' সারি ১০

সাজে অতি অমুগাম ॥

ময়ুর শিখণ্ড বিনি বায়ে হেঁদে

হেলন দোলন করে ।

তা দেখে মো মেন নয়ন চকোর

পিঠে চাহে সুধাকরে ॥

১১

কিবা ভুরু দুই নয়ান নাচনি

কটাক্ষ ভঙ্গিমে চায় ।

চপল পরাণে স্থির নাহি মানে

সদা মন আঁছে তায় ॥

সই কি আর বলিব মায় ।

তিলে দয়া নাহি

তাহার শরীরে

এ কথা কতিব কায় ॥

মায়ের পরাণ

এমনি ধবণ

তার দয়া নাহি চিতে ।

৫

এমন নবীন—

কুসুম বরণ

বনে নহে পাঠাইতে ॥

কেমনে ধাইব

ধেনু ফিরাইব

এ হেন নবীন তনু ।

অতি খরতর

বিষম উত্তাপ ১০

প্রখর গগন ভাঙ্গ ॥

বিপিনে বেকত

ফণী শত শত

কুশের অঙ্কশ তায় ।

সে রাঙ্গা চরণে

ছেদিয়া ভেদিব

মোর মনে হেন ভায় ॥

১৫

আর এক আছে

কংসের আরক্তি

জানি বা ধরিয়ে লয় ।

সঘনে সঘনে

লয় মোর মন

সদাই উঠিছে তায় ॥

চণ্ডীদাসে কয় না ভাবিহ ভয় ২০

সে হরি জগত পরি।

তারে কোন জন করিব তাড়ন

নাহি হেন দেখি কতি ॥

১৬। আরতি এই কথা নানা অর্থে ব্যবহৃত হই-
য়াছে। এখানে বোধ হয় চেষ্টা অর্থাৎ শক্রতার চেষ্টা।

পাছে কত চোর তার নাহি ওর
জানি সিঁধ দিয়া কাটে ॥

৩। রোই—কাঁদি।

৮। থাপিয়া—ছাপিয়া, রাখিয়া।

১০। ডাকা চুরি দিয়া—চুরি ডাকাতি করিয়া।

সখীর উক্তি।

১০০

অগ্ৰী।

২০

অগ্ৰী

শুন গো স্বজন সই।

কেমনে রহিব কান্ধ না দেখিয়া

নিশি দিশি হেদে রোই।

হের দেখ রূপ নয়ান ভরিয়া

করেতে মোহন বাঁশী। ৫

হাসিতে ঝরিছে মতিম মাণিক

সুখা ঝরে কত রাশি ॥

হেন মনে করি অঁচল থাপিয়া

অঁচলে ভরিয়া রাখি।

পাছে কোন জনে ডাকা-চুরি দিয়া ১০

পাছে লয়ে যায় সখি ॥

এরূপ লাভণ্য কোথায় রাখিতে

মোর পরতীত নাই।

হৃদয় বিদারি পরাণ যথায়

সেখানে করেছি ঠাই ॥ ১৫

সবার গোচর নাহি করে কত

রাখিব যতন করি।

পাছে দিয়া সিঁধ যবে যাই নিঁদ

কেহ বা করয়ে চুরি ॥

চণ্ডীদাস বলে হেনক সম্পদ ২০

গোপনে রাখিবা বটে।

শুন শুন শুন আমার বচন

কহিছে মরম সখী।

আঁখি আড় কভু না হও তাহার

শুনহ কমলমুখি ॥

রাই বলে বড় আছে ওই ভয় ৫

পরাণ না হয় স্থির।

মনের বেদনা বুঝে কোন জন

এ বুক মেলয়ে চির ॥

যতন্তর নই গুরু পরিজনা

তাহারে আছয়ে ডর। ১০

যেন বেড়াঙ্গালে সফরি সলিলে

তেমতি আমার ঘর ॥

নহে বা শ্যামের অতি কুতূহলে

হেরি ও বদন সদা।

সবার মাঝারে কুলকলঙ্কিনী ১৫

সব জন বলে রাধা ॥

সে সব কলঙ্ক পরিবাদ যত

সৌরভ করিয়া নিম্ন।

এত দিন যত পাড়ার পরশী

তাতে তিলাঞ্জলি দিত্ত ॥ ২০

চণ্ডীদাস কহে, সে শ্যাম তোমার

তুমি সে তাহার প্রিয়া।

মিছাই বচন লোকের সূচনা

আমি ভাল জানি ইহা ॥

৮। এ বুক চিরিয়া দেখাইলে মিলিবে অর্থাৎ দেখিতে
পাইবে।

১৩। সূচনা--শোচনা।

১০১

শ্রীরাগ।

ঘন শ্যাম শরীর কেলি রস

যমুনাক তীর বিহার বনি।

শ্রীদাম সুদাম ভায়া বলরাম

সঙ্গে বসুদান সঙ্গে কিঙ্কণী ॥

১। ঘন চন্দন ভাল কানে ফুল ভাল ৫

অঙ্গে গিরি লাল বিয়ে চলনি।

লুফিছে পাচনি বাজিছে কিঙ্কণী

পদ নুপুর ঝুমু ঝুমু শুনি ॥

কত যন্ত্র সূতান কলা রস গান

বাজায়ত মান করি সুমেনে। ১০

যব বেণু পুরে মৃগ পাখী ঝুরে

পুলকে তরু পল্লব পুষ্প ফলে ॥

কেহ রূপ চাহে কেহ গুণ গায়ে

কেহ প্রেমক আনন্দে বোল কহে।

চণ্ডীদাস মনে অভিলাষ ১৫

সরূপ অন্তরে জাগি রহে ॥

১৩। চাহে--দেখে

২। দান।

১০২

বড়ারি।

বিদগধ প্রেম রূপ নিরখিতে

প্রেম রসমই রাই।

কামুর মরমে রাধার নয়নে

সঁপিয়া পশিলা দুই ॥

ইঙ্গিত কটাক্ষে তরল চাহনি ৫

দৌহে দৌহা দৌহে রীত।

সঙ্কেত বেকত আন নাহি জানে

গোঠেতে চলিলা চিত ॥

সঙ্কেত ইঙ্গিতে কহিয়া চলিল

রসিক নাগর কান। ১০

মথুরার পথে বিকি অন্তসারে

সাধিতে চলিলা দান ॥

দৌহে ঠারা ঠারি আঁখি ফিরি ফিরি

গোঠেতে গমন কেলি।

হই হই বলি চলে বনমালী ১৫

ধেহু লয়ে গেলা চলি ॥

সব ব্রজবালা করি নানা খেলা

গোঠ মাঝে চলি যায়।

কামু আন ছলে মথুরার পথে

দ্বিজ চণ্ডীদাস গায় ॥ ২০

১—৩। শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিতে দেখিতে রাধিকার

দুইটি চক্ষু শ্রীকৃষ্ণের চক্ষুতে পতিত হইয়া তাঁহার মর্মে
প্রবেশ করিল।

১১—১২। শ্রীরাধিকা দধি দ্বন্দ্ব বিক্রয় করিতে

যাইবেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই পথে দান সাধিতে চলিলেন।

১০৩

সিদ্ধুড়া।

শ্রীদাম সুদাম আর বলরাম

সুবল চলিয়া গেল।

ইঙ্গিত জানিয়া সুবল বুঝিল ১০

পাতিতে দানের ছল ॥

কুমুদ কাননে চলিলা সঘনে

ধেহুগণ নিয়োজিয়া।

মথুরার পথে চলে যত্ননাথে
বাজপথ খানি বেয়া ॥
ছসারি কদম্ব তরুণর মাঝে
বসিলা রসিক রায় । ১০
মধুর মুরলী পুরিলা তখনি
আন ছলে কিছু গায় ॥
নটবর বেশ নাগরশেখর
দান ছলে আছে বসি ।
ক্ষণেক ক্ষণেক রহি পথ চেয়ে ১৫
পূরত মোহন বাঁশী ॥
চণ্ডীদাসে কহে ত্বরিত গমন
কর রসময়ী রাধে ।
তোমার কারণে বসি বিনোদিয়া
গোঠে রস করি বাধে ॥ ২০

৫। কুমুদ কানন—বৃন্দাবনের কোন বনের নাম ।

৯। বেয়া—বাহিত করিয়া । :

১০৪

জয়ন্তী ।

রাই সুনাগরী প্রেমের আগরি
সঙ্কেত পড়ল মনে ।
বড়াইয়ে ডাকি কহে চন্দ্রমুখী
যাইব মথুরা পানে ॥
আনি গোপীগণ যুথের মিলন ৫
চল চল যাব বিকে ।
দধির পশরা সাজাহ তোমরা
বিলম্ব না কর মোকে ॥
সব গোপীগণ চলিলা ভবন,
সাজায়ে পশরা লই । ১০
যত ছেনা ছধ ঘোল বিবিধ
ভাণ্ডে সাজাইছে দই ॥

সোণার গাগরি সাজায়ে ছসারি
ওড়নি বিচিত্র নেত ।
করে অতি শোভা যেন শশী আভা ১৫
বরণ কালিয়া সেত ॥
নানা আভরণ পরে গোপীগণ
পশরা লইয়া মাথে ।
চণ্ডীদাস বলে সব গোপী মিলে
সব গোপী মিলে রাধে ॥ ২০

৫। সুখের মিলন—সকলে মিলিয়া একটা দল
হইল ।

১৩। নেত—বস্ত্র ।

১৬। গোপীগণের রূপের তুলনায় চন্দ্র মলিন বোধ
হইল ।

১০৫

আশোষারি

রাধার বেশে শোভা বনাইছে
চিকুর আঁচরি চুল ।
তাহে সুগন্ধিত অগুরু চন্দন
বেড়িয়ে মল্লিকা ফুল ॥
বেগীর সুছাঁদ দঢ় করি বাঁধে
কি কব তাহার কথা ।
অতি শোভা দেখি কাল-জাদ সাখী
দেখিতে হিয়াতে ব্যথা ॥
চাঁদ বল মল শ্রীমুখমণ্ডল
ভালে সে সিন্দূর কোঁটা । ১০
তার মাঝে মাঝে চন্দনের বিন্দু
আঙ্গুলি বিধুর ঘটা ॥
নয়নে অঞ্জন শোভে বিলক্ষণ
অধর রাতুল দেখি ।

গলে গজমতি লম্বি আছে তখি ১৫
কাঁচুলি তাহাতে সাথী ॥
নিতম্বমণ্ডল ঘাঘর কিকিনী
চলিতে বাজয়ে ভাল ।
নানা আভরণ বিবিধ ভূষণ
মোহিত সকলি ভেল ॥ ২০
সোণার বরণ তাহে আরোপিত
পীতের বসন ভালি ।
সোণার নূপুর চলিতে মধুর
বাজয়ে পঞ্চম তালি ॥
রাধা মাঝে করি চলে ব্রজনারী
পশরা লইয়া মাথে ।
চণ্ডীদাস বলে রাই বিনোদিনী
চলিলা মথুরা পথে ॥

৭-৮। কালজাদ—কৃষ্ণবর্ণের স্পষ্ট বস্ত্র। সাক্ষাতে
কালজাদধানি দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মনে হওয়ায় অদর্শনে
ব্যথা পাইলেন।

১২। প্রতি অঙ্গুলিতে চন্দ্র বিরাজ করিতেছে।

১০৬

বড়ারি।

রাই বলে শুন হেদেগো বেদনি
ঘাটের জানহ পথ ।
বড়াইরে রাধা কহে এক কথা
“বড় দেখি অমুরথ ॥
আর কত দূর আছে মধুপুর ৫
কহনা বেদনী বুড়ি ।
সহজে আগল পথ নাহি চলে
চলিয়া যাইতে নারি ॥
কানু পরসঙ্গ অলপ ইঙ্গিতে
সুধাই যতন করি । ১০

কহিতে কহিতে হইল মোহিত
কহ কহ আগো বুড়ি ॥
কহিছে বড়াই আপনি ডরাই
মাঝেতে যমুনা এ ।
ও পার হইলে যা চাহ তা পাবে ১৫
এ পারে নাহিক সে ॥
হাসি কহে রাধা বলে আধা আধা
ও পারে কে আছে বল ।
বড়াই বলিছে কহিলে কি হয়
আগেতে দেখাই চল ॥ ২০
হরষ বদনী রাই বিনোদিনী
পুনঃ সে সুধায় তায় ।
সে জন কেমন কিবা তার নাম
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায় ॥

৪। অমুরথ—সঙ্কট।

৭। আগল—বোধ হয় দুর্বল।

৯। পরসঙ্গ—প্রসঙ্গ।

১০৭

বড়ারি

শুন গো বড়াই হেথা ।
কহ কহ শুন সে জন কেমন
তার পরসঙ্গ কথা ॥
কোন নাম তার সে কোন দেবতা
সে কেনে ঘাটেতে বসি । ৫
বড়াই কহিছে এখনি জানিবে
সঙ্গে আছে তার বাঁশী ॥
বাঁশীর নিশান জানিয়া তখন
হাসি বিনোদিনী রাধা ।
“তাসনে কিসের পরিচয় মোর ১০
কি আর করহ বাধা” ॥

“সে জন চাতুরী তাহার মাধুরী
তার নাম কাশা কানু ॥
বা চাহে তা দেই ইথে আন নাই
অতি সে রসের তনু ॥” ১৫

রাধা বলে শুন “বড়াই বেদনৌ
চলিছে না চলে পা ।”
বড়াই বলিছে রাই পানে চেয়ে
“তোমার রসের গা ॥
বুড়ীরে কি বল যে বল সে বল ২০
বুড়ীর নাহিক লাজ ।

যুবতী জনারে পরশিতে তনু
চলি দানের মাঝ ॥”
চণ্ডীদাস বলে গিয়া দান ছলে
ভেটই নাগর রায় । ২৫

শ্যাম সুনাগর রসের সাগর
কদম্ব তরুর ছায় ॥ :

৮। বাণীর নিশান—বাণীর কথা বলাতেই বাদিকা
নাহিলেন যে বড়াই শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিতেছে ।

১০৮
সিদ্ধুড়া ।

প্রেমে চল চল নয়ন কমল
প্রেমময়ী ধনৌ রাই ।
শ্যামচাঁদ মালা জপিতে জপিতে
আনন্দে চলিয়া যাই ॥
রাই বলে শুন “রসিয়া বড়াই ৫
কত দূর মধুপুর ।
নয়ান ভরিয়া তাকে দেখি গিয়া
তবে মনোরথ পূর ॥”
হাসিয়া বড়াই কহিছে দড়াই
“ও পারে দানের কাজ । ১০

তোমার কারণে বসি আন ছলে
আছয়ে রসিকরাজ ॥”
ক্ষণে বলে রাধা ক্ষণে করে বাধা
“তা সনে কিসের কাজ ।
কেবা জানে তারে দানী বসিয়াছে ১৫
এই রাজপথ মাঝ ॥
আমরা কংসের যোগানী হইয়ে
তারে বা কিসের ডর ।”
চণ্ডীদাস বলে গিয়ে মিল রাধে
সে হরি রসিকবর ॥ ২০

৯। দড়াই—দৃঢ়ভাবে ।
১১। করে বাধা—বিরুদ্ধ কথা কয় ।
১৭। যোগানী—যে প্রতিদিন জিনিষ যোগায় ।

১০৯
তুড়ি

শ্যাম পরসঙ্গ বড়াই সহিতে
কহিয়ে চলিয়া যায় ।
সব গোপীগণ হাসিতে হাসিতে
গমন করিছে তায় ॥
কোন সখি বলে নিকটে মথুরা ৫
নিকটে চাহিয়ে দেখ ।
মেঘের বরণ দেখিয়া সঘন
ক্ষণেক এ পারে থাক ॥
বড় অদভুত দেখি যে বেকত .
মেঘ নামে আচম্বিতে । ১০
কি হেতু ইহার বুঝিতে না পারি
ভাবনা হইল চিতে ॥
তাহাতে বড়াই কহিছে ওথায়
ও নহে দেবের মেহা ।

১১২

কানড়া

“শুন রসমই রাখা ।

চল সব গোপী বিলম্ব না কর

কেন বা করিছ বাধা ॥

দেখ আগে হৈয়া পশরা লইয়া

দানী আগে কিবা চায় । ৫

তবে সে সকল জানিব কহিতে

হেন আছে অভিপ্রায় ॥”

বড়াই বচনে যত গোপীগণে

চলিলা কদম্ব তলে ।

“রহ রহ বলি শুন গোয়ালিনী” ১০

দানী সে ডাকিয়া বলে ॥

“বহুদিন রাধে পলাইছ সাধে

আজু সে পাইয়াছি লাগি ।

যত শ্রুতাপ তাপিত আছেয়ে

উঠিছে দারুণ আগি ॥” ১৫

চণ্ডীদাসে বলে বিপাকে পড়িলে

ঠেকিলে দানীর হাতে ।

একে আছে তাই সঙ্কটে বড়াই

অপযশ তার মাথে ।

১২—১৫। অনেক দিন এই পথ দিয়া গিয়াছ, কিন্তু দান দাও নাই। সেই জন্তে আমার মনে বড় কষ্ট আছে। আজ তাহার শোধ লইব।

১১০

জয়জী

কানু কহে শুন গোপি আমার বচন ।

দান দিয়া মথুরাতে করহ গমন ॥

কড়ি নিব আজি বুঝি কড়া কড়া ।

রাজার হাসিল কড়ি নাহি যায় ছাড়া ॥

বহুদিন গেছ তোরা দানী ভাণ্ডাইয়া ।

আজি সে লইব দান পশরা লুটিয়া ॥

যাবে যদি বিকি কিনি করিতে মথুরা ।

রাজার হাসিল কড়ি দিয়া যাহ তোরা ॥

চণ্ডীদাস কহে শুন রাখা বিনোদিনী ।

কতদিন গেছ পথে তাহা আমি জানি ॥ ১০

৩। আজ কড়ায় গণ্ডায় প্রাপ্য বুঝিয়া লইব ।

৫। ভাণ্ডাইয়া—ঠকাইয়া ।

৮। হাসিল—প্রাপ্য ।

১১৪

ঐহুগ

শুন গোপীগণ

কহিতে লাগিলা তায় ।

“কে জানে কিসের দানের বিচার

মোর মনে নাহি ভায় ॥

এই পথে মোরা করি আনাগোনা ৫

কে জানে দানের কথা ।

আচম্বিতে শূনি দানের বিচার

কেবা কড়ি দিবে হেথা ॥

রাজকর মোরা গোকুলে দিয়াছি

মো সবার পতি জনা । ১০

কখন এ পথে তরুণী যাইতে

কেহ নাহি করে মানা” ॥

তাহে কহে বাণী “শুন বিনোদিনী

কে তোমা রাখিতে পারে ।

আজু সে লইব পশরা লুটিব ১৫

কে কি বা করিতে পারে” ॥

চণ্ডীদাসে কহে শুন ধনী রাধে

স্বার্থে কর কিনি বিকি ।

সরল বচন

অমিয়া রচন

১১৬

বিকি কর স্থায়ুধি ।

২০

রাগ খতি

১৪। রাখিতে—রক্ষা করিতে ।

১২। রচন—ভাষা ।

১১৫

ভুড়ি

রাধা এলে শুন

“বিনোদ বড়াই

বড়ই বিষম শুনি ।

এ পথে জাগাত

ঘাটে ঘাটওয়াল

কখন নাহিক শুনি ॥

যে হয় সে হয়

কাহে নাহি ভয় ৫

কহিব কংসেরে গিয়া ।

ভোমার যোগানী

তার হেন গতি

রাখিবে ধরিয়া লয়া” ॥

বড়াই বলিছে

“শুন বিনোদিয়া

তরুণী আগুলি পথে ।

১০

এ কোন বিচার

নহে ব্যবহার

বড় হব অমুরথে ॥

একে সে অবলা

তাহে সে গোয়াল

ছুইলে কুলের ভয় ।

জাতি কুলশীল

সকলি মজিব ১৫

এ ভোর উচিত নয়” ॥

কান্নু কহে তাই

“শুনহ বড়াই

রাজকর নিব বুঝি ।

যে হয় সে দিয়া

ভূমি যাহ লয়া

যতেক গোয়াল ক’ ॥

২০

চণ্ডীদাসে কয়

শুন রসময়

এবার ছাড়িয়া দেহ ।

পুন বাহড়িয়া

তা পথে আসিলে

বে হয় বুঝিয়া লিহ ॥

২৩। বাহড়িয়া—অগ্রসর হইয়া ।

“ঠেকিনু দানীর হাতে ।

বহুদিন এই

পথে আসি যাই

পশরা লইয়া মাথে ॥

যে বলে জাগাতি

যায় তার জাতি

কুলের বজর পড়ি ।

৫

যত করে নাট

আসি এই ঘাট

এই সে বড়াই বৃড়ি ॥

বুড়ির বচনে

এ পথে আসিয়া

ঠেকিল দানীর ঠাই ।

কেমনে ও পারে

গেলে সে আমরা ১০

আর সে আসিব নাই ॥

কে জানে এমন

হবে পরিণাম

তবে না আসিতাম মোরা ।

হেন বুঝি কাজ

কুল শীল লাজ

এ দানী নিবেক পারা ॥

১৫

ভালে ভালে বড়াই

দূরে আওঝিকি

ও পারে লইয়া যা ।

দানীর বচন

শুনি হিয়া কাঁপে

থর থর করে গা” ॥

চণ্ডীদাস বলে

শুন ধনী রাখে ২০

কেন বা করহ ভয় ।

আদর পিরিতি

কর বিকি কিনি

হেন মোর মনে লয় ॥

৪—৫। জাগাত যাহা বলিষ্ঠেছে তাহাতে জাতি
কুল নষ্ট হইয়া যাইবে ।

১৫। পারা—বোধ হয় ।

১১১

বড়াড়ি

বেরাইতে রাখা নাহি পড়ে বাধা

পশরা লইতে মাথে ।

তবে কি এ পথে পশরা লইয়া

আসিধু বড়াই সাথে ॥

সব গোপীগণ বিরস বদন ৫

কহিছে কানুর কাছে ।

“বিকি গেল বয়ে বেলা সে উচর

অনুরথ হয় পাছে ॥

অবলা দেখিয়া পথের মাঝারে

এত পরমাদ কর । ১০

তোমার চরিত বৃথিতে না পারি

কুবুদ্ধি ছাড়িতে নার” ॥

রাই বলে “তুমি গোকুলে বসতি

ভুনেছি তোমার রীত । :

যমুনার জলে কেহ যেতে নারে ১৫

তাহার হরহ চিত ॥

কদম্ব কাননে বসিয়া থাকহ

পরিয়া কদম্ব ফুল ।

অবলা দেখিয়া বাঁশী বাজাইয়া

সবার হরহ কুল” ॥ ২০

চণ্ডীদাসে বলে শুন বিনোদিনী

কানুর চরিত বাঁকা ।

যমুনা বাইয়া কে ধনী আসিব

তাহার ঘোবনে ডাকা ॥

১—৪। বেরাইতে—বাহির করিয়া আনিতে ।

রাধাকে লইয়া পশরা মাথায় বাহির হইয়া আসিবার

সময়ও কোন বাধাবিধ (হাঁচি টিকটিকি ইত্যাদি)

উপস্থিত হয় নাই; তাহা হইলে কি বড়াইএর সঙ্গে

আসিতাম?

৭। উচর—উচ্চ, অনেক ।

৮। অনুরথ—বিবাদ, বিপদ ।

২৪। ডাকা—ডাকতি ।

১১৮

বড়াড়ি

“শুনহ নাগর কানু ।

কে তোমা এ মাঠে দানী করিয়াছে

ধরিয়া মোহন বেণু ।

হাসি হাসি চাহ কুল নিতে চাহ

আপন বড়াই রাখ । ৫

ভিলেকে ভাজিবে ঠাকুরাণিণী

আপনি দাঁড়য়ে দেখ” ॥

কানু বলে “আগে বাহাই করিবে

তাহা আগে তুমি কর ।

তবে সে তোমারে ছাড়ি দিব আমি ১০

যাহার ভরসা কর ॥

কংশের যোগানী বলিয়া তোমার

বড় অহংকার দেখি ।

কোটি কোটি কংস করিয়াছি ধ্বংস

শুনহ কমলমুখি ॥” ১৫

রাই বলে “ভাল জানিয়ে তোমারে

রাখাল হইরে এত ।

গরু না রাখিতে হাতে বাড়ি করি

তবে সে হইত কত ॥”

কানু বলে “মোর এই ব্যবহার ১০

রাখি যে খেজুর পাল ।

গোপের গোধান ভূষণ সন্দন

তাহার জীবিকা যার ॥”

“পরিয়াছ মালা শুভ্রা আছে গলা

গাঁথিয়া পরন মালা । ২৫

এ বেশে এদেশে রমণী ভুলিব
 যাহাই বরণ কালা ॥
 বনফুলে তুমি চুড়াটি বেঁধেছ
 এই সে নাগরপণা ।
 যত বড় তুমি ঠাকুর বটহ ৩০
 এবে সে গেলই জানা” ॥
 চণ্ডীদাসে বলে শুন গুণনিধি
 অবলা না দিহ ছুখ ।
 মথুরা যাইতে দেহ আন ভিত্তে
 করিতে বিকির সুখ ॥ ৩৫
 ১৮ । বাড়ি—পাঁচনি ।

১১৭

২২

“কালিয়া বরণে না ছুইও রাখার অঙ্গ ।
 কালিয়া হইব সোণার বরণ
 তোমার কালিয়া রঙ্গ ॥
 লাখবান সোণা মোর নিজ দেহ
 কালিয়া হইয়া যাব ৫
 দূরেতে থাকহ কাছে না আসিহ
 শিরে দধি ঢালি দিব ॥”
 “কালিয়া বরণ নাহি কোন জন
 কালিয়া না বল রাখে ।
 কালিয়া সায়রে সিনান করিয়া ১০
 কালিয়া হয়েছি সাধে ॥
 কালিয়া বরণ এ তিন ভুবন
 এ সব কালিয়া ভাবে ।
 কালা জপ মালা কালা করে আলা
 জগত জীবন লবে ॥ ১৫
 কাল হু আঁখির ভাঙ ভঙ্গিনীর
 যোগীর খেয়ান কালা ।

যোগ অশুরাগ রাগীর অন্তরে
 সকলে কালিয়া সারা ॥
 ভব বিরঞ্চির ভঞ্জে নিরন্তর ২০
 কালিয়া বরণ খানি ।
 চণ্ডীদাসে বলে ডাকি কুতূহলে
 পরিহর কালা ধনি ॥
 ৩ । রঙ্গ—বর্ণ ।
 ৪ । লাখবান লক্ষ পোড়ের—লক্ষবার পোড়াইয়া
 যে নিকষ সোণা পাওয়া যায় ।
 ১৫ । লবে—লভে নয়ত ?

১২০

কানড়।

কালিয়া বরণ ধরিলে যতন
 মেলহ নয়ান ছুটি ।
 পুখলি উপরে ধরহ কালিয়া
 তার তেন মুছি ছুটি ॥
 নোটন বন্ধান কুণ্ডল করিয়া ৫
 তাহা বা পরেছ রাখে ।
 কালজাদ কাল তাহা কেনে ধনি
 পরিয়াছ নিজ সাধে ॥
 নয়নে পরিলে কাজল কালি
 মুছিয়া করহ দূর ১০
 হিয়ার কাঁচলি কালিয়া বরণ
 কেমন বা ধরেছ ওর ॥
 ভাঙ ভুজ ছুটি উপরে ধরিলে
 অঙ্গের বসন কাঁচলি ।
 নিরবধি ভর যমুনীর নীর ১৫
 তাহা নিভি আন ভাল ॥
 ভোমার অঙ্গের নীল নব বাস
 তাহা বা পরিলে কেনে ।

এ সব চাতুরী অপার বচন
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥ ২০

১-৪। দেখিতেছি, তুমিত যত্ন করিয়া কাল বর্ণ ধারণ
করিয়াছ, তাহার প্রমাণ তোমার চক্ষুর তারা। কাল
বর্ণকে যদি এতই স্মরণ কর, তবে সে ছটিকে মুছিয়া ফেল।

১২১

২ই

“তুমি সে যেমন জানিয়ে আমার
রাখাল হইয়া বনে।
গোপের গোপন রাখহ বাগাল
বোলহ বালক সনে ॥
একদিন বনে সুরভি হারায়ে ৫
কাঁদিয়া বিকল তুমি।
সে সব পাশরি নাহি পড়ে মনে
সকল জানিয়ে আমি ॥
একদিন মায়ে পায়ে দড়ি দিয়ে
রেখেছিল উদ্ধ্বলে ১০
কাঁদিয়া বিকল বালক সকল
তাঁহা বা পড়য়ে মনে ॥
নবনী কারণে কাঁদিয়া যতনে
রাখল নন্দের রাণী।
দেখিয়া বিকল হইছ পাগল ১৫
তাঁহা সে সকলি জানি ॥
এবে সে জানিব যত বড় দানী
কখন নাহিক ঠেক ॥”

৩। বাগাল—রাখাল।

৪। বোলহ—বেড়াও।

১০। উদ্ধ্বল—উদ্ভল।

চণ্ডীদাসে বলে শুন বিনোদিনী
সুখেতে করহ বিকি ২০
যে হয় উচিত দান সমাধিয়া
চলি যাহ যত সখী ॥

১২২

ঐপটবরী

“শুন ধনী রাখা রূপের গরব
কহনা আমার কাছে।
গুণ নাহি যার কিবা রূপ তার
শুন কহি তোর কাছে ॥
দেখিতে সুন্দর সোণার বরণ ৫
উত্তম সোণের ফুল।
রূপ আছে তাথে গুণ নাহি তার
ফেলায় করিয়া দূর ॥
কেহ নাহি পরে নাহি বাস গন্ধ
তার বা ঐছন রীত ১০
নিগুণে কে করে গুণকে আদর
বুঝ আপন চিত ॥
তাল ফল যেন দেখি যে সুন্দর
খাইতে লাগয়ে তিতা।
কটার বরণ নহে সুশোভন ১৫
কি কহ রূপের কথা”
চণ্ডীদাস বলে শুন বিনোদিনী
দৌহার আরতি রীত।
কে ইহা বুঝিব কাহার শক্তি
দৌহে সে দৌহার চিত ২০

১৫। কটা—গৌর।

১৮। আরতি—প্রেম।

১২০

ঐপটমজরী।

“শুন গোয়ালিনী . উপমা দিয়াছ
কংসের আরতিপূনা।
ছাওয়ালা বেলাতে পুতনা বধিল
তার রীত আছে জানা॥
কি করিতে পারে তোর কংস রাজা ৫
পুতনা বধিল যবে।
তারে কি দেখাসি যোগানী বলিয়া
তাহারে বধিব করে॥”
চণ্ডীদাস বলে দোহার পীরতি
অমিয়া রসের সার। ১০
দুঃস্থ রসসিদ্ধ দানছলা রস
অপার মহিমা সার॥

৭-৮। তুমি কংসের দুঃস্থ যোগাও বলিয়া কি ভয়
দেখাইতেছ ? তোমার কংসকেই কোনদিন বধ করিব।

১২৪

যতিঐ

রাধা বলে “তুমি কত চাহ দান
বলহ কি নিতে চাহ।
যা নিবে তা দিব নাহি ভাঙ্গাইব
সবারে ছাড়িয়া দিহ॥”
কান্দু বলে “ভাল বলিলে আমারে ৫
বুঝহ আমার কাছে।
উচিত হইলে তাহা দিয়া যাবে
আন কথা হয় পাছে॥
অমূল্য রতন নিবত এখন
বেগীর যে হয় দান। ১০
এক লাখ নিব ইহার উচিত
ইহাতে না হয় আন॥

সিঁথার সিন্দুরে দুই লাখ নিব
নাসার বেশেরে রাই।
তিন লাখ নিব মুকুতার দান ১৫
বেশের উপমা নাই॥
হাসির সোসর পাঁচ লাখ পর
নিব সে এখনি গণি।
যাহার হাসির মিশালে পড়য়ে
কত মাণিকের কণি ২০
কহে চণ্ডীদাস শুন রসময়
এত কি দানের লেখা।
এ ঘাটে তরুণী গোপের রমণী
আর কি পাইব দেখা॥

৩। ভাঙ্গাইব—কম দিব।

১৪। রাই—বোধ হয় ‘তাই’ হইবে।

১৭। সোসর—সমান।

:

১২৫।

বড়ারি।

“কাঁচুলির কড়ি দশ লাখ নিব
হারের বিংশতি লক্ষ।
নয়ানের কোণে আছে কত ধন
বন্ধিম যার কটাক্ষ॥
নিতম্ব মণ্ডল সাত লাখ নিব ৫
নুপুর সহস্র পর।
* * * অমূল্য রতন
যাহার নাহিক ওর॥
নীলবাস পর শোভিত সুন্দর
ইহা বা কিসের লেখা। ১০
দশ লাখ নিব কে তোমা রাখিব
পেয়েছি তোমার দেখা॥

কিঙ্কিনী নুপুর কোটি লাখ নিব
 যাহার উপমা নাই ।
 যত হয় লেখা নাহি যায় রাখা ১৫
 লইব তোমার ঠাঁই ॥”
 এত শুনি রাখা কহে আধা আধা
 বসিয়া নাগর পাশে ।
 এত কিবা সহে দানের বিচার
 কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥ ১০

৭। পুঁথির এই অংশ কীটদষ্ট ।
 ১১। রাখিব—রাখিবে ।
 ১৫। যে অঙ্ক পাত করিতে পারা যায় না ।

১২৬

হাসিয়া হাসিয়া বড়াই রসিয়া
 ধরিয়া রাখার করে ।
 হাসনি রসিয়া রাই পানে চেয়ে
 হরষে কহিছে তারে ॥
 “কত স্ত্রধানিধি আমার আঁচলে ৫
 করে সে পরশি লেহ ।
 কিবা চাহ দান রসাল মিশালে
 আসি ভাঙ্গাইয়া লেহ ॥
 এক শত লাখ হাতে গণি পাবে
 বচন আমিয়া কণি । ১০
 আর লক্ষ লক্ষ চাহনি মধুর
 লেহত আসিয়া গণি ॥
 আর কোটি লক্ষ লেহত অধর
 স্তম্ভর কনক ফুলে ।
 যার নাহি তুল তার সমতুল ১৫
 যার নাহি দিতে মূলে ॥

অমূল্য ভাণ্ডার লেহত জাগাত
 বুঝিলে যে ইয় লাভ ।”
 চণ্ডীদাসে বলে যে বল সে হয়
 এ কত বুঝিয়ে ভাব ॥ ২০
 ১। রসিয়া—রসিকা ।
 ৮। ভাঙ্গাইয়া লহ—কোনটায় কত লইবে হিসাব
 করিয়া লও ।
 ১৬। মূলে—মূল্য ।

১২৭

গাডারি

“শুনহে রসিক নাতি ।
 জ্ঞাতি মিলায়ব ধন বিলায়ব
 নেহত আঁচল পাতি ॥”
 হাসিয়া হাসিয়া রসিয়া বড়াই
 কহিছে রাখার ঠাঁই । ৫
 “কি শুন নাতিয়া বচন সচন
 কেমনে শুনহ রাই ॥
 কুলশীল পনা শুনহ নাতিনা
 নিতে চাহে ও না দানী ।
 তার কিবা ভয় কিসের সংশয় ১০
 এই কর বিকি কিনি ॥
 অমূল্য রতন যাহার বচন
 কিবা সে লোকের ভয় ।
 যে চাহে তা দিয়ে এই আন লয়ে
 হেন সে মনেতে ভায় ॥” ১৫
 রাই পানে বলে বুড়ি কোন ছলে
 কাণে কাণে কহে কথা ।
 বারি হাতে করি শ্রাম বরাবরি
 যাইয়ে নাড়য়ে মাথা ॥

“নাতিনী নাতিয়া দুইসে মিলন ২০
করিয়া দিব’ সে ভালি ।

রসের পরশে সুখের লালসে
করহ রসের কেলি ॥”

চণ্ডীদাসে সুখী এ কথা শুনিয়া
শ্রামের বাজারে বিকি । ২৫

হরষ বদনে পশরা মাথায়
হাসি বসে সব সখী ॥

৬। বচন সচন—কথাবার্তা ।

১২৮

হই।

“পশরা নামাও রাখা ।

এ নব বয়সে বিকে পাঠাইতে
ভিলেক নহিল বাধা ॥

তোর নিজ পতি তার হেন রীতি
তোরে পাঠাইল বিকে । ৫

কেমনে ধৈর্য ধরিয়া আছেয়ে
সে হেন পাষণ বৃকে ॥

যাউক তাহার ধনে পড়ু বাজ
এ হেন সম্পদ ছাড়ি ।

তাহার নাহিক মায়া দয়া মোহ ১০
সে অতি কঠিন বড়ি ॥

বৈস বৈস রাধে রসের মোহিনী
বসনে করি যে বায় ।

সোণার বরণ রবির কিরণে
পাছে মিলাইয়া যায় ॥ ১৫

ভয় অতি মনে উঠিছে সঘনে
শুনহ সুন্দরী রাই ।

চাঁদ মুখখানি মলিন হয়েচে”
চণ্ডীদাস গুণ গাই ॥

এই পদ ও পরবর্তী কয়েকটি পদ রাধিকার প্রতি
শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ।

১-৩। তোমার নবীন বয়স ; তোমাকে দধি চুষ
বিক্রয়ে পাঠাইতে কি তোমার স্বামীর কোনরূপ বিধা
বোধ হইল না ?

১২৯

বড়ায়ি ।

“সোণার বরণখানি মলিন হইয়াছ তুমি
হেলিয়া পড়েছ যেন লতা ।

অধর বাঙ্কুলী তোর নয়ান চাতক ওর
মলিন হইল তার পাতা ॥

বরণ বসন তায় ঘামে ভিজ্ঞে এক ঠায় ৫
চরণে চলিতে নার পথে ।

উতাপিত রেণু তায় কত না পুড়িছে পায়
পশরা বাজিলে তায় মাথে ॥

রাখহ পশরাখানি নিকটে বৈঠহ তুমি
শীতল চামর দিয়ে বা । ১০

শিরীষ কুসুম জিনি হুকোমল তনুখানি
মুখে না নিঃস্বরে এক রা ॥”

বসিয়া রসিক রায় বলয়ে বুড়িয়া তায়
হাসি রাখা বলিছে বড়াইয়ে ।

চণ্ডীদাস শুনি দেখি শুনহ কমলমুখি ১৫
বৈস ক্ষেপে কদম্বের ছায়ে ॥

৫। একঠায়—একবারে ।

৭। উতাপিত—উত্তপ্ত । ৭

৮। তাহাতে আবার পশরার ভারে মাথার ব্যথা
হইয়াছে ।

১০। বুড়িয়া—বোধ হয় রাধিকা ।

১০০

কানড়া।

“আজু দান মোর হইল সকল
পাইল তোমার সঙ্গ।
বিহি মিলাইল ভাল ঘটাইল
বিকি কিনি হল রঙ্গ ॥
তোমার কারণে দান সিরঞ্জিল ৫
বসিল কদম্ব তলে।
দিনে কত বেরি বুলি ফেরি ফেরি
থাকিয়ে কতেক ছলে ॥
বাঁশীতে সঙ্কেত সদা নাম নিয়ে
গোষ্ঠেতে গোধন রাখি। ১০
তোমার কারণে এ পথে ও পথে
সদাই ছলেতে থাকি ॥”
আদর পিরিতে রাই মন তুষি
নাগর রসিক রায়।
দধির পশরা লয়ে দধি দুগ্ধ পিয়ল ১৫
চণ্ডীদাসে ভেল তায় ॥

৩। বিহি—বিধি।
৭। বুলি—ভ্রমণ করি।

১০১

কানড়া।

“আইস ধনী রাধা তুমি তনু আধা
অনন্ত ভাবিয়া ভাবে।
ভব বিরিকি তারা নিরন্তর
যে পদপল্লব লবে ॥
শুক সনাতন পরম কারণ ৫
ও পদ আশে।
ব্রজপুরে হেতা হয়ে গুল্ম লতা
ইহাতে করিয়ে বাসে ॥

কেনে তরু লতা হইব দেবতা
কিসের কারণে হেন। ১০
ও পদ-পঙ্কজ রেণুর লাগিয়া
এ হেতু তাহার গুন ॥
ধেয়ানে না পায় যাহার চরণ
সে জনা দানের ছলে।
আজু শুভদিন পেয়ে দরশন ১৫
তোমাতে পেয়েছি কোড়ে ॥
তুমি সে পরম আমার মরম
তোমাতে ভাবিয়ে সদা।
হৃদয় ভিতরে ভাবিয়ে তোমাতে
সদাই আছয়ে বাঁধা ॥ ২০
কত ছলা কলা তোমার কারণে
দানের আরতি তাই।”
চণ্ডীদাস বলে ঐ ছন পিরিতি
খুজিয়া পাইবে নাই ॥

৪। লবে—লইতে ইচ্ছুক।

৭। হেতা—এখানে।

৯ ১২। দেবতার তরুলতা হইয়া এখানে থাকেন,
তাহার কারণ শ্রীরাধার পদরেণু পাইবার আশা।

১০২

হই।

“আন জন যত বলে।
সে সব সৌরভ এ চূয়া চন্দন
করিয়া লইয়াছি হেলে ॥
তুমি মোর ধনি নয়ন অঞ্জল
ছটি সে আঁখির আঁখি।
যবে ভিল আধু তোমাতে না দেখি
মরমে মরিয়া থাকি ॥

শয়নে ভোজনে নয়নে নয়নে
 আঁখির গোচর যবে ।
 তবে কি পরাণে জীবই জীবনে ১০
 পরাণ না রহে তবে ॥
 তেজি আন পথ গোপত আরোপি
 সকল তোমার পায় ।
 নিরন্তর মন সঘন সঘন
 তুয়া পথ পানে চায় ॥ ১৫
 গোলক বিহার পরিহারি রাখা
 গোকুলে গোপের ঘরে ।
 তুয়া আশ বাস, পরশ লাগিয়া
 আইনু তোমার তরে ॥
 তোমা হেন নিধি মোরে দিল বিধি ২০
 শুনহ কিশোরী গৌরী ।”
 চণ্ডীদাসে কয় হেন মনে লয়
 কাহে আড় করি ॥

১৩। লোকের নিন্দা চ্যা চন্দনের জায় সৌরভময়
 বিবেচনা করি ।

১০। তেজি আন পথ—অন্ত সকল ধর্ম পরিত্যাগ
 করিয়া ।

১০০

কানড়া ।

“তুমি সে আঁখির তারা ।
 আঁখির নিমেখে কত শতবার
 নিমেখে হইয়ে হারা ॥
 তোমা হেন ধন অমূল্য রতন
 পাইল কদম্ব তলে ॥ ৫
 বৈস বৈস রাখা কত না বেজেছে
 ও রাজাচরণ তলে ॥
 শিরীষ শরীর ছটায় রবির
 মলিন হয়েছে মুখ ।

আহা মরি মরি বিষম গমনে ১০
 কত না পেয়েছ দুখ ॥”
 আপনা পীতের বসন আঁচলে
 রাই মুখ মুছে শ্যাম ।
 বসন বাতাসে শ্রম দূরে গেল
 মিটিল অঙ্গের ঘাম ॥ ১৫
 নীপ কদম্ব তরুয়ার তলে
 সহচরী গোপীগণে ।
 রস সরসিজ সরস বচনে
 চাহিয়া শ্যামের পানে ॥
 রসিয়া বড়াই কহিছেন ততি ২০
 “শুনহ রমণী যত ।
 প্রেমরসদান কর সমাধান’
 তাহা না বুঝয়ে কত ॥
 ইঞ্জিতে ইঞ্জিতে কহে এক ভিতে
 সেই সে চতুর বুড়ি ॥ ২৫
 উগি দিয়া চাহে আনপথে রহে
 পড়িল হাতের বারি ॥
 কান্ন করে লই ছেনা দুখ দই
 বদনে ঢালিয়া দেয় ।
 কার বা বসন লইল যতন ৩০
 কার অঙ্গে হার লয় ॥
 ঐছন কি রীতি ধরিয়া পিরীতি
 ধরিয়া রাখার করে ।
 গুপ তরুণ কদম্বের তলে
 বৈঠল নাগরবরে ॥ ৩৫
 চণ্ডীদাসে দেখি ‘হুঁহু রূপখানি
 মনেতে লাগিল ভাল ।
 একুল দুকুল যমুনা কিনার
 সকলি করিল আলো ॥
 ১০। বিষম গমনে—উচ্চনীচ স্থানে গমনে ।
 ৩৫। মিটিল—মিলিয়া গেল, শুকাইয়া গেল ।

১৩৪

বড়াড়ি।

বড় অদভুত দেখিল বেকত
নবঘন আসি নামে।

সে জন জলদ পুঞ্জ ঘোর অতি
বসিয়া কুসুম দামে ॥

মেঘের উপরে চাঁদ ফলিয়াছে
হের না আসিয়া দেখ।

এই সব গোপী প্রেমের নবরূপী
কেমনে জলদ রেখ।

মেঘে চাঁদ ফলে নাহি কোন কালে
নাহি তার পাতা ফুল।

চারু শাখা তায় দেখিল তথায়
মেঘের গঞ্জন দূর ॥

শাখায় শাখায় তার সরু ডালে
বিংশতি চাঁদের খেলা।

আর চারু মূলে বিশ শশধর ১৫
চাল্লিশ চাঁদের মেলা ॥

মেঘের উপর নাচিছে ময়ূর
তাহার গজ্জন শূনি।

সহস্র গো ভূষণ মুখেতে
নাচত একহি ফণী ॥ ২০

ফল যুগল তাহে শশধর
বেড়িয়া রহেছে ওই।

এ রস মাধুরী চতুর চাতুরী
বুঝিতে না পারে কই।

কুলিশ যুগল তার পরে ফুল ২৫
তাহে সে চাঁতক আশে।

চাঁতক বাদর মেঘ রসালিয়া
সে জন আছয়ে শেষে ॥

এই ছই আদর পাইয়া বাদর
দেখিয়া গোপের নারী।

চণ্ডীদাস বলে

বেকত বুঝিবে

এই পদে রাধাকৃষ্ণের
যেখানে সাধন-ভব বলিবার ত
চণ্ডীদাস প্রহেলিকার ভাষ
সাধারণে জানিতে পারুক, ই
ইহার অর্থ টানিয়া বাহির
তবে সাধক ভক্তগণের নিকট
চণ্ডীদাসের এরূপ পদ অনেক

১০

১০

“আগো বড়াই কি

দেখি অদভুত, নয়।

কিরূপ করিব

দেখাইয়া দি-

মেঘে উপজত

না জানি কে-

হাসিয়া বড়াই

ও মেঘ ও চাঁ

চাঁদ আর পি

ছই তনু এক

কো কহু আ

ওরা মনমথ।

আজু যুগল-

কালিন্দীকূ-

দেখ রাধা বি

কল্প-তরুর

ছই তনু আ

চণ্ডীদাস দাঁ

২। নয়নে না ধরে—চ

১৪। উজোর—উজল।

৩০

১০৬

দয়াজি।

রাই বলে “শুন বেদনী বড়াই
মোর ঘরে গিয়া বল।
কানুর চরণে শরণ পশিল
মনের মানস ভেল ॥
ব্রহ্মা আদি দেবে যেই পদ সেবে ৫
খেয়ানে নাহিক পায়।
হেনক সম্পদ অলসে পাইল
... ..
কি করিব কুল সব যাও দূর
বাহারে দেখিলে জি। ১০
এ সব ছাড়িয়া কি আর ...
... .. কি ॥
যায় জাতি কুল সেও মোর ভাল
ছাড়ে ছাড়ু গুরু জনা।
ও রাজাচরণে শরণ লইলাম ১৫
কি আর কুলের পণা ॥”
শুন সব সখি তোমরা যাইয়া
কহিও রাখার ঘরে।
শ্রামের বাজারে দিল সে রাখারে
চণ্ডীদাস জানে ভালে ॥ ২০

৪। মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইল।

১০। জি—প্রাণ পাই।

১৬। কুলের পণা—কুলের পৌরব।

১০৭

এ

“যে পদ বোগীরা অপে নিরন্তর
অনন্ত না জানে রীতি।

মুনি অগোচর

যে স্থখ সম্পদ

তাহা না পাইল ইতি ॥

আর কি ইহাকে আছে কত ধন ৫
বিকাল পশরা মোর ॥

ও রাজা চরণে দখি ছুঙ্ক যত
বিকাইল সব মোর ॥

কামনার কল এই নীপ মূলে
সফল হইল বিকি। ১০

আমার করমে এই সে সকলি
তোরা বাহ যত সখী ॥”

গদ গদ বাণী কহে বিনোদিনী
নয়নে গলয়ে ধারা।

✓ কুমকুম চন্দন যে ছিল লেপন ১৫
ভাসিয়া চলিল তারা ॥

মোহে লোহে আঁখি পুলক কদম্ব,
যেমন যমুনা বহে।

তেন আঁখি ভরি লোর বহি চলে
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে ॥ ২০

৪। এখানে তাহা পাইলাম।

৫। ইহা অপেক্ষা কোন্ ধন অধিক মূল্যবান?

১০। তেন—সেই রূপ।

১০৮

ছড়ি

“শুন গো বড়াই মোর।

আজু শুভদিন হইল আমার
বঁধুয়া পাইলু কোঁড় ॥”

বাহার লাগিয়া এত পরমাদ
সে সব সফল মানি।

মনের বাসনা পূরিল আমার
বাটে পান্ন বাহুমণি ॥

আরানে বাইরা এই কহ গিয়ে
রাধারে স্থপিল শ্রামে ।
রাধা বটে রাধা তার রাঙ্গা পায়ে ১০
পশিল মনের সনে ॥

আর কিবা মোর সে ঘর করণে
ধরম সরম কাজ ।
কুল শীল মোর যে হকু সে হকু
পড়িয়া যাউক বাজ ॥ ১৫
বহু পুণ্য দশা পাই কল ভাসা
সফল করিয়া মানি ।”

চণ্ডীদাস হুখী দৌহার পিরিতি
এমন নাহিক শুনি ॥

১০—১১ নিম্নেরই রাধিকা তাহার চরণে আত্মসমর্পণ
করিল ।

১০২

শিদ্ধা ।

হাসিমুখ ধনী রাধা বিনোদিনী
চাহিয়া শ্রামের পানে ॥
পূর্ণ হল কাম যতেক কামনা
যে মুখ আছিল মনে ॥

তাহা বিধি আনি ভালে মিলায়ল ৫
কামনা পূরল আজি ।

প্রেম পরশিয়া লালস পাইয়া
পশরা জানিতে সাজি ॥

বিকি কিনি হল কদম্ব ভলাতে
মনোরথ হল সিধি । ১০

বেলা সে হইল ঘরে সে বাইতে
কহি শুন গুণনিধি ॥

পুনঃ কালি মোরা পশরা লাজায়ে
আসিব মথুরা পথে ।

গৃহ দূর পথ আছে অমুখ ১৫
গুরু জনা বলে তাতে ॥

হরষ বদনে কহ ন শ্রমদনে
যাইতে গোবল পুর ।

চণ্ডীদাস বলে চলহ তুরিতে
পথ আছে বহু দূর ॥ ২০

১০। সিধি—সিদ্ধি ।

১৫। অমুখ—সঙ্কট, বিপদ ।

১৪০

শ্রীকানড়া

কহিছে বড়াই “শুন ধনী রাই

বেলা সে উচর হল ।

তৌলহ পশরা অতি রবি খরা

তুরিত করিয়া চল ॥

গৃহপতি তারা অতি সে মুখরা ৫

গঞ্জিব কতেক গালি ।”

শুনি উঠে তাপ বিষম সম্ভাপ

গমন তুরিতে ভালি ॥

লোক চরচাতে হেন মনে করে

সকল বুড়ির দোষ । ১০

আমি না আইলে কেবা লয়ে যায়

কাহারে করিব রোষ ॥

রাধা বলে ভায় “কিবা আছে ভয়

যে করু সে করু পাছে ।

এ হেন সম্পদ পাইয়া আমরা ১৫

আর কি জগতে আছে ॥

শুনগো বেদনী বড়াই চেতনী

তুমি সে নাটের নাট ।

গোপনী যে রস করিলে বেকত

পাতালে রসের হাট ॥ ২০

এখন কেন বা ভয় পরিসর
তখনি ভরসা বাঁধ।

কান্নুর চরণে ভেজাতে যতনে
যতনে তাহাই ছাঁদ ॥”

চণ্ডীদাস বলে চলহ তুরিতে ২৫
বিলম্ব নাহিক ধনি।

বহুদূর পথ গোকুল নগরী
সাজাহ পশরা খানি ॥

১৫—১৬। আমরা এমন সম্পদ পাইযাছি ; ইহাব
তুল্য জগতে আর কি আছে ?

১৯। গোপনী—গুপ্ত।

২৩। ভেজাতে—মিলাইতে।

২৪। ছাঁদ—কৌশল কর।

কিসে পার হবে কেমনে যাইবে ১৫
ফিরিয়া সবাই চল ॥

সেই সে কদম্ব তলাতে চলহ
যেখানে রসের কান্ন।

সেখানে যাইয়া মিনতি করিয়া
নিবসে রসের তনু ॥” ২০

এ বোল বলিতে কান্ন আচম্বিতে
আসিয়া মিলল ভায়।

আব এক লীলা পুনঃ উপজিল
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায় ॥

ইতি ধান সমাপ্ত।

২০। নিবসে - বাস করে।

৩। নৌকাখণ্ড।

১৪১

শ্রীকানড়া

সব গোপীগণ আহীর রমণী
পশরা তুলিয়া মাথে।

মাঝে স্নানগরী প্রেমের আগরি
আনন্দে চলিল পথে ॥

হাসি রসখানি রাই বিনোদিনী ৫
বড়াই পানেতে চায়।

“আর কত দূর গোকুল নগর”
ক্ষণেক স্তব্ধ ভায় ॥

বড়াই কহিছে “আগে সে যমুনা
ও পারে সবার ঘর। ১০

বড় দেখি রাধা সব দেখি বাধা
যমুনা বাড়ল জল ॥

কেমনে সকলে পার হৈয়া যাব
ইহার উপায় বল।

১৪২

ককশা পায়।

দেখিয়া যমুনা নদীর তরঙ্গ
উঠিছে দারুণ ফেনা।

দেখিয়া নাগরী সকল গোয়ালী
লাগিল বিষয়পনা ॥

কেমনে এ নদী যমুনা পেরাব ৫
মোর মনে হেন লয়।

তরঙ্গ অপার বহিছে দুধার
হুইছে সবার ভয় ॥

কোন গোপীবলে কোন গোয়ালিনী
“এ বড়ি বিষম দেখি। ১০

ইহার উপায় কি বুদ্ধি করিব
বলহ সকল সখি ॥

কোন বা সাহসে যদি জালে নামি
ডুবিয়া মরিব তবে

উপায় হইলে তবে সে যাইবে ১৫

নহে বা কি আর হবে ॥

কিসে পার হব না জানি সঁাতার
কেমনে যাইব পার ।

* * * * *

* * * * *”

২০

বড়াই কহিছে চাহি রাখা পাশে
“শুনগো আমার বাণী ।

কানুর চরণে বিনতি করহ
পার করে গুণমণি ॥”

চণ্ডীদাস দেখি যমুনা তরঙ্গ ২৫
ইহার উপায় কই ।

এই দরিয়াতে আনের শক্তি
নাহিক কাশিয়া বই ॥

৫। পেরাব—পার হইব ।

২৬। কই—কহি, বলিতেছেন ।

১৪০

বড়াই

“হেদেহে নাগর চতুর শেখর
সবারে করিবে পার ।

যাহা চাহ দিব ও পার হইলে
তোমার শুধিব ধার ॥

মনে না ভাবিহ তোমার মজুরী ৫
যে হয় উচিত দিয়ে ।

তবে সে গোপিনী যত গোয়ালিনী
যাবত ও পার হয়ে ॥”

হাসি কহে কানু করে লয়ে বেণু
“শুনহ সুন্দরী রাখা । ১০

তোমা পার করি দিতে সে আমার
• ভিলেক নাহিক বাধা ।

তবে করি পার ও পারে রাখিব,
শুন গোয়ালিনী যত ।

ও পার হইলে কত দান নিব ১৫
লইব সবার মূর্ত ॥”

বুটী কহে তাতে “কিবা নিতে চাহ
কহ না বেকত করি ।

তাহাই করিব যাহা চাহ দিব
শুনহ পরাণ হরি ॥” ১০

চণ্ডীদাস বলে নাগর চতুর
শুন রসময় কান ।

রাধা পার কর বিলম্ব না কর
ইহাতে নাহিক আন ॥

৫। মনে অন্য কিছু ভাবিও না ।

১৪৪

কানড়।

হাসিয়া নাগর চতুর শেখর
যতনে আনল তরি ।

চাপায়ে রাখারে সবারে সুধায়
খেয়া দেয়া আছে ভারি ॥

একে একে করি সব পার করি ৫
আমার এ না’ টি ভাঙ্গা ।

পাছে দরিয়াতে ডুবহ বেকতে
মোটা আছে কার গা ॥

ক্ষীণ যার গায় চড়সিয়া নায়
সবারে করিব পার । ১০

মোর কাছে থোহ বচন শুনহ
• যত আশ্রয় ভার ॥

রাধা বলে ভালু দানের বিচার
বিষম দানীর লেঠা ।

কুজেন সংহতি কুবচন অতি ১৫
 বড়াই কণ্টক কাটা ॥
 বড়াই চরিত অতি বিপরীত
 যা কহে তাঁহুনে দানী ।
 আভরণ মাগে এ বড়ি বিষম
 কি হেতু নাহিক জানি ॥ ২০
 ভয়ে মনোদুঃখ সবাই বিমুখ
 হইল বিষম বড়ি ।
 ইহার উপায় কহ কহ দেখি
 শুনগো বড়াই বুড়ি ॥”
 নৌকার উপরে সব চড়াইয়া ২৫
 চালাতে লাগিল তাই ।
 কেরয়াল বাহি যায় আন পথে
 কহে বিনোদিনী রাই ॥
 ও পথে বাহিছ চলে তরিখানি
 এ দিকে রহয়ে পথ ॥ ৩০
 এত দিনে জানি তোমার চরিত
 বড় কর অমুরথ ॥
 দরিয়া যে দিকে বাহ কেরয়াল
 মাঝারে মকর ভাসে ।
 ফের কেরয়াল শুন নন্দলাল ৩৫
 কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

৪। থেয়া দেয়া বড় শক্ত ।

২৭। কেরয়াল—দাড়, নাবিক ।

১৪৫

করলী

রাধার কাকুতি করিছে আরতি
 “শুনহ নাগর রায় ।
 বৃষ্টি হেন মন লইবে পরাণ
 হেন বৃষ্টি অভিপ্রায় ॥

এবার বাঁচাই জীব বতকাল ৫
 ঘুসিব তোমার গুণে ।
 কিসের কারণ এত অপমান
 করহ আপন মনে ॥”
 কান্নু কহে তাহে “তখন বলেছি
 ভাঙ্গা নৌকাখানি মোর । ১০
 তোমরা গোয়ালী ছেনা ছুঙ্ক খেয়ে
 আছে অঙ্গ ভারি ভোর ॥
 মোর ভাঙ্গা নায়ে এত কিবা সহে
 না’খানি ডুবিতে চায় ।
 মোর কিবা দোষ মোরে কর রোষ ১৫
 সকলি চাপিলে না’য় ॥”
 “মকর কুস্তীর ভাসে শত শত
 তাহার নাহিক লেখা ।
 পরাণ উড়িছে তাহারে দেখিয়া
 - কার মনে আর দেখা ॥” ২০
 কান্নু বলে “শুন বিনোদিনী রাধা
 আমার কি আছে দোষ ।
 ভাঙ্গা নৌকাখানি দরিয়াতে ঘুরে
 আমার কি আছে দোষ ॥”
 চণ্ডীদাস কহে শুন হুনাগর ২৫
 অবলা কি জানে রীত ।
 তোমার চাতুরী কিবা সে বুঝিব
 কে জানে তোমার চিত্ত ॥
 ১। রাধা বিনয় করিয়া বলিতেছেন ।
 ৫। জীব—বাঁচিব ।

১৪৬

বেলা

“টল টল করে অঙ্গ মোর ঘুরে
 চাইতে যমুনা নদী ।
 নানা অঙ্গ আছে তারা জলে ভাসে
 দেখহ পরাণমিথি ॥

হেন মনে করে এবার কি জীব ৫
 কেন বা আইনু বিকে।
 ভাল দূরে যাউ জীবন সংশয়
 কি আর বলিব কাকে ॥
 এমন জানিলে তবে কি বাহির
 আহীর রমণী হয়ে । ১০
 এ কোন বিচার না জানি আচার
 পরাণ লইতে চাহে ॥
 সব গোপীগণ হয়ে একমন
 পড়হ নেয়ার পায় ।
 সরস বচন করহ যতন ১৫
 ও পারে রাখিয়া যায় ॥
 এবার ও পারে লইয়া চলহ
 হেদেহে রসের কানু ।
 তোমার চরণে শরণ লইয়াছি
 দিয়াছি আপন তনু ॥ ২০
 প্রাণের দোসর এ নব কৈশোর
 তোমারে করিল দান ।
 এবার ও পারে লহ সবাকারে
 শুনহ নাগর কান ॥
 হাসি বিনোদিয়া কহে সব আগে ২৫
 “তবে সে করিব পার ।
 এ নব যৌবন কর অরপণ
 তবে লাগাইব ধার ॥”
 চণ্ডীদাস তাহে আকুল পরাণ
 রাখার বিনতি দেখি । ৩০
 অবলা পরাণ দেখি ভয় লাগে
 শুনহ কমল আঁখি ॥

৭। বদল হওয়া দুয়ের কথা, জীবনসঙ্কট হইল।

১১-১৩। ক্রীড়াকে আত্মসমর্পণ তির পার হওয়ার

অন্ত উপায় নাই। ১৪। নেয়ার--নাবিকের।

হাসি কহে তবে সব গোপনারী
 “আর কিবা বিতে আছে ।
 এ নব যৌবন কুল সমাপন
 দিয়াছি তোমার কাছে ॥
 কায়মন চিতে বিধির বিধান ৫
 শরণ লইয়াছি ।
 আর কিবা চাহ আগে তাহা লহ
 আমরা জানিয়াছি ॥
 তুমি তরু লতা মোরা ফল পাতা
 তুলিয়া লইতে কি । ১০
 নহে অতি দূর বড় পরিশ্রম
 তোমারে বলিব কি ॥
 এ তিল তুলসী তোমার চরণে
 সঁপিয়াছি জাতিকুল ।
 তোমা বিনে আর কে আছে আমার ১৫
 তুমি সবাকার মূল ॥
 তুয়া বিনে আন নাহি কোন জন
 আর বা বলিব কেহ ।
 জনমে জনমে জীবনে মরণে
 দিয়াছি আপন দেহ ॥ ২০
 যে কর সে কর আপন বড়াই
 আমরা কুলের নারী ।
 আমরা জানিয়ে তুমি প্রাণপতি
 শুনহ প্রাণের হরি ॥
 ধরে পরিবাদ কলঙ্ক দুসারি ২৫
 তোমার কারণে এত ।
 গুরুর গঞ্জনা লোকের তুলনা
 “এ সব সহি যে যত ॥”
 চণ্ডীদাস বলে, শুনহ চতুর
 রসিক নাগর কান । ৩০

পার কর হরি আগে লেহ তরি
ইহাতে নাহিক আন ॥

৩। কুল সমাপন—কুল সমর্পণ।

২৭। লোকের তুলনা—লোকে অপরের সঙ্গে তুলনা
করিয়া আমাদের নিন্দা করে।

৩১। আগে লেহ তরি—নৌকা আগে ভীরে লইয়া
যাও।

১৪৮

পটমঞ্জরী।

হাসিয়া হাসিয়া নাগর রসিয়া
না'খানি উজান বাহে।

দরিয়া হইতে ওপার করিয়া
নৌকা কূলে গিয়া রহে ॥

জনে জনে সবে আনন্দ হইলা ৫
ওপার হইল রাধা।

জনে জনে ঘরে চলিলা হরিয়ে
আন নাহি কিছু বাধা ॥

এত বলি সবে গেলা নিজ গৃহে
আহীর রমণী যত। ১০

পশরা এলায়ে গৃহ সমপিয়া
গৃহপতি বলে কত ॥

“এতক্ষণ কেনে বলি অবসানে
আইলা গৃহের মাঝ।

ছি ছি মুখে যেন লজ্জা নাহি বাস ১৫
মুণ্ডেতে পড়ুক বাজ ॥

কুল কুলটিনী তোরা কলকিনী
জ্ঞানের রমণী ভাল।

এ ঘরে কিরূপে কেমনে বঞ্চিব
বাহির হইয়া চল ॥” ২০

গৃহপতি কহে সবে কহে তাহে
“যমুনা হু'খার বহি।

তে কারণে মোরা পার হতে নারি
বিলম্ব গমন রহি ॥”

চণ্ডীদাসে বলে এই মিথ্যা নহে ২৫
যমুনা ভরঙ্গ বড়ি।

হয় নয় ডাকি সুখাহ তোমরা
বিদ্যমান আছে বুড়ী ॥

১১। পশরাগুলি নামাইয়া গৃহে ফিরিয়া দিল।
তখন গৃহপতি কত বলিতে লাগিল।

৪। বনভোজন।

১৪৯

কানড়া।

হেথা কামু যত পার করি গোপী
গোঠেতে পড়িল মন।

‘কেমনে তা লবা কিরূপ কহিব
চলিতে বচন কন ॥

চতুর মুরারি মনেতে ভাবিলা ৫
ইহার উপায় এই।

করিল স্বজন কমল লোচন
চোরা বলি ছুটি গাই ॥

সেই গাই সনে চলিলা সঘনে
কানাই চতুরমণি। ১০

গাভীর পুচ্ছেতে বাম কর দিয়া
করিলা একটি ধ্বনি ॥

হৈ হৈ রব শুননি ব্রজ শিশু
তুরিতে আইলা খেয়ে।

কোথা কার ভাবে গিয়েছিলে তুমি ১৫
কহিবে কানাই ভেয়ে ॥

ভাণ্ডীর কাননে দিলা দরশনে
মিলিলা ব্রজের বালা।

কান্দুরে বালক কহিছে সকল

তুমিহ কোথায় ছিল। ২০

চণ্ডীদাস বলে কিবা সে বুঝিব

অপার যাহার লীলা।

কে পারে বুঝিতে কাহার শক্তি

মুরতি রসের কালা ॥

ঐমত্যাগবত ১০ম স্কন্ধ, ১৩শ অধ্যায়ে ব্রহ্মকর্তৃক ধেনু-বৎস ও শিশু হরণ এবং ১০ম স্কন্ধ, ২৩শ অধ্যায়ে বনভোজন বর্ণিত আছে। চণ্ডীদাস এই দুইটি পৃথক্ আখ্যায়িকা একত্র জুড়িয়া দিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি ঠিক মূলের অনুসরণ করেন নাই। প্রথমতঃ ভাগবতে আছে, ঐরুক্ষ নিজে ব্রাহ্মণ-পত্নীগণের নিকটে অন্ন ভিক্ষা করিতে যান নাই, গোপগণকে পাঠাইয়াছিলেন। তাহাদের মুখে রুক্ষ-বলরাম অন্ন প্রার্থনা করিতেছেন ওনিয়া ব্রাহ্মণপত্নীগণ স্বয়ং অন্ন আনিয়া দেন। দ্বিতীয়তঃ ঐরুক্ষ জিজ্ঞাস করি না, এই সংশয় ব্রাহ্মণ হয় নাই। তিনি ভগবানের লীলা দেখিবার জন্য ধেনু, বৎস ও গোপ-বালক হরণ করেন। তৃতীয়তঃ ব্রহ্মা ধেনু হরণ করেন নাই, কেবল বৎস হরণ করিয়াছিলেন। চতুর্থতঃ এ সকল কাজ একদিনেই শেষ হয় নাই। ব্রহ্মা তাঁহার এক ক্রটি কাল অর্থাৎ মানবের এক বৎসর কাল ব্যাপিয়া বৎস ও শিশুগণকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। চণ্ডীদাস ইচ্ছাপূর্বক অন্তরূপ গাহিয়াছেন।

৩-৪। এতক্ষণ অনুপস্থিত ছিলেন, রাখালগণকে কি বলিয়া বুকাইবেন, ইহাই মনে মনে বলিতে বলিতে চলিলেন।

৮। চোরা গাই - যে গাই চুপি চুপি দল হইতে পলাইয়া যায়।

—

১০০

সারঙ্গ।

হুবল বলিছে হাসিয়া হাসিয়া

কান্দুর পানেতে চেয়ে।

“চোরা ধেনু বনে রাখিতে নারিয়া

বুলেছ অনেক ধৈর্যে ॥

আমি সব জানি তোমার চরিত

ইহারা বুঝিবে কে।

অপার মহিমা লহনি গারিমা

কেহ সে জানয়ে কে ॥

গোপত পিরিতি কেহ না জানয়ে

ব্রজ শিশুগণ যত। ১০

এ কথা মরম তোমার গোচর

আনে কি জানিবে এত ॥”

এ কথা কহিয়া ব্রজশিশু লয়া

গোধন রাখয়ে বনে।

কানাই আগেতে বলরাম তায় ১১

কহিতে লাগিলা মনে ॥

“তোমারে খুজিয়া আকুল হইয়া

না পাই তোমার দেখা।

কাঁদিয়া আকুল সব বেয়াকুল

তোমার যতেক সখা ॥” ২০

চণ্ডীদাস কহে বলরাম আগে

ধেনু হারাইয়াছিল।

চোরা ধেনু সনে ফিরি বনে বনে

তৈঁত সে বিলম্ব হল ॥

৪। বুলেছ - ভ্রমণ করিয়াছ।

১২। বেয়াকুল - ব্যাকুল।

১০১

সারঙ্গ।

বলরাম আগে কহিছে কানাই

“বড় দিল মনে ছখ।

চোরা ধেনু হেঁদে বনেতে হইতে

গেছিল মঞ্চর-মুখ ॥

চণ্ডীদাস

ভাঁহা ফিরাইতে তেঁইহে বিলম্ব
শুন বলরাম দাদা।

তোমা ছাড়া হয়ে তবে কিবা থাকি
পরান এখানে বাঁধা ॥”

“ভাল হৈল ভাই আসিয়া মিলিলে”
বলে “কি খেলাবে খেল।

তুরিত করিয়া খেলিয়া ছলিয়া
ঘরে রে যাইব চল ॥

আজি যবে আসি গোঠেতে সাজিয়া
দেখেছি বনেতে ভয়।

কংস-চর আসি সবারে ধরিয়া ১৫
লয়েছে মনেতে লয় ॥

কানাই থাকিতে তার ভয় নহি
শঙ্কট-তারণ তুমি।

কত কত কংস সজিতে পারহ ২০
তাহা সে আমরা জানি ॥

তুমি কোন দেব দেবের দেবতা
আমরা আহীর বালা।

কি জানি তোমার মহিমা অগম্য
অপার যাহার লীলা ॥”

সব শিশু বলে কানাই গোচরে ২৫
“শুনহে কমল আঁখি।

আজু সে ক্ষুধায়ে ক্ষুধিত হইয়া
ভোগ কিছু নাহি দেখি ॥

এই বনে যদি অন্ন আনি দেহ ৩০
সকল বালকে খাই।

এই বড় মনে ক্ষুধার কারণে
শুনহ কানাই ভাই ॥”

বালক বচনে হরষ বদন
গোপাল হইলা বড়ি।

বলরাম পানে কমল নয়ান ৩৫
চাহিলা নয়ন জুড়ি ॥

কাজু কহে শুন “বলরাম দাদা
ক্ষুধায় বালক দুখী।

চল চল যাব যজ্ঞপত্নী স্থানে”
চণ্ডীদাস তাহে সুখী ॥

১৫-১৬। মনে হইল, যেন কংস চর আসিয়া সকলকে

১০ ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

২৮। ভোগ—উপভোগের দ্রব্য, খাবার জিনিস।

১৫২

কানড়।।

কৃষ্ণ বলরাম চলিলা তুরিতে
যথা যজ্ঞপত্নী রহে।

তথা দুই ভাই চলিলা সঘনে
দুয়ারে যাইয়া রহে ॥

দেখিলা ব্রাহ্মণী কৃষ্ণ বলরাম ৫
পুলকে পূরিত অঙ্গ।

গদ গদ ভাবে কহিতে লাগিলা
“কিবা শুভদিন রঙ্গ।

আজু বড় শুভ করম কলিল
ভাগ্যের নাহিক সীমা। ১০

নয়ন তুরিয়া দেখিলাম আঁখে
রামকৃষ্ণ দুই জনা ॥

কহ কহ কেনে এলে দুই জনে
কি হেতু ইহার শুন।”

কহিতে লাগিলা কৃষ্ণ বলরাম ১৫
“ক্ষুধায় আকুল প্রাণী ॥

অন্ন দেহ মোরে ইহার কারণে
আইল তোমার আশে।

ক্ষুধায় আকুল বালক সকল
অন্ন মাগে মোর পাশে ॥ ২০

এ কথা শুনিয়া তখনি ব্রাহ্মণী
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন।

চণ্ডীদাস

সুবর্ণের খালি ভরি করি পুর

চলিলা কতেক বস্ম ।

চণ্ডীদাস দেখি বিশ্বয় মানিল ২৫

বনে কোথা হতে ভাত ।

রাখালমণ্ডলী করি বনমালী

বিছাইল বটপাত ॥

২। " শুভ করম ফলিল—শুভ কর্মের ফল ফলিল ।

১৫০

কানড়া ।

সবে অন্ন খায় মাঝে যজুরায়

দিছেন সবার মুখে ।

খাইয়া খাওয়ায় সুখে সুখে তায়

ভিলেক নাহিক দুখে ॥

কৃষ্ণ বলরাম শ্রীদাম সুদাম ৫

সুবল যতেক সখা ।

বসিয়া বালক রাখালমণ্ডল ।

তার কিছু নাহি লেখা ।

কেহ বলে "ভাই কানাই বলাই

বড়ই দয়াল হয়ে । ১০

কোথা হতে অন্ন আনিল নবান্ন

সকল বালক খায়ে ॥

এ বড়ি মহিমা যার নাহি সীমা

এ মহীমণ্ডল মাঝ ।

বনের মাঝারে এ অন্ন ব্যঞ্জন ১৫

কে বুঝে তোমার কাজ ॥

বুঝিল কানুর চরিত অদ্ভুত

এ মেনে মানুষ নয় ।"

চণ্ডীদাস বলে জানি অনুমানে

গোলোক-ঈশ্বর হয় ॥ ২০

৮। কত রাখাল যে বসিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই ।

১০। হয়ে—হয় ।

১৫৪

বড়ারি ।*

বিশ্বয় ভাবিলা . বালক সকল

কহিতে লাগিলা তায় ।

"এ জন নন্দের ভবনে জন্মিল

ধরিয়া মানুষ-কায় ॥

কেবল ঈশ্বর দেব দামোদর

নহিলে এমন হয় ।

নানা সে আপদ সঙ্কট নিকট

ঘুচায় সবার ভয় ॥

বিষপান বেলা সবাই মরিলা

এই সে যমুনাতটে । ১০

অমৃত দৃষ্টিতে চাহিয়া বাঁচায়ে

সকল বালক উঠে ॥

অঘাসুর আদি যতেক অসুর

সকলি করিল ধ্বংস ।

বুঝিল সাক্ষাতে এমন সম্পদ ১৫

কেবল দেবের অংশ ॥

আজি হৈতে ভাই সকল রাখাল

কানাই-কাঁধেতে না চড় ।

উচ্ছিন্ন ভোজন মুখে মুখে দিতে

এ মেনে সবাই ছাড় ॥" ২০

চণ্ডীদাস বলে শুন সখাগণ

অপার যাহার লীলা ।

রাখালমণ্ডলে রাখালি করিয়া

করে নানা মত খেলা ॥

১১। বাঁচায়ে—বাঁচাইল ।

১৫। এমন সম্পদ—কৃষ্ণরূপ ধন ।

৫। ধেনুবৎস শিশু হরণ।

১৫৬

কানড়া।

বড়ারি।

সকল রাখাল ভোজন করিতে

হল অবসান বেলি।

নিজ গৃহ যেতে ধেনুর সহিতে
দিয়া উঠে জয়তালি ॥

হেন কালে কান্দু মনে পড়ে ধেনু ৫

শাঙলী ধবলী কোথা।

ভোজন বিশেষ করি অভিলাষ
লইয়া চলিল তথা ॥

সেখানে না দেখি শাঙলী ধবলী

কোথা গেল ছুটি গাই। ১০

এখানে আছিল কোথা তারা গেল
শুনহে রাখাল ভাই ॥আয় আয় আয় ডাকে যত্নরায়
অঞ্জলি ভরিয়া ছুটি।

ধেয়ে এস বনে দেহ দরশনে ১৫

স্বরায়ে আগল ছুটি ॥

ডাকিতে ডাকিতে না দেখি সে ভিতে
শাঙলী ধবলী গাই।

কোন পথে গেল কিছু না জানিল

খুঁজিব কোন বা ঠাই ॥ ২০

বিকল হইয়া বনে বনে ধেয়া

না দেখি ধবলী গাই।

এ রসমাধুরী ধেনু বৎস চুরি

দীন চণ্ডীদাস গাই ॥

ইহার বিস্তার ভাগবতে আছে
কহিয়ে একটি বাণী।যে যে অগোচর গোচর না হয়
কি হেতু ইহার শুনি ॥মধুর মধুর এক পথ আছে
গন্ধ আমোদিত তায়।পদ্ম বিকসিত এ মহীমণ্ডল
একহি একাদশ কায় ॥তার রন্ধে চৌদ্দ ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া
উঠিল কোন বা খানে। ১৫পুনঃ এক রন্ধে কোটী কোটী যুগ
গতায়াত নাহি জানে ॥এক রন্ধে * * আর নাহি তার
বেণিত আঁধারে মানি।কোন কোন খানে তার এক ফুটে ১৫
ব্রহ্ম গতায়াত জানি ॥এক রন্ধে পুনঃ শত কোটী যুত
বিংশতি কলার ফুটে।তার তিন কলা * *
সহস্র পূরিত উঠে ॥ ২০তার শত কলা কলার অংশ
কিছু সে জানিয়াছে।চণ্ডীদাস বলে বেহবে হকুম
এক রন্ধু তার আছে ॥

এরূপ পদ অনেক আছে। এগুলির টীকা করিতে

আমার সাহস হয় নাই।

৭। গাভী দুইটিকে কিছু ভোজন করাইবার ইচ্ছা
করিয়া।

১৬। আগল—আইস।

১০৭।

গৌরনারায়ণ।

আর কহি শুন অদভূত কথা

কহিতে নহিলে নয়।

মহা অভূরদ্ধ আট সে প্রবন্ধ

কেহ কেহ জন কয় ॥

একটি কমল তার তিন দল ৫

ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া আছে।

আর এক দল এ মহীমণ্ডল

ব্যাপিত হইয়া আছে ॥

আর এক দল ফণি লোক ভরি

তিন দল তিন লোকে। ১০

এক এক দলে সহস্র বিংশতি

তাথে রেখ এক থাকে ॥

সে রেখ গণিতে কাহার শক্তি

রেখেতে পলক হয়।

একেক রেখেতে লাখেক নিমিষ ১৫

এই বড় অভিষয় ॥

কোটা পলকে সহস্র বিংশতি

ক্ষণেক পলক হয়।

নব কোটা শত পলক বেকত

কলার সহস্র কয় ॥ ২০

লক্ষ কলাপর অংশ যেই হয়

তাহে ভবিষ্যতি কাল।

তিন তিন কলা অংশের একলি

রেখে করে দোলমাল ॥

এক নিমিষ তার এক রেখ ২৫

পলটি অলসে থাকে।

ব্রহ্মার পলক কলা অংশ ভরি

সে কেনে এইরূপে রাখে ॥

কলার গরিমা রেখের মহিমা

ব্রহ্মার এমন দিন। ৩০

চণ্ডীদাস কহে এ রেখ গণিতে!

শক্তি সবার হীন ॥

১০৮

৩।

আর এক শুন পরম নিগুণ

ভিনের উপরে তিন।

সাতের উপরে এক জ্যোতির্ময়

পুরুষ ভূষণ চিহ্ন ॥

এক পদ্ম তার মুদিত বেকত ৫

তা পরে মণ্ডল চারি।

তা পরে বসতি এক সে পুরুষ

নয়নে মুদিত টারি ॥

সেই মৌল কলা তিগুণ করিতে

তাহার কলার কলা। ১০

কলার যে অংশ সেই শত গুণ

তাহাতে নয়ের মেলা ॥

নয় নয় গুণ গুণ মিশাইলে

তাহাতে যে গুণ হয়।

তা পর যে রহে সেই গুণ দর ১৫

জগতে সে গুণ নয় ॥

অষ্ট অষ্ট মোক্ষ রসে রসে রস

ত্রিগুণ গুণের গুণে।

সে গুণ গাইতে বড় অভিলষ

দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥ ২০

১০৯

৩য় পটী।

শাওলী-ধবলী বনে না পাইয়া

আকুল হইলা কান্না ॥

বেণু বাঁশী পুরি সখনে সখনে
তবু না মিলিল ধেমু ॥

আকুল হইল নন্দের নন্দন ৫
ধেমু হারাইয়া বনে ।

আন নাহি চিতে চাহি চারিভিতে
আন সে নাহিক মনে ॥

কি বোল বলিব যশোদা মায়েরে
বনে ধেমু হল হারা । ১০

এ বোল বলিতে ফুকরি ফুকরি
নয়নে গলয়ে ধারা ॥

হায় হায় আজি বনের ভোজনে
বড়ই পাইল তাপ ।

কি বোল বলিব মুখে না নিঃসরে ১৫
ভোজন হইল পাপ ॥

এমন কে জানে নিব গাই বনে
শাঙলী ধবলী গাই ।

আজু আচম্বিতে গেল কোন ভিতে
কিছু না জানিল ভাই ॥ ২০

কেমনে গৃহেতে যাইব সাংকাতে
সেই নন্দ ঘোষ পাশে ।

ধেমু বৎস বনে হরে কোন জনে
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

৩-৪। পুনঃ পুনঃ বেণু ও বংশীর ধ্বনি করিতে
লাগিলেন, তথাপি গাভী আসিল না ।

১৭। নিব পাই বনে—বনের মধ্যে কে গাই লইয়া
যাইবে, অর্থাৎ চুরি করিবে ।

১৬০

কাফি ।

আর বা কেমনে ঘর যাব মেনে
ধেমু হারাইয়া বনে ।

সেই ঘোষ নন্দ বলে কত মন্দ
মোরে পরতীত জানে ॥

ধেমু না পাইলে গৃহে না যাইব ৫
শুনহ রাখাল ভাই ।

নহে এই বনে রহিল যতনে
শুন হলধর ভাই ॥

অতি বড় স্নেহ যশোদা মায়ের-
পরাণ পুতলি গাই । ১০

তাহার কারণে এ পঞ্চ ব্যঞ্জন
রাখি যশোমতী মাই ॥

আগে দুই গাই গেলে সে সুধাই
তবে সে আনের কথা ।

এই পরমাদ উঠিছে বিবাদ ১৫
মরমে হইল ব্যথা ॥

রাখাল যতেক কহিল সকল
শুনহে কানাই ভাই ।

আগে চল গিয়া খুঁজিব যাইয়া
শাঙলী ধবলী গাই ॥ ২০

কাহুর বেদনা দেখি সব জনা
খুঁজিতে লাগিল বনে ।

ধেমু না পাইয়া বিফল হইলা
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

৭। রহিল—রইলাম ।

১১। এই দুইটি গাভীর জন্তে যশোমতী পঞ্চ ব্যঞ্জন
রাখিয়া দেন ।

১৬১

বড়ারি ।

শুনহে বলাই দাদা ।

আজি বন ভোজনে কি হৈল কাননে
সকল হইল বাধা ॥

চণ্ডীদাস

এমন কে জানে না শুনি অবগে
শাঙলী ধবলী হারা । ৫
এ বোল বলিতে হেদে আচম্বিতে
মুগল নয়নে ধারা ॥
কি বলিব কায় যশোমতী মায়
হারাল শাঙলী গাই ।
মোরে কি বলিবে এ মন্দ কহিবে ১০
সেই যশোমতী মাই ॥
বলিছে রাখাল শুনহে গোপাল
আমরা কহিব গিয়া ।
আচম্বিতে গাই হারাল তথাই
রাখি পরবোধ দিয়া ॥ ১৫
যশোদা রাগীরে কহিব তাহারে
কামুর নাহিক দোষ ।
কালি খুঁজি বনে বালক সকলে
কামুরে না কর রোষ ॥
সকল বালক খুঁজি একে একে ২০
আজু না মিলল ভাই ।
কালি আনি দিব শাঙলী ধবলী
চণ্ডীদাস গুণ গাই ॥

৮। কার—কাহাকে ।

১৫। পরবোধ—প্রবোধ ।

১৬২

জি ।

দেখ দরশন করহ ভোজন
শাঙলী ধবলী বলি ।
ছুটি কর তরি এ অন্ন বাঞ্জন
ডাকিছেন বনমালী ॥
কোথা আই তোরা দেখা দেহ মোরে ৫
হৃদয় পরাণ কাঁদে ।

ভোমরা বিহনে জানি এ পরাণে
মোর বুক নাহি বাঁধে ॥
কাঁদে যত্ননাথ বৃকে দিয়া হাত
ফুকরি ফুকরি রোই । ১০
তোমা না দেখিলে এই বনজিতে
শাঙলী ধবলী গাই ॥
এ বোল বলিতে ফুকরি রোইতে
নন্দের নন্দন কান ।

* * *

না যাব গৃহেতে রহি বনজিতে ১৫
ভোমরা চলিয়া যাও ।
ঘরে গিয়া কহ মায়ের সাক্ষাতে
আমার শপথি খাও ॥
ধেমু হারাইয়া না পাইল খুঁজিয়া
কানাই রহিল তথা । ২০
শুনি সখাগণ বিরস বদন
হৃদয়ে পশিল বাথা ॥
কাঁদিয়া আকুল বালক সকল
কামুর বদন চায় ।
দেব অগোচর সে জন মোহিত ২৫
চণ্ডীদাস গুণ গায় ।

৮। আমার হৃদয়ে শান্তি হইতেছে না ।

১০। রোই—কাঁদে ।

২৫। যে জন দেবেরও অগোচর, তিনিও মুগ্ধ হইলেন,
অর্থাৎ কে ধেমু হরণ করিল, বুঝিতে পারিতেছেন না ।

১৬০

প্রবী ।

পুনঃ শিশুগণে করল হরণ
রাখিল গোপন করি ।
ব্রহ্মার মনেতে করি কিছু চিতে
ইহ কি গোলোক-হরি ॥

এই দাঁড়াইয়া ধেমু বহঁস লয়া
বুঝিতে আপন মন ।

তেঁই সে হরিল বালক সকল
বুঝিবে কোন বা জন ॥

হেথা বনমালী খুঁজিয়া বিকলি
না পাই ধেমুর লাগি ।

কমল লোচন না ফুরে বচন
উঠত বিরহ আগি ॥

আসি সেইখানে ভোজনের স্থানে
না দেখি বালকগণে ।

হইয়া বিরস এ কি পরমাদ
এমন হইল কেনে ॥

বদনে না ক্ষুরে একটি বচন
নয়নে গলয়ে বারি ।

কে হেন করিল বিপদ আপদ
বিরহ দেওল চারি ॥

কোথা ব্রজবালা রাখালের মেলা
সে হেন সুন্দর গাই ।

কোথায় রহল কিছু না জানল
দ্বিজ চণ্ডীদাস গাই ॥

৩-৫। ধেমু বৎস লইয়া যিনি দাঁড়াইয়া আছেন,
তিনিই কি গোলোকের ঈশ্বর, ব্রজা ইহা মনে করিলেন ।

৬। আপন মনে বুঝিতে ।

১০। লাগি—দর্শন ।

২১। মেলা—সংহতি, সমূহ ।

১৬৪

হুয়া ।

কোথা আছ ভাই ছিদাম সুদাম
বসুদাম আদি যত ।

দেহ দরশন না রহে জীবন
ফুরি ডাকত কত ॥

কোন বনমাঝে আছ কোন কাজে
উত্তর না দেহ কেনে ।

ভাই ভাই বলি করিয়া বিকলি
বুলত বনহি বনে ॥

কাঁদিয়া আকুল নন্দের নন্দন
বচন না সরে মুখে ।

আজি সে ছুঁর্দিন হইল মিলন
পাইল ভোজন হুখে ॥

প্রাণের দোসর রাখাল সকল
তারা বা চলিল কোথা ।

হৃদয় বিদারি কাটিয়া লইল
মরমে হানিয়া ব্যথা ॥

কামুর রোদন বেদন দেখিয়া
চণ্ডীদাস বলে তাথে ।

এ কথা যে জন করিল তখন
জানিয়াছি অমুরথে ॥

৮। বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ।

১১-১২। আজি বড়ই দুর্দিন আসিয়া উপস্থিত
হইয়াছে ; ভোজন করিতে গিয়া বড় দুঃখ পাইলাম ।

১২-২০। এ কাজ যে জন করিয়াছে, আমি তাহা
অমুরথানে জানিয়াছি ।

১৬৫

হুয়া ।

এস ভাই সখা দেহ মোরে দেখা
পরাণ কেমন করে ।

কোথা আছ ভাই খুঁজিতে না পাই
একি পরমাদ মোরে ॥

আর কার সনে খেলিব যতনে
বনে কিরাইব পাল ।

আর না শুনিব মধুর বচন
বেশ না করিব ভাল ॥

কামুর বিবাদ রোদন বেদন

শুনি পশু পাখিগণে ।

১০

পাষণ গলিত শাখিকুল যত
লম্বিত চরণ পানে ॥

আয় আয় ভাই ডাকয়ে মাথাই
উত্তর না দেহ কেনে ।

দিয়া দরশন রাখহ জীবন ১৫
এত নিদারুণ কেনে ॥

ভাই বলি কেনে দয়া নাহি মনে
সকল পাশরিবে ।

আমার যাভনা দেখিয়ে বেদনা ২০
বড় পরমাদ হবে ॥

কহে চণ্ডীদাস কামুর চরণে
এক নিবেদন করি ।

এ ব্রহ্মগেয়ানে দেখহ ধিয়ানে
কে হেন করিল চুরি ॥

২৩। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা ধ্যান করিয়া দেখ ।

১৬৬

ঐ।

কমলনয়ন ধেয়ান স্মরণ

মুদিয়া নয়ান ছুটি ।

ব্রহ্মজ্ঞানেতে দেখি হৃদয়েতে
ব্রহ্মার হেনক কুটি ॥

আমায় ছলিতে আসি বনভিতে ৫
ঐছন তাহার কাজ ।

মোর ভণ্ডা কিছু জানিতে নারিয়ে
বুঝিব শকতি আজ ॥

আমি কি বটিয়ে জানিতে নারিয়ে ১০
পাইয়ে মরমে ব্যথা ।

তেই দ্বিগু বৎস হরিয়া লইয়া
জানিল এ ভণ্ডা কথা ॥

ভাল ভাল বলি জানিয়ে অন্তরে
নন্দের নন্দন কান ।

হজিল রাখাল যত ধেমুগাল ১৫
ইথে সে নাহিক আন ॥

সেই ব্রহ্মবালা তখনি হজিলা
শাঙলী ধবলী গাই ।

তা দেখি ব্রহ্মার ভাঙ্গিল সংশয়
ভাবিতে লাগিলা তাই ॥ ২০

“ইহ দেব হরি দেবের দেবতা
ইহাতে নাহিক আন ।”

ফাঁফর হইয়া ধেমু বৎস লয়া
আইল কামুর স্থান ॥

করপুট করি, ধরিয়া চরণ ২৫
পড়িল ধরণীতলে ।

কাঁদিতে কাঁদিতে আকুল হইয়া
কাতরে কিছুই বলে ॥

চণ্ডীদাস বলে ব্রহ্মার আরতি
ধরিয়া চরণ দুই । ৩০

বহু স্তব করে কাঁদি উচ্চস্বরে
অবর নয়নে রোই ॥

৪। কুটি—কোটল্যা, চতুরতা ।

২। জানিতে নারিয়ে—জানিতে পারে না ।

২২। আরতি—কাতরতা, মিনতি ।

১৬৭

ঐ।

তুমি দেব হরি দেবের দেবতা
তুমি হিতকরী হও ।

তুমি চন্দ্র দিবা তুমি মহীভেজা
 তুমি ত তারণ হও ॥
 তুমি সে পুরুষ- ভূষণ শকতি ৫
 তুমি সে জগৎ সিদ্ধি ।
 তুমি দয়াবান্ এ নব বৈভব
 অনাথ জনার বন্ধু ॥
 তুমি জল স্থল তুমি দিবাকর
 তুমি সে ঐশ্বর্য লীলা । ১০
 তুমি ওরুলতা তুমি ফল শাখা
 তুমি সে দরিয়া ধারা ॥
 যার অগোচর এ মহী ব্রহ্মাণ্ড
 তোমারে জানিতে পারে ।
 ক্ষেম অপরাধ বিষম বিপাক ১৫
 প্রভু দয়া কর মোরে ॥
 আমার হৃদয়ে তম উপজিল
 পাইনু তাহার চিহ্ন ।
 অপরাধ ক্ষেম প্রভু দয়াবান্
 আমি কি জানিয়ে বর্ণ ॥ ২০
 চণ্ডীদাস কহে এ রীত আকুতি
 কে তুয়া বুঝিতে পারে ।
 চতুর্বেদ যার মহিমা চাতুরী
 কহিয়া কহিতে নারে ॥

৫। পুরুষভূষণ শকতি—অনেকবার পাওয়া যাইবে ।
 ইহার অর্থ বোধ হয় এই :—শক্তিমান্ পুরুষ শ্রেষ্ঠ ।
 ১০-১৪। যে মহী ব্রহ্মাণ্ড বুঝিতে পারে না, সে কি
 তোমায় বুঝিতে পারে ?

১৬৮

বড়ারি ।

বেদ বেদ বর্ণ চাক সে পুরিত
 এক চক্রবর্তী সাই ।

সপ্ত সপ্ত শত সহস্র মেহুল
 মন্ডাহি পল্লব ঘাই ॥
 তাহে শশঙ্কর দীপ্ত নবপর ৫
 দশমী দয়র অংশে ।
 কশ্মিশ মানগ তিপার যাকর
 ওখল ভেল আতংশে ॥
 পট কি টাটক ফণী মণি দশপর
 সে দশ যাকর আগি । ১০
 মেখল খগতি তত্পর যো রীতি
 বেণী বেণীক লাগি ॥
 মমিস আসপাশ তারপর যো রয়া
 সুরস বাঁহাকে লাগে ।
 * * * *
 বারহি অক্ষর চৌদহি যে রহে ১৫
 সোবহি গেলহি ধন্ধ ।
 চণ্ডীদাস কহে যাকর আশপর
 বেড়ল সাতহি ধন্ধ ॥

১৬৯

বড়ারি ।

মোর অপরাধ ক্ষেম যত্ননাথ
 করিহু এমন কাজ ।
 তুমি দয়ানিধি দয়া না করিলে
 পাব অতি বড় লাজ ॥
 না জানিয়া যদি কেহ করে দোষ ৫
 রোষ পরিহর তুমি ।
 অহঙ্কার হেতু না জানি বেকত
 কি আর বলিব আমি ॥
 যে জন এ ভিন ভুবন ঈশ্বর
 এবে সে জানিল দঢ় । ১০

কপট নিকট ছাড়হ সঙ্কট

১. আমারে হইল গাঢ় ॥

ব্রহ্মাণ্ড অগাধ বহুবৈদগধ

যাহার ইহাতে গতি ।

গুণ শত শত অতি অমুমত ১৫

চারি চারি গতি বীতি ॥

প্রণয় দুর্লভ সাত গুণ গুণ

চক্র সাই যার হয় ।

নব নব রেখ রেখের উপমা

তাহার যে রস হয় ॥ ২০

সে রস এ চাক্র প্রকার আরতি

তুমি সে মুরতি কায় ।

তার এক কলা কলার অংশ

ত্রিকুটি কুটির ছায়া ॥

ছায়ার বিম্বক সামগ্রাহিপর ২৫

তাপর জ্যোতিক হেম ।

গুঢ় অতিতর তাহার ঈশ্বর

কে জানে ঐছন প্রেম ॥

প্রবাহ পল্লব যোগী ফণিবর

মুনির মানস সেই । ৩০

এ রস চাতুরী মধুর পঙ্কজ

চণ্ডীদাসে মাগে এই ॥

১১০

বড়ারি ।

প্রভুর আরতি • কি জানি কাকুতি

তুমি সে পরমপতি ।

অপরাধ করি ক্ষেম দেব হরি

তুমি অগতির গতি ॥

দেব ভগবান্ ইথে নাহি আন ৫

• ইবে সে জানিল ইহা ।

১২

বহু স্তুতি করি

ধরিয়া চরণে

ধরণী পড়িয়া দেহা ॥

যাহার মতিমা নাহি পায় সীমা

বেদে অগোচর যেই । ১০

কি বলিতে জানি যার যেন রীতি

বুঝিতে নারিল এই ॥

বহু স্তুতি করে পড়িয়া ভূতলে

চরণকমল ধরি ।

চণ্ডীদাসে বলে এ রসমাধুরী ১৫

কেবা জানিবারে পারি ॥

১১১

নটনাট্যধর ।

মোর অপরাধ ক্ষেম ।

এ দেহ ধরিয়া হেন না করিব

হেনক না হয় যেন ॥

প্রভু ভগবান্ আকার কারণ

করণ প্রবণ ধাতা । ৫

নিশা তর তম চন্দ্র দিবাকর

ব্রহ্মাণ্ডেতে গতায়িতা ॥

তুমি চরাচর তুমি সে সত্যর

ভৈবর আগম সার ।

যার নাহি পায় গমন বিচার ১০

যাহাতে না পায় পার ॥

ক্ষেম ক্ষেমতম অন্ধকার ভূম

অথির নিবিড় গতা ।

তুমি সে পুরুষ ভূষণ শক্তি

• তুমি সে দেবের ধাতা । ১৫

যার লোমকূপে লক্ষ শতকোটি

এ চৌদ্দ ব্রহ্মাণ্ড জ্যোতা ॥

তার এক কুট শত শত অংশ
এক ধূম রেণু বৈসে।

ধূম পলক পালটি কটাক্ষ ২০

নিমিখ গণিয়ে কিসে ॥

নিমিখ গণিতে কাহার শক্তি
এক পল কুটি সাতে।

তাহার অঙ্গুর তাহাতে যে হয়ে
তাহার পালটি যাতে ॥ ২৫

জানু জানু ভানু কিরণ ছটায়
তাহার কিরণ এক।

কোটি পলক দেখি যে অনেক
তাহার অনেক রেখ ॥

এ জন যাহার বৈভব নায়েক ৩০
সে জন ব্রজেতে স্থিতি।

তাহার মহিমা আগম গারিমা
কেবা সে জানিব গতি ॥

চণ্ডীদাস কহে এ মহীমণ্ডলে
জনম লভিয়াছে। ৩৫

গোপ গোপিনী নয়ন অঞ্জন
করিয়া রাখিয়াছে।

১১২

ঐ।

কহেন কারণ নন্দের নন্দন
তুমি কি জানহ মোরে।

কোটি ব্রহ্মা আছে, কিবা তার কাছে
গণনা আছেয়ে তোরে ॥

মুদহ'নয়ান দেখহ গেয়ান ৫
দেখাব কতক ব্রহ্মা।

এক সে পলকে দেখহ টাটকে
জানহ কতক জনা ॥

শতযুথ দেখ সহস্রযুথ দেখ,

দশযুথ আছে কতি। ১০

এ সব দেখল মুদিত নয়ন
কে জানে এছন গতি ॥

মন বিচারিয়া দেখল বেকত
হইল কাঁফর মনে।

চরণে পড়িয়া স্তুতি করে শত ১৫
কে তোমা মহিমা জানে ॥

ক্ষেম অপরাধ কর পরসাদ
শুনহ গোলোক হরি।

আমি না জানিয়ে অপার অগাধ
এ রসমহিমা কেলি ॥ ২০

চণ্ডীদাস কহে দয়ার সাগর
ধরিয়া এ দুই বাহে।

উঠ উঠ বলি কহে বনমালী
পাইয়া কিছুই মোহে ॥

৩-৪। কোটি ব্রহ্মা আছে, তুমি তাহাদের মধ্যে
গণনারই যোগ্য নও।

১৭। পরসাদ - প্রসাদ, অনুগ্রহ।

২২। বাহে—বাহতে।

৬। যশোদার বাৎসল্য

১৭০

সিদ্ধা।

কানু কহে শুন রাখাল যতেক
হইল উছর বেলা।

ছিদাম সুদাম ভাই বলরাম
আর কি করহ খেলা ॥

ধেনু কর জড় আর খেলা ছাড় ৫
কালি সে খেলিহ খেলা।

চণ্ডীদাস

আজু চল ঘরে যাব কুতূহলে
ধেমুগণ কর মেলা ॥

আজুকার গোষ্ঠে হইল সঙ্কটে
বিপাক পড়িয়া গেল । ১০

ধেমুগণ লয়া হৈ হৈ রব দিয়া
আজুকার মত চল ॥

প্রাণে চলি যায় মাঝে যত্নরায়
মুরলী বদনে গায় ।

শিক্ষা বেণু রবে আনন্দে চলয়ে ১৫
গোকুল মুখেতে ধায় ॥

যমুনা পুলিন প্রবেশ হইয়া
নিজ গৃহে চলি যায় ।

ধেমুগণ গৃহে রাখিয়ে গোপনে
যশোমতী মুখ চায় ॥ ২০

কোলেতে লইয়া নন্দের নন্দন
বদন চুম্বল রসে ।

কত শত শত অমিয়া পাইয়া
রসের আনন্দে ভাসে ।

“এতক্ষণ কোথা হিয়া দিয়া ব্যথা ২৫
গেছিলে কোন বা বনে ।

এখানে এ ধর গৃহমাঝে ছিল
পরাণ তোমার মনে ॥

আঁখির তারাটি গেছিল খসিয়া
এবে আঁখি আসি বসি ।” ৩০

চণ্ডীদাস বলে ক্ষেণেক নেহালে
ও মুখ বদন শশী ॥

২। উছর—উচ্চ, অনেক ।

২৭। ধর—শরীর ।

৩০। তারাটি আবার আসিয়া চক্ষুতে বসিল । তুমি
বাড়ী আসিলে, আবার চক্ষুর দৃষ্টি ফিরিয়া পাইলাম ।

১৭৪

পুরবী ।

তুমি মোর প্রাণ পুথলি সমান
যতক্ষণ নাহি দেখি ।

হৃদয় বিদরে . . . তোর অগোচরে
মরমে মরিয়া থাকি ॥

যেন বা কি ধন অমূল্য রতন ৫
পাইয়া আনন্দ বড়ি ।

ভাসি অশ্রুজলে আনন্দহিল্লোলে
গৃহকাজ যত ছাড়ি ॥

শুনহ কানাই আর কেহ নাই
কেবল নয়নভারা । ১০

আঁখির নিমিখে পলকে পলকে
কত বার হই হারা ॥

মেরু মেন যত ধেমু গাই
তোমার বালাই লয়ে ।

কালি হৈতে বাপু ধেমু গোষ্ঠ মাঠ ১৫
না পাঠাব বন দিয়া ॥

কি বলিব, নন্দ তোমার যুক্তি
কানু পাঠাইয়া বনে ।

না জানি কখন কিবা জানি হয়
হেন লয় মোর মনে ॥ ২০

বনে ভয়ঙ্কর বৈসে ভয়ঙ্কর
শার্দূল ভুজঙ্গ রহে ।

জানিবা কখন করয়ে দংশন
এ বড়ি বিষম মোহে ॥

আনের অনেক আছে কত জন ২৫
আমার পরাণ তুমি ।

ভাল মন্দ হৈলে আঁখির পটিকে
তখন মরিব আমি ॥

চণ্ডীদাস বলে অতি বড় স্নেহ
দেখিল যশোদা মায় । ৩০

এ না কড়ু শুনি জগতে না দেখি
জগতে এ যশ গায় ॥

১৩—১৪। যত গাই আছে, সব মরিয়া যাউক, তুমি
ভাল থাক ।

১৭৫

শ্রীমুহা ।

বদন নেহারি চর চর বারি
ও অঙ্গ বাহিয়া পড়ে ।

নিশ্বাস ছতাশ ঘন ঘন দেখি
অতি সে করুণা স্বরে ॥

এ ক্ষীর নবনী ছেনা সর আনি ৫
দেওলি কানাই মুখে ।

যতন করিয়া পিয়াইছে রাণী
দূরে গেল যত ছুখে ॥

“কহ দেখি বাপু আজু কোন্ বনে
চরাইলে সব ধেনু । ১০

আজু কেন বাপু শুনিতে না পাই
তোমার মোহন বেণু ॥

আন দিন শুনি বেণুরব খানি
আজু না শুনিতে পায়ে ।

মনে উঠে কত বিষম সম্ভাপ ১৫
শুনিলে থাকিয়ে জীয়ে ॥

তখন বলেছি যমুনা নিকটে
রাখিও ধেনুর পাল ।

আপনি যাইয়া তোরে দেখি গিয়া
তবে সে জুড়াই ভাল ॥ ২০

—এ ক্ষীর নবনী শাকর সেবনি
রাখিল যতন করি ।

কোন শিশুগণে নিবার কারণে
না আইসে যতন করি ॥

এই বড় দুখ নাহি হয় মুখ ২৫
উঠিল আগুন বড় ।

চণ্ডীদাসে বলে রাণীর করুণা
বড়ই দেখিল দড় ॥

২১। শাকর সেবনি—শর্করাযুক্ত ।

১৭৬

কামোদ ।

বিচিত্র পালকে শয়ন করায়
নন্দরাণী কিছু বলে ।

“আজি কেন ধেনু উছর গমন
আনিলে যতেক পালে ॥”

মায়ে কিছু বলে গমন বিলম্ব ৫
“শুনহ বেদনী মাই ।

‘চোরা ধেনু সনে যাইতে যাইতে
বনে বনে বুলি তাই ॥

বিষম বিপাকে চোরা ধেনু সনে
পাইয়ে যাতনা বড়ি । ১০

একলা কত না ফিরাব বাছুরি
কাননে যাইয়া পড়ি ॥

যদি কিছু বলি ভাই বলরামে
ফিরাইতে ধেনুপাল ।

শীতল ছায়াতে বসিয়া থাকেন ১৫
কোঁপেতে লোচন লাল ॥

আর শিশুগণে আপন কাজেতে
তাদের এমনি রীতি ।

কেবা করে কার নিজ কাজে দড়
সবার সমান মতি ॥ ২০

আর বনে আমি না যাব জননি
এত কি বেদনা সয় ।”

চণ্ডীদাস

শুনি নন্দরাগী করুণ হৃদয়
কাঠের পুথলি রয় ॥

কত না ক্ষুধায় পীড়িত হয়েছ ২৫
বাছনি যাছুয়া মোর।”

চণ্ডীদাস বলে শুনিয়া যশোদা
হুখের নাহিক ওর ॥

৩-৪। আলি কেন ধেনু বাড়ী আনিতে এত বিলম্ব
হইল ?

৫। গমন—আগমন।

১১১

হুহ সিদ্ধুড়া।

“আহা মরি মরি পরাণ পুথলি
বাছনি কালিয়া সোনা।

কত না পেয়েছ ক্ষুধায় পীড়িত
বনে যেতে করি মানা ॥

এ ছুখে না জীব নন্দে কি বলিব ৫
এ শিশু পাঠায়ে বনে।

এ ঘর করণে আনল ভেজাব
কিবা সে করয়ে ধনে ॥

ইহাকে অধিক আর কিবা ধন
যারে না দেখিলে মরি। ১০

কালি আর গোষ্ঠে না পাঠাব মাঠে
কেবা কি করিতে পারি ॥”

মধুর বচনে কহে নন্দরাগী
মরমে পাইয়া ব্যথা।

দ্বিগুণ আগুন জ্বলিছে হিয়ায় ১৫
শুনিয়া পুস্ত্রের কথা ॥

“তোমারে লইয়া আন দেশে যাব
না রব নন্দের ঘরে।

তোমা হেন ধন আর কোথা পাই
বিধাতা দিয়াছে মোরে ॥ ২০

কত কত-বার ছেনা ননী সর
পিয়াই রজনী জাগি।

কটোরা ভরিয়ে রাখিয়ে খাপিয়ে
রাখিয়ে বাহার লাগি ॥

এ জন কেমনে এই ধেনু সনে ২৫
ফিরিবে বনেতে বনে।

অভাগী মায়ের বিষম অন্তর
ক্ষেণে কত উঠে মনে ॥”

মায়ের রোদন বেদন দেখিয়া
কহিছে কানাই তায়। ৩০

পরিবোধ চিতে বেদনী জননি
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায় ॥

৩১। পরিবোধ চিতে--চিতে প্রবোধ দাও।

১১৮

হুহ।

চিবাঁইতে দিল কর্পূর তাম্বুল
স্নেহে সে যশোদা মা।

ধরিয়া চরণ জাতিয়া দিছেন
শীতল পাখার বা ॥

বদন নেহালে যশোদা সুন্দরী ৫
ঘুমল কমল আঁখি।

গৃহকাজে মন করিল গমন
আন আন কাজ দেখি ॥

“শুন নন্দ ঘোষ পাছে কর রোষ
কহিয়ে তোমার কাছে। ১০

শুনিল বনের হুখের বিচার
কহিতে কি আর আঁহি ॥

চোরা ধেনু সনে বহু হুখ মেনে
পাইল যাদব মোর।

শুনিতে শুনিতে পরাণ বিদরে
ছুখের নাহিক ওর ॥

বল দেখি তুমি এমন ধবলী
কেন বা পাঠাও বনে ।

রাজকর লাগি এমন বয়সে
বঙ্কিল ধেমুর সনে ॥”

নন্দ কহে শুন এমন সম্পদ
আর না পাঠাব তারে ।

চণ্ডীদাস বলে ঐছন আরতি
এ লীলা বুঝিতে পারে ॥

৩। জাতিয়া—টপিয়া ।

১৪। যাদব—যাহ। যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে ষড়বংশ-
সম্বৃত বলিয়া জানিতেন না ।

২০। বঙ্কিল—বাঁকা, বক্রগামী, ছুঁট ।

১৭৯

স্বহ ।

এই মত নিতি বনে বিহরয়

অপার যাহার লীলা ।

নিতি নিতি নব এ নব কৈশোর

কে হেন জানিব খেলা ॥

প্রভাতে উঠিয়া গোষ্ঠে আরোহণ ৫

আইলা যতেক শিশু ।

১৫

ভাই ভাই বলি ডাকে কত জনা

ছিদাম আছয়ে পাছু ॥

সুবল যাইয়া কান্না জাগাইয়া

কহিছে মধুর বাণী ।

১০

“গোষ্ঠেতে যাইতে শিশু চারি ভিতে

কিনা যাবে ইহা শুনি ॥

বল দেখি ভাই মোরা শুনি তাই”

ছ’ অঁখি কচালি করে ।

“আজিকার মত কহিয়ে বেকত ১৫

আজি সে রহিব ঘরে ॥”

সুবল জানল কান্নুর চরিত

কহিতে লাগল তায় ।

“আজুকার বড় ভ্রমেতে আগল

কিছু সুখ চায় ॥

২০

চল সব গণে ধেমু বৎসগণে

ক্ষেতে চরাইব ধেমু ॥”

শুনি সব জন সুবল-বচন

“আজু না চলব কান্নু ॥”

আপনার ঘরে সব জন চলি ২৫

ধেমুগণ করে মেলা ।

নিকট আটনে চরে ধেমুগণে

চণ্ডীদাস তথা গেলা ॥

১২। আগল—কাতর । ২৭। আটনে—স্থানে ।

গোষ্ঠলীলা সমাপ্ত ।

রাই রাখাল ।

১৮০

গানকী ।

বঁধু যদি গেল বনে শুন ওগো সখি ।

চুড়া বেঁধে যাব চল যৈখা কমল-অঁখি ॥

বিপিনে ভেটিব যেয়ে শ্রাম জলধরে ।

রাখালের বেশে যাব হরিষ অন্তরে ॥

চুড়াটি বাঁধহ শিরে যত সখীগণ ।

৫

পীতধড়া পর সবে আনন্দিত মন ॥

চণ্ডীদাস বলে শুন রাখা বিনোদিনী ।

নয়নে দেখিব সেই শ্রাম গুণমণি ॥

চণ্ডীদাস

চণ্ডীদাস ভণে

গহন কাননে ১৫

শ্যাম ভেটিবারে যায় ॥

১০। 'নাসিয়ে—হেলিয়ে।

১৮৫

বিভাষ।

যমুনার তীরে সবে যায় নানা রঙ্গে ।
শাঙলী ধবলী বলি আনন্দিত অঙ্গে ॥
আসিয়া নিভৃত কুঞ্জে সবে দাঁড়াইল ।
রাখাল দেখিয়া শ্যাম চমকি উঠিল ॥

রাইরাখাল সমাপ্ত ।

সন্তোগ-স্মৃতি ।

১৮৬

বিভাষ।

শ্যামলা বিমলা মঙ্গলা অবলা
আইল রাইএর পাশে ।
যদি স্বতন্তরে তথাপি রাধারে
পরান অধিক বাসে ॥
দেখি সুবদনী মিলিল অমনি
মিলিল গলায় ধরি ।
কত না যতনে রতন-আসনে
বসায় আদর করি ॥
রাইমুখ দেখি হৈয়া মহাসুখী
ফহয়ে কৌতুককথা । ১০
রজনী-বিলাস শুনিতে উল্লাস
অমিয় অধিক গাথা ॥
হাস পরিহাসে রসের আবেশে
মগনে হইল রাধা ।

“কোন্ গ্রামে বসতি রে কোন্ গ্রামে ঘর । ৫
আমার কুঞ্জেতে কেন হরিষ অন্তর ॥
কাহার নন্দন তোরা সত্য করি বল ।”
মুখে হেসে বাক্য কহে অন্তরে বিভোল ॥
রাধা-অঙ্গের গন্ধে কৃষ্ণের নাসিকা মাতায় ।
আপাদ মস্তক কৃষ্ণ ঘন ঘন চায় ॥ ১০
ললিতা হাসিয়া বলে “শুন শ্যামধন ।
রাধারে না চেন তুমি রসিক কেমন ॥”
চণ্ডীদাস বলে শুন রাধা বিনোদিনী ।
হের গো শ্যামের রূপ জুড়াবে পরাগী ।

চণ্ডীদাসবাণী

নিশির কাহিনী ১৫

শুনিতে লাগয়ে সাধা ॥

৩। স্বতন্তরে—স্বতন্ত্রা অর্থাৎ ললিতাদির তায়
অন্তরঙ্গা নয় ।

১৮৭

ললিত ।

আজুক শয়নে ননদিনী সনে
শুতিয়া আছিহু সই ।
যে ছিল করমে বঁধুর ভরমে
মরম ভোমারে কই ॥
নিদের আলিসে বঁধুর ধাধসে ৫
তাহারে করিহু কোড়ে ।
ননদী উঠিয়ে বলিহে কষিয়ে
‘বঁধুয়া পাইলি কারে ॥
এত টটপনা জানে কোন জনা
বুঝিহু তোহারি রীতি । ১০

চণ্ডীদাস

কুলবতী হয়ে পর পতি লয়ে

এমতি করহ নিতি ॥

যে শুনি অবগে পরের বদনে

নয়নে দেখিছু তাই ।

দাদা ঘরে এলে করিব গোচর ১৫

কণেক বিরাজ রাই ॥

নিষ্ঠুর ব্রুচনে কাঁপিছে পরাগে

মরিয়া রহিছু লাজে ।

ফিরাইয়া অঁখি গরবেতে থাকি

সঘনে আমারে যজ্ঞে ॥ ২০

এক হাতে সখি কচলিয়া অঁখি

নয়ানে দেখি যে আর ।

চণ্ডীদাসে কয় কিবা কুলভয়

কাহুর পীরতি যার ॥

১। শরনে—শয্যায় ।

৩। করমে—মরমে—পাঠান্তর—ভরমে—ভ্রমে ।

৫। ধাধসে—ভ্রমে ।

২০। যজ্ঞে—গর্জন করে ।

১৮৮

ললিত ।

মার একদিন সখি শুতিয়া আছিছু ।

বঁধুয়া ভরমে ননদী কোড়ে নিম্ন ॥

বঁধু নাম শুনি সেই উঠিল কুশিয়া ।

বলে 'তোর বঁধু কোথা গেল পলাইয়া ॥

সতী কুলবতী কুলে জ্বালি দিলি আগি । ৫

আছিল আমার ভালে তোর বধভাগী ॥

শুনিয়া বচন তার অধির পরাগী ।

কাঁপয়ে শরীর দেখি অঁখির তাজনি ॥

এমত যে ডরি সখি পাপিনীর হাতে ।

বনের হরিণী থাকে কিরাতের সাথে ॥ ১০

১৩

দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে পীরতি এমতি ।

যার যত জ্বালা তার ভুই পীরতি ॥

৭। অধির পরাগী—প্রাণ অধির ।

৮। তাজনি—তর্জন ।

৯। কেমনে এড়াব সখি তাপিনীর হাতে—পাঠান্তর ।

১৮৯

বিতান ।

পরাগ-বঁধুকে স্বপনে দেখিছু

বসিয়া শিয়র পাশে ।

নাসার বেশর পরশ করিয়া

ঈষৎ মধুর হাসে ॥

পিঙ্গল বরণ বসনধানিতে ৫

মুখানি আমার মুখে ।

শিখান হইতে মাথাটি বাহুতে

রাখিয়া শুভল কাছে ॥

মুখে মুখ দিয়া সমান হইয়া

বঁধুয়া করিল কোলে । ১০

চরণ উপরৈ চরণ পশারি

পরাগ পাইল বলে ॥

অঙ্গ-পরিমল সুগন্ধ চন্দন

কুঙ্কম কস্তুরী পারা ।

পরশ করিতে রস উপজিল ১৫

জাগিয়ে হইল হারা ॥

কপোত পাখীরে চকিতে বাঁটল

বাজিলে যেমন হয় ।

চণ্ডীদাস কহে এমন হইলে

আর কি পরাগ রয় ২০

৭। শিখান—বালিস ।

১৬। যখন চেতন হইল, তখন আর বঁধুকে পাইলাম

না ।

কাল মন্দিরে আছিল সুন্দরী
কোড়িহি শ্যামর চন্দ ।
তবহু তাহার পশ না ভেল
এ বড়ি মরমে ধন্দ ॥
সজনি পাওল পীরিতি ওর । ৫
শ্যাম সুন্দর পীরিতিশেখর,
কঠিন হৃদয় তোর ॥
কন্তুরী চন্দন অঙ্গের ভূষণ
দেখিতে অধিক জোর ।
বিবিধ কুসুমেরে বাঁধিল কবরী ১০
শিথিল না ভেল তোর ॥
বয়ান কমল বিমল মধুর
না ভেল পুলক সাত ।
পুছইতে ধনি হেরসি ধরণী
হাসি না কহসি বাত ॥ ১৫
কিয়ে রতিপতি বসতি সময়ে
তেজিয়ে দেওলি ভঙ্গ ।
চণ্ডীদাস কহে এ দোষ কাহার
দৈবে না ভেল সঙ্গ ॥

৬। পীরিতি-শেখর—পীরিতি সোমর—পাঠাস্তর ।

২। জোর—উজ্জল ।

১২-১৫। পাঠাস্তর,—

এমন কমল বিমল মধুর
না ভেল পুলক সাজ ।
হেরইতে বলি কবরী হেরলি
বুঝি না করিলি কাজ ॥
১৬। রতিপতি—ঋতুপতি পাঠাস্তর ।

সই কি আর বলিব তোর ।
অনেক পুণ্যফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে ॥
এ ঘোর রজনী মেঘঘটা বঁধু
কেমনে আইল বাটে ; ৫
আঙ্গিনার কোণে বঁধুয়া তিতিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥
নহি স্বতন্তর গুরুজন ডর
বিলম্বে বাহির হৈলু ।
আহা মরি মরি সন্তোষ করিয়া ১০
কত না যাতনা দিলু ॥
বঁধুর পীরিতি আদর দেখিতে
মোর মনে হেন করে ।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে ॥ ১৫
আপনার ছখ সুখ করি মানে
আমার হুখেতে দুখী ।
চণ্ডীদাস কহে কান্থর পীরিতি
শুনিতে জগৎ সুখী ॥

৮। পাঠাস্তর,—

ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ ।

“আমি যাই যাই” বলি বলে তিন বোল ।
কত না চুপন দেই কত দেই কোল ॥
করে কর ধরি পিয়া শপথি দেয় মোরে ।
পুনঃ দরশন লাগি কত চেষ্টা করে ॥

চণ্ডীদাস

পদ আধ যায় পিয়া চাহে উলটিয়া ।

বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া ॥

নিগূঢ় পীরিতি পিয়া করেন বহুক ।

চণ্ডীদাস কহে হিয়ার ভিতরে রহুক ।

৪। কত চেষ্টা করে। পাঠান্তর—কত চাটু বোলে।

১১০

সুহই।

এমন পীরিতি কভু দেখি নাই শুনি ।

পর্যাণে পরাণ বাঁধা আপনি আপনি ॥

দুঁহু কোড়ে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া ।

ভিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥

জল বিনে মীন জন্ম কবহু না জীয়ে ।

মাগুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে ॥

ভানু কমল বলি, সেও হেন নহে ।

হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে ॥

চাতক জলদ কহি, সে নহে তুলনা ।

সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা ॥

কুসুমে মধুপ কহি, সে নহে তুল ।

না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল ॥

কি ছার চকোর চাঁদ দুঁহু সম নহে ।

ত্রিভুবনে হেন নাই চণ্ডীদাস কহে ॥

১১৪

সিদ্ধদা।

এমন পীরিতি কভু দেখি নাই শুনি ।

নিমিষে মানয়ে যুগ, কোড়ে দূর মানি ॥

সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা ।

মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা ॥

একতরু হৈয়া মোরা রজনী গোড়াই ।

সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই ॥

৫

রজনী প্রভাত কহলে কাতর হিয়ায় ।

দেহ ছাড়ি মোর যেন প্রাণ চলি যায় ॥

সে কথা বলিতে সই বিদরে পরাণ ।

চণ্ডীদাস কহে সই সব পরমাণ ॥ ১০

২। কোড়ে দূর মানি—কোলে থাকিলেও তৃপ্তি হয় না, মনে হয় যেন দূরে আছি, আরও নিকট হইলে ভাল হইত।

১০। পরমাণ—প্রমাণ—ঠিক, সত্য।

১১৫

সুহই।

একদিন যাইতে ননদিনী সনে ।

শ্যাম-বঁধুর কথা পড়ি গেল মনে ॥

ভাবে ভরল মন চলিতে না পারি ।

অবশ হইল তনু কাঁপে থরথরি ॥

কি কহিব সখি, সে হইল বিষম দায় ।

ঠেকি বিপাকে আর না দেখি উপায় ॥

ননদী বলয়ে হেঁ লো কিবা তোর হইয়া ।

চণ্ডীদাস বলে উহার কপালে যা ছিল ॥

১১৬

গাঙ্গার।

সাত পাঁচ সখী সঙ্গে বসিয়া ছিলাম রঙ্গে

হেন কালে পাপ ননদিনী ।

দেখিয়া আমাকে তার কাছে ডাকে

“আইস শ্যাম-সোহাগিনী ॥

রাধা তোমারে কহিতে কি । ৫

দুই চারি দিন আমিহ ও কথা ।

কাণেতে শুনিয়াছি ॥

তুমি কোন দিনে যমুনা-সিনানে

গিয়াছিলে নাকি একা ।

৫

চণ্ডীদাস

শ্রীমের সহিতে

কদম্ব-ভলাতে ১০

হয়েছিল নাকি দেখা ॥

সেই দিন হৈতে এই পথে পথে

নিতি করে আনা গোন।

রাধা রাধা বলি বাজায় মুরলী

টেই হ'ল জানা শুনি ১৫

যে দিন দেখিব আপন নয়ানে

তা সনে কহিতে কথা।

কেশ ছিঁড়ি বেশ দূরে তেয়াগিব

ভাজিব বাড়িয়া মাথা ॥

এ কি পরমাদ দেয় পরিবাদ ২০

এ ছার পাড়ার লোকে।

পর চরচায় যে থাকে সদায়

সাপে খাঙ্ তার বুকে ॥

গোকুল নগরে গোপের মাঝারে

এত দিন বসি মোরা। ২৫

কভু নাহি জানি কভু নাহি শুনি

কান্ন কি কালিয়া গোরা ॥

বড়ুয়ার বিয়ারি বড় নাম ধরি

বলই বড়ুয়া বউ।

নিরমল কুলে এ কথা যে বলে ৩০

সে নারী গরল খাউ ॥

চিত থির করি থাকহ সুন্দরি

যেন মন নাহি টলে।

কাহার কথায় কার কিবা হয়

বড়ু চণ্ডীদাস বলে ৩৫

৫-৭। পাঠান্তর,—

রাধা বিনোদিনী তোমায়ে বলিতে কি।

চাই হুই'তিন কথা যে কথা তোমার

বড়ই শুনিয়াছি ॥

২০। পরিবাদ—নিন্দা, কলঙ্ক।

২১। বড় ভাল বধু বলিয়া গর্জ করিয়া থাকি।

১১৭

৩।

আমার পিয়ার কথা কি কহিব সই।

যে হয়, তাহার চিতে স্বতন্তরী নই ॥

তাহার গলার ফুলের মালা

আমার গলায় দিল।

তার মত মোর করি ৫

সে মোর মত হইল ॥

তুমি সে আমার প্রাণের অধিক

টেই সে তোমায়ে কই।

এ যে কাজ কহিতে লাজ

আপন মনেই রই ১০

তাহার প্রেমের বশ হইয়া

যে কহে তাহাই করি।

চণ্ডীদাস কহয়ে ভাষ

বালাই লইয়া মরি ॥

১১৮

সওয়ারি।

নিতিই নূতন পীরিতি দুজন

তিলে তিলে বাড়ি যায়।

ঠাই নাহি পায় তথাপি বাড়ায়

পরিণামে নাহি ক্ষয় ॥

সখি হে অদভুত হুঁহু প্রেম। ৫

এত দিন ঠাই অবধি না পাই

ইথে কি কহিল হেম ॥

উপমার গণ সব কৈল আন

দেখিতে শুনিতে ধন্দ।

এ কি অপরাপ তাহার স্বরূপ ১০

সবারে করিল অন্ধ ॥

চণ্ডীদাস কহে দু'হ সম নহে
এখানে সে বিপরীত ।

এতিন জুবনে হেন কোন জনে
শুনি না দরবে চিত্ত ॥

১৫

১৫। দরবে—দ্রব হয় ।

১২২

আশাধরী ।

চলহ সই জল ভরিতে যাই
যে ঘাটে চন্দন চূয়া ভাসে ।

কলসী ভাঙ্গিয়া খিকি খেলিব
যাবত কৃষ্ণ না আইসে ॥

এসহ সকল সখী বৈসহ আমার কাছে ৫
স্বপন কহি যে তোমার আগে ।

নিশি দু'পহরে স্বপন দেখিহু
বঁধুয়া শিয়রে আগে ॥

শিয়রে বসিয়া ঈষৎ হাসিয়া
গায়েতে বুলায় হাত । ১০

সুতার সকার দ্বার নাহি নড়ে
কোন পথে গেলা প্রাণনাথ ॥

ডাঙ্কী ডাকয়ে কোকিল কুহরে
চকোর ছাড়য়ে নিখাস ।

বাসুলী-চরণ শিরেতে বন্দিয়া ১৫
কহে বড় চণ্ডীদাস ॥

২০০

স্বহই ।

বিরলে বসিয়া আছিল শুতিয়া
শুন গো পরাণ-সখি ।

নিশিতে আসিয়া দিল দরশন
কমল-নয়ন-আঁখি ॥

পেয়ে বহুদিন অমূল্য রতন
ধুইতে নাহিক ঠাই ।

কোনখানে খোব সে হেন সম্পদ
মোর পরভীত নাই ॥

যত ছিল তাপ দূরে গেল পাপ
বিস্মিহ বেদনা যতি । ১০

রাখে পেয়ে ধন আমার তেমন
ইহা না রাখিব কতি ॥

আজি নিশি দিন ভেল শুভক্ষণ
বঁধুয়া মিলল কোলে ।

হাসি বিনোদিনী কহে আখ বাণী ১৫
হাসিয়া হাসিয়া বলে ॥

না পাই কহিতে বিরল হইয়া
মনে মোর যত আছে ।

চণ্ডীদাস কহে আসি প্রিয়া মোরে
সে কথা কহিবে পাছে ॥ ২০

৮। পরভীত—প্রভীত, বিশ্বাস ।

২০। পাছে—পশ্চাতে, পরে ।

২০১

বিভাস ।

প্রথম প্রহর নিশি স্বপন দেখি বসি
সব কথা কহিয়ে তোমারে ।

বসিয়া কদম্বভলে সে কান্দু করেছে কোলে
চুষ দিয়া বদন-উপরে ॥

অঙ্গে দিয়া চন্দন বলে মধুর বচন ৫
আর বায় বাঁশী সুমধুরে ।

চাহিলেন সুরতি নাহি দিল পাপমতি
দেখিল কৃষ্ণ নৌজি প্রহরে ॥

তৃতীয় প্রহর নিশি মুই কৃষ্ণ-কোলে বসি
নেহারিহু সে চাঁক-বদনে ১০

চণ্ডীদাস

ঈষৎ হাসন করি প্রাণ মৌর নিল হরি
বিকাকুল হইল মদনে ॥
চতুর্থ প্রহরে কান করিল অধর পান
মোর ভেল রতি আশোয়াসে ।
দারুণ কোকিল নাচে ভাঙ্গিণ আমার নিদে ১৫
রস গাইল বড় চণ্ডীদাসে ॥

- ৬। বায়—বাজায়।
৮। দোজি—দ্বিতীয়।
১৪। আশোয়াসে—আশা।

২০২

ধানশী।

রজনী-বিলাস কহয়ে রাই।
সব সখীগণ বদন চাই ॥
অঁখি ঢুলু ঢুলু অলসভরে।
ঢুলিয়ে পড়িল সখীর কোড়ে ॥
নয়নের জলে ভাসয়ে বুক।
দেখি সখি কহে কহনা দুখ ॥
কঁপায়ে কঁপায়ে কঁদয়ে রাধা।
কহে চণ্ডীদাস নাগর ধান্দা ॥

২০৩

সিদ্ধদাস।

রাই আজ কেন হেন দেখি।
স্বরূপ করিয়া কহ না আমারে
মনের মরম সখি ॥
অঁখি ঢুলু ঢুলু ঘুমেতে আকুল
জাগিয়াছ বুঝি নিশি।
রসের ভরেতে অঙ্গ নাহি ধরে
বসন পড়িছে খসি ॥

এক কহিতে আর কহিতেছ
বচন হইয়া হারা।
রসিয়ার সনে কিবা রসরঞ্জে ১০
সঙ্গ হয়েছে পারা ॥
ঘন ঘন তুমি মুড়িতেছ অঙ্গ
সঘনে নিশ্বাস ছাড়।
স্বরূপ করিয়া কহ না কুহুসি
কপট কেন বা কর ॥ ১৫
ভালের সিদ্ধুর আধেক আছে
নয়নে আধ কাজল।
চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া এমন করিয়া
কেবা নিল এ সকল ॥
চণ্ডীদাস কয় যেবা সেই হয় ২০
ভালে ভুলাইলে কাজ।
সঙ্গের সজিনী বঞ্চিত নারিবে
কিবা কর আর লাজ ॥

২০৪

ধানশী।

এছন শুনিতে মুগধ রমণী।
সখীগণ ইঙ্গিতে অবনতবয়নী ॥
লাজে বচন নাহি করে পরকাশ।
সখীগণে কহিতে প্রিয়তম ভাষ ॥
কহিতে না কহসি রজনীক কাজ। ৫
আমার শপথি তোরে যদি কর লাজ ॥
পহিল সমাগমে হইল যত লুখ।
পুনহি মিলনে পাণ্ডব কত লুখ ॥
এছন বচন শুনি কহে যুহু তাবি।
চণ্ডীদাস ইহ রস পরকাশি ॥ ১০

- ৯। তাবি—ভাষায়, কথা কহিয়া।
১০। পরকাশি—প্রকাশ করিতেছেন।

কহে সুবদনী শুন গো সজনি

ছুখ কি বলিব আর।

কি করি এখন জুড়াই জীবন

বদন দেখিব তার ॥

তাহার আঁরতি কিবা দিবারাতি

ভুলিতে নাহিক পারি।

মনে হলে মুখ কেটে যায় বুক

গুমরে গুমরে মরি ॥

সহে নাক আর করি অভিসার

আজি হই বলরাম।

যশোদা-মন্দিরে যাইব সত্বরে

ভেটিব নাগর কান ॥

শুনিয়া ললিতা হাসি কহে কথা

বলাই সাজিলে পরে।

চণ্ডীদাস ভণে যশোদা যতনে

সঁপিবে তোমার করে ॥

সন্তোষস্থতি সমাপ্ত।

বাসক-সজ্জা।

রাধিকা আদেশে মনের হরষে

কুহ্মর রচনা করে।

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

আজুকার নিশি নিকুঞ্জে আসি

কদিলি বিবিধ রাস।

রসের সাগরে ডুবাইল মোরে

বিহানে চলিল বাস ॥

শুন হে সুবল সখা।

সে হেন সুন্দরী গুণের আগরি

পুনঃ কি পাইব দেখা ॥

মদনে আঙুলি গলে গলে মিলি

চুম্বন করল যত।

কেশ বেশ যদি বিখার হইল

তাহা বা কহিব কত ॥

অশেষ বিশেষ বচন কহিয়া

আবেশে লইয়া কোড়ে।

অঙ্গের পরশে হিয়া জুড়াইয়

কেমনে পাশরি তারে ॥

চণ্ডীদাস কহে শুন হে নাগর

এ বড় লাগল ধন্দ।

সে রাখা রমণী রসনিরোমণি

তোমাতে করল বন্ধ ॥

৮। মদনে আঙুলি—মদনকে আটকাইয়া রাখিয়া।

মল্লিকা মালতী আর জাতি যুথী

সাজাইছে ধরে ধরে ॥

আজ রচয়ে বাসক শেজ।

মুনিগণচিত হেরি মুরহিত

কন্দর্পের ঘুচে তেজ ॥

ফুলের আচির ফুলের প্রাচীর
ফুলের হইল ঘর ।

ফুলের বালিশ আলিস কারণ ১০
প্রতি ফুলে ফুলশর ॥

শুক পিক ঘারী মদন প্রহরী
ভ্রমর ঝঙ্কারে তায় ।

হয় ঋতু মন্ত সহিত বসন্ত
মলয়-পবন বায় ॥ ১৫

উজরোল রাতি মণিময় বাতি
কপূর ভাঙ্গুল বারি ।

চণ্ডীদাস ভণে রাধি স্থানে স্থানে
শয়ন করল গোরী ॥

১৫। বায়—প্রবাহিত হয় ।

১৬। উজরোল—উজ্জল। বাতি—প্রদীপ ।

১৭। গোরী—রাধিকা ।

বিপ্রলঙ্কা ।

২০৮

গানকী ।

বঁধুর লাগিয়া শেজ বিছাইল
গাঁথিল ফুলের মালা ।

ভাঙ্গুল সাজিল দীপ উজারিল
মন্দির হইল আলা ॥

সই পাছে এ সব হবে আন । ৫

সে হেন নাগর গুণের সাগর
কাছে না মিলল কান ॥

শান্তভী ননদে বঞ্চনা করিয়া
আইল গহনবনে ।

বড় সাধ মনে এ রূপ-মোবনে ১০
মিলিব বঁধু মনে ॥

পথ পানে চাহি কত বা রহিব
কত প্রবোধিব মনে ।

রসশিরোমণি আসিবে এখন
বড় চণ্ডীদাস ভণে ॥ ১৫

৩। উজারিল—উজ্জল করিল ।

৫। আন—বৃথা ।

২০৯

কিশলয় শেজ করি কেন জাগি রাতি ।

মদন ছরজন তাহে সজ হইল ভাতি ॥

চন্দ্রকিরণ তাহে বৈরী মোর ভেল ।

দক্ষিণ-পবন মোয় সমুহ দুঃখ দিল ॥

অবহ এখন বঁধু না আইল ইহা । ৫

কেমনে ধরিব প্রাণ এত দুঃখ সয়া ॥

কালরাতি কাল মোর নংশিল শরীরে ।

কি আর ঔষধ আছে বল না আমারে ॥

ধ্বস্তরি কাছে গিয়া সাধিব সব ভঙ্গ ।

ঘুচাব সকল আলা কাল যে ভুজঙ্গ ॥ ১০

মৃত মণিমন্ডে যেন মৃত হয়ে বায় ।

তাহার অধিক যেন হৈল সব কায় ॥

চণ্ডীদাস বলে এই সময়ের দোষ ।

বিরল না ভাব ভূমি না করিহ রোষ ॥

২১০

কী ।

হারের আগে ফুলের বাগ

কি সুখ লাগিয়া রুইলু ।

মধু খাইতে খাইতে ভ্রমর মাড়ল

বিরহ-আলাতে মৈলু ॥

জাতি কইলু বৃথি কইলু

কইলু গন্ধ মালতী ।

কুলের বাসে নির্দ নাহি আসে

পুরুষ নিষ্ঠুর জাতি ॥

কুসুম তুলিয়া বোঁটা তেরাগিয়া

শেখ বিহাইলু কেনে ।

যদি গুই তাই কাঁটা ভুঁকে গায়

রসিক নাগর বিনে ॥

রতন-মন্দিরে সখীর সহিতে

তা সনে করিলু প্রেম ।

চণ্ডীদাস কহে কামুর পীরতি

যেন দরিত্রের হেম ॥

২। কইলু—রোপণ করিলাম ।

২১

পটমঞ্জরী ।

আর কি মিলব মোরে পিয়া গুণনিধি ।

কি রাতি সুরাতি হবে অমুকুল বিধি ॥

গগনে আছিল চাঁদ সেহ অতি মন্দ ।

হিয়া অর অর হৈল খসিল পাঁজরের বন্ধ ॥

এখনে না আইল পিয়া কে কৈল আটকে ।

নিজ ঘরে রৈল কিবা পড়িয়া বিপাকে ॥

শরীরে না রহে প্রাণ বাহিরায় এখনে ।

পরাণ গেলে কি করিবে পিয়াদরশনে ॥

চণ্ডীদাস কহে প্রাণ বাইবেক কেনে ।

চিত স্থির করি রহ মিলিবে এখনে ॥

২২

কামোদ ।

নাহ নিষ্ঠুরচিত ভেল কাহার চিত

উঁহি রহল আজু রাতি ।

১৪

প্রাণ গুনি গুনি

খোয়ালু রজনী

সহজে অবলা নারীজাতি ॥

চণ্ডীদাস জণে

মরম সমানে

না মিলল আর কান ।

জীবন যৌবন

বৃথা অকারণ

কেমনে ধরিব প্রাণ ॥

১। নাহ—নাথ ।

২। উঁহি—সেই জন্তে ।

৩। প্রাণ গুনি গুনি,—মনে মনে চিন্তা করিয়া ।

২১০

কামোদ ।

আমার বাসনা

না হৈল তোষণা

আঁখের হইল আড় ।

নিরবধি বিধি

এমতি করিলে

কেমন ব্যাপার তার ॥

সায়র নিকটে

চাঁদ মিনিব

যুচিব মনের দুখ ।

সুখা যে করিবে

অঙ্গ জুড়াইবে

পাইব পরম সুখ ॥

পাপ নারী করি

জনমিলে হরি

পরের পতির আশে ।

কহে চণ্ডীদাসে

না মিলিল শেষে

আপন করমদোষে ॥

১। তোষণা—ভূষি ।

২। জনমিলে—অঙ্গপ্রদান করিলে ।

২১৪

নিশি প্রভাত হৈল পিয়া না আইলা ভবনে ।

হেদে রে মালতীর মালা কেন গাঁথিলাম যতনে ॥

অগুরু চন্দন চুয়া দিব কার গায়।
জর জর হৈল তনু নিশি না পোহায় ॥
কপূর চন্দন চুয়া দিব কার মুখে ।
রজনী বঞ্চিব হাম কারে লয়ে সুখে ॥
নাই নিষ্ঠুর যদি না আইসে ইহা ।
যমুনার জলে সব দিব ভাসাইয়া ॥
কার লাগি রাখিব ইহা সংযোগ করিয়া ।
চণ্ডীদাস কহে তবে মিলিব আসিয়া ॥

৫

১০

২১৫

চণ্ডীদাস

সে যে বৃষভানু-সুতা ।
মরমে পাইয়া ব্যথা ॥
সজলনয়ান হৈয়া ।
রহে পথ পানে চাইয়া ॥
ফুল-শেজ বিছাইয়া ।
রহয়ে ধৈয়ানী হইয়া ॥
উজর চাঁদনী রাতি ।
মন্দিরে রতন-বাতি ॥
কহে সব ভেল আন ।
কাহে না মিলল কান ॥
সকল বিকল হৈল ।
আধ রজনী গেল ॥
শ্যাম বঁধুয়ার পাশ ।
চলু বড় চণ্ডীদাস ॥

৫

১০

২১৬

শ্যামদেব

হুকান পাতিয়া ছিল এতকণ
বঁধু-পথপানে চাই ।

পরভাত নিশি দেখিয়া অমনি
চমকি উঠিল রাই ॥

পাতায় পাতায় পড়িছে শিশির
সখীরে কহিছে ধনী ।

বাহির হইয়া দেখে লো সজনি
বঁধুর শবদ শুনি ॥

পুনঃ কহে রাই না আসিলে বঁধু
মরমে রহল ব্যথা ॥

১০

কি বুদ্ধি করিব পাষণে বাড়িয়া
ভাঙ্গিব আপন মাথা ॥

ফুলের এ ডালা ফুলের এ মালা
শেজ বিছাইল ফুলে ।

সব হৈল বাসি আর কেন সই
ভাসা গে যমুনা-জলে ॥

১৫

কুমকুম কস্তুরী চুবক চন্দন
লাগিছে গরল হেন ।

তানুল বিরস ফুলহাঙ্গ কণী
দংশিছে হৃদয়ে যেন ॥

২০

সকল লইয়া যমুনায় ডার
আর ত না যায় দেখা ।

ললাটের সিন্দূর মুছি কর দূর
নয়ানের কাজর-রেখা ॥

আর না রাখিব এ ছাত্র পরাণ
না যাব লোকের মাঝে ।

২৫

ধির হও রাই চলু চণ্ডীদাস
আনিতে নিষ্ঠুররাজে ॥

ধৃতিতা ।

২১১

চন্দ্রাবলীর উক্তি

কানোদ ।

এই পথে নিতি কর গতায়তি

— সুপূরের ধনি শুনি ।

রাধা সঙ্গে বাস আমারে নৈরাশ

আমি বন্ধি একাকিনী ॥

বঁধু হে, ছাড়িয়া নাহিক দিব । ৫

হিয়ার মাঝারে রাখিব তোমারে

সদাই দেখিতে পাব ॥

শুন সখীগণ করিয়া যতন

লায়ে চল নিকুতনে ।

আজ্ঞাকার নিশি রাখিকা রূপসী ১০

বঞ্চক নাগর বিনে ॥

এতেক শুনিয়া করেতে ধরিয়া

লইয়া চলিল বাস ।

রাধা-ভয়ে হরি কাঁপে পর পর

ভণে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥ ১৫

২১২

জীকৃষ্ণের উক্তি

এ ।

চন্দ্রাবলি, আজি ছাড়ি দেহ মোরে ।

জীদাম ডাকিছে যাব তার কাছে

এই নিবেদন তোরে ॥

কালি আসি হাম পুরাইব কাম

ইথে নাহি কর রোষ । ৫

চন্দ্রাবলীনাথ

জুবনে বিদিত

জগতে ঘোষয়ে দোষ ॥

তুমি যে আমার আমি যে তোমার

বিবাদে কি ফল আছে ।

লোক-জানাজানি কেন-হয় ধনি ১০

পীরিত্তি ভাঙ্গিবে পাছে ॥

দাদা বলরাম করে অশেষণ

ভ্রময়ে নগরমাঝে ।

চণ্ডীদাসে কয় সে যদি জানয়

সবাই পড়িবে লাঞ্জে ॥ ১৫

২১৩

নিগমড়া ।

কে বলে আমার তুমি সে রাখার

তাহার ছুথের ছুথী ।

করিয়া চাতুরী যাবে বুঝি হরি

রাগারে করিতে সুখী ॥

বঁধু হে, তুমি ত রাখার নাথ । ৫

তব ভারিভুরি ভাঙ্গিব মুরারি

রাখিব আপন সাথ ॥

এতেক বলিয়া করেতে ধরিয়া

চুষয়ে বদন-চাঁদে ।

রসিক নাগর হইয়া কাঁপে ১০

পড়িল বিষম ফাঁদে ॥

হেথা সুবদনী সখী সনে বাণী

কহয়ে কাতর-ভাষে ।

নিশি পোহাইল পিয়া না আইল

কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥ ১৫

৬। ভারিভুরি—চালাকি ।

১১২। সুবদনী রাখিকা ।

চন্দ্রাবলী সনে কুসুম-শয়নে
স্থখেতে ছিলেন শ্রাম।

প্রভাতে উঠিয়া ভয়ে ভীত হৈয়া
আসিলা রাখার ঠাম ॥

গলে পীতবাস করিয়া সাহস ৫
দাঁড়াইল রাইএর আগে।

দেখে ফুলমালা তাবুলের ডালা
ফেলিয়াছে রাই রাগে ॥

নাগরে না দেখি মানিনী না চান
আছেন আপন কোপে। ১০

ভয়ে সে ভুরুর ভঙ্গিমা দেখিয়া
নাগর ভরাসে ঝাঁপে ॥

রোষেতে নাগরী থাকিতে না পারি
নাগরেরে পাড়ে গালি।

চণ্ডীদাস বলে লম্পটের সনে ১৫
কথা কৈলে ডুবু ভাণি ॥

ঐরাধার উক্তি

ললিত।

ভাল হৈল আরে বঁধু আসিলা সকালে।
প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন যাবে ভালে ॥

বঁধু তোমারে বলিহারি ফাই।

ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদ-মুখ চাই ॥

আই আই পড়েছে মুখে কাজরের শোভা। ৫

ভালে সে লিন্দুর তোমার মূনির মনোভোভা ॥

বন্ধ নখ দশনে অঙ্গ জর জর।

ভালে সে কঙ্কণ-দাগ হিয়ার উপর ॥

নীল পাটের শাটী কোঁচুর বলনি।

রমণী-রমণ হৈয়া বঁঞ্চিলা রজনী ১০

সুন্দর বাবক রঙ্গ উল্লস আসল সাজে।

এখন কহ মনের কথা আইলে কোন্ কালে ॥

চারি দিকে চায় নাগর আঁচরে মুখ মুখে।

চণ্ডীদাস কহে লাজ হুইলে না বুচে ॥

১১। উরে—উকতে।

রামকেশী।

ছুঁও না ছুঁও না বঁধু এখানে থাক।

মুকুর লইয়া চাঁদমুখখানি দেখ ॥

নয়ানের কাজর বয়ানে লেগেছে

কালর উপরে কাল।

প্রভাতে উঠিয়া ৫ মুখ দেখিলাম ৫

দিন যাবে আজ ভাল ॥

অধরের তাবুল বয়ানে লেগেছে

ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।

আমা পানে চাও ফিরিয়া দাঁড়াও

নয়ন ভরিয়া দেখি ১০

চাঁচর কেশের চিকণ চূড়া

সে কেন বুকের মাঝে।

লিন্দুরের দাগ আছে সর্বগায়

মোরা হলে মরি লাজে ॥

নীল-কমল, কামরু হয়েছে ১০

মলিন হয়েছে দেখে।

কোন্ রসবতী পেরে সুখানিধি

নিঙড়ে লয়েছে সেহ ॥

কুটিল-নয়ানে কহিছে সুন্দরী

অধিক করিয়া তোড়া ২

কহে চণ্ডীদাস, আপন স্বভাব

হাড়িতে না পারে ঢোকা ॥

৭। অকরে—অকল—সারিকার।

১৫। বাঘর—বাঘার কার একাধীন।

২০। ভোড়া—বর্জন।

২১০

বিতাব।

হেঁদেঁ হে দিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাস।
বিহানে পরের বাড়ী কোন্ লাজে এস ॥
বুকমাঝে দেখি তোমার কঙ্কণের দাগ।
কোন্ কলাবতী আজ পেরেছিল লাগ ॥
নখ পদ বিরাজিত রুধিরে পুরিত। ৫
আহা মরি কিবা শোভা হয়েছে ভূষিত ॥
কপোলে সিন্দূর-রেখা অধরে কাজল।
সে ধনী বিহনে তোমার আঁখি ছিলছিল ॥
বিজ চণ্ডীদাস কহে শুন বিনোদিনি।
না ছুঁইও, আমি উহার সব রজ জানি ॥ ১০

৪। কলাবতী—কুলবতী, পাঠান্তর।

৭। কপালে সিন্দূর-রেখা নয়নে কাজল, পাঠান্তর।

১০। আমি—তুমি, পাঠান্তর।

২২৪

সিদ্ধা।

বঁধু, কহ না রসের কথা শুনি।
কেমন কামিনী-সঙ্গে যাপিলা যামিনী রঙ্গে
কত সুখে পোহালা রজনী ॥
নীল-নলিনী আভা কে নিলে অঙ্গের শোভা
কাজরে মলিন অঙ্গখানি। ৫
চিকণ চূড়ার হাঁদ কে নিল বরিহা কঁদ
আজি কেন শিঠে মোলে বেণী ॥
ধন্য সে বরজ-বধু যে পিরে অধর-মধু
পাখাধে নিশান তার সাধী।

রক্ত উপল ফুলে বৈহন ভ্রমর বলে ১।

এছন কিহয়ে চুটি আঁখি ॥

রচিয়া সিন্দূরের বিন্দু কে নিল চন্দন ইন্দু

নাসা ছলে নাকের মুকুতা।

বিজ চণ্ডীদাস কয় এ কথা অস্তথা নয়

ভাল জানে বৃষভানুভূতা ॥ ১৫

৬। বরিহা কঁদ—মধুরপুচ্ছ।

৯। সাধী—সাকী।

১২। কে নিল চন্দন ইন্দু—কে নিল অমিয়া-সিদ্ধু—
পাঠান্তর।

২২৫

সামকেনী।

এস এস বন্ধু করুণার সিদ্ধ

রজনী গোড়ালে ভালে।

রসিকা রমণী পেয়ে গুণমণি

ভাল ত সুখেতে ছিলে ॥

নয়ানেক কাজর কপালে সিন্দূর ৫

কতবিকৃত হে হিয়া।

আঁখি চর চর পল্লি নীলাশ্বর

হরি এলে হর সাজিয়া ॥

ধিক্ ধিক্ নারী, পর আশাধারী

কি বলিব বিধি তোয়। ১০

এমত কপট ধুক লম্পট শঠ

হাতেতে সলিলি মোয় ॥

কাঁদিয়া যামিনী পোহালাম আমি

তুমি ত সুখেতে ছিলে।

রতিচিহ্ন সব লইয়া মাধব ১৫

প্রভাতে দেখাতে এলে ॥

এই মিনতি রাখ এখানে থাক

আজিনাতে না আইস।

ছুইলে তোমারে ধরমি আমারে
না করিবে পরম ॥

২০

লোকমুখে কত শুনিলাম বত
প্রীতি আজি হ'ল সব ।

চণ্ডীদাস কর নাগর দয়াময়
এত দয়ার স্বভাব ॥

২২৬

ললিত ।

আরে মোর আরে মোর সোনার বঁধুর ।
অধরে কাজর দিল কপালে সিন্দূর ॥
বদন-কমলে কিবা তাপুল শোভিত ।
পায়ের নখের ঘায় হিয়া বিদারিত ॥
এস না এস না বঁধু আজিনার কাছে । ৫
তোমারে ছুইলে মোর ধরম যার পাছে ॥
শুনিয়া পরের মুখে নহে পরভীত ।
এবে সে দেখিছু তোমার এই সব রীত ॥
সাথিলে মনের কাজ কি আর বিচার ।
দূরে রহ দূরে রহ প্রণাম আমার ॥ ১০
চণ্ডীদাস বলে ইহা বলিলে কেমনে ।
চোর ধরিলেও এত না কহে বচনে ॥

৪। পায়ের নখের আঘাত হিয়ার বিদিত । পাঠান্তর ।

২১০। সাথিলা মনের সাধ যে ছিল তোমারি ।
দূরে রহ দূরে রহ প্রণাম হাষারি ।

২২৭

ললিত ।

আহা আহা বঁধু তোমার শুকিয়েছে মুখ ।
কে সাজালে হেন সাজে হেরে বাসি হুখ ॥

কপালে কহণ-দাগ আই মরি মরি ।

কে করিল হেন কাজ কেমন গোঙারি ॥

দক্ষিণ নখের ঘা হিয়াতে বিরাজে । ৫

রক্তোৎপল ভাসে যেন নীল-সরঃ মাঝে ॥

কেমন পাখাণী বার দেখি হেন রীতি ।

কে কোথা মিথালে তারে এ হেন পীরিতি ॥

ছল ছল আঁখি দেখি মনে ব্যথা পাই ।

কাছে বস আঙলেতে সুখানি বুছাই ॥ ১০

বড় কষ্ট পাইয়াছ রজনী আগিয়া ।

চণ্ডীদাস কহে শোও হিয়ার আসিয়া ॥

২২৮

শ্রীকৃষ্ণের উত্তর

রামকেনী ।

শুন শুন সুন্দরি আমার যে রীত ।

কহিতে প্রীতি নহে জগতে বিচিত ॥

তুমি না মানিবে তাহা আমি ভালো জানি ।

এতেক না কহ ধনি অসম্ভব বাণী ॥

সঙ্গত কহিলে ভাল শুনিতে হয় সুখ । ৫

অসঙ্গত কহিলে শুনিতে পাই দুখ ॥

মিছা কথায় কত পাপ জান ত আপনি ।

জানিয়া যে না জানে সে অধম পাপিনী ॥

পরে পরিবাদ দিলে ধরম সবে কেমনে ।

তাহার এমন রীত হইবে কেমনে ॥ ১০

চণ্ডীদাস বলে যদি মিছা বলে থাকে ।

সেই সে ঠেকিবে পাপে তোমার কিবা বাবে ॥

১। সুন্দরি—সুন্দরী ।

পাঠান্তর ।

৬। অসঙ্গত হইলে পাইব বড় দুখ ।

”

৮। জানিয়া না জানে যে সেই ত পাপিনী ।

”

১০। জাহার এমত বাস হইবে তখনে। দ্বাঠাকর।

১১। চণ্ডীদাস বলে দেবী মিছা কথা কবে।

২২২

ত্রিরাধিকার প্রত্যুত্তর

রান্বেলী।

ভাল ভাল ভাল কালিয়া নাগর

শুনালে ধরম-কথা।

পরের রমণী মজালে যখন

ধরম আছিল কোথা ॥

চোরের মুখেতে ধরম-কাহিনী ৫

শুনিতে পায় যে হাসি।

পাপ পুণ্য জ্ঞান তোমার যতক

জানয়ে বরজবাসী ॥

চলিবার তরে দাও উপদেশ

পাথর চাপিয়া পিঠে। ১০

বুকেতে মারিয়া চাকুর ঘা

ভাহাতে নুনের ছিটে ॥

আর না দেখিব ও কাল মুখ

এখানে রহিলে কেনে।

যাও চলি যথা মনের মাহুয ১৫

যেখানে মন যে টানে ॥

কেন দাঁড়াইয়া পাপিনীর কাছে

পাপেতে ডুবিবা পাছে।

কহে চণ্ডীদাস যাও চলি যথা

ধরনের থলী আছে ॥ ২০

২৩০

ত্রিকৃষ্ণের উক্তি

বান্দী।

না কর না কর যদি এত অপমান।

তরুণী হইয়া কেন একে দেখ আন ॥

বংশী পরশি-আমি শপথ করিয়ে।

তোমা বিমু দিবানিশি কিছু না জানিয়ে ॥

কাণ্ডবিন্দু দেখি সিন্দূরবিন্দু কহ ৫

কণ্টকে কঙ্কণ-দাগ মিছাই ভাবহ ॥

এত কহি বিনোদ রায় চলি যায় ঘর।

চণ্ডীদাস কহে রাই কাঁপে থর থর ॥

২। ভূমি ত বয়সে নবীনা, তবে কেন তোমার চন্দ্র
দোষ ঘটিল? দৃষ্টিভ্রম হইতেছে কেন?

২০১

বান্দী।

লজিতা কহয়ে শুন হে হরি।

দেখে শুনে আর রহিতে নারি ॥

শুন শুন ওহে রসিকরাজ।

এই কি তোমার উচিত কাজ ॥

উচিত করিতে কাহার ডর।

কিবা সে আপন কিবা সে পর ॥

শিশুকাল হতে স্বভাব চুরি।

সে কি পারে রহিতে ধৈর্য্য ধরি ॥

এক ঘরে যদি না পোষে ভায়।

ঘরে ঘরে ফিরে পায় কি না পায় ॥ ১০

সোনা লোহা তামা পিতল কি বাছে।

চোরের কি কখন নিরুজি আছে ॥

এ রস বিজ চণ্ডীদাস কয়।

চোরের কখন মন শুদ্ধ নয় ॥

২০১০। এক স্থানে যদি তাহার আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি না
হয়) তবে কিছু পাউক আর নাই পাউক, নানা দ্বারে
বেড়ায়।

২০২

গানকী ।

কলক বরণ করিয়া মনে ।
 ভ্রমই মাধব গহনবনে ॥
 হিমকর হেরি মুরছিপড়ি ।
 ধূলায় ধূসর বাওত গড়ি ॥
 “অপরাধী আমি কোথায় বাব ।
 রাই সুধামুখী কেমনে পাব ॥”
 এতেক কহিতে মিললি রাই ।
 চণ্ডীদাস ভব জীবন পায় ॥

১। কনকবরণ—রাধিকা ।

৮। ভব—তবে ।

মান ।

২০৩

তাটিয়ারি ।

রামা হে কি আর বলিব আন ।
 তোহারি চরণে শরণ সো হরি
 অবহু না মিটে মান ॥
 গোবর্দ্ধন-গিরি বামকরে ধরি
 যে কৈল গোকুল পার ।
 বিরহে সে স্ত্রীণ করের কঙ্কণ
 মানয়ে গুরুদ্বা ভার ॥
 কালীয় দমন করল যে জন
 চরণযুগলবরে ।
 এবে সে ভুলল ভরমে ভুলল
 হৃদয়ে না ধরে হারে ॥
 সহজে চাতক না ছাড়য়ে শ্রীত
 না বৈসে নদীর তীরে ।
 নব-জলধর বরিষণ বিনে
 না গিয়ে তাঁহার নীরে ॥

৫

১০

১৫

বাঁহুদৈবদোষে অধিক পিয়ারে
 শিবয়ে হেরিয়ে খোর ।

ভবহু তাঁহারি নাম সোঁজিয়া
 গলয়ে শতশৃণ লোর ॥

চণ্ডীদাস-বাণী শুন বিনোদিনি ২০
 কি আর করহ মান ।

তুয়া অলুগত শ্রাম মরকত
 তো বিহু ভাবে না আন ॥

২০—২৩। পাঠান্তরঃ—

চণ্ডীদাস তপে শুন বিনোদিনি
 কি আর বলিব তোর ।

শ্রাম রতন অগত-জীবন
 না ঠেল মানিতে যোর ॥

২০৪

হুই ।

শুন লো রাজার বি ।
 লোকে না বলিবে কি ॥
 মিছাই করসি মান ।
 তো বিহু আগল কান ॥
 আনত সঙ্কেত করি ।
 তাহা আগাইলা হরি ॥
 উলটি করসি মান ।
 বড় চণ্ডীদাস গান ॥

৫

২০৫

ঐরাধিকার উক্তি

বিতাব ।

উঁহার নাম করো না নামে মোর নাহি কাজ ।
 উনি করেছেন ধর্ম নষ্ট দুবন ভরি লাজ ॥

নি নাটের গুরু সেই উনি নাটের গুরু
 নি করেছেন কুলের বাহির নাচাইয়া ভুরু ॥
 এনে চন্দ্র হাতে দিলে বখশ ছিল উইঁার কাজ ॥ ৫
 এখন উইঁার অনেক হল আমরা পেলাম লাজ ॥
 হে বড় চণ্ডীদাস বাণুলী আদেশে ।
 ইঁার সনে লেহ করে তনু হৈল শেষে ॥

২০৬

ধানসী ।

(সখার উক্তি)

তোদের দৌহের দৌহের ঠাম ।
 নিতি নিতি তোরা কলহ করিবি
 কত না সাধিব হাম ॥
 নিতি নিতি তোদের এমতি করিয়ে
 কথাতে কথাতে ঘন্ট ॥ ৫
 সে বলে ক্রাই রসিক নহে
 তু বলিস উহ মন্দ ॥
 সে হেন নাগর গুণের সাগর
 জগৎদুর্ভ লেহা ।
 তু হেন নাগরী প্রেমের আগরি ১০
 কেন বাড়াইলি লেহা ॥
 নিতি নিতি তোরা এমতি করিবি
 ইথে কি পরাণ রয় ।
 চণ্ডীদাস কহে অবলা পরাণে
 এত কি বেদনা নয় ॥ ১৫

১। দৌহের ঠাম—সাধ করিয়া মিছা কলহ ।

২০। আগরি—অঙ্গী, প্রেতা ।

২০৭

ধানসী ।

আসিয়া নাগর সমুখে দাঁড়াল
 গলে পীতবাস লৈয়া ।
 সে চাঁদ-বদনে কিরি না চাহিল
 তু বড় কঠিন মেয়া ॥
 সো শ্রাম নাগর জগৎদুর্ভ ৫
 কিসের অভাব তার ।
 তোমা হেন কত কুলবতী সতী
 দাসী হইয়াছে তার ॥
 তার চুড়া মেনে মুখেতে থাকুক
 তাহে ময়ূরের পাখা ॥ ১০
 তোমা হেন কত কুলবতী সতী
 ছুয়ারে পাইবে দেখা ॥
 অভিমাত্রী হৈয়া মোরে না কহিয়া
 তেজলি আপন মুখে ।
 আপনার শেল যতনে আপনি ১৫
 হানিলি আপন বুক ॥
 মনের আশ্রানে মরহ পুড়িয়া
 নিতাইবে আর কিসে ।
 শ্রাম জলধর আর না মিলিবে
 কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥ ২০

কলহান্তরিতা ।

(রাধিকার উক্তি)

২০৮

ধানসী ।

আপন শির হাম আপন হাতে কাটিমু
 কাহে করিমু হেন মান ।
 শ্রাম সুনাগর নটবর-শেখর
 কাহা লখি করণ পরান ॥

তপ বরত কত করি দিম-যামিনী ৫

যো কারু কো নাহি পায় ।

হেন অমূল্য ধন মরু পদে গড়ায়ল

কোপে খুঁই ঠেলিছু পায় ॥

আরে সই, কি হবে উপায় ।

কহিতে বিদরে ছিয়া ছাড়িলু সেহেন পিয়া ১০

অতি ছার মানেরই দায় ॥

জনম অবধি মোর এ শেল রহিবে বৃকে

এ পরাণ কি কাজ রাখিয়া ।

কহে বড় চণ্ডীদাস কি কল হইবে বল

গোঁড়া কেটে আগে জল দিয়া ॥ ১৫

৫। বরত—ব্রত ।

২০০

৩।

রাইমুখে শুনল ঐহন বোল ।

সবীগণ কহে ধনি নহ উত্তরোল ॥

তুয়া মুখ দরশন পাওল সেহ ।

কৈহে আহল কহু সমুঝল এহ ॥

তুঁহু কাহে এত উৎকণ্ঠিত ভেল । ৫

ভোহে হেরি সো আকুল ভৈ গেল ॥

এহে বিচার কহত যাঁহা রাই ।

তুরতহি এক সখী মিলল তাই ॥

এ ধনি পছিমিনী কর অবধান ।

তোহারি নিয়ড়ে মুখে ভেজল কান ॥ ১০

চণ্ডীদাস কহে বিধুমুখী রাই ।

অতিশয় ব্যাকুল ভেল কানাই ॥

২। নহ উত্তরোল—উৎকণ্ঠিত হইও না ।

৩। পছিমিনী—পদ্মিনী ।

১০। নিয়ড়ে—নিষ্কটে ।

২০০

বাদই ।

রাইক ঐহন সক্রমণ ভাষ ।

শুনি সখী আওল কানুক পাশ ॥

কহইতে সকল সংবাদ ।

গদ গদ কহই বিবাদ ॥

চল চল নাগর রসনিরোমনি । ৫

তুয়া বিনু রাখিা অধিক তপিনী ॥

চণ্ডীদাস কহে বিনোদ রায় ।

ঝাট চল রাইক মাঝ হৃদয় ॥

২০১

৩।

(ত্রিক্ষের উক্তি)

হাত দিয়া দেখ বড়াই মোর কলেবর ।

ধান দিলে খৈ হয়, বিরহ অনল ॥

জিভা খণ্ড খণ্ড হল রাখা রাখা বলি ।

তাহার বিচ্ছেদে মোর বৃক হৈল সলি ॥

আমি মৈলে মরিব বড়াই তার নাহি ঝার । ৫

রাখা বিনে মোর মনে আন নাহি তার ॥

মরিলে পোড়াইও বড়াই যমুনায় কুলে ।

সে ঘাটে আসিবে রাখা জল আনিবারে ॥

মরিবার বৈলে রাখা সোঁওরাও রাখা ।

জনমে জনমে যেন মিলায় বিধাতা ॥ ১০

দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে রাখহ জীবন ।

দরশন দিবে রাখে রাখহ জীবন ॥

৪। সলি—সীপ ।

৯। সোঁওরাও—অরণ্য করাও ।

(সখীর উক্তি)

হেদে হে বঁধুয়া আসিগা আমি।

পথে আন ছলে দেখা হ'ল ভালে

কি আর বলিবে তুমি ॥

ভাল না হইবে কাজ।

চন্দ্রাবলী স্থানে যদি কেহ কহে ৫

শুনিলে পাইবে লাজ ॥

সে যে করিবে দারুণ মান।

এ কুল ও কুল দুকুল যাটবে

পাথারে ভাসিবে শ্যাম ॥

ইথে তোমার ভাল না হইবে। ১০

চণ্ডীদাস ভণে রাই যদি শুনে

কুঞ্জে উঠিতে না দিবে ॥

আসি সহচরী কহে ধীরি ধীরি

“শুনহ নাগর রায়।

অনেক যতনে ঘুচাইলাম মানে

ধরিয়া রাইএর পায় ॥

তবে যদি আর মান থাকে তার ৫

দাঁড়াই আপন দোষ।

তোমার স্বদন মলিন দেখিলে

ঘুচিলে এক্ষণি রোষ ॥

ভুরিত গমনে এসে আমা সনে

গলেতে ধরিয়া বাস।” ১০

সোহেন নাগর হইয়া কাভর

দাঁড়াইল রাইয়ের পাশ ॥

রাই কমলিনী

হেরি গুণমণি

বঁধুয়া লইল কোলে।

দুহ'ক হৃদয়ে

আনন্দ বাড়িল

১৫

দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে ॥

ললিতার বাণী শুনি বিনোদিনী

প্রসন্নবদনে কয়।

“আমি ত কেবল তোদের অধীন

যা বল শুনিতে হয় ॥

সখি, তোরা মোর কর এই হিতে। ৫

আর যেন কখন না করে এমন

পুছ উহার ভাল মতে ॥

পুন যদি আর

এমত ব্যাভার

করয়ে এ ভ্রমভূমে।

উহার প্রণতি

অবগণগোচরে

১০

না করিও জনমে ॥”

এত শুনি হরি

গলে বাস ধরি

কহয়ে কাভর-বাণী।

“শুন বিনোদিনী

জনমে জনমে

আমি আছি প্রেমে স্বামী ॥” ১৫

এত শুনি গোরা

দু বাহ পসারি

বঁধুয়া করিল কোলে।

এই মনে হয়

রসামৃতময়

চণ্ডীদাসে ইহা বলে ॥

কি ছি মানের লাগি

শ্রাম বঁধুরে

হারাইয়া ছিলাম।

শ্রীমদ্রম্যন্দরে মধুর মুরতি

পরশে শীতল হৈলাম ॥

শ্রীমধুমঙ্গলে আন কুতূহলে ৫

ভুজাও ওদন দধি ।

হারা-ধন যেন পুনহি মিলল

সদয় হইল বিধি ॥

মিজ সুখরসে পাপিনী পরশে

না জানে পিয়ার সুখ । ১০

কহে চণ্ডীদাসে এ লাগি আমার

মনেতে উঠয়ে ছুখ ॥

২৪৫

বহই ।

ছি ছি দারুণ মানের লাগিয়া

বঁধুরে হারারে ছিলাম ।

শ্রীমদ্রম্যন্দর রূপ মনোহর

দেখিয়ে পরাণ পেলাম ॥

সই, জুড়াইল মোর হিয়া । ৫

শ্রীম অঙ্গের শীতল পবন

তাহার পরশ পাইয়া ॥

তোরা সখীগণ করহ সিনান

আনিয়া যমুনা-নীরে ।

আমার বঁধুর যত অমঙ্গল ১০

সকল বাউক দূরে ॥

শ্রীমধুমঙ্গলে আনহ সকলে

ভুজাহ পায়স দধি ।

বঁধুর কল্যাণে দেহ নানা দানে

আমারে সদয় বিধি ॥ ১৫

কহে চণ্ডীদাস শুনহ নাগর

এমন উচিত নয় ।

না দেখিলে যুগ শতেক মানয়ে

ইথে কি পুরাণ রয় ॥

রাইয়ের বচন শুনি সখীগণ

আনল যমুনা-বারি ।

নাগর সুন্দর সিনান করিল

উলসিত ভেল গোরা ॥

ললিতা আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া ৫

পরাইল পীতবাস ।

পরিয়া বসন হরষিত মন

বসিলা রাইক পাশ ॥

রাই বিনোদিনী তেরছ চাহনি

হানল বঁধুর চিতে । ১০

নাগর সুন্দর প্রেমে গর গর

অঙ্গ চাহে পরশিতে ॥

মনে আছে ভয় মানের সঞ্চয়

সাহস নাহিক হয় ।

অতি সে লালসে না পায় সাহসে ১৫

দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥

স্বপ্নদৃষ্টে মান ।

১৪১

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

কানোয় ।

হেরয়ে রসিকবর রাইক চরিত ।

কি হেতু দেখিয়ে মান অতি অনুচিত ॥

তোমা বিনে নাহি জানি মরমকি বাত ।

কেন বা সলিল যুখ অন্নত মাখি ॥

স্বপনক বাস্ত নাহি কর পরভীত । ৫

নয়নে দেখিলে কর যে হয় উচিত ॥

কোন রমণী দেখে রহল ছাপাই ।

চণ্ডীদাস কহে বঁধুর কোন দোষ নাই ॥

২৪৬

নাপিতিনী-বেশে মিলন ।

ধানন্দী ।

না ভাঙ্গিল মান দেখি চতুর নাগর ।
 বিশাখারে ডাকি কহে বচন উত্তর ॥
 শুনহ আমার কথা বিশাখা সুন্দরি ।
 আমারে সাজায়ে দেহ নবীন এক নারী ॥
 চূড়া খড়া তেয়াগিয়া কাঁচলি পরিল । ৫
 নাপিতিনী-বেশ ধরি নাগর দাঁড়াইল ॥
 জয় রাখে জীরাখে বলি করিল গমন ।
 রাইএর মন্দিরে আসি দিল দরশন ॥
 কি লাগিয়ে ধুলায় পড়ে বিনোদিনী রাই ।
 এস এস তুয়া পদে বাবক পরাই ॥ ১০
 চরণমুকুরে শ্রাম নিজ মুখ দেখে ।
 যাবকের ধারে ধারে নিজ নাম লেখে ॥
 সচকিতে হয়ে ধনী চরণ পানে চায় ।
 আচম্বিতে শ্রাম-অঙ্গের গন্ধ কেন পায় ॥
 ইঙ্গিতে কহিলা তখন বিশাখা সুন্দরী । ১৫
 নাপিতানী নহে তোমার নাগর বংশীধারী ॥
 বাহু পসারিয়া নাগর রাই নিল কোলে ।
 আর না করিব মান চণ্ডীদাস বলে ॥

২৪৭

ধানন্দী ।

নাপিতিনী-করে ধরি রাই চন্দ্রমুখী ।
 কেমন নাপিতিনী তুমি হের এক দেখি ॥
 অঙ্গের বসন ধরি পাড়িয়া কোঁলে দূরে ।
 রমণীর বেশ গেও রসিক গোচরে ॥
 পড়িল ক্লান্ত কুচ ক্রম গেও দূরে ।
 সখীগণ চমকিত হেরিয়ে নাগরে ॥

কি ছার ঘানের লাগি রমণী সাজিল ।
 এত বলি সুন্দরী বামে কাঁড়াইল ॥
 মানজনিত হুখ দূরে পরিহারি ।
 চণ্ডীদাস বলে দোহার প্রেমের বলিহারি ॥ ১০
 মান সমাপ্ত ।

আক্ষেপাত্মরূপ ।

নায়ক-সম্বোধনে ।

২৪৮

ধানন্দী ।

ভাদরে দেখিছু নটচাঁদে ।
 সেই হৈতে উঠে মোর কান্দু পরিবাদে ॥
 এতেক যুবতীগণ আছয়ে গোঁকুলে ।
 কলঙ্ক কেবল লেখা মোর সে কপালে ॥
 স্বামী ছায়াতে মারে বারি ।
 তার আগে কুকথা কয় দারুণ শাস্তি ॥
 ননদিনী দেখয়ে গোঁধের বালি ।
 শ্রাম নাগর তোমায় পাড়ে গালি ॥
 এ ছুখে পাজল হৈল কাল ।
 ভাবিয়া দেখিছু এবৈ মরণ সে ভাল ॥ ১০
 ঘিজ চণ্ডীদাস পুনঃ কয় ।
 পরের বচনে কি আপন পর হয় ॥

১। নটচাঁদে—নটচন্দ্রে । ভাদ্র মাসে নটচন্দ্র
 দেখিয়াছিলাম, তাই আমার এই কলঙ্ক হইয়াছে ।

৬। তার আগে—স্বামীর সম্বন্ধে ।

২৪৯

সিদ্ধিকা ।

স্বপ্ন পীরিত কৈলা । আনি চাঁদ হাতে দিলা
 আপনি করিতা মোর বেশ ।
 ৫। আঁখির আড় নাহি কর । হিয়ার উপরে ধর
 এবৈ তোমা দেখিতে সন্দেহ ॥

১৮

চণ্ডীদাস

একে হার পরাবীনী তোহে কুলকামিনী ৫

২৫০
বান্দী।

ঘর হৈতে আকিনা বিদেশ।

এত পরমাদ প্রাণ তবু ত না জানি আন
আর কত কহিব বিশেষ ॥

ননদী বিষের কাঁটা বিষবাখা দেয় খোঁটা
তোহে তুমি এত নিদারুণ। ১০

দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় কিবা তুমি কর ভয়
বজু ভোর নহে অকল্পণ ॥

৪। সন্দেশ—সন্দেশ।

২-১২। পাঠান্তর—

ননদী বিষের কাঁটা বিষবাখা তার খোঁটা
জীবন ছেঁতু তোমার পীরিতি।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় এমন কি আর হয়
এই ছিল আপোতে উচিত।

২৫২

গটমহী।

তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম শুন বিনোদ রায়।
তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায় ॥
শরমে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার রূপ ধরপীতে লেখি ॥
গুরুজনমাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া। ৫
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া ॥
পুলকে পূরয়ে অঙ্গ আঁখে তরে জল।
তাহা নিবারিতে আমি হইয়ে বিকল ॥
নিশি দিমি তোমায় বঁধু পাসরিতে নারি।
চণ্ডীদাস কহে হিয়া রাখ দ্বির করি ॥ ১০

৪। ভরমে—অর্থে।

৬। পরসঙ্গে—প্রসঙ্গক্রমে; দরবয়ে—অবস্থায়।

৭। ভরমে—করে—পাঠান্তর।

বখন নাগর পীরিতি করিলা
জুথের না ছিল ওর।
সোতের সেওলা ভাসাইয়া কালা
কাটীলা প্রেমের ডোর ॥
মুই ত অবলা অখলা হৃদয় ৫
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া চিত্রেতে লিখিয়া
বিশাখা দেখালে আনি ॥
পীরিতি মুরতি কোথা তার স্থিতি
বিবরণ কহ মোরে। ১০
পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
এত পরমাদ করে ॥
পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
ভুবনে আনিলে কে।
অমৃত বলিয়া গরল তখিনু ১৫
বিষেতে জারিল দে ॥
নদীর উপরে জলের বসতি
তাহার উপরে ডেউ।
তাহার উপরে রসিকের বসতি
পীরিতি না জানে কেউ ॥ ২০
চণ্ডীদাস কয় হুই এক হয়
তবে সে পীরিতি রয়।
(নতু) খলের পীরিতি ভূঁবের অনল
খিকি খিকি বেন বয় ॥

৩-৫। তুমি আমার প্রেমবন্ধনে বাধিয়া রাখিয়া
ছিলে, সেই প্রেম-বন্ধন এখন ছিন্ন করিলে। শৈশবের বেন
সোতের বেগে জলহার অবস্থায় চালিত হয়, আনাকেও
ভেমন সলোহালোতে জলহার অবস্থায় বিবেশ করিলে।

১৬। দে—দেহ।

কি মোহিনী জানি বঁধু কি মোহিনী জানি ।
 অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥
 রাতি কৈলু দিবস, দিবস কৈলু রাতি ।
 বুঝিতে নারিলু বঁধু তোমার পীরিতি ॥
 ঘর কৈলু বাহির, বাহির কৈলু ঘর ।
 পর কৈলু আপন, আপন কৈলু পর ॥
 কোন বিধি সিরজিল সোতের সেঁওলি ।
 এমন ব্যথিত নাই ডাকে রাখা বলি ॥
 বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও ।
 মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও ॥ ১০
 বাণুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় ।
 পরের লাগিয়া কি আপন পর হয় ॥
 ৮। এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি—পাঠান্তর ।
 ১১-১২। চণ্ডীদাস বলে এই বাণুলীকৃপায় ।
 এমন পীরিতি আমি না দেখি কোথায় ॥”
 পাঠান্তর ।

তোমাতে বুঝাই বঁধু তোমাতে বুঝাই ।
 ডাকিয়া স্থখার মোরে হেন জন নাই ॥
 অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে ।
 নিচর জানিলু মুই ডাখিব গরলে ॥
 এ ছার পরাণে মোর কিবা আছে স্থখ । ৫
 মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখি চাঁদমুখ ॥
 খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভুক ।
 কে মোর ব্যথিত আছে কারে কব দুখ ॥
 চণ্ডীদাস কহে রাই ইহা না জুয়ায় ।
 পরের বোলে কেবা প্রাণ ছাড়িবারে চায় ॥ ১০
 ৪। নিচর—নিচর ।
 ১। জুয়াই—উচিত হয় ।

আরে মোর বিনোদ রায় ।
 ভাল হৈল ঘুচাইলে পীরিতের দায় ॥
 ভাবিতে গণিতে মোর তনু হৈল ক্ষীণ ।
 জগৎ তরি কলঙ্ক রহিল চিরদিন ।
 তোমা সনে পীরিতি করি কিবা কাজ কৈলু ॥ ৫
 মনু লাজে মিছা কাজে দগদগি হৈলু ॥
 না জানি অন্তরে মোর কি হৈল ব্যথা ।
 একে মরি মনোহুখে আরে নানা কথা ॥
 শয়নে স্বপনে বঁধু সদা করি ভয় ।
 কাহার অধীন যেন তোর প্রেম নয় ॥ ১০
 খায়ে না মরিয়া বঁধু মরি মিছা দায় ।
 চণ্ডীদাস কহে কার কথায় কিবা যায় ॥

সকলি আমার দোষ হে বন্ধু
 সকলি আমার দোষ ।
 না জানিয়া যদি করেছি পীরিতি
 কাহারে করিব রোষ ॥
 স্থখার সমুজ সমুখে দেখিলা ৫
 আইলু আপন স্থখে ।
 কে জানে খাইলে গরল হইবে
 পাইব এতেক দুখে ॥
 সে যদি জানিতাম অলপ ইজিতে
 তবে কি এমন করি ॥ ১০
 লাভি কুল শীল মজিল সকল
 বুরিয়া বুরিয়া মরি ॥
 অনেক আশার ভরসা মরুক
 দেখিতে করয়ে সাধ ॥

প্রথম পীরিতি তাহার নাহিক ১৫
 বিভাগের আধের আধ ॥
 বাহার লাগিয়া যে জন মরয়ে
 সেই যদি করে আনে ।
 চণ্ডীদাস কহে এমনি পীরিতি
 করয়ে স্তম্ভন সনে ॥ ২০

১৩-১৬। বেশী আশা করি না। কেবল একবার
 দেখিতে ইচ্ছা হয়। প্রথমে যেরূপ প্রেম দেখাইয়াছিলে,
 তাহার সিকিও এখন নাই।

২১৮

কামোদন।

বঁধু, কহিলে বাসিবে মনে দুখ ।
 যতেক রমণী ধনী বৈঠয়ে জগত মাঝে
 না জানি দেখয়ে তুয়া মুখ ॥
 লোক মুখে জানিহু লখি আগে না দেখিহু
 আমারে কুমতি-দিল বিধি । ৫
 না বুঝিয়া করে কাজ তার মুণ্ডে পড়ে বাজ
 দুখ রহে জনম অবধি ॥
 কেন হেন বেশ ধর পরের পরাণ হর
 জীবধে ভয় নাহি কর ।
 গগন ইন্দু আনিয়া করে কর দর্শাইয়া ১০
 এবে কেন এমতি আচর ॥
 পীরিতি পরশে যার হিয়া নাহি দরবয়ে
 সে কেন পীরিতি করে সাধ ।
 বিজ চণ্ডীদাসে কয় মোর মনে হেন লয়
 ভাদিলে গড়িতে পরমাদ ॥ ১৫
 ১। পাঠান্তর—বঁধু না কহিলে করিবে মনে দুখ ।
 সে জানি দেখয়ে তুয়া মুখ ।
 ৪। লখি—লক্ষ্য করিয়া, বিবেচনা করিয়া ।

২১৯

ভাটিয়ারী।

তুমি ত নাগর রসের সাগর
 যেমন ভ্রমর রীত ।
 আমি ত দুঃখিনী কুলকলঙ্কিনী
 হইলু করিয়া প্রীত ॥
 গুরুজন ঘরে গঞ্জয়ে আমারে ৫
 তোমারে কহিব কত ।
 বিষম বেদন কহিলে কি যায়
 পরাণ সহিছে যত ॥
 অনেক সাধের পীরিতি বঁধু হে
 কি জানি বিচ্ছেদ হয় ! ১০
 বিচ্ছেদ হইলে পরাণে মরিব
 এমতি সে মনে লয় ॥
 চণ্ডীদাস কহে পীরিতি বিষম
 শুন বড়ুয়ার বহু ।
 পীরিতি বিচ্ছেদে হইলে মরণ ১৫
 এমতি না হউ কেহ ॥
 ১৫-১৬। পীরিতি বিশদ হইবে বিপদ
 এমতি না হও কেহ ॥—পাঠান্তর ।

আক্ষেপানুরাগ ।

সখী-সম্বোধনে ।

২২০

তুচ্ছি।

কানড় কুহুম যিনি কালিয়া বরণখানি
 তিলেক নয়ানে যদি লাগে ।
 ছাড়ায় সকল কাজ ভেজি কুলভয় লাজ
 মরিব কালিয়া অমুরাগে ॥
 সই, আমার বচন যদি রাখ ।
 ফিরিয়া নয়ান-কোণে না চাহিও তার পানে
 কালিয়া বরণ যার দেখ ॥

চণ্ডীদাস

পীরিতি আরতি মনে যে করে কালিয়া সনে
কখন তাহার নহে ভাল ।

কালিয়া ভূষণ কাল। মনেতে গাঁথিয়া মালা ১০
জাগিয়া জপিয়া প্রাণ গেল ॥

নিশি দিশি অমুখণ প্রাণ করে উচাটন
বিরহ-আনলে জ্বলে তনু ।

ছাড়িলে ছাড়ন নয় পরিণামে কিবা হয়
কি মোহিনী জানে কালা কান্থ ॥ ১৫

দারুণ মুরলীস্বর না মানে আপন পর
মরমে ভেদিয়া যার থাকে ।

দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় তনু মন তার নয়
যোগিনী হইবে সেই পাকে ॥

১-৪ ছাড়িয়া সকল কাজ জাতি কুণ শীল লাগ
মরিবে কালিয়া অমুরাণে ॥ - পাঠান্তর ।

১। জপিয়া জপিয়া প্রাণ গেল—

২৬১

জ।

সজনি লো সই ।

খানিক দাঁড়াও আমারে বাঁশীর কথা কই ॥

আমের বাঁশীটি ছ'পুরে ডাকাতি
সরবস হরি নিল ।

হিয়া দগদগি পরাণ পাগলী ৫
কেন বা এমতি কৈল ॥

এমতি বেভার না বুঝি তাহার
পীরিতি তাহার সনে ।

গোপত করিয়া কেন না রাখিলে
বেকত করিলে কেনে ॥ ১০

দোষ পরিহারি বাঁশীটি সম্বর
মো হয় ডাকর দাসী ।

চণ্ডীদাস ভণে সম্বরহ মনে
কালার সরবস বাঁশী ॥

১৬

৫-১৪। এই কবিত্তরনের পরিবর্তে কোন কোন
পদকে এইরূপ আছে;—

খাইতে গুইতে আন নাহি চিতে
বধির করিল বাঁশী ।

সব পরিহারি করিল বাউরী
মানয়ে যেমন দাসী ॥

কুলের করম ধৈরজ ধরম
সরম মরম কাঁদি ।

চণ্ডীদাস ভণে এই সে কারণে
কান্থর সরবস বাঁশী ॥

১২। মো হয়—আমি হই। ডাকর—তাহার ।

২৬২

হইই ।

বিষম বাঁশীর কথা কহনে না যায় ।

ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয় ॥

কেশে ধরি লৈয়া যায় আমারে নিকটে ।

পিয়াসে হরিণ যেন পুড়য়ে সন্ধটে ॥

হারে সই, শুনি যবে বাঁশীর নিশান ।

গৃহ-কাজ ভুলি প্রাণ করে আনচান ॥

সতী ভুলে নিজ পতি মুনি ভুলে মৌন ।

শুনি পুলকিত হয় তরু-লতাগণ ॥

কি হবে অবলা জাতি সহজে সরলা ।

কহে চণ্ডীদাস সব নাটের গুরু কালা ॥ ১০

৫। নিশান—নিঃশব্দ—শব্দ ।

২৬৩

ধানশী ।

কুলের বৈরি হইল মুরলী

করিল সকল নাশে ।

মদন কিরাতি মধুর যুবতী

ধরিতে আইল দেশে ॥

সই, জীবন মন দৈয় বাঁশী । ৫
 পীরিত আটা ননদী কাঁটা
 আনলা হইল বাঁশী ॥
 বন্দাবনমাঝে বেড়ায় সেজে
 ধরিতে সুবতী জনা ।
 যমুনার কূলে গাছের তলে ১০
 বসিয়া করিল থানা ॥
 এক পাশ হৈয়া থাকি লুকাইয়া
 দেখে যে বসিল পাখী ।
 ধীরি ধীরি যায় তার পানে চায়
 আনলা চালায় দেখি ॥ ১৫
 গাছের ডালে বসিয়া ভাগে
 তাক করে এক দিঠে ।
 জড়াল আটা লাগায় কাঁটা
 লাগিল পাখীর পিঠে ॥
 পড়িয়া ভূমেতে খড়্‌ফড়াইতে ২০
 কিরাতে ধরিল পাখে ।
 পাখে পাখা দিয়া বাঁধিল টানিয়া
 কুলিতে ভরিয়া রাখে ॥
 চণ্ডীদাস কয় মহাজন হয়
 কিনিয়া লয় যে পাখী- ২৫
 পাখা খুলি দেয় পাখা সে ধোয়ায়
 তবে সে এড়ান দেখি ॥

৭। আনলা—নল। ব্যাধেরা নলের অগ্রে হুচী বা
 আঠা রাখিয়া তদ্বারা পক্ষী ধরিয়া থাকে ।

১১। থানা—আড্ডা ।

১৭। তাক—লক্ষ্য ।

২০৪

হুড়ি ।

‘মুরলীর স্বরে রহিবে কি স্বরে
 গোকুল সুবতীগণে ।

আকুল হইয়া বাহির হইবে
 না চাবে কুলের পানে ॥
 কি রঙ্গ লীলা মিলায় শিলা ৫
 শুনিলে সে ধনি কাণে ।
 যমুনা পবন স্থগিত গমন
 ভুবন মোহিত গানে ॥
 আনন্দ উদয় শুধু সুধাময়
 ভেদিয়া অন্তরে টানে । ১০
 মরমে জালা জীয়ে কি অবলা
 হানয়ে মদন বাণে ॥
 কুলবতী কুল কৈল নিরমূল
 নিষেধ নাহিক মানে ।
 চণ্ডীদাস ভণে রাখিও মরমে ১৫
 কি মোহিনী কালা জানে ॥

১-৪। পাঠান্তর,—

মুরলীর স্বরে বাহির কি করে
 গোকুল আকুল প্রাণে ।
 কালিয়া নাগরে কাল নদী জুঁহে
 বিষ মিশাইলা তানে ॥

৫। মিলায় শিলা—পাষণ্ড দ্রব হয় ।

১১। মরমে—রয়ে রয়ে—পাঠান্তর ।

২০৫

থানকী ।

কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী ।
 কালা নিলে জাতি-কুল প্রাণ নিলে বাঁশী ॥
 ভরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়া জাল ।
 সংসারের সুলভ বাঁশী রাখার হৈল কাল ॥
 মন মোর আর নাহি লাগে গৃহকাজে । ৫
 নিশি দিশি কাঁদি আমি হাসি লোকলাজে ॥
 হাঁ রে সখি, কি দারুণ বাঁশী ।
 বাঢ়িয়া বোবন দিয়া হুহু শ্রামের দালী ॥

অন্তরে সরল বাঁশী বাহিরে প্রবল ।

পিবয়ে অধর-সুধা উগারে গরল ॥

১০

যে ঝাড়ের তরল বাঁশী তার লাগি পাও ।

ডালে মুলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও ॥

চণ্ডীদাস বলে বাঁশী আমার কি করে ।

আপন করম-দোষ দোষ দিব কারে ॥

৪। সংসারের—স্বায়— পাঠান্তর ।

২। অন্তরে অসার বাঁশী বাহিরে সরল— ”

১১। যে না দেশে বাঁশীর ঘর সে না দেশে যাও ”

১৩-১৪। বিজ্ঞ চণ্ডীদাস কহে বাঁশী কি করিবে ।

সকলের মূল কালা ভারে না পারিবে ॥— ”

২৬৬

বাঁশীর নিঃশ্বান কাণে সাক্ষাইল বিষম্বরে

এ অঙ্গ জলিয়া গেল মোর ।

কেবা করে প্রাণ দান সেচয়ে বা কোন জন

তবে যায় এ দুখের ওর ॥

সই, হিয়া মোর কেন কাঁপে । ৫

নয়ানে ঝরয়ে নীর পরাণ না রহে স্থির

এই বাঁশীর মধুর আলাপে ॥

মিলাইছে শিলায়াজি চকিত হইল শশী

মোর কাছে নাচিছে আসিয়া ।

নারীর যৌবন ধন তাতে তার আছে মন ১০

তেই পুরে হাসিয়া হাসিয়া ॥

কহে বিজ্ঞ চণ্ডীদাসে শব্দ যায় আকাশে

মুনীন্দ্র মুরছি পড়ে যাতে ।

সে ধনি নারীর কাণে হৃদয়ে মরমস্থানে

কেমনে সে ধরিবেক চিতে ॥ ১৫

১। সাক্ষাইল—প্রবেশ করিল ।

৩। সেচয়ে—সেচন করে ।

২৬৭

ধানশী ।

কাল গরলের জ্বালা আর কি সহ্যে অবলা

তাঁহে মুই কুলের বোহারি ।

অন্তরে মরমব্যথা কাহারে কহিব কথা

গুপতে গুমরি মরি মরি ॥

সখি হে, বাঁশী দংশিল মোর কাণে । ৫

ডাকিয়া চেতন হরে পরাণ না রহে ধড়ে

তন্ত্র মন্ত্র কিছুই না মানে ॥

মুরলী সরল হয়ে বাঁকার মুখেতে রয়ে

শিখিয়াছে বাঁকার স্বভাব ।

বিজ্ঞ চণ্ডীদাসে কয় সঙ্গদোষে কি না হয় ১০

রাহু মুখে শশী মসী লাভ ॥

পাঠান্তর—

১। আর কি সহ্যে অবলা আর তাহে অবলা

পাঠান্তর—

৩। কাহারে কহিব কথা না গুনে ধরম-কথা

২৬৮

মরি মরি যাই শ্যামের বাঁশীয়া নাগরে ।

কুল ছাড়া বাঁশীটি কলঙ্ক হৈল মোরে ॥

নিতি নিতি ডাকে বাঁশী রইতে নারি ঘরে ।

মরম সন্ধান দিয়ে হৃদয় বিদরে ॥

যদি বা বাজাবে বাঁশী না হও ত্রিভঙ্গ ।

কুলবতীর কুলবৎ না করিহ ভঙ্গ ॥

শাশুড়ী কুরের ধর ননদিনী জ্বালা ।

মরমে মরমের ব্যথা নাহি জানে কালা ॥

কালা কালা বলিয়া আসয়ে জগৎ জনে ।

চরণে শরণ নিল না বাসিল ভিনে ॥

একে ত অবলা জাতি পরের অধীন ।

* * * *

নিরমল কুল ছিল তাহে দিমু কালি ।

হাতে হাতে মাখে নিমু কলঙ্কের ডালি ॥

বিজ চণ্ডীদাস বলে শুন রাজার বি। ১৫

বাঁশীয়া দংশিল ভোমায় আমি করিব কি ॥

১০। না বাসিল ভিনে—ভিন্ন মনে করিল না।

২৬১

সই, পশিল বিধম বাঁশী।

বাহির করিতে যতন করিছু

মরমে রহিল পশি ॥

তেরছ নয়ানে বাণের লক্ষ্যানে

না বাজে এমন নয়। ৫

বাজিলে অন্তরে আকুল করয়ে

যতনে পরাণ রয় ॥

নাহি দিবা নিশি যেমন করিছে

এ কথা কহিব কার।

মনের আগুন অলিছে দ্বিগুণ ১০

কে না পরভীত যায় ॥

আঁধুয়া পুকুরে যে মীন থাকয়ে

ঝাপয়ে ধীর জালে।

ভেন আছি হাম এ ঘর করণে

গুরু জনা যত বলে ॥ ১৫

কুরের উপরে রাখার বসতি

নড়িতে কাটয়ে দেহ।

আমার দুখের আচার বিচার

এ কথা বুঝিবে কেহ ॥

বণিক জনার করাত যেমন ২০

দুদিক কাটিয়া যায়।

ভেমন আমার গুরু জনা কার্টে

বিজ চণ্ডীদাস কয় ॥

১৪। ভেন—ভেমন।

২০। বণিক জনার—পণ্যবণিকের।

২৭০

নিহুড়া।

ডাকিয়া শুধাও না প্রাণ আন চান বাসি।

কেবা নাহি করে প্রেম আমি হৈলাম দোষী ॥

গোকুল নগরে কে বা কি না করে

তারে নাই নিষেধ বাধা।

সতী কুলবতী সে সব সুবতী ৫

কানু-কলঙ্কিনী রাধা ॥

বাহিরে বেড়াতে লোকচরচাতে

বিষ মিশাইল ঘরে।

পীরিতি পীরিতি করি জগৎ হৈল বৈরি

আপনা বলিব কারে ॥ ১০

ভোমরা পরাণের মরম ব্যথিত

জীবন-মরণে সজ।

অনেক দোষ দোষী হইলে

সে কি ছাড়ে আপন অজ ॥

মন্দের নন্দন গোকুল কানাই ১৫

সবাই আপনা বলে।

সো পুন ইছিয়া লইল নিছিয়া

মানন্দ জনম ফলে ॥

রাধা বলি ডাকি শুধাইতে নাই

এখনে এমনে মৈলে ॥ ২০

চণ্ডীদাসে বলে সকল পাইবে

বঁধুয়া আপন হৈলে ॥

১। ভোমরা মোরে ডাকিয়া শুধাও না

প্রাণ আন-চান বাসি। - পাঠান্তর।

৪। তাহে কি নিষেধ বাধা— ॥

৭। বাহির হইতে লোকচরচার— ॥

৯। পীরিতি করিয়া জগতের বৈরি— ॥

১১। মরম ব্যথিত ব্যথিত আছিল— ॥

১৩-১৪। অনেক দোষের দোষী হইলে

সে ছাড়ে আপন অজ ॥ ১৫

১৯। রাধা বলি আর ডাকি না শুধাও ॥

২১১

সিদ্ধা।

দেখিলে-কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক হইবে।
 এ জনার মুখ আর দেখিতে না হবে ॥
 কিরি করে যাও নিজ ধরম লইয়া।
 দেশে দেশে ভরমিব বোগিনী হইয়া ॥
 কাল-মাণিকের মালা গাঁধি নিজ গলে। ৫
 কানু-গুণ-যশ কাণে পরিব কুণ্ডলে ॥
 কানু-অনুরাগ রাক্ষা বসন পরিব।
 কানুর কলঙ্ক-ছাই অঙ্গেতে লেপিব ॥
 চণ্ডীদাস কহে কেন হইলা উদাস।
 মরণের সাথী যেই সে কি ছাড়ে পাশ ॥ ১০
 ১০। কৃষ্ণ-প্রেম যে মরিলেও ছাড়িবে না।

২১২

তুড়ি।

আগুন-জ্বালিয়া মরিব পুড়িয়া
 কত নিবাবিব মন।
 গরল জ্বিব আপনি মরিব
 নতুবা লউক শমন ॥
 সই, জালহ আনল চিতা। ৫
 সীমন্তিনী আনিয়া কেশ বাঁধিয়া
 সিন্দূর দেহ যে সীঁথা ॥
 তহু তেয়াগিয়া সতী যে হইব
 সাধিব মনের যত।
 মরিলে সে পতি আসিবে সংহতি ১০
 আমারে সেবিবে কত ॥
 তখন জানিবে বিরহ-বেদন
 পনের লাগয়ে বত।
 তাপিত হইলে তাপ সে জানয়ে
 তাপ হয় যে কত ॥ ১৫

মিনা যে বেদনে না জানে চেতন
 দরদের দরদী নয়।
 পর দরদের দরদ জানিবে
 সেই সে স্নেহম হয় ॥
 আপনি মরে কি করে পরে ২০
 সোদর নহে বা কেনে।
 কাহার কারণ কে সঙ্গে মরণ
 চণ্ডীদাস বলে মেনে ॥

৩। গরল ভথিয়া মো পুনি মরি।—পাঠান্তর।
 ৬। সীমন্তিনী লইয়া কেশ সালাইয়া - "
 ৮। সতী—সিদ্ধ "
 ১০। মরিলে পতি থাকিব সংহতি— "
 ১৩-১২। বিরহ-বেদন না জানে আপন
 দরদের দরদী নয়।
 চণ্ডীদাস ভণে পর দরদের
 দরদী হইলে হয় ॥— পাঠান্তর।
 দরদ--বেদনা।

২১৩

সিদ্ধা।

সই, কেমনে জীব গো আর।
 বুকে খেয়েছি আমারে খেল
 পিঠে হৈল পার ॥
 মনু মনু মনু গো সখি
 কালিয়া বাঁধীর গানে। ৫
 স্নেহম দেখিয়া গীরিত্তি করিছ
 এমতি হবে কে জানে ॥
 সকল গোকুল হইল আকুল
 শুনিয়া বাঁধীর কথা।
 খেলের সহিতে গীরিত্তি করিয়া ১০
 কি হ'ল অজ্ঞানে ব্যথা ॥

হির হৈতে নারি প্রাণের সখি গো
 বুকে খেয়েছি যা।
 আখির জলেতে পথ নাহি দেখি
 মুখে না বাহিরায় রা ॥ ১৫
 পীরিতি রতন পীরিতি যতন
 পীরিতি গলার হার।
 শ্রাম বঁধুয়ার নিদারুণ বাঁশী
 পরাণ বধিলে আমার ॥
 কে জানে কেমন পীরিতি এমন ২০
 পীরিতি কৈল সব নাশ।
 গঞ্জে গুরুজন সেহ সুখমন
 কহে দীন চণ্ডীদাস ॥
 ২১। সেহ সুখমন—ভাহাতেও মনে সুখ হয়, কৃষ্ণ-
 প্রসঙ্গ হয় বলিয়া।

২১৪

ধানন্দী।

সজনি, না কহ ও সব কথা।
 কালিয়া পীরিতি যার মরমে লাগিয়াছে
 জনম অবধি তার ব্যথা ॥
 কালিন্দীর জল নয়ানে না হেরি
 বয়ানে না হেরি কালা। ৫
 দিবস রজনী আন নাহি জানি
 কালা হৈল জপমালা ॥
 বঁধুর লাগিয়া যোগিনী হইব
 কুণ্ডল পরিব কাণে।
 সবার আগে বিদায় হইয়া ২০
 যাইব গহন-বনে ॥
 গুরু পরিজন বলে কুবচন
 না যাব লোফের পাঁড়া।

চণ্ডীদাস কহে কাছুর পীরিত
 জাতি-কুল সব ছাড়া ॥ ১৫
 ১-৩। পাঠান্তর :—
 সই, না কহ ও সব কথা।
 কালার পীরিতি বাহার লাগিল
 জনম হইতে ব্যথা ॥
 ৬। তথাপি সে কালা অস্তরে আগয়ে—পাঠান্তর।
 ১০-১১। গুরু গরবিত করিব বিদিত
 কালা পরিবাদ জানে—
 ১২। গুরু—যয়ে।
 ১৫। সব—শীল।
 কৃষ্ণ-প্রেম করিতে হইলে জাতি কুলশীল সব বিসর্জন
 দিতে হইবে। “সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং
 ব্রজ।”

২১৫

হুই।

কাল জল ঢালিতে কালিয়া পড়ে মনে।
 নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে ॥
 কাল কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি।
 করে কর জুড়িয়া কালজ নাহি পরি ॥
 আলো সই, মুই শুনিছ নিদান। ৫
 বিনোদ বঁধুয়া বিনে না রহে পরাণ ॥
 মনের মরম-কথা মনে সে রহিল।
 ফুটিয়া সে শ্রাম-শেল বাহির না ভেল ॥
 চণ্ডীদাস কহে রূপ শেলের সমান।
 নাহি বাহিরায় শেল দগধে পরাণ ॥ ১০
 ৪। কাল অজান আমি মূরনে না পরি।—পাঠান্তর।

২১৬

সই, আর বে কহিব কত।
 আপনা খাইয়া ছাড়িতে নারিছ
 হইতে নারিছ রত ॥

বাঁপ বে দিয়া জলেতে পশিয়া

যমুনায় থাকিব মরি ।

গোঠেতে যাইতে খেয় চরাইতে

সেখানে দেখিবে হরি ॥

এখনি তখনি বচন দুখানি

পরিমাণ কিছু নয় ।

কহিতে কহিতে সোনা যে বরিখে ১০

রাজের তুলনা নয় ॥

খাল্জ চতুর চোর যে টাট

সব যে মিছাই কয় ।

তাহার অধিক দ্বিগুণ চাতুরী

টাট চক্ষেতে কয় ॥ ১৫

এমতি নাগর গুণের সাগর

এমতি বচন তার ।

এমতি বচনে করিয়া প্রমাণে

কেবা কোথা হৈল পার ॥

চণ্ডীদাসে কয় ক্রোধী যেবা হয় ১০

সেই ত এতেক কয় ।

আপনা বুঝি মনেতে সঘরি

মনের মনেতে রয় ॥

২৭৭

ছুড়ি ।

পাশরিতে চাহি তারে পাশরা না যায় গো ।

না দেখি তাহার রূপ মনে কেন টানে গো ॥

পথে চলি যাই যদি চাহি লোকপানে গো ।

তার কথায় না রয় মন তারে কেন টানে গো ॥

খাইতে যদি বসি তবে খাইতে না পারি গো । ৫

কেশ পানে চাহিলে নয়ান কেন ঝোরে গো ॥

বসন পরিয়া থাকি চাহি বসনপানে গো ।

সমুখে তাহার রূপ সদা মনে ঝাপে গো ॥

না জানি কি হৈল মোর কোথা আমি যাব কে ।

৫ না জানি তাহার সঙ্গ কোথা গেলে পাব গো ॥ ১০

চণ্ডীদাস কহে মনে নিবারিয়া পাক গো ।

সে জনা তোমার চিতে সদা লাগি আছে গো ॥

২। টানে—পড়ে ... পাঠান্তর ।

২। ঘরে মোর সাধ নাই—ইত্যাদি ॥

২৭৮

বরাড়ি ।

কানড় কুসুম করে পরশ না করি ডরে

এ বড়ি মরমে বড় ব্যাধা ।

যেখানে সেখানে যাই সকল লোকের ঠাই

কাণাকাণি শুনি এই কথা ॥

সই, লোকে বলে কালা-পরিবাদ । ৫

কালার ভরমে হাম জলদে না হেরি গো

ভাজিয়াছি কাজরের সাধ ॥

যমুনা-সিনানে যাই অঁখি তুলি নাহি চাই

তরুণ কদম্বতলা পানে ।

যেখানে সেখানে থাকি বাঁশীটি শুনিয়া গো ১০

ছটি হাত দিয়া থাকি কাণে ॥

চণ্ডীদাস ইথে কহে সদাই অন্তরে রহে

পাশরিলে না যায় পাশরা ।

অপিতে অপিতে হরি তমু মন করে চুরি

না চিনি যে কালা কিম্বা গোরা ॥ ১৫

৬। তাহার রসভ্রমে জলদ শ্রাবের সনে—পাঠান্তর ।

১৪। দেখিতে দেখিতে হয়ে ... ॥

২৭৯

হুই ।

সই, মনে মোর এই ভয় উঠে ।

শ্রাম-বধুর পীরিত্থানি ভিলেপাছে ছুটে ॥

গড়ন ভাজিতে সই আছে কত জন ।
ভাজিলে গড়িতে পারে সে বড় কুজন ॥
এমন বঁধুরে মোর যে জন ভাজাবে ।
অবলা রাধার বধ তাহারে লাগিবে ॥
চণ্ডীদাস বলে রাধে ভাবিছ অনেক ।
তোমার পীরিতি বিনে না জীবে তিলেক ॥

২৮০

রহই ।

এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে ।
না জানি কান্নুর প্রেম তিলে জনি ছুটে ॥
গড়ন ভাজিতে সই আছে কত খল ।
ভাজিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল ॥
যথা তথা যাই আমি যত দূর পাই ।
চাঁদ-মুখের মধুর হাসে তিলেক জুড়াই ॥
সে হেন বঁধুরে মোর যে জন ভাজায় ।
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায় ॥
চণ্ডীদাস কহে রাই ভাবিছ অনেক ।
তোমার পীরিতি বিনে সে জীয়ে তিলেক ॥ ১০

২৮১

জি ।

কান্নু পরিবাদ মনে ছিল সাধ
সকল করিল বিধি ।
কুজন বচনে ছাড়িব কেমনে
সে হেন গুণের নিধি ॥
বঁধুর পীরিতি শেলের ধী ॥ ৫
পহিলে সহিল বৃকে ।
দেখিতে দেখিতে ব্যথাটি বাড়ল
এ দুখ করির কাকে ॥

হিয়া দর দর করে নিরন্তর
যারে না দেখিলে মরি । ১০
হিয়ার ভিতরে কি শেল সাঁধাইল
বল না কি বুদ্ধি করি ॥
অন্ত ব্যথা নয় বোধে শোধে যায়
হিয়ার মাঝারে থুয়া ।
কুলবতী হৈয়া কুল তেরাগিয়া ১৫
কেমনে রয়েছে গিয়া ॥
আমরা অখল হৃদয় সরল
কথায় ভুলিয়া গেলু ।
পরের কথায় পীরিতি করিয়া
জনম কাঁদিয়া মনু ॥ ২০
সকল ফুলে জমরা বুলে
কি তার আপন পর ।
চণ্ডীদাস কহে কান্নুর পীরিতি
কেবল দুখের ঘর ॥
১৩। বোধে শোধে যায় বোধে শোধে রয়
— পাঠান্তর ।
১৫-১৬। কোন কুলবতী কুল মজাইয়া
কেমনে রয়েছে গিয়া । পাঠান্তর ।

২৮২

ধানসী ।

কাহারে কহিব মনের মরম
কেবা যাবে পরতীত ।
কান্নুর পীরিতি বুঝি দিবা রাতি
সদাই চমকে চিত ॥
সই, ছাড়িতে নারি যে কালা । ৫
কুল তেরাগিয়া ধরম ছাড়িয়া
লইব কলঙ্কের ডালা ॥
মাথায় করিয়া দেশে দেশে কিরে
মাগিয়া খাইব তবে ।

সতী চরচর কুলের বিচার ১০

তবে সে আমার বাবে ॥

চণ্ডীদাস কয় কলঙ্কে কি ভয়

যে জন পীরিত্তি করে ।

পীরিত্তি লাগিয়া মরমে ব্যুরিয়া

কি তার আপন পরে ॥ ১৫

১। সখি রে, মনের বেদনা কাহারে কহিব
পাঠান্তর ।

৫-৭। কুল তেয়াগিন্থ ভরম ছাড়িল
সইলু কলঙ্কের ডালা ।

যে জন যে বল আমারে বল
ছাড়িতে নারিব কালা ॥—পাঠান্তর ।

৮। সে ডালি মাথার করি দেশে দেশে ফিরি
—পাঠান্তর ।

২৮০
ধাননী ।

আগো সই, কে জানে এমন রীত ।

শ্রাম বঁধুর সনে পীরিত্তি করিয়া

কেবা বাবে পরতীত ॥

খাইতে পীরিত্তি শুইতে পীরিত্তি

পীরিত্তি স্বপনে দেখি ॥ ৫

পীরিত্তি লহরে আকুল হইয়া

পরান পীরিত্তি সাখী ॥

পীরিত্তি আঁখর জপি নিরন্তর

এক পণ তার মূল ।

শ্রাম বঁধুর সনে পীরিত্তি করিয়া ১০

নিহিঁদ দিলক্ষ কুল ॥

চণ্ডীদাস কয় অসীম পীরিত্তি

কহিতে কহিব কত ।

আদর করিয়া যতেক রাখিয়ে

পীরিত্তি পাইবা তত ॥ ১৫

২৮৪

হুড়ি ।

আমার মনের কথা শুন লো সজনি ।

শ্যাম বঁধু পড়ে মনে দিবস রজনী ॥

কিবা গুণে কিবা রূপে মোর মন বাঁধে ।

মুখেতে না সরে বাণী ছুটি আঁখি কান্দে ॥

চিতের অনল কত চিতে নিবারিব ।

না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব ॥

চণ্ডীদাস বলে প্রেম কুটিলতা রীত ।

কুলধর্ম লোকলজ্জা নাহি মানে চিত ॥

১৮৫

ধাননী ।

জাতি জীবন ধন কালা ।

তোমরা আমারে যে বল সে বল

কালিয়া গলার মালা ॥

সই, ছাড়িতে নারিব তারে ।

অস্তুর সহিত সে প্রেম জড়িত

কে তারে ছাড়িতে পারে ॥

যে দিন যেখানে সেই সব লীলা

করেন কালিয়া কান্দু ।

সজের সঙ্গিনী ছেয়া রহিলু

শুনিভাম যুড় বেণু ॥ ১০

এত রূপে নহে হিয়া পরতীত

যাইভাম কদম্বের তলা ।

চণ্ডীদাস কহে এত প্রাণে সতে

বিষম বিষের জ্বালা ॥

১। সই ছাড়িতে যদি বল তারে । পাঠান্তর ।

৭৮। যেদিন যেখানে যে সব পীরিত্তি

লীলা করয়ে কান্দু ॥—পাঠান্তর ।

২৮৬

সিদ্ধি।

বলে বলুক মোরে মন্দ আছে যত জন ।
ছাড়িতে নারিব আমি শ্রাম চিকণ ধন ॥
সে রূপ-লাবণি মোর হিয়ায় লাগি আছে ।
হিয়া হৈতে পাঁজর কাটি লইয়া যায় পাছে ॥

সখি এই ভয় মনে বড় বাসি ।
অচেতন নাহি থাকি জাগি দিবা নিশি ॥
অলসে আইসে নিদ যদি ছুটি আঁখে ।
শয়ন করিয়া থাকি ভুজ দিয়া কাঁখে ॥
এমন পিয়ারে মোর ছাড়িতে লোকে বলে ।

তোমরা বলিবে যদি খাইব গরলে ॥ ১০
কানু রূপের নিছনি নিছিয়া দিমু কুলে ।
এত দিনে বিহি মোরে হৈল অশুকুলে ॥
পুরুষ মনের সাধ ধরম যাউক দূরে ।
কানু কানু করি প্রাণ দিবানিশি বুঝে ॥
চণ্ডীদাস বলে রাই এমতি চাহ বটে । ১৫
সুখের পীরিতি হৈলে কত নাহি টুটে ॥

৪। হিয়া হৈতে পাঁজর ধসিয়া যায় পাছে।—পাঠান্তর
৭-৮। অলস আইসে নিদ যদি আইসে ইথে ।

শয়ন করিয়া থাকি ভুজ দিয়া মাথে ॥—পাঠান্তর
১৫-১৬। চণ্ডীদাস কহে রাই ভাল ভাবিয়াছ ।

মনের মরম-কথা কারে জানি পুছ ॥ পাঠান্তর
সুখের সুখনের ।

২৮৭

দাস পাড়িয়া ।

দূর দূর কলঙ্কিনী বলে সব লোকে গো ।
না জানি কাহার ধন নিলাম আমি গো ॥
কারো সনে না কহি কথা থাকি ভয় করি গো ।
তবু ত দারুণ লোকে কহে নানা কথা গো ॥

তার সনে যোর দেখা নাই মিছা কথা রটে গো ॥
দেখা হইলে কইত যদি তার বোলে সইত গো ॥
মিছা কথা কইয়ে পরের মন ভারি করে গো ।
হয় কি না হয় মনে আপনা বুঝি দেখ গো ॥
পর কুচ্ছার ধরম মেনে কেমন করে সয় গো ।
চণ্ডীদাস কয় লোকে মিছে কথা কয় গো ॥ ১০

৬। একে নাগী কুলের বৈরী দেখিতে ঘোরে নারে গো ॥
—পাঠান্তর ।

৯। পরকুচ্ছা অধম বিনা কেমন করে রহে গো ।
—পাঠান্তর ।

২৮৮

ভুড়ি।

সুজন কুজন যে জন না জানে
ভাহারে বলিব কি ।

অস্তর-বেদনা যে জন জানয়ে
পরান কাটিয়া দি ॥

সই, কহিতে বাসি যে ডর । ৫

যাহার লাগিয়া সব ভেদীগিহু
সে কেনে বাসয়ে পর ॥

কানুর পীরিতি বলিতে বলিতে
পাঁজর কাটিয়া উঠে ।

শঙ্খ-বণিকের করাত যেমন ১০
আসিতে যাইতে কাটে ॥

সোনার গাগরী যেন বিধ ভরি
হৃদেতে ভরিয়া মুখ ।

বিচার করিয়া যে জন না খায়
পরিণামে পান্ন হুখ ॥ ১৫

চণ্ডীদাসে কয় শুনহ সুন্দরি
এ কথা বুঝিবে পাছে ।

শ্রাম বঁধু সনে পীরিতি করিয়া
কেবা কোথা ভাল আছে ॥

১৭। পাছে—পশ্চাতে, ইহার পরে ।

২৮৯

সিদ্ধুড়া।

পিয়ার পীরিতি লাগি যোগিনী হইমু ।
 তবু ত দারুণ চিতে সোয়াস্তি না পামু ॥
 কি হৈল কলঙ্ক-রব শুনি যথা তথা ।
 কেন বা পীরিতি কৈমু খানু আপন মাথা ॥
 না বল না বল সই সে কানুর গুণ । ৫
 হাতের কালি গালে দিল মাখে কালি চূণ ॥
 আর না করিব পাপ-পীরিতের লেহা ।
 পোড়া কড়ি সমান করিমু নিজ দেহা ॥
 বিধিরে কি দিব দোষ করম আপনা ।
 সৃজনে করিমু প্রেম হইল কুজনা ॥ ১০
 চণ্ডীদাসে কহে তুমি না কর ভাবনা ।
 সৃজনে সৃজন মিলে কুজনে কুজনা ॥
 হাতের কালি গালে দিলাম মাখিলাম চূণ ।— পাঠান্তর

২৯০

তুড়ি।

এক জালা ঘরে হৈল আর জালা কানু ।
 জালাতে জলিল দে সারা হইল তমু ॥
 কোথাকারে যাব সই কি হবে উপায় ।
 গরল সমান লাগে বচন হিয়ায় ॥
 কাহারে কহিব আমি কে জানে প্রভীত । ৫
 মরণ অধিক ভেল কানুর পীরিত ॥
 জারিলেক তমু মন কি করে ঔষধে ।
 জগৎ ভরিল এই কানু-পরিবাদে ॥
 লোকমাঝে ঠাই নাই অপবন দেশে ।
 বাণ্ডলী-আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥ ১০

১। এক জালা গুরুজন ইত্যাদি—পাঠান্তর।

২। দে—প্রাণ।

২৯১।

সিদ্ধুড়া।

এ দেশে বসতি নাই যাব কোন্ দেশে ।
 যার লাগি প্রাণ কীদে তারে পাব । কসে ॥ ১
 বল না উপায় সই বল না উপায় ।
 জনম হইতে দুখ রহল হিয়ায় ॥
 ভিত্তি কৈল দেহ মোর ননদী-বচনে ।
 কত বা সহিব জালা এ পাপ-পরাণে ॥
 বিষ খাইলে দেহ যাইবে রব রহিবে দেশে ।
 বাণ্ডলী-আদেশে কহে কবি চণ্ডীদাসে ॥

২৯২

সিদ্ধুড়া।

সই, এ কি সহে পরাণে ।
 কি বোল বলিয়া গেল ননদিনী
 শুনিলে আপন কাণে ॥
 পরের কথায় এত কথা কহে
 ঈহাতে কতিব কি । ৫
 কানু-পরিবাদে ভুবন ভরিল
 বুথায় জীবনে জী ।
 কানুরে পাঠিত এ সব কহিত
 তবে বা সে বোলে ভাল ।
 মিছা পরিবাদে বাদিনী হইয়া ১০
 জর জর প্রাণ হৈল ॥
 কে আছে বুঝায়ে শ্রামেরে কহিয়ে
 এ দুখে করিবে পার ।
 চণ্ডীদাস কহ ধৈর্য্য ধরি রহ
 কে কিবা করিবে কার ॥ ১৫
 ৮। যদি কানুকে আমি পাইতাম, তবে এ কথা
 বলিলে অস্তায় হইত না ।

২১০

ক।

পর পুরুষে বৌবন সঁপিলে
আশা না পূরয়ে ভায়।

আপন রতন বিছুরিলে স্বতি
দ্বিগুণ সুখ সে পায়।

সই, বিধি করিল এমত রীতি।
কুলবতী হইয়া পতি ভেয়াগিয়া
পরপতি সনে প্রীতি ॥

পহিলে সহিল এবে সে জানিল
দুকুল ভাসিল জলে।

পীরিতি করাতিয়া শিরে চড়াইয়া
কুল দুই ফার কৈলে ॥

দু দিকে ভাসিল উড়ু ডুবু দিতে
কিনারা নহিল দেখি।

মহাজনের ঘরে চোরে চুরি করে
পড়লী দেয় আসিয়া সাথী ॥

তলাস করিয়া বেড়ায় ফিরিয়া
ধনের না পায় লেশ।

মনেতে বুঝিয়ে মরমে ঝুরিয়ে
তাহারি কপালে দোষ ॥

এমন ডাকাতি বঁধুব পীরিতি
হরি নিল মোর মন।

আপন পর বিছুরল সব
ভ্যজিল গৃহ গুরুজন।

বাস্তলী-কপায় চণ্ডীদাস হিয়ায়
দোসর ধোবিক জনা।

সকলি পাইবে কুলে সে রহিবে
আলিঙ্গনে নন্দনন্দনা ॥

২-৪। স্ত্রী যদি আপন স্বামীকে ছলিয়া যায়, তবে
কি তাহার সুখ হয়?

৮-১৩। পাঠান্তর—

পড়লী সকল এবে সে জানিল
দুকুল ভাসিল জলে।

পীরিতি করিতে আসিবে বটাই
দুই কুল কাক হলে ॥

দু দিকে ভাসিতে উড়ু ডুবু করিতে
কিনারা হইল দেখি।

৫ ১৮-১৯। মনেতে বুঝিয়া দেখিলু তাবিয়া
তাহার কপাল-দোষ ॥ পাঠান্তর।

২২। আপন পর যে দুখিল লখ—পাঠান্তর।

২৪-২৭। রাখ চিহ্ন পায় চণ্ডীদাস-হিয়ার
দোসর ধোবিক জনা।

সকলি পাইবে কুলে রহিবে
আসিবে নন্দ-নন্দনা ॥ পাঠান্তর।

২-৪

সিদ্ধড়া।

গোকুল নগরে আমার বঁধুরে
সবাই আপনা বাসে।

হাম অভাগিনী আপন বলিলে
দারুণ লোকেতে হাসে ॥

সই, কি জানি কি হৈল মোরে।

আপনা বলিয়া দুকুল চাহিয়া
না দেখি দোসর পরে ॥

কুলের কামিনী হাম একাকিনী
নহিল দোসর জনা।

রসিক নাগর গুরু জমা বৈরি
এ বড় মুরখপণা ॥

বিধির বিধান এমন করণ
বুঝিলু করমদোষে।

আগেতে বুঝিয়া না কৈল হুকিয়া
কহে ষিহ চণ্ডীদাসে ॥

১৫

০-১১। রসিয়া নাগরী গুরুননা বৈরি
এ বড়ি বুরখ জনা ॥ - পাঠান্তর।
১২-১৫। বিধির বিধান এমন করল
বুঝিছ করমদোষে।
নাগে পাছে বুকি না কৈলে সমকি
কহে ষিঙ্গ চণ্ডীদাসে ॥ - পাঠান্তর।

১৯৫

গাছার।

পীরিতি লাগিয়া আমি সব তেয়াগিন্দু।
তবু ত শ্রামের সনে গোঙাতে নারিন্দু ॥
বিধিরে কি দিব দোষ আপন করম।
কি ক্ষণে করিন্দু প্রেম না জানি মরম ॥
ঘরে ঘরে চাতরে কুলটা হল খ্যাতি।
কান্দু সনে প্রেম করি না পোহাল রাতি ॥
চল চল আলো সেই ওঝার বাড়ী যাই।
কালকূট বিধ আনি হাতে তুলি খাই ॥
পীরিতে মরিতে লাগি যাবা করে আশ।
পীরিতি লাগিয়া মরে ষিঙ্গ চণ্ডীদাস ॥ ১০

৫। চাতরে—বাহিরে—পাঠান্তর।
৭। আলো সেই—আর দেখি “
বাই—বাও “
৮। খাই—দাও— “
৯। মরিতে—মরতে— “

১৯৬

পটমহরী।

নিখাস ছাড়িতে না দেয় ঘরের গৃহিণী।
বাহিরে বাতাসে কাঁদ পাতে ননদিনী ॥

শুন শুন প্রাণপ্রিয় সই।
তুমি সে আমার হও তেঁই তোমায় কই ॥
বিনি ছলে ছার দেশে সদাই ধরে চুরি।
হেন মনে করে জলে প্রবেশিয়া মরি ॥
সতী সাথে দাঁড়াই যাদ সখীগণ সঙ্গে।
পুলকে পুরয়ে তনু শ্রাম-পরসঙ্গে ॥
পুলক ঢাকিতে নানা করি পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার ॥ ১০
পোড়া লোকে না জানে পীরিতি বলে কারে।
তুমি যদি বল সই সমাধিয়া ঘরে ॥
চণ্ডীদাস বলে শুন আমার যুক্তি।
অধিক যাতনা যার দ্বিগুণ পীরিতি ॥

৫। চুরি-চুলি পাঠান্তর।
২। পরকার প্রকার।
১২। তুমি যদি বল সমাধান দেই ঘরে—পাঠান্তর।
১৪। অধিক জালা যার তার অধিক পীরিতি—
পাঠান্তর।

১৯৭

শিখড়া।

তাহারে বুঝাই সই পেলে তার লাগি।
ননদী বচনে যেন বৃকে উঠে আগি ॥
কাহারে না কহি কথা রহি ছুখে ভাসি।
ননদী দ্বিগুণ বাদী এ পোড়া পড়শী ॥
কাহারে কহিব দুখ যাব আমি কোথা।
কার সনে কহিব কালা কান্দু-রসের কথা ॥
যত দূর যায় মন তত দূরে যাব।
পীরিতি পরাণভাগী কোথা গেলে পাব ॥
তাহারে কহিব দুখ বিনয় করিয়া।
চণ্ডীদাস কহে তবে জুড়াইবে হিয়া ॥ ১০

১১৮

সই, কি আর জীবনে সাধ।

কুল ও কুল দুকুল ভরিয়া
বাড়াইলা পরমাদ ॥শাপুড়ী ননদী গঞ্জে দিবারাতি
ভাড়া বা সচিব কত।পাড়ার পড়শী ইঙ্গিত আকারে
কুবচন বলে যত ॥অবলা-পরাণে এত কিনা সয়
শুন গো পরাণ-সই।মনের বেদনা বতেক বাতনা ১০
আগুন বলিয়া কই ॥এ ঘর করণ কুলের ধরম
ভরম সরম গেল।কলঙ্কিনী বলি জগৎ ভরিল
নিশ্চয় মরণ ভেল ॥ ১৫চণ্ডীদাস বলে শুন শুন রাখা
সে শ্রাম তোমার বটে।কি করিতে পারে গুরু দুর্জন
কামু সে রয়েছে বাটে ॥

১৩। তরম সন্ন্যাস, মান।

১৮। দুর্জন—দুর্জন।

১৯। বাটে—পথে।

২১১

২।

কামু সে জীবন জাতি প্রাণ ধন
এ দুটি অঁখির তার।পরান-অধিক হিয়ার পুতলি
নিমিখে নিমিখে হারা ॥ভোরা কুলবতী ভজ নিজপতি ৫
যার মনে যেবা লয়।ভাবিয়া দেখিলাম শ্রাম বঁধু বিলে
আর কেহ মোর নয় ॥কি আর বুঝাও ধরম করম
মন সন্তুষ্ট নয়। ১০কুলবতী হৈয়া পীরিতি আরতি
আর কার জানি হয় ॥যে মোর করমে লিখন আছিল
বিহি ঘটায়ল মোরে। ১তোমরা কুলবতী দেখিলে কুমতি ১৫
কুল লইয়া থাক ঘরে ॥গুরু দুর্জন বলে কুবচন
সে মোর চন্দন চূয়া।শ্রাম অনুরাগে এ তত্ত্ব বেচিলু
ভিল তুলসী দিয়া ॥ ২০পড়শী দুর্জন বলে কুবচন
না বাব সে লোকপাড়া।চণ্ডীদাস কয় কামুর পীরিতি
জাতি কুল শীল ছাড়া ॥

৩। পাঠান্তর—

হিয়ার মাঝারে পরাণপুতলি

১৩-১৬। পাঠান্তর—

যে মোর করম কপালে আছিল
বিহি মিলাওল তার।ভোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি
থাক ঘরে কুল লই ॥

২১ ২৪। পাঠান্তর—

গুরু দুর্জন বলে কুবচন
না বাব সে লোকপাড়া।জানদাস কয় কামুর পীরিতি
জাতি কুল শীল ছাড়া ॥জাতি কুল শীল ছাড়া—ককের সঙ্গে প্রেম কবিলে
জাতি কুল শীল সব ত্যাগ করিতে হইবে।

৩০০

ধানন্দী।

কে আছে বুকিয়া বলিবে সুকিয়া
আমার পিয়ার পাশে।
গোপত পীরিতি না করে বেকতি
শুনিয়া লোকেতে হাসে ॥
গোপত বলিয়া কেন বা বলিলে ৫
এমত করিলে কেনে।
এমত ব্যাভার না বুকি তাহার
পীরিতি যাহার সনে ॥
সই, এমতি কেনে বা হল।
পরের নারী মন যে হরি ১০
নিশ্চয় ছাড়িয়া গেল ॥
আমি অভাগিনী দিবস রজনী
সোঙরি সোঙরি মরি।
কুলের কলঙ্ক হইল সালঙ্ক*
তবু যে না পানু হরি ॥ ১৫
পুরুষ পরশ হইল ছরস
বিছুরি আপন মতি।
জন্ম অবধি না পাই সোয়াস্তি
কাঁদিয়া মরি যে নিতি ॥
চণ্ডীদাসে কয় সৃজন যে হয় ২০
এমতি না করে সে।
তাহার পীরিতি পাষাণে লেখতি
মুছিলেও নাহি শুচে ॥

১৪। সালঙ্ক—অলঙ্কার।

১৭। মতি—বাস্তি পাঠান্তর।

২২। পাষাণে লেখতি—পাষাণে খেয়াতি—পাঠান্তর।

৩০১

ধানন্দী।

সই, কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়।
আমার আঙ্গিনা দিয়া ॥
সে বঁধু কালিয়া না চায় কিরিয়া
এমতি করিল কে ৫
আমার অন্তর যেমন করিছে
তেমতি হউক সে ॥
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিছু
লোক অপবশ কয়।
সেই গুণনিধি ছাড়িয়া পীরিতি ১০
আর জানি কার হয় ॥
আপনা আপনি মন বুঝাইতে
পরভীত নাহি হয়।
পরের পরাণ ভরণ করিল
কাহার পরাণে সয় ॥ ১৫
সুবজী হইয়া শ্রাম ভাঙ্গাইয়া
এমতি করিল কে।
আমার পরাণ যেমতি করিছে
সেমতি হউক সে ॥
কহে চণ্ডীদাস করহ বিশ্বাস ২০
যে শুনি উত্তম মুখে।
কেবা কোথা ভাল আছয়ে সুন্দরি
দিয়া পরমনে হুখে ॥

৩০২

ধানন্দী।

• দেখিব যে দিনে আপন নয়ানে
কহিতে তা সনে কথা।
বেশ দূর করিব কেশ ঘুচাইব
ভাঙ্গিব আপন মাথা ॥

সই, কেমনে ধরিব হিয়া ।
 এমত সাধের বঁধুয়া আমার
 দেখিলে না চায় ফিরিয়া ॥
 ! সে হেন কালিয়া যা বিনেক হিয়া
 এমতি করিল কে ।
 জদি সৌদতি আমার যেমতি ১০
 তেমতি পুড়ুক সে ॥
 কহে চণ্ডীদাস কেন কর ত্রাস
 সে খন তোমারি বটে ।
 তার মুখে ছাই দিয়া সে কানাই
 আসিবে তোমা নিকটে ॥ ১৫

১০। সৌদতি—সংস্কৃত) কষ্ট পাওয়া। আমার মনে
 যে রূপ কষ্ট হইতেছে, সেইরূপ সে পুড়ুক ।

০০০

ধানন্দী ।

সই, তাহারে বলিব কি ।
 এমতি করিয়া অপখি করিলে
 বুথায় জীবন জী ॥
 ধরম গুণে ভয় না মানে
 এমন ডাকাতি সেহ । ৫
 বুঝিলাম মনে ডাকাতিয়া সনে
 যুটিল ভাল যে দেহ ॥
 বিনি যে পরখি রূপ যে দরখি
 ভুলিহু পরের বোলে ।
 পীরিজি করিয়া কলঙ্ক হইল ১০
 ভুবিহু অগাধ জলে ॥
 গুরুর গঞ্জন সহি সনাতন
 না জানি কিসের বশে ।
 অমিয়া হইয়া পরল হইল
 এমতি বুঝিলাম শেবে ॥ ১৫

আগে যদি জানিতুঁ সতর্কে থাকিতুঁ
 এমত না করিতুঁ মনে ।
 সে হেন পীরিতি হবে বিপর্যয়
 কে জানে এমন মনে ॥

চণ্ডীদাস কহে ধৈর্য্য ধরি রহ ২০
 কাহারে না কহ কথা ।
 কথা যে কহিবে যথা সে যাইবে
 মনেতে পাইবে ব্যথা ॥

৮ পরখি—পরীক্ষা করিয়া—দরখি—দেখিয়া ।

১২। সহি সনাতন—সহিল অমন—পাঠান্তর ।

সনাতন—সর্বদাই ।

১৩। না জানিহু সেই রসে—পাঠান্তর ।

২২-২৩। কথা যে কহিবে বুথায় হইবে
 বুথাই মনের ব্যথা—পাঠান্তর ।

০০০

ধানন্দী ।

পীরিতি পসার লইয়া ব্যভার
 দেখিয়ে জগৎময় ।
 যতেক নাগরী কুলের কুমারী
 কলঙ্ক আমারে কর ॥
 শখি, জানি কি হইবে মোর । ৫
 সে শ্যাম নাগর গুণের নাগর
 কেমনে বাসিব পর ॥
 সে গুণ সোড়ারিতে, বাহা করে চিতে
 তাহা বা বলিব কত ।
 গুরুজন কুলে ভুবাইয়া মূলে ১০
 তাহাতে হইব রত ॥
 থাকিলে বে দেশে আমারে হাসে
 কহিতে না পারি কথা ।

অখোশ-খোশে চণ্ডীদাস শোকে
নে আর বিস্তার ব্যথা ॥
কহে চণ্ডীদাস বাণেশ্বর পাশ
এমন যদি হয় মনোরীত ॥
যার সনে হয় পীরিতি করয়
কহিলে সে হয় পরতীত ॥

৩০০

৩।

সই, মরম কহিয়ে তোকে ।
পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
কতু না আনিব মুখে ॥
পীরিতি-মুরতি কতু না হেরিব
এ ছটি নয়ান-কোণে ।
পীরিতি বলিয়া নাম শুনাইতে
মুদিয়া রহিব কাণে ॥
পীরিতি নগরে বসতি ত্যজিয়া
ধাকিব গহনবনে ।
পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
বেন না পড়য়ে মনে ॥
পীরিতি-পাবক পরশ করিয়া
পুড়িছি এ নিশি দিবা ।
পীরিতি বিচ্ছেদ সহনে না যায়
কহে চণ্ডীদাস কিবা ॥

৩০১

৩।

পীরিতি-মুরতি কতু না হেরিব
এ ছটি নয়ান-কোণে ।

পীরিতি বলিয়া নাম শুনাইতে
মুদিয়া রহিব কাণে ॥
সখি, আর কি বলিব তোরে ।
পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
এত ছুখ দিল মোরে ॥
পীরিতি আরতি কতু না করিব
শরনে স্বপনে মনে ।
পীরিতি নগরের বসতি ত্যজিয়া
রহিব গহনবনে ॥
পীরিতি পবন পরশ লাগিয়া
তেজিব নিকুঞ্জবাস ।
পীরিতি বেয়াধি ছাড়িলে না ছাড়ে
ভালে জানে চণ্ডীদাস ॥

৫। ও সই, আর বলিঃ মোরে ।
পীরিতি বলিয়া দারুণ আঁখর
বলিতে নয়ান বুঝে ॥—পাঠান্তর ।
৮। কতু না করিব
১২। পীরিতি অবশ পরশ লাগিয়া...

৩০২

শুন সহচরি না কর চাতুরী
সহজে দেহ উত্তর ।
কি জাতি মুরতি কামুর পীরিতি
কোথায় তাহার ঘর ॥
চলে কি বাহনে টিকে কোন্ স্থানে
সৈন্তগণ কেবা সঙ্গে ।
কোন্ অস্ত্র ধরে পারাপার করে
কেমনে প্রবেশে অঙ্গে ॥
পাইয়া সন্ধান হব সাবধান
না লব তাহার বা ।

নয়নে অবশে বচনে তাজিব

সোঙরি তাহার পা ॥

সবী কহে সার দেখি নিরাকার

স্বরূপ কহিবে কে ।

অমুরাগ-ছুরি বৈসে মনোগরি ১৫

জাতির বাহির সে ॥

মন তার বাহন রক্ষক মদন

ভাবগণ তার সঙ্গী ।

হৃদয় পাইলে না দেয় ছাড়িয়ে

পীরিতি অদ্ভুত রঙ্গী ॥ ২০

কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী-আদেশে

ছাড়িতে কি কর আশ ।

পীরিতি-নগরে বসতি করেছ

পরেছ পীরিতি-বাস ॥

৩০৮

বানশী ।

শুন শুন সই কহি তোরে ।

পীরিতি করিয়া কি হৈল মোরে ॥

পীরিতি-পাবক কে জানে এত ।

সদাই পুড়িছে সাঁহব কত ॥

পীরিতি ছরন্ত কে জানে ভাল । ৫

ভাবিতে পাঁজর হইল কাল ॥

অবিরত বহে নয়ানে নীর ।

নিলাজ পরাণে না বাঁধে থির ॥

মোসর খাতা পীরিতি হইল ।

সেই বিধি মোরে এতেক কৈল ॥ ১০

চণ্ডীদাস কহে সে ভাল বিধি ।

এই অমুরাগে সকল সিধি ॥

১০। মোসর খাতা ইত্যাদি,—পীরিতি বিজয় বিধা-
তার দ্বারা আবার ভাণ্ডা নির্দিষ্ট করিতেছে ।

১২-১৮ সিধি—সিধি ।

পটমরী ।

কি বৃকে দারুণ ব্যথা ।

সে দেশে যাঁহে যে দেশে না শুনি

পাপ পীরিতির কথা ॥

সই, কে বলে পীরিতি ভাল ।

হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিয়া

কাদিতে জনম গেল ॥

কুলবতী হৈয়ে কুলে দাঁড়াইয়ে

যে ধনী পীরিতি করে ।

তুহের অনল যেন সাজাইয়া

এমতি পুড়িয়া মরে ॥ ১৫

হাম অভাগিনী এ হুখে দুখিনী

প্রেমের ছল ছল আঁখি ।

চণ্ডীদাস কহে যেমতি হইল

পরান সংশয় দেখি ॥

৩১০

সিদ্ধা ।

এ দেশে না রব সই দূরদেশে যাব ।

এ পাপ পীরিতির কথা শুনিতে না পাব ॥

না দেখিব নয়নে পীরিতি করে যে ।

এমতি বিবম চিতা আলি দিবে সে ॥

পীরিতি আঁখির তিন না দেখি নয়ানে । ৫

যে করে তাহারে আর না দেখি বয়ানে ॥

পীরিতি বিবম দারে ঠেকিয়াছি আমি ।

চণ্ডীদাস কহে আমি ইহার গুরু তুমি ॥

৬। বিদ চণ্ডীদাস কহে ইহার গুরু তুমি...পাঠান্তর ।

৩১

৩।

মুখের লাগিয়া এ বর বাঁধি
আঙনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল ॥
সখি, কি মোর কপালে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিমু
ভাহুর কিরণ দেখি ॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িমু
পড়িমু অগাধ জলে।
লহনি চাহিতে দারিদ্র্য বেড়ল
মাণিক হারানু হেলে ॥
নগর বসালেম সাগর বাঁধিলাম
মাণিক পাবার আশে;
সাগর শুকাল মাণিক লুকাল
অভাগীর করম-দোবে ॥
শিয়ান লাগিয়া জলদ সেবিমু
বজর পড়িয়া গেল।
কহে চণ্ডীদাস শ্রামের পীরিতি
মরমে রহল শেল ॥

নিচল ছাড়িয়া উচলে উঠিতে...পাঠান্তর।

১২। (১) শিয়ান লাগিয়া জলদ সেবিমু

পাইমু বজর-তাপে।

জানহাস কহে পীরিতি করিয়া

পাছে কর অহুতাপে ॥

(২) জানহাস কহে কাহুর পীরিতি

বরণ অধিক শেল...পাঠান্তর।

৩২

৩।

(যাবত জনমে কি হৈল মর
পীরিতি হইল কাল।
অন্তর বাহিরে পশিয়া রহিল
কেমতে হইবে ভাল ॥
সই, বল না উপায় মোরে।
গল্পনা সহিতে নারি আর চিতে
মরম কহিমু তোরে ॥
ননদী-বচনে অলিছে পরাণে
আপাদমন্তক চুল।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
পাথারে ভাসাব কুল ॥
ভাসিয়ে যায় শুচে সে দায়
না বলে ছাড়য়ে লোকে।
চণ্ডীদাস কয় না করিহ ভয়
কি করিবে অধম লোকে ॥
১৩। এ বোল এ ছার লোক...পাঠান্তর।
১৪। চণ্ডীদাস কহে এমতি হইলে
মরিব তাহার শোকে ॥ পাঠান্তর।

৩৩

৩৬।

পাপ পরাণে কত সহিবেক আলা।

শিশুকালে মরি গেলে হইত যে ভাল।

আলা জ্ঞানল সই তবে সে পরিহরি।

হেমন করিয়া দেও পীরিতের ডুরি ॥

তেমতি নহিলে যার এমতি ব্যাভার।

কলঙ্ক-কলসী দৈরা-ভালিবু পাথার ॥

চণ্ডীদাস কহে এই বাণুলীকুপায় ।
 পীরিতি লাগিয়া কেন ভাসিবে দরিয়ায় ॥
 ৪। ডুরি—রজ্জ্ব।

০১৪

৬।

শুন গো মরম সই ।
 যখন আমার জনম হইল
 নয়ন মুদ্রিয়া রই ॥
 দিতে ক্ষীর সর জননী আমার
 নয়ন মুদ্রিত দেখি ।
 জননী আমার করে হাহাকার
 কহিল সকলে ডাকি ॥
 শুনি সেই কথা জননী যশোদা
 বঁধুরে লইয়া কোরে ।
 আমারে দেখিতে আইল তুরিতে ১০
 স্মৃতিকা-মন্দির ঘরে ॥
 দেখিয়া জননী কহিছেন বাণী
 এই কি ছিল কপালে ।
 করিয়া সাধনা পেলাম অন্ধ কন্ডা
 বিধি এত দুখ দিলে ॥ ১৫
 উঠ উঠ বলি করে ধরি তুলি
 বসান যতন করে ।
 হেনই সময়ে মায়ে ভেয়াগিয়ে
 বঁধু পরশিল মোরে ॥
 পায়ে দিতে হাত মোর প্রাণনাথ ২০
 অন্তরে বাড়িল সুখ ।
 হাসিয়া কাঁদিয়া আঁখি প্রকাশিয়া
 * * * * *
 ফুটিল অন্ধ বাড়িল অনন্দ
 জননী যশোদার মনে । ২৫

আমার কল্যাণে আনন্দিতমনে
 করিল বিবিধ দানে ॥
 স্নান যে জন জানে সেই জন
 কুজন নাহিক জানে ।
 অনুরাগে মন সৃদাই মগন ৩০
 বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

০১৫

৬।

আপনা আপনি দিবস রজনী
 ভাবিয়ে কতক দুখ ।
 যদি পাখা পাই পাখী হয়ে যাই
 না দেখাই এ পাপ-মুখ ॥
 সই, বিধি দিল মোরে শোকে । ৫
 পীরিতি করিয়া আশা না পূরল
 কলঙ্ক ঘোষিল লোকে ॥
 হাম অভাগিনী তাতে একাকিনী
 নহিল দোসর জনা ।
 অভাগিয়া লোকে যত বলে মোকে ১০
 তাহাও না যায় শোনা ॥
 যদি বিধি শুনিত মরণ হইত
 স্মৃতিত সকল দুখ ।
 চণ্ডীদাসে কয় এমতি হইলে
 পীরিতির কিবা সুখ ॥ ১৫
 ৫। বিধি—কাহ...পাঠাঙ্কর ।

০১৬

৬।

পরের অধীনী খুচিবে কখনি
 এমতি করিবে খাতা ।

গোকুল-ধর্মের প্রতি ঘরে ঘরে
না শুনি পীরিতি-কথা ॥

সই, যে বল সে বল ঘোরে । ৫
শপথি করিয়া বলি দাঁড়াইয়া
না রব এ পাপ-ঘরে ॥

গুরুর গঞ্জন মেঘের গর্জন
কত বা সহিব প্রাণে ।
ঘর যে ডেকিয়া যাইব চলিয়া ১০
রহিব গহনবনে ॥

বনে যে থাকিব শুনিতে না পাব
এ পাপ জনার কথা ।

গঞ্জনা ঘুটিবে হিয়া জুড়াইবে
অন্তরের যাইবে ব্যথা ॥ ১৫

চণ্ডীদাস কয় স্বতস্তুরী হয়
তবে সে এমন বটে ।

সে সব কহিলে করিতে পারিলে
তবে সে তাপ যে ছুটে ॥

১। অধানী—রমণী পাঠান্তর ।

১৫। ঘুটিবে মনের ব্যথা... ॥

১২। তাপ—পাপ ॥

০১১

বহই ।

না জানে পীরিতি যারা নাহি পায় তাপ ।

পরবশ পীরিতি অধার ঘরে সাপ ॥

সই, পীরিতি বড়ই বিষম ।

না পাই মরশী জনা কহি যে মরম ॥

গৃহে গুরুগঞ্জন কুচনআলা । ৫

কত বা সহিবে দুখ পরাধীন বাল্য ॥

পীরিতি-বেয়াধি যদি অন্তরে সাদাইল ।

ঔষধ খাইতে তবে পরাণ জারি গেল ॥ ১

চণ্ডীদাস কহে প্রেম বড়ই বিষম ।

জীয়ন্তে মরণ করে লউক শমন ॥ ১০

১। নাহি জানি নাহি শুনি তারা পায় তাপ...

পাঠান্তর ।

২। পরবশ—পর সে ... ॥

৮। ঔষধ খাইতে তবে পুন জারি গেল... ॥

১০। মরণ—এমন... ॥

০১৮

ধানন্দী ।

দৈব মুকতি বিশেষ গতি

যাহারে লাগয়ে ভায় ।

আন আন জনে করিয়া যতনে

প্রেমোত্তে গড়ায়ে দেয় ॥

সই, এমন কান্থর রসে । ৫

জনম অবধি রহিবে ঈশ্বরিতি

ধিক্ছেদ না হবে শেষে ॥

যেই মনে ছিল তাহা না হইল

সোঙরি পরাণ কাঁদে ।

লেহ দাবানলে মন যেন জলে ১০

হরিণী পড়িল কাঁদে ॥

পলাইতে চায় পথ নাহি পায়

দেখি যে অনলময় ।

বনের মাঝারে ছট্‌কট্‌ করে

কত বা পরাণে সয় ॥ ১৫

বাহিরে আসিয়া বাণ যে খাইয়া

পশিতে তাহাতে পুনঃ ।

গরল আনলে শরীর বিবল

শামাইতে নায়ে যেন ॥

করিবর আদি না পায় সমাধি ২০
 ফিরিয়া চীৎকার করে ।
 একে কুলনারী ফুকারিতে নারি
 ননদী আছয়ে ঘরে ॥
 এমতি আকার পীরিতি তাহার
 রহিয়া দহিছে মনে । ২৫
 ননদী বচনে দগধে পরাণে
 পাজর বিঁধিল ঘুণে ॥
 নয়নে নয়নে নয়ন-পিজরে
 রাখয়ে আপন কাছে ।
 জলে যাই যবে সঙ্গে চলে তবে ৩০
 স্ত্রামেরে দেখি যে পাছে ॥
 চণ্ডীদাস কয় বাণুলী সহায়
 মনেতে থাকয়ে যদি ।
 যে জন যা বিনে না জীয়ে পরাণে
 তার কি করে ননদী ॥ ৩৫

১২। পলাইতে মনে চাই পথ পানে ..
 .. পাঠাশ্বর ।
 ২৪-২৫। এমতি আমার পীরিতি তাহার
 সহিতে সহিছে মনে । ..
 ৩২। বাণুলীর সায়

০১১

৭১১।

জনম অবধি পীরিতি বেয়াধি
 অন্তরে রহিল মোর ।
 থেকে থেকে উঠে পরাণ ফাটে
 জ্বালায় নাহিক গুর ।
 সেই, এ বড় বিষম কথা । ৫
 কামুর কলঙ্ক জগতে হটল
 জুড়াইব আর কোথা ॥

বেয়াধি অবধি সমাধি করিয়ে
 পাই এবে যার লাগি ।
 এমতি ঔষধ হয় অন্ন স্নান লয় ১০
 হিয়ার ঘুচায় আগি ॥
 জনম অবধি কণ্টক ননদী
 জ্বালাতে জ্বলিল মন ।
 তাহার অধিক দ্বিগুণ জ্বালায়
 খলের পীরিতি গুন ॥ ১৫
 খলের সংহতি ছাড়িমু পীরিতি
 ছাড়িমু সকল সুখ ॥
 চণ্ডীদাস কয় যদি দেখা হয়
 এবে কেন বাস দুখ ॥

০২০

৭১১।

যতন করিয়া বেশালি ধুইয়া
 সাজে সাজাইলু দুখ ।
 দখি সে নহিল জল মে হইল
 পাইলু বড়ই দুখ ॥
 সেই, দখি কেন ছিঁড়ি গেল । ৫
 কামুর পীরিতি কুলের করাতি
 পরাণ কাটিয়া নিল ॥
 পীরিতি ঘুচিল আরতি না পূরিল
 না ঘুচিল কলঙ্কজালা ।
 তবু অভাগিনী না ঘুচে কাহিনী ১০
 পরিবাদ দেই কালা ॥
 বুঝিলাম যতনে প্রবোধিমু পরাণে
 ছাড়িমু তাহার আশ ।
 চিতে আর কত তাবি অবিরত
 দৈবে করিল নৈরাশ ॥ ১৫

আর কেহ বলে কাঁপ দিব জলে
তেজিব এ পাপ দেহ ।
চণ্ডীদাস কহে ছাড়িলে ছাড়ন নহে
শুধু সুখাময় লেহ ॥

৮। আরতি না বুঢ়িলপ..... পাঠান্তর ।

৯। পরিবাদ হৈল কালা..... ”

০২১

বানশী ।

না বল না বল সখি না বল এমনে ।
পরান বাঁধিয়া আছি সে বঁধুর সনে ॥
তাজিলে কুল-শীল এ লোকলাজ ।
কি গুরুগোরব গৃহের কাজ ॥
তাজিয়া সব লেহা পীরতি কৈমু । ৫
যে হইবে বিরতি ভাবে তাজিয়া মৈমু ॥
যে চিতে দাঁড়ায়েছি সেই সে হয় ।
ক্ষেপিল বাণ যে রাখিল নয় ॥
ঠেকিল প্রেমকান্দে সকলি নাশ ।
ভালে সে চণ্ডীদাস না করে আশ ॥ * ১০

০২২

বানশী ।

ইক্ষু রোপিমু গাছ যে হইল
নিজাড়িতে রসময় ।
কামুর পীরতি বাহিরে সরল
অস্তরে গরল হয় ॥

* কোথাও এই পদ জানদাসের ভণিতায়ুক্ত
গাছে ।

সই, কে বলে মিঠা ইক্ষু শুড় । ৫
পরের বচনে চাকিমু বদনে
খাইমু আপন মুড় ॥
চাকিতে চাকিতে লাগিল জিহ্বাতে
পহিলে লাগিল মিঠ ।
মোদক আনিয়া ভিযান করিয়া ১০
এবে সে লাগিল সীট ॥
মশলা আনিমু আগুনে চড়াহু
বিছুরিমু আপন ভাব ।
কামুর পীরতি বুঝিমু এমতি
কলঙ্ক হইল লাভ ॥ ১৫
আপন করমে বুঝিমু মরমে
বস্তুর নাহিক দোষ ।
চণ্ডীদাস কহে পারিতি করিয়া
কেবা কোথা পাইল যশ ॥

৫। সই, কে বলে ইক্ষুরস শুড়...পাঠান্তর ।

৬। চাকিমু...আবাদ করলাম ।

৭। মুড়...মুগ্ধক ।

১১। সীট...অসার পদার্থ ।

০২৩

বানশী ।

দিবস রজনী গুণি গুণি গুণি
কি হৈল অস্তরে ব্যথা ।
খেলের বচনে পাতিয়া অবনে
খাইমু আপন মাথা ॥
কে বলে পীরতি ভাল গো সখি ৫
কে বলে পীরতি ভাল ।
সে ছার পীরতি ভাবিতে ভাবিতে
সোনার বরণ স্থাল ॥

বিবের গাগরি ক্ষীর মুখে ভরি
 কেবা আনি দিল আগে। ১০
 করিহু আহার না করি বিচার
 এ বধ কাহারে লাগে ॥
 নীর-লোভে যুগী আনন্দে খাইতে
 ব্যাধু শর দিল বুকে।
 জলের সফরী আহার করিতে ১৫
 বড়শী লাগিল মুখে ॥
 নবঘন হেরি পিয়াসে চাতকী
 চঞ্চু পসারল আশে।
 বারিক বারণ করল পবন
 কুলিশ মিলল শেষে ॥ ২০
 ক্ষীর নাড়ু করি বিবে মিশাইয়া
 অবলা বালাকে দিল।
 সুস্বাদ পাইয়া খাইতে খাইতে
 নিকটে মরণ ভেল ॥
 লাখ হেম পেয়ে যতনে বাঁধিতে ২৫
 পড়িল অগাধ জলে।
 হেন অমুচিত করে পাপ বিধি
 বিজ চণ্ডীদাস বলে ॥

৫-৬। তন তন হুতি কি কহ যো এতি
 বচন না লাগে ভাল।... পাঠান্তর।
 ৯। সোনার গাগরি বিষজল ভরি... ”
 ১০। আনন্দে—পিয়াসে .. ”

০২৪

সিদ্ধি।

সই, কি হইল কালার আলা।

রাজি দিন মন সদা উচাটন
 স্বপনে ফেঁধি বেঁকালা ॥

সুদিত-লোচনে বসি বা ঘুমাই
 হৃদয়ে কান্থরে দেখি।
 মনের মরম তোমারে কহিহু
 শুন গো মরম-সখি ॥
 ঘরে নাহি মন মন উচাটন
 কি না হৈল মোর ব্যাধি।
 কি জানি জীবন বাঁচিতে সংশয়
 কহ না ইহার বুধি ॥
 সদাই হৃদয় আমার পরাণ
 কান্থর চরণে বাঁধা।
 যে জন পীরিতি পাড়ার পড়সী
 সদাই করয়ে বাধা ॥
 দূরে রহু তার আদর পীরিতি
 সে জন আঁখির বালি।
 না যাব সে ঘর পাড়ার পড়সী
 দেই যত গালি ॥
 চণ্ডীদাসে কহে লোকের বচন
 কিবা সে করিতে পারে।
 আপনা হৃদয়ে মনের মানসে
 নিরবধি ভজ তারে ॥

০২৫

বাদনী

না জানি পীরিতি এমন বলিয়া
 তবে কি বাড়ামু পা।
 পীরিতি বিচ্ছেদে জীবন না রহে
 এলায়ে পড়িছে গা ॥
 কহ কি বুদ্ধি করিব দেখি।
 একে লোকলাজ এ পাপ পদ্মণ
 ঘরে থিরি নাহি থাকি ॥

আপনার বুড়া অঙ্গুলি বিনিয়া
চলিতে নারি যে ধীরে ।
আমার করমে বিধির লিখন ১০
" মিছা দোষ দিব কারে ।
ভাবিতে গণিতে কামুর পীরিতি
পরায় হইল সারা ।
সধনে সধনে সজলনয়নে
নিরবধি বহে ধারা ১৫
চণ্ডীমাসে কহে শুন বিনোদিনি
দেখি যে অবোধপারা ।
মিছা লোককথা চাঁদ সখা যার
কিবা করে লাখ তার ৥

—o—

৩২৬

ধানশী ।

শুন গো মরম-সখি ।
কামুর পীরিতি পরায় না রহে
বড় পরমাদ দেখি ৥
কিবা সে কুদিন দেখিল সেহনে
নয়ান পসারি ছুটি ৫
সেই দিন হতে আন নাহি চিতে
পীরিতি-আনলে ছুটি ৥
আন সে আনল বারি ঢালি দিলে
তখনি নিবায়ৈ যায় ।
মনের আগুন নিবাইব কিসে ১০
ষিগুণ বলিয়ে তার ৥
বন গোড়ে বলে বনে আগুনি
দেখয়ে জগৎ লোকে ।
এ বড় বিষম শুন গো সজনি
বলে উঠে বিনি কুকে ১৫
হের দেখ সখি অঙ্গে হাত দিয়া
উঠিছে বিরহ আগি ।

১৯

সে শ্রাম-বিচ্ছেদে কুখ্যার বিষাদে
সদা কাঁদি তার লাগি ৥
চণ্ডীমাসে বলে শুন বিনোদিনি ২০
মিছাই ভাবনা কর ।
শ্রামের কলঙ্ক যত পরিবাদ
হৃদয়ে বতনে ধর ৥
৪। সেহনে=তাহাকে ।
৮। আন সে আনল=অপর আগুন ।
—o—
৩২৭
৩২ ।

সই, বড়ই প্রমাদ দেখি ।
কামুর সনে পীরিতি করিয়া
নিরবধি বুরে আঁখি ৥
কাহারে কহিব মনের আগুন
অলিয়া অলিয়া উঠে ৫
যেমন কুঞ্জর বাউল হইলে
অকুশ ভান্দিয়া ছুটে ৥
কিসে নিবারিব নিবারিতে নারি
বিষম হইল লেঠা ।
হেন মনে কুরি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদি ১০
তাঁহে গুরুজন কাঁটা ৥
বাইয়া নিভুতে বসি এক ভিতে
সদা ভাবি কালা কামু ।
বিরলে বসিয়া কুরিতে কুরিতে
কবে হারাইব তমু ১৫
ধীবর দেখিয়া জলে বত মৌন
যেমন ভরাসে কাঁপে ।
আমার ভেমতি ঘরের বসতি
গরজি গরজি কাঁপে ৥
ঘরে গুরুজন বলে কুবচন ২০
বদি বাঁ সবিত্রে পারি ।

বাহার লাগিয়া এতেক সহিব
সে রহে ধৈরজ ধরি ॥
চণ্ডীদাসে বলে শুন বিনোদিনী
সকলি স্বপন মানি । ২৫
তুমি সে কালার কালিয়া তোমার
জগতে সবাই জানি ॥

৬। বাউল—পাগল, উগ্রত।
২২-২৩। শ্রীকৃষ্ণ যদি আমার লজ্জা একটু চঞ্চল
হইতেন জানিতাম, তবে গুরুজনের কুবচন সহ করিতে
পারিতাম।

—o—

৩২৮

ঈ।

সই, রহিতে নারিনু ঘরে।
নিরবধি বলে কামু-কলঙ্কিনী
এ কথা কহিব কারে ॥
ঘরে গুরুজনে যত আছে মনে
কালার কলঙ্ক সারা । ৫
বিরলে বসিয়া সেখানে বসিয়া
নয়নে গলয়ে ধারা ॥
কি করিব বল ইহার উপায়
শুন গো মরম-সখি ।
এ পাপ-পরাণ সদাই চঞ্চল ১০
ঘরে স্থির নাহি থাকি ॥
বিষ ভেল গৃহ ভোজন না রুচে
যুম নাহিক হয় ।
শ্রাম-পরসজ্জ বিনে নাহি ভায়
অবণ তা পানে রয় । ১৫
গৃহকাণ্ডে চিত্ত না রয় বেকত
কালার ভাবনা গাড়া ।
চণ্ডীদাসে বলে কালার পীরিতি
সকলি হইবে ছাড়া ॥

—o—

৩২৯

খান্দী।

সই, মরিব গরল খেতে
কামুর পীরিতি বিষম বেয়াধি
আমারে বেরল গিয়ে ॥
কত না সহিব অবলা পরাণে
কুবচনে ভাঙ্গা দেহ । ৫
মনের বেদনা বুঝে কোন জনা
জান কি বুঝিবে কেহ ॥
হেন মনে করি বিষ খেয়ে মরি
দুরে যাউ যত দুখ ।
অঞ্চল রমণী কুলের কামিনী ১০
সবার হউক সুখ ॥
কত না সহিব সেই কুবচন
সহিতে হইলু কালী ।
হেন মনে করি এ ঘর করণে
দিব সে আনল জালি । ১৫
চণ্ডীদাসে বলে এমন পীরিতি
বিষম প্রেমের লেহা ।
পীরিতি আরতি বার উপজিল
তার কি আছয়ে দেহা ॥

—o—

৩৩০

খান্দী।

সই, আর কিছু কৈয় না গো ।
সকল বজর পাড়িয়া পরল
গোকুলে নন্দের গো ॥
কে জানে পাইব এত অপবাদ
স্বপনে নাহিক জানি । ৫
তবে কি তা মনে বাড়ানু মরমে
অথবা কুলের ধনী ॥
শয়নে স্বপনে জান নাহি মনে
দেখিয়া কালিয়া কামু ।

বিরহ বেয়াধি কত না সহিব ১০

কবে সে ভেজিব তনু ॥

শুনহ সজনি হেন মনে করি

গরল ভাষিয়া মরি ।

তবে ঘুচে তাপ বিষম সন্তাপ

গোপতে গুমরি মরি ॥ ১৫

কহে চণ্ডীদাস হিত আশ্বাস

পীরিত্তি এমতি রীত ।

কেন এত ভূমি করিছ বিবাদ

কণেক ধৈরজ চিত ॥

—০—

৩৩১

ধানী ।

সই, কি কাজ এ ছার ঘরে ।

শ্রাম নাম নিতে না পারি গৃহেতে

তবে তারা হেদে মরে ॥

কেবল রাখার পরিবাদ সার

সে সব কুলের মণি ॥ ৫

লোক চরাচরে মনু মনু মনু

কি ছাড় পড়সী গণি ॥

আমি সে লয়েছি শ্রাম-হেমমালা

জদয়ে পরিয়াছি ।

কহে যত জন শত কুবচন ১০

সে বহি লইয়াছি ॥

চণ্ডীদাস কহে শ্রাম স্নানাগর

ভজহ কিশোরী গোরী ।

লোক-পরিবাদ মিছা যত হয়

গোকুলে গোপের নারী ॥ ১৫

—০—

৩৩২

ধা ।

সাঁজে নিবাইল বাতি কত পোহাইব রাতি

গুণগুণি কদর বিদরে ।

না হয় মরণ

না রহে জীবন

মরম কহিব কারে ॥

সই, কি ছিল আমার করমে ।

রোপিল কলপলতা না হল তাহার পাতা

শুকাইয়া গেল ঠামে ॥

জনম অবধি ক্ষীর নীরে করি

সিঁচিল ও লভামূলে ।

ক্ষীরের গরিমা নীরের সীমা ১০

ছরিয়া লইল আনলে ॥

যাহার লাগিয়া সকল ছাড়িয়া

মন হৈল বনবাসী ।

চণ্ডীদাসে কয় তাহার কি ঘাটি হয়

পরশে করিবে সুখী ॥ ১৫

৮। ক্ষীর নীরে করি-ক্ষীর ও জল দিয়া ।

১৪। ঘাটি-অপরাধ ।

—০—

৩৩৩

বিহাগড়া ।

শুন ও গো সই আর তোমা বই

কহিব কাহার কাছে ।

লোকমুখে শুনি ইহা বলে লোক

কামু সনে রাখা আছে ॥

গোকুল নগরে গোপের মাঝারে ৫

এত দিন আছি মোরা ।

লোকমুখে শুনি কখন না চিনি

কামু কাল কিবা গোরা ॥

ঘরের ঘরগী আছে কালবাদিনী

পাপমতি নন্দিনী । ১০

শুনাইয়া মোকে আর কাকে ডাকে

আইস শ্রাম-সোহাগিনী ॥

কিবা সে শ্রাম কামু কার নাম

তাঁহা না বলিব কি ।

শুনাইয়া মোকে আর কাকে ডাকে ১৫
আই মাইকে জানাই দেখি ॥
এক প্রাণপতি সেই মোর গতি
তা বিমু আন নাহি জানি ।
চণ্ডীদাস বলে ভাঁড়াইলা ভালে
ধন্য রাখা ঠাকুরাণি ॥ ২০

—o—

৩৩৩

হাবিলী ।

পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
ভুবনে আনিল কে ।
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইমু
ভিতায় তিওল দে ॥
সই, এ কথা কহিব কারে । ৫
হিয়ার ভিতর বসতি করিয়া
কখন কি জানি করে ॥
পিয়র পীরিতি প্রথম আরতি
তাহার নাহিক শেষ ।
পুন নিদারুণ শমন সমান ১০
দয়ার নাহিক লেশ ॥
কপট পীরিতি আরতি বাড়ায়
মরণ অধিক কাজে ।
লোকচরচায় কুল রক্ষা দায়
অগত ডরিল লাজে ॥ ১৫
হইতে হইতে অধিক হইল
সহিতে সহিতে মমু ।
কহিতে কহিতে তমু জর জর
পাগলী হইয়া গেমু ॥
এমন পীরিতি না জানি এ রীতি ২০
পরিখামে কিবা হয় ।

পীরিতি পরম

হুবনর হয়

বিজ চণ্ডীদাসে কর ॥

৫। সই, এ কথা কহন নহে—পাঠান্তর ।
৭। কখন কি জানি কহে—
১৪। লোকচরচায় কুলের খাঁকার—
২২। পীরিতি পরম হয় দুখ দুখ—

—o—

৩৩৩

জি ।

পীরিতি বলিয়া একটি কমল
রসের সাযরমাঝে ।

প্রেম পরিমল সুবধ ভ্রমর
ধাওল আপন কাজে ॥

ভ্রমর জানয়ে কমল-মাধুরী ৫
তঁই সে ভাহার বশ ।

রসিক জানয়ে রসের চাতুরী
আনে করে অপযশ ॥

সই, এ কথা বুঝিবে কে ।

যে জন জানয়ে সে যদি না কহে ১০
কেমনে ধরিব দে ॥

ধরম করম লোকচরচাতে
এ কথা বুঝিতে নারে ।

এ তিন আঁখর বাহার মরমে
সেই সে বুঝিতে পারে ॥ ১৫

কহে চণ্ডীদাস শুন হে নাগরি
পীরিতি রসের সার ।

পীরিতি রসের রসিক নহিলে
কি হার জীবন তার ॥

২। সাযর— সাগর—পাঠান্তর ।

—o—

৩৩৩

জি ।

সই, পীরিতি আঁখর তিন।

অনম অবধি তাবি নিরবধি
না জানি রীতি কি দিন ॥

পীরিতি পীরিতি সব জন কহে

পীরিতি কেমন রীতি । ৫

রসের পীরিতি রসের স্বরূপ

কে না করে পরতীত ।

সই, কি আর কুল-বিচারে ।

শ্যাম বঁধু বিনে তিলেক না জীব

কি মোর সোদর পরে । ১০

পীরিতি মন্তর অপি নিরন্তর

নাহিক তাহার মূল ।

বঁধুর পীরিতে আপনা বেচিনু

নিছিয়া দিমু আভিকুল ।

সে রূপ-সায়রে নয়ান ডুবিল ১৫

সে গুণে বঁধিল হিয়া ।

সে সব চরিতে ডুবিল যে চিতে

নিবারিব কিবা দিয়া ।

খাইতে খাইছি শুইতে শুইছি

আছিতে আছয়ে ঘরে । ২০

চণ্ডীদাসে কয় ইজিত পাইলে

আপ্তন তেজায় ঘরে ।

৬-৭। রসের স্বরূপ পীরিতি মুরতি

কেবা করে পরতীত ।—পাঠান্তর ।

১৭-১৮। সে সব চরিতে ডুবু ডুবু মন

আনিব কি গুণ দিয়া ।—পাঠান্তর ।

—o—

৩৩৭

ধানক ।

পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর

সিরজিল কোন্ খাতা ।

অবধি জানিতে শুধাই কাহাকে

মুচাই মনের ব্যথা ।

পীরিতি রতন পীরিতি রতন ৫

বার চিতে উপজিল ।

সে খনী কতক

জনমে জনমে

কি ভাগ্য করিয়াছিল ।

সই, পীরিতি না জানে যার ।

এ তিন ভুবনে

মানুষ জনমে ১০

কি সুখে আছয়ে তার ।

যে জন যা বিনে

না রহে পরাণে

সে যে হল কুলনাশী ।

তবে কেন তারে

কলঙ্কিনী বলে

অবোধ গোকুলবাসী । ১৫

গোকুল নগরে

কেবা কি না করে

অবোধ মূঢ় যে লোকে ।

চণ্ডীদাসের মন

মরুক সে জন

পরচরচায় থাকে ।

৫। পীরিতি মুরতি পীরিতি রতন—পাঠান্তর ।

৮। ভাগ্য—বজ্র—

১০। এ তিন ভুবনে জনমে জনমে

কি সুখ জানয়ে তার ।—পাঠান্তর ।

১৮। চণ্ডীদাস ভনে মরুক সে জন

—পাঠান্তর ।

—o—

৩৩৮

ধানক ।

সুখের লাগিয়া

পীরিতি করিনু

শ্যাম বঁধুয়ার সনে ।

পরিণামে এত

দুখ হবে বলে

কোন্ অভাগিনী জানে ।

সই, পীরিতি বিষম মানি । ৫

এত সুখে এত

দুখ হবে বলে

স্বপনে নাহিক জানি ।

সে হেন কালিয়া

নিঠুর হইল

কি শেল লাগিল যেন ।

দরশন আশে

যে জন কিরয়ে ১০

সে এত নিঠুর কেন ।

বল না কি বুদ্ধি করিব এখন
ভাবনা বিবম হৈল ।
হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি
কি দিলে হইবে ভাল ॥ ১৫

চণ্ডীদাস কহে শুন বিনোদিনি
মনে না ভাবিহ আন ।

তুমি সে শ্যামের সরবস ধন
শ্যাম সে তোমার প্রাণ ॥

৫। সই, এ বড়ি আকৃতি শুনি—পাঠান্তর ।

৬-৭। তত স্তম্বে এত দুখ হবে বলে
স্বপনে ইহা না জানি ॥—পাঠান্তর ।

১২। বল না বল না সই কি বুদ্ধি করিব—পাঠান্তর ।

১৪-১৫। হিয়া দগদগি কি দিয়া জুড়াবে
কেমনে হইবে ভাল ॥—পাঠান্তর ।

—o—

৩৩৯

ঈ ।

সুখের লাগিয়া রঞ্জন করিসু
ঝালেতে ঝালিল দে ।

স্বাদু নহিল জাতি সে গেল
ব্যঞ্জন খাইবে কে ॥

সই, ভোজন বিষাদ হৈল । ৫

কানুর পীরিতি রস এই মতি
কি জানি কেমন হল ॥

পীরিতি রসের নাগর দেখিয়া
আরতি বাড়াইসু তাথে ।

তবে সে সজনি দিবস রজনী ১০
আনল উঠিল চিত্তে ॥

উঠিতে উঠিতে অধিক উঠিল
পীরিতে ডুবিল দেহ ।

নিম্নে স্নান দিয়া একত্র করিয়া
এখন কানুর লেহ ॥ ১৫

চণ্ডীদাসে কয় হিয়ার সহর
সকলি গরল হৈল ।

কিছু কিছু সুখা বিবগুণা আধা
চিরঞ্জীবী দেহ কৈল ॥

২। আগাতে আলিল দে—পাঠান্তর ।

৬-৭। কানুর পীরিতি হেন রসবতী
স্বাদ গন্ধ ঘুরে গেল ॥—পাঠান্তর ।

—o—

৩৪০

ঈ ।

সুখের পীরিতি আনন্দ যে রীতি
দেখিতে সুন্দর হয় ।

কাঞ্চন পায়ুষে মদন লহিতে
মাখিলে এমতি লয় ॥

সই, কেমন কারিকর সেহ । ৫

এ সব সংযোগ কেমনে করিলে
কেমনে গড়িলে দেহ ॥

সিফুর ভিতরে অমিয়া থাকয়ে
কেমনে পাইল এ ।

মাটির ভিতরে কাঞ্চন গড়য়ে ১০
সন্দেহ এ বড়ি এ ॥

মদন-মাদন থাকে কোন স্থানে
বুঝিতে সন্দেহ হয় ।

এ তিন আনিয়া একত্রে ছানিয়া
গড়িল কেমন দেহ ॥ ১৫

তিন তিন গুণে বাধিলেক যুগে
পাঁজরে পশিয়া গেল ।

যতন করিয়া অবলা বধিতে
আনিল এমতি শেল ॥

এমতি অকাজ করে কোন রাজ ২০
বুঝিতে নারিল মোরা ।

কুলের ধরমে তাজিসু মরমে
এমতি হউক তারা ॥

চণ্ডীদাসে কর মিছা গালি হয়
না দেখি অনেক লোকে । ২৫

আপনা আপনি বলায় কুবাণী
আপন সরম হুখে ॥

১২-১৫। সাগর মাঝারে থাকয়ে অমিয়া
কেমনে পাইবে সে ।
মোদন মানন পাইল কোন্ হানে
রসে নিরমিল যে ॥—পাঠান্তর ।

১৭। পীজর ধসিয়া গেল—

—○—

৩৪১

ঈ ।

আপনা খাইল সোনা যে কিনিলু
ভূষণে ভূষিব দেহ ।

সোনা যে নহিল পিতল হইল
এমতি কামুর লেহ ॥

সই, মদন সোনারে না চিনে সোনা । ৫
সোনা যে বলিয়া পিতল আনিয়া
গড়ি দিল যে গহনা ॥

পরিতে অঙ্গেতে বলকে দেখিতে
হাসয়ে সকল লোকে ।

ধন যে গেল কাজ না হইল ১০
শেল রহি গেল বুকে ॥

যেমত মতি তেমত গতি
ভাবিয়া দেখিলু চিতে ।

খলের কথায় পাথারে সাঁতারি
উঠিতে নারিলু ভিতে ॥ ১৫

অভাগিয়া জনে ভাগ্য নাহি জানে
না পূরে এ সব সাধ ।

খাইতে নাই ঘরে সাধ বহু করে
বিধি করে অনুবাদ ॥

চণ্ডীদাসে কর বাস্তলী কুপায় ২০
আর নিবেদিব কার ।

তবু ত পীরিতি নাহি পায় যদি
পরার্থে মরিয়া যায় ॥

৫। মদন এমনি দুটিহীন যে, সোনা ঠিক চিনিতে
পারে না । মদন-মোহিত লোকেরা ভাল বিচার করিতে
পারেনা । পান্ডিত্যেরা ত মদনকে অন্ধ বলিয়াছেন ।
আমাদের গোবিন্দদাসও বলেন,—“আখল প্রেম ।”

৮। পরিতে অঙ্গেতে এতি অনুলিতে—পাঠান্তর ।

—○—

৩৪২

ঈ ।

কামুর পীরিতি চন্দনের রীতি
ঘসিতে সৌরভময় ।

ঘসিয়া আনিয়া হিয়ায় লইতে
দহন বিগুণ হয় ॥

সই, কে বলে পীরিতি হীরা । ৫
সোনায়ে জড়িয়া হিয়ায় করিতে
দুখ সে লাগিল কিরা ॥

পরশ পাথর হয় যে শীতল
বলয়ে সকল লোকে ।

আমি অভাগিনী পীরিতি না জানি ১০
কতক পাইলু শোকে ॥

সব কুলবতী করয়ে পীরিতি
এমতি না হয় তারে ।

এ পাপ পড়সী সকল ডাহিনী
সকলি দোষয়ে মোরে ॥ ১৫

গৃহের গৃহিণী সঙ্গে ননদিনী
বলয়ে চেন যত ।

কহিলে কি যায় কি করি উপায়
পরার্থে সহিবে কত ॥

নাশুরের মাঠে প্রাণের নিকটে ২০
বাস্তলী আছয়ে বধা ।

তাহার আদেশে কহে চণ্ডীদাসে

স্থ থ য়ে পাইবে কোথা ॥

১০-১১। "হুই অভাগিনী লাগিল আঙনি

পাইছ এতক হুখে।—পাঠান্তর।

১৪-১৫। এ পাড়া পড়সী ডাকিনী সত্বী

এমত না থায় তারে।—পাঠান্তর।

২০। নিকটে—হাটে—পাঠান্তর।

—o—

৩৪৩

ঐ।

কানুর পীরিতি মরধের সাধি

বুঝিল এতক দিনে।

মরিলে ছাড়িবে সঙ্গে কি বাইবে

কহ না ইহার বিধানে ॥

সই, জীয়ন্তে এমন আলা। ৫

জাতি কুল শীল সকলি ডুবিল

ছাড়িলে না ছাড়ে কালা ॥

শয়নে স্বপনে না করিয়া মনে

ধরম গণিয়ে থাকি।

আসিয়া মদন দেয় কদর্থন ১০

অস্তরে উঠয়ে উকি ॥

সরোবর মাঝে মৌন যেন থাকে

উঠে অগ্নি দেখিবারে।

ধীর কাল হাতে লয়ে জাল

তুরিতে কাপয়ে ভীরে ॥ ১৫

কানুর পীরিতি কালের বসতি

বাহার হিয়ায় থাকে।

খলের গরলে আরিল সকলে

কলঙ্কি বলয়ে লোকে ॥

চণ্ডীদাসের মন বাঙলী চরণ ২৬

উপদেশ রজকী নারী।

সহিতে সহিবে কিছু না ভাবিবে

কহিবে একান্ত করি ॥

১। মরধের সাধি—মরনে বেরাবি—পাঠান্তর।

২। বুঝিল—পাইল—

৩। মৈলে কি ছাড়িবে সঙ্গে না বাইবে—

১০। কদর্থন—কুপরাশ্রম।

১৮-১৯। খলের বচনে আরে সেই জনে

কলঙ্কি বলয়ে লোকে ॥—পাঠান্তর।

২০-২৩। চণ্ডীদাস মন বাঙলী চরণ

আদেশে রজকী নারী।

সহিতে সহিতে কিছু না ভাবিবে

বলিবে একান্ত করি ॥—পাঠান্তর।

—o—

৩৪৪

সিদ্ধা।

আমরা সরল পীরিতি গরল

লাগিল অমিয়া ময়।

মহানন্দ রৌতি বিছুরল পতি

কলঙ্ক সবাই কয় ॥

সই, দৈবে হৈল হেন মতি। ৫

অস্তরে জ্বলিল পরাণ পুড়িল

এছন পীরিতি রৌতি ॥

মাটি খোদাইয়া খাল বনাইয়া

উপরে দেওল চাপ।

আগে আহার দিয়া মারল বাঁধিয়া ১০

এমন করয়ে পাণ ॥

নৌকায় চড়ায়ে দরিয়াতে লয়ে

ছাড়য়ে অগাধ জলে।

ডুবু ডুবু করে, ডুবিয়া না মরে

উঠিতে না পারে কলে ॥ ১৫

এমতি করিয়া পরাণে মারিয়া

চলল আপন ঘরে।

চণ্ডীদাসে কয় এমতি কি হয়

তুমি সে ভাবহ তারে ॥

১-৪ । আনন্স সরলপ্রকৃতি, তাই পরলসমূহ স্মৃতি
আনন্দের নিকট অকৃত বলিয়া বোধ হইয়া-
ছিল। স্মৃতির রীতি প্রথমে মহানন্দময়
বোধ হইয়াছিল, তাই পতিকে ত্যাগ করিয়া-
ছিলাম ; কলে কলঙ্ক হইল।

—○—

৩৪৫

জি ।

বিবিধ কুসুম যতনে আনিয়া
গাঁথিলু পৌরিত-মালা ।
শীতল নহিল পরিমল গেল
ছালাতে ছলিল গলা ॥
সই, মালী কেন হেন হৈল । ৫
মালায় করিয়া বিষ নিশাইয়া
হিয়ার মাঝারে দিল ॥
ছালায় ছলিয়া উঠিল যে হিয়া
আপাছ মস্তক চুল ।
এমন না দেখি শুন ওলো সখি ১০
আপ্তন হইল ফুল ॥
ফুলের উপরে চন্দন লাগল
সংযোগ হইল ভাল ।
ছুই এক হৈয়া পোড়াইল হিয়া
পাঁজর খসিয়া গেল ॥ ১৫
খসিতে খসিতে সকলি খসিল
নির্মল হইল দেহ ।
চণ্ডীদাসে কর কিছু নাহি তর
এখন কান্দুর লেহ ॥

১০-১১ । না তনি না দেখি কি করিব সখি
আপ্তন হইল ফুল ।—পাঠান্তর ।
১৮ । কিছু নাহি তর করিলে না হয়
—পাঠান্তর ।

—○—

৩৪৬

খানকি ।

নিষ্ঠুর কালিয়া না গেল বলিয়া
আনিলে বাইত সাথে ।
গুরুগরবিত বসতি আমার
পরাণ লইয়া হাতে ॥
সই, কি আর বলিব তোরে । ৫
আপন অন্তর না কর বেকত
তবে সে কহি যে তোরে ॥
মনের মরম আনিবে কে ।
সেই সে জানে মনের মরম
এ রসে মজিল যে ॥ ১০
চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া
ফুকরি কাঁদিতে নারে ।
কুলবতী হৈয়া পৌরিত করিলে
এমতি সঙ্কট তারে ॥
কে আছে ব্যথিত বাবে পরজীত ১৫
এ দুখ কহি যে কারে ।
হয় দুখভাগী পাই তার লাগি
তবে সে কহি যে তোরে ॥
পর কি জানয়ে পরের বেদন
সে রত আপন কাজে । ২০
চণ্ডীদাসে বলে বনের তিতরে
কভু কি রোদন সাজে ॥
৫-৭ । এই কর পঙ্ক্তির পরিবর্তে কোন কোন পঙ্ক্তিকে
এইরূপ আছে :—
একত ব্যাভার না জানি তাহার
স্মৃতিত বাহার সনে ।
পোপত করিয়া কেন না রাখিলে
বেকত করিলে কেনে ॥

—○—

৩৪৭

ধানপী ।

সই, কাহারে করিব রোষ ।

রা জানি না দেখি সরল হইলু

সে পুনি আপন দোষ ॥

বাতাস বুঝিয়া কেলাইতু পা

বাড়াই বুঝিয়া খেছ ।

মানুষ বুঝিয়া কথা যে কহিয়ে

রসিক বুঝিয়া লেছ ॥

মরক বুঝিয়ে ধরিয়ে ডাল

ছায় সে বুঝিয়ে মাথা ।

গাছক বুঝিয়া গুণ প্রকাশিয়ে ১০

ব্যখিত বুঝিয়া ব্যথা ॥

অবিচারে সই করিল পীরিত

কেন কৈল হেন কাজে ।

চণ্ডীদাস কহে ধী রহ স্তম্ভরি

কহিলে পাইবে লাজে ॥ ১৫

৫। খেছ—ঈর্ষ্যা ।

১৪। ধী রহ—ঈর্ষ্যা ধারণ করিয়া থাক ।

৩৪৮

ধানপী ।

হিয়ার মাঝারে বতনে রাখিব

বিরল মনের কথা ।

মরম না জানে ধরম বাখানে

সে আর বিগুণ ব্যথা ॥

বারে নাহি দেখি শয়নে স্বপনে ৫

না দেখি নয়ন-কোণে ।

তবু সে সজনি দিবস রজনী

সদাই পড়িছে মনে ॥

হাম অভাগিনী পরের অধীনী

সকলি পরের বশে । ১০

সদাই এমনি

পুড়িছে পরাণী

ঠেকিয়া পীরতি-রসে ॥

অমুখন মন

করে উচাটন

না সরে মুখেতে কথা ।

চণ্ডীদাসের মন

অরুণ নয়ন ১৫

ভাবিতে অন্তরে ব্যথা ॥

৫। শয়নে—জনম—পাঠান্তর ।

৭। তবু সে সজনি—অবুধ সে জনি।—পাঠান্তর ।

—০—

৩৪৯

বিভাস ।

আমি ত অবলা

তাঁহে এত জ্বালা

বিষম হইল বড় ।

নিবারিতে নারি

গুমরিয়া মরি

তোমাতে কহিল দড় ॥

সহজে আপন

বয়স যেমন ৫

আর নহে হাম জানি ।

স্বপনে ভালিয়া

সে রূপ কালিয়া

না রহে আপন প্রাণী ॥

সই, মরণ ভাল ।

সে বর নাগর

মরমে পশিল ১০

ভাবিতে হইল কাল ॥

কহে চণ্ডীদাসে

বাশুলী আদেশে

এই ত রসের রূপ ।

এক কীট হয়ে

আর দেহ পায়ে

ভাবিয়ে তাহার রূপ ॥ ১৫

১১। হইল—হইলাম।—পাঠান্তর ।

১৩-১৫। একরূপ বোলতা আছে, তাহার আয়তন ধরে ।
 অনেকের বিশ্বাস যে, আয়তনটা ধরা পড়িলেই
 তত্ত্বিত হইয়া যায় এবং বোলতার রূপ
 ভাবিতে ভাবিতে বোলতা হইয়া যায় । চণ্ডীদাস
 বলিতেছেন,—প্রীতিবিকা কাল ভ্রমের রূপ
 ভাবিতে ভাবিতে কাল হইয়া গিয়াছেন ।

—০—

৩৫০

ঐ ।

জুবন চানিয়া বডন করিয়া
 আনিমু প্রেমের বীজ ।
 রোপণ করিতে গাছ যে হইল
 সাধিল মরণ নিজ ॥
 সই, প্রেম-তরু কেন হৈল । ৫
 হাম অভাগিনী দিবস রজনী
 সিঁচিতে জনম গেল ॥
 পীরিত করিয়া স্থখ যে পাইব
 শুনিমু সখীর মুখে ।
 অমিয়া বলিয়া গরল কিনিয়া ১০
 খাইমু আপন মুখে ॥
 অমিয়া হইত স্বাদ লাগিত
 হইল গরল ফলে ।
 কামুর পীরিত শেষে হেন রীতি
 আনিমু পুণ্যের বলে ॥ ১৫
 যত মনে ছিল সকল পুরিল
 আর না চাহিব লেহা ।
 চণ্ডীদাস কহে পরশন বিনে
 কেমনে ধরিবে দেহা ॥

—০—

৩৫১

ঐ ।

পীরিত আনল ছুঁইলে মরণ
 শুনহ কুলের বধু ।
 আমার বচন না শুন এখন
 জানিবে কেমন মধু ॥
 সই, ও বোল না বল মোকে । ৫
 পীরিত আনলে পুড়িয়া মরিবে
 জনম বাইবে হুখে ॥
 লদা হট্‌কট মুরলী বিকট
 নটপটী তার বেশ ।

আর বিষ খাইলে তখন মরিবে ১০
 বিষে ত জীবন শেষ ॥
 নয়ানের কোণে চাহে বাহা পানে
 সে ছাড়ে জীবন-আশ ।
 পরশ পাথরে ঠেকিয়া রহিলে
 কহে বড় চণ্ডীদাস ॥ ১৫

—০—

৩৫২

শ্রীরাধিকার প্রতি সখীর উক্তি ।

হুড়ি ।

শুন কমলিনি চল কুল রাধি
 আর না করিও নাম ।
 সে যে কালিয়া মুরতি কালিয়া প্রকৃতি
 কালা খল নাম শ্যাম ॥
 জনক জননী তেজিয়া আপনি ৫
 অশ্রুর হইয়া মজে ।
 রাম অবতারে জানকী সীতারে
 বিনি অপরাধে ভুজে ॥
 উহার চরিত আছে যে বিদিত
 বীলী বধিবার কালে ॥ ১০
 বলিকে ছলিয়া পাঁতালে লইল
 কি দোষ উহার পেলে ॥
 উহার চরিত আছে যে বিদিত
 হৃদয় পাষণময় ।
 উহার শরণে যেমত রাবণে ১৫
 যেই সে শরণ লয় ॥
 চণ্ডীদাস ভণে মরুক সে জনে
 যেবা পরচরচায় থাকে ।
 পীরিত লাগিয়া মরে সে সুরিয়া
 কুলেতে কি করে তাকে ॥ ২০

—০—

আক্ষেপানুসঙ্গ ।

স্বগত ।

৩৫৩

গান্ধার ।

কেন বা পীরতি কৈলাম শ্যাম বঁধুর সনে ।
 ভাবিতে রসের তনু জারিলেক যুগে ॥
 কত ঘর বাহির হইব দিবা রাত্তি ।
 বিষম হইল কালা কানুর পীরতি ॥
 না রুচে ভোজন পান কি মোর শয়নে । ৫
 বিষ মিশাইল মোর এ ঘর করণে ॥
 ঘরে গুরু দুরজন ননদিনী আগি ।
 ছু আঁখি মুদিলে বলে কঁাদে কানু লাগি ॥
 আকাশ যুড়িয়া ফাঁদ যেতে পথ নাই ।
 কহে বড়ু চণ্ডীদাস মিলিবে এথাই ॥ ১০

১। কেন বা পীরতি কৈল কালা কানুর সনে।—পাঠান্তর।

৬। মোর—যেন—পাঠান্তর।

—০—

৩৫৪

হই ।

ধরম করম গেল গুরু গরবিত ।
 অবশ করিল কালা কানুর পীরতি ॥
 ঘরে পরে কি না বলে করিব হাম কি ।
 কেবা না করয়ে প্রেম আমি সে কলঙ্কী ॥
 বাহির হইতে নারি লোকচরচাতে ।
 হেন মনে করে বিষ খাইয়া মরিতে ॥
 একে নারী কুলবতী অবলা বলে লোকে ।
 কানু পরিবাস হৈল পুড়িয়া মরি শোকে ॥
 খাইতে নারি যে কিছু রহিতে নারি ঘরে ।
 ভাবিতে ভাবিতে ব্যাধি সাঁখাইল অন্তরে ॥ ১০
 জারিলেক তনু সম ব্যাপিল শরীর ।
 চণ্ডীদাস বলে ভাল হইবে স্থস্থির ॥

২-১০। একে নারী কুলবতী পুড়ে মরি শোকে ।

তাঁহে কাছ-পরিবাস ঘের পাগ লোকে ।

—পাঠান্তর।

—০—

৩৫৫

চুড়ি ।

কি হৈল কি হৈল মোর কানুর পীরতি ।
 আঁখি কোরে পুলকেতে প্রাণ কঁাদে নিতি ॥
 শুইলে সোয়াতি নাই নির্দগেল দূরে ।
 কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি খুরে ॥
 নবীন পাউসের মীন মরণ না জানে । ৫
 নব অনুরাগে চিত নিবেধ না মানে ॥
 এনা রস যে না জানে সেনা আছে ভাল ।
 ছন্নয়ে বিঁধিল মোর কানু-প্রেম-শেল ॥
 নিগুঢ় পীরতিখানি আরতির ঘর ।
 ইথে চণ্ডীদাস কবি হইল ফাঁকর ॥ ১০

৫। নবীন পাউস—নূতন ঢস।

৬। নিবেধ—বৈরজ—পাঠান্তর।

৭। এনা—এই ; সেনা—সেই।

৮। বিঁধিল—রহিল—পাঠান্তর।

১০। কবি—বড়ু।—পাঠান্তর।

—০—

৩৫৬

ধান্দী ।

* * * * *

৫ সেই হৈতে মোর মন নাহি হয় সন্মরণ
 নিরন্তর খুরে চুড়ি আঁখি ॥
 একলা মন্দিরে থাকি কতু তারে নাহি দেখি ৫
 সে কতু না দেখে আদারে ।
 আমি কুলবতী রামা সে কেমনে জানে আমা
 কোন ধনী কহি দিল তারে ॥
 না দেখিয়া হিন্দু ভাল দেখিয়া অকাল হল
 না দেখিলে প্রাণ কেন কঁাদে ॥ ১০

চণ্ডীদাস কহে ধনি কানু সে পরশমনি
ঠেকে গেলা মোহনিয়া কাঁদে ॥

— ০ —

৩৫৭

গাথার ।

জনম গোঁয়াসু দুখে কত বা সহিব বুকে
কানু কানু করি কত নিশি পোহাইব ।
অস্তরে রহিল ব্যথা কুল শীল গেল কোথা
কানু লাগি গরল ভুখিব ॥
কুলে দিমু ডিলাঞ্জলি গুরু দিঠে দিমু বালি ৫
কানু লাগি এমতি করিমু ।

ছাড়িমু গৃহের সাধ কানু কৈল পরিবাদ
তাহার উচিত কল পাইমু ॥
অবলা না গণে কিছু এমতি হইবে পিছু
তবে কি এমন প্রেম করে । ১০

ভাল মন্দ নাহি জানে পরমুখে যেবা শুনে
তেঁই ত অনলে পুড়ে মরে ॥

বড় চণ্ডীদাসে কয় প্রেম কি আনল হয়
সুধুই যে সুখাময় লাগে ।

ছাড়িলে না ছাড়ে সেহ এমতি দারুণ লেহ ১৫
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে ॥

৫। গুরু দিঠে দিমু বালি—গুরু জনকে অপমানিত ও
হুঃখিত করিলাম ।

১০। গণে—জানে—পাঠান্তর ।

— ০ —

৩৫৮

গাথার ।

কাহারে কহিব মনের মরম
কেবা বাবে পরভীত ।

হিয়ার মাঝারে মরম বেদনা
সদাই চমকে চিত ॥

গুরু জন আগে দাঁড়াইতে নারি ৫
সদা ছল ছল আঁখি ।

পুলকে আকুল দিক নেহারিতে
সব শ্রামময় দেখি ॥
সখীর সহিতে জলেতে বাইতে
সে কথা কহিবার নয় । ১০

যমুনার জল করে বলমল
তাহে কি পরাণ রয় ॥
কুলের ধরম রাখিতে নারিমু
কহিলাম সবার আগে ।

কহে চণ্ডীদাস শ্রাম স্ত্রনাগর ১৫
সদাই হিয়ার জাগে ॥

— ০ —

৩৫৯

হইবে ।

আনিল অমিয়া-পানা দুখে মিশাইয়া ।

লাগিল গরল যেন মিঠ তেয়াগিয়া ॥

তিতায় তিতিল দেহ মিঠ হবে কেন ।

জ্বলন্ত অনলে যেন পুড়িছে পরাণ ॥

বাহিরে অনল জ্বলে দেখে সব লোকে । ৫

অস্তর পুড়িয়া উঠে তাপ লাগে বুকে ॥

পাপ দেহের তাপ মোর যুচিবেক কিসে ।

কানুর পরশে বাবে কহে চণ্ডীদাসে ॥

১। অমিয়া-পানা—অমৃতের সরবৎ ।

২। মিঠ—মিষ্ট ।

— ০ —

৩৬০

পটনঙ্গী ।

একে কাল হৈল মোর নয়লি যৌবন ।

আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন ॥

আর কাল হৈল মোর কদম্বের তল ।

আর কাল হৈল মোর যমুনার জল ॥

আর কাল হৈল মোর রতন ভূষণ । ৫

আর কাল হৈল মোর গিরিগোবর্দ্ধন ॥

এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী ।
 এমন ব্যথিত নাই শুনয়ে কাহিনী ॥
 বিজ চণ্ডীদাস কহে না কহ এমন ।
 কার কোন দোষ নাই সব এক জন ॥ ১০

— ০ —

৩৬১

হইই ।

কেন বা কান্থর সনে পৌরিত করিনু ।
 না ঘুচে দারুণ লেহা কুরিয়া মরিনু ॥
 আর ছালা সহিতে নারি কত উঠে তাপ ।
 বচন নিঃসৃত নহে বৃকে খেলে সাপ ॥
 জনম হৈতে কুল গেল ধরম গেল দূরে । ৫
 নিশি দিন মোর মন কান্থ লাগি বুরে ॥
 নিষেধিলে নাহি মানে ধরম বিচার ।
 বুঝিনু পৌরিতের হয় স্বতন্ত্র আচার ॥
 করমের দোষ রে জনমে কিবা করে ।
 কহে বড় চণ্ডীদাস বাণুলীর বরে ॥ ১০

— ০ —

৩৬২

ঈ ।

যাহার সহিত যাহার পৌরিত
 সেই সে মরম জানে ।
 লোকচরচায় কিরিয়া না চাই
 সদাই অন্তরে টানে ॥
 গৃহকর্ণে থাকি সদাই চমকি ৫
 গুমরে গুমরে মরি ।
 নাহি হেন জন করে নিবারণ
 যেমত চোরের নারী ॥
 ঘরে গুরুজন গজয়ে নান
 তাহা বা কহিব কি । ১০
 মরণ সমান করে অপমান
 বন্ধুর কারণ সে ॥

কাহারে কহিব কেবা নিবারণে
 কে জানে মরম-দুখ ।
 চণ্ডীদাস কহে করহ ঘোষণা ১৫
 তবে সে পাইবে সুখ ॥

১৫-১৬ । দুঃখের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলে দুঃখ কমিয়া
 যাইবে ।

— ০ —

৩৬৩

গাফার ।

ধিক্ রহ জীবনে যে পরাধীন জীয়ে ।
 তাহার অধিক ধিক্ পরাধীন হয়ে ॥
 এ পাপ কপালে বিহি এমতি লিখিল ।
 সুখার সাযর মোর গরল হইল ॥
 অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিগু তায় । ৫
 গরল ভরিয়া যেন উঠিল হিয়ায় ॥
 শীতল বলিয়া যদি পাষণ করি কোলে ।
 পৌরিত-অনল-তাপে পাষণ সে জ্বলে ॥
 ছায়া দেখি বসি যদি তরুলতা বনে ।
 জ্বলিয়া উঠয়ে তনু লতা পাতা সনে ১০
 যমুনীর জলে গিয়া যদি দিই কাঁপ ।
 পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ ॥
 অতএ এ ছার পরাণ যাবে কিসে ।
 নিচয়ে ভাষিমু মুই এ গরল বিষে ॥
 চণ্ডীদাস কহে দৈব গতি নাহি জান । ১৫
 দারুণ পৌরিত মোর বখিল পরাণ ॥
 আমি কৃষ্ণ-প্রেমের অধীন হইয়াছি বলিয়া অপরে
 বাহাতে সুখ পায়, আমি তাহাতে পাই না ।

১৩ । এতএ—অতএব ।

১৪ । নিচয়ে—নিশ্চয় ।

— ০ —

৩৬৪

ঈ ।

কালিয়া কালিয়া বলিয়া বলিয়া
 জনমে কি সুখ পামু ।

হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি
 মনের আগুনে মনু ॥
 মরিমু মরিমু মরিয়া গেমু ৫
 ঠেকিমু পৌরিত্তি-রসে ।
 আর কেহ জানি এ রসে ভুলে না
 ঠেকিলে জানিবে শেষে ॥
 এ ঘর করণ বিহি নিদারুণ
 বসতি পরের বশে । ১১
 মাগ এই বর মরণ সকল
 কি আর এ সব আশে ॥
 এখনি জানিলে আর কি জানিবে
 জানিবে পৌরিত্তি শেষে ।
 অনেক যতনে পেয়েছি সে ধনে ১৫
 তাহা জানে চণ্ডীদাসে ॥

— ০ —

৩৩৬

ঈ ।

কালিয়া কালিয়া বলিয়া বলিয়া
 জনমে কি ফল পামু ।
 হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি
 মনের আগুনে মনু ॥
 গোকুল নগরে কেবা কি না করে ৫
 তাহে কি নিষেধ বাধা ।
 সতী কুলবতী সে সব যুবতী
 হাম কলকিনী রাধা ॥
 এ ঘর করণ বিহি নিদারুণ
 পৌরিত্তি পরের বশে । ১০
 হেন করে মন হউক মরণ
 আর বত অপবশে ॥
 বাহির বেড়াতে লোকচরচাতে
 বিবম হইল ঘরে ।

পৌরিত্তি বলিয়া যতেক বৈরী ১৫
 আপন বলিব কারে ॥
 রাধা যেনে কেহ নাম নাহি লবে
 এখানে অমনি মলে ।
 চণ্ডীদাস বলে সবারে পাইবে
 বঁধু আপনার হলে ॥ ২০

— ০ —

৩৩৭

ঈ ।

কত ঘর বাহির হইব দিবারাতি ।
 বিবম হইল কালা কামুর পৌরিত্তি ॥
 খাইতে না রুচে অন্ন শুইতে না লয় মন ।
 বিষ মিশাইলে যেন এ ঘর করণ ॥
 পাসরিতে চাহি যদি পাসরা না যায় । ৫
 ভুকের অনল যেন জ্বলিছে হিয়ায় ॥
 হাসিতে শ্রামের সনে পৌরিত্তি করিয়া ।
 নাহি যায় দিবা নিশি মরয়ে কুরিয়া ॥
 পৌরিত্তি এমন জ্বালা জানিব কেমনে ।
 তবে কেন বাড়াই লেহা কালিয়ার সনে ॥ ১০
 পৌরিত্তি-গরলে মোর হেন গতি ভেল ।
 আছিল সেনার দেহ হৈয়া গেল কাল ॥
 তিলেক বিচ্ছেদ পাপ পরাণে না সছে ।
 এমন পৌরিত্তি দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে ॥

— ০ —

৩৩৮

হই ।

পৌরিত্তি লাগিয়া দিমু পরাণ নিছনি ।
 কামু বিনে দোসর ছু কাণে নাহি শুনি ॥
 রূপ নিরখিয়া আরতি নাহি ছুটে ।
 বোল কি বলিতে পারি যত উঠে চিতে ॥
 মনোহুখে স্বদয়ে সদাই সোড়রিয়া । ৫
 কামুপরসঙ্গ বিমু তিলেক না জায়ে ॥

বাহার লাগিয়া আমি কীদি দিবারাতি ।

নিছিয়া লয়েছি তারে কুল শীল আতি ॥

আর যত অতিমান দিশু বঁধুর পায় ।

বড় চণ্ডীদাস কহে যেবা যারে তারে ॥ ১০

— ০ —

৩৬৮

গাথায় ।

যদি বা পীরিতিখানি স্নজনের হয় ।

নয়নে নয়নে মিলন হইলে

তবে সে কিরিয়া লয় ॥

যে মোর পরাণের মরম ব্যথিত

তারে বা কিসের ভয় । ৫

অতি দুঃস্বপ্ন বিষম পীরিতি

সকলি পরাণে সয় ॥

অবলা হইয়া বিরলে রহিয়া

না ছিল দোসর জনা ।

হাসিতে বাঁশীতে গীতের বাসর ১০

এ বড় স্নগড়পণা ॥

বেন মলয়জ শিলায় ঘষিতে

অধিক সৌরভ হয় ।

শ্রাম বঁধুরার ঐহন পীরিতি

ষিজ চণ্ডীদাস কয় ॥ ১৫

১-৩। যদি বা পীরিতি স্নজনের হয় ।

নয়নে নয়নে হইল মিলন

তবে কেন প্রেম কিরিয়া না লয় ॥—পাঠান্তর ।

১০-১১। হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিয়া

পরাণ উপরে হানা ॥—পাঠান্তর ।

১২। মলয়জ—চন্দন ।

— ০ —

৩৬৯

গাথায় ।

যত নিবারিয়ে চিতে নিবার না যায় রে ।

আন পথে চলিতে চান আন পথে যায় রে ॥

এ ছার রসনা মোর হইল কি বাস রে ।

যার নাম না লইব তার নাম লয় রে ॥

এ ছার নাসিকা মুই কত করু বন্ধ । ৫

তবু ত দারুণ নাসা পায় তার গন্ধ ॥

সে কথা না শুনিব করি অনুমান ।

পরসঙ্গে শুনিতে আপনি যায় কান ॥

ধিক রহ এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব ।

সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব ॥ ১০

চণ্ডীদাস বলে রাই ভাল ভাবে আহ ।

মনের মরম-কথা কায়ে জানি পুছ ॥

১। চিতে—ভায় ।—পাঠান্তর ।

২। আন পথে বাই সে কানু পথে যায় রে ॥—পাঠান্তর ।

— ০ —

৩৭০

৩।

কোন বিধি সিরঞ্জিল কুলবতী নারী ।

সদা পরাধীন ঘরে রহি একেশ্বরী ॥

ধিক রহ হেন জন হয়ে প্রেম করে ।

বুধা সে জীবন রাখে তখন সে মরে ॥

বড় ভাকে কথাটি কহিতে যে না পারে । ৫

পরপুরুষেতে রতি ঘটে কেন তারে ॥

এ ছার জীবনের মুই ঘুচাইলু আশ ।

চণ্ডীদাস কহে কেন ভাবহ উদাস ॥

— ০ —

৩৭১

বিধাঘড়া ।

খাতা কাতা বিধাতার বিধানে দিয়ে ছাই ।

জনম হৈতে একা কৈলে দোসর দিলে নাই ॥

না দিল রসিক সূচ পুরুষের সনে ।

এমতি আছিল মোর এ পাণ বিধানে ॥

যার লাগি প্রাণ কীদে তার নাহি দেখা । ৫

এ পাণ করমে মোর এমতি লেখা জোখা ॥

১০. স্বপ্ন দুহারে আগুন দিয়া বাব বঁধুর পাশে ।

আরতি পীরিতি তবে কহে চণ্ডীদাসে ।

১। বাতা কাতা বিধাতার কপালে দিরাছি ছাই ।

[কাতা—কর্তা] —পাঠান্তর ।

০। না দিল রসিক জন মোর পুরুষের সনে ।—পাঠান্তর ।

৭। বাব বঁধুর পাশে—বাব দুহুদেপে ।—

৮। আরতি পূরিবে কহে বিজ চণ্ডীদাসে ।—

—০—

৩৭২

ঈ ।

কাহারে কহিব দুখ কে জানে অন্তর ।

বাহারে মরমী কহি সে বাসয়ে পর ।

আপনা বলিতে বুঝি নাহিক সংসারে ।

এত দিনে বুঝিছু সে ভাবিয়া অন্তরে ।

মনের মরম কহি জুড়বার তরে । ৫

বিশুণ আগুন সেই জ্বালি দেয় মোরে ।

এত দিনে বুঝিলাম মনেতে ভাবিয়া ।

এ ভিন ভুবনে নাহি আপন বলিয়া ।

এ দেশে না রব একা বাব দুহুদেপে ।

সেই সে মুকতি কহে বিজ চণ্ডীদাসে । ১০

—০—

৩৭৩

ধানী ।

শিশুকাল হৈতে গ্রামে শুনিমু

সহজ পীরিতি কথা ।

সেই হৈতে মোর তনু জর জর

ভাবিতে অন্তরে ব্যথা ।

দৈবের ঘটতে বঁধুর সহিতে ৫

দিলন হইবে যবে ।

মান অভিমান বেদের বিধান

ধৈরজ তাজিবে তবে ।

জাতি কুল বাল দিতাম তিলাঞ্জলি

হাড়িনু গড়ির আশ । ১০

২১

ধরম করম

সরম ভরম

সকলি করিমু নাশ ।

কুলে কলঙ্কিনী

বলি দেয় গালি

গুরু পরিজন মেলি ।

কাতর হইয়ে

আদর করিয়ে ১৫

লইমু কলঙ্কের ডালি ।

চোরের মা ঘেন

পোয়ের লাগিরা

কুকরি কাঁদিতে নায়ে ।

কুলবতী হয়ে

পীরিতি করিলে

এমতি ঘটবে তারে । ২০

মুই অভাগিনী

কেবল দুখিনী

সকলি পরের আশে ।

আপনা খাইরা

পীরিতি করিমু

লোক শুনি কেন হাসে ।

চণ্ডীদাস বলে

পীরিতি লক্ষণ ২৫

শুন গো বরজ-নারি ।

পীরিতি খুলিটি

কাঁখেতে করিয়া

পীরিতি নগরে কিরি ।

৫। ঘটতে—ঘটনার ।

—০—

৩৭৪

ঈ ।

কালার পীরিতি

গরল সমান

না খাইলে থাকে দুখে ।

পীরিতি অমলে

পুড়িয়া মরে যে

জনম যায় তার দুখে ॥

আর বিষ খেলে

তখন মরণ ৫

এ বিষে জীবন শেষ ।

সমা ছট্‌কট্

ঘুরণি নিপট

লট পট তার বেশ ।

নয়নের কোণে

চাহে বাঁহা পানে

সে হাড়ি কীর্তনের আশ । ১০

পরশ পাখর ঠেকিয়া রহিল
কহে বড় চণ্ডীদাস ॥

৩৭৫
সিদ্ধি।

যে জন না জানে পৌরিত মরম
সে কেন পৌরিত করে।

আপনা না বুঝে পরকে মজায়
পৌরিত রাখিতে নারে ॥

যে দেশে না শুনি পৌরিত মরম ৫
সেই দেশে হাম বাব।

মনের সহিত করিয়া বতন
মনকে প্রবোধ দিব ॥

পৌরিত রতন করিয়া বতন
পৌরিত করিব তায়। ১০

চুই মন এক করিতে পারিলে
তবে সে পৌরিত রয় ॥

কহে চণ্ডীদাসে মনের উল্লাসে
এমতি হইবে যে।

সহজ ভজন পাইবে সে জন ১৫
সহজ মানুষ সে ॥

৩৭৬
সিদ্ধি।

পৌরিত বিষম কাল।

পরানে পরানে মিলাইতে জানে
তবে সে পৌরিত ভাল ॥

জন্মরা সমান আছে কত জন
মধুলোভে করে প্রীত।

মধু কুরাইলে উড়ি যায় চলি
এমতি তাদের রীতি ॥

হেন জন্মরায় সাধ নহে কত
সে মধু করিতে পান।

অজানী পাইতে পারয়ে কি কত ১০
রসিক জ্ঞানীর সন্ধান ॥

মনের সহিত যে করে পৌরিত
তারে প্রেম কৃপা হয়।

সেই সে রসিক অটল রূপের
ভাগ্যে দরশন পায় ॥ ১৫

মনের সহিতে পৌরিত করিয়া
ধাকিবে স্বরূপ আশে।

স্বরূপ হইতে ও রূপ পাইব
কহে বিজ চণ্ডীদাসে ॥

৩৭৭
জি।

পৌরিত পৌরিত কি রীতি মুরতি
হৃদয়ে লাগিল সে।

পরান ছাড়িলে পৌরিত না ছাড়
পৌরিত গড়ল কে ॥

পৌরিত বলিয়া এ তিন আখর ৫
না জানি আছিল কোথা।

পৌরিত কটক হৃদয়ে কুটিল
পরান পুতলি বধা ॥

পৌরিত পৌরিত পৌরিত আনল
দ্বিগুণ বলিয়া গেল। ১০

পৌরিত আনল নিতালে না নিতায়
হৃদয়ে রহিল শেল ॥

চণ্ডীদাসের বাণী শুন বিনোদিনি
পৌরিতের না কও কথা।

পৌরিত লাগিয়া পরান ছাড়িলে ১৫
পৌরিত রহিবে কোথা ॥

৬। প্রবণে তনিতাম কথা।—পাঠান্তর।

১১-১২। বিষম অনল নিতাইলে নহে
হিরায় রহিল শেল ॥—পাঠান্তর।

১৪। পৌরিত না কহে কথা।—

১৬। পৌরিত বলিয়া বধা।—

৩৭৮

বন্ধারি।

কেনে কৈশু পৌরিত্তির সাধ।

পৌরিত্তি জঙ্ঘর হৈতে যত দুখ পাইশু চিতে
শুনিলে গণিবে পরমাদ ॥

মু'ই যদি জানিতু এত তবে কেন হব রত
না করিছু' হেন সব কাজ ॥ ৫

ভুলিশু পরের বোলে কুলটা হইশু কুলে
জগৎ ভরিয়া রইল লাজ ॥

যখন পৌরিত্তি কৈল আনি চাঁদ হাতে দিল
পুন তাহে না পাই দেখিতে ॥

কি করিতে কি না করি খুরিয়া খুরিয়া মরি ১০
অবশেষে প্রাণ চায় নিতে ॥

পৌরিত্তি আঁখর ভিন বাহার লুপ্তয়ে চিন
তার কিবা লাজ কুলভয় ॥

কহে ষিঙ্গ চণ্ডীদাস যে করে পৌরিত্তি আশ
তার বুঝি এই সব হয় ॥ ১৫

—o—

৩৭৯

ঐ।

পৌরিত্তি বলিয়া এ ভিন আঁখর
এ ভিন জুবন-সার ॥

এই মোর মনে হয় রাতি দিনে
ইহা বই নাহি আর ॥

বিহি একচিতে ভাবিতে ভাবিতে ৫
নিরমাণ কৈল পী ॥

স্বধার সায়রে যখন করিয়া
তাহে উপজিল রি ॥

পৌরিত্তি-রসের সায়র মধিয়া
তাহে উপজিল তি ॥ ১০

সকল স্তব্ধের এ ভিন আঁখর
উপমা বলিব কি ॥

বাহার মরমে পশিল বড়নে
এ ভিন আঁখর সার ॥

ধরম করম সরম ভরম ১৫
কিবা জাতি কুল তার ॥

এ হেন পৌরিত্তি না জানি কি রীতি
পরিণামে জানি হয় ॥

পৌরিত্তি বন্ধন না যায় খণ্ডন
ষিঙ্গ চণ্ডীদাসে কর ॥ ২০

৭। রসের সাগর যখন করিতে।—পাঠান্তর।

৯-১০। পুনঃ যে মধিয়া অমিয়া হইল
তাহে ভিন্নাইল তি।—পাঠান্তর।

১২। ভুলনা দিব যে কি।—

১৬। কি তার জনমে আর।—

১৯। পৌরিত্তি বন্ধন না যায় খণ্ডন।—

—o—

৩৮০

ঐ।

পৌরিত্তি পৌরিত্তি মধুর পৌরিত্তি
এ ভিন জুবনে কর ॥

পৌরিত্তি করিয়ে মেখিলাম ভাবিয়ে
কেবল গরলময় ॥

পৌরিত্তের কথা শুনিব হে যেথা ৫
তথায় নাহিক বাব ॥

মনের সহিত করিয়া পৌরিত্ত
স্বরূপে চাহিয়া রব ॥

এমতি করিয়া স্মৃতি হইয়া
রহিব স্বরূপ আশে ॥ ১০

স্বরূপ প্রভাবে সে রূপ মিলিবে
কহে ষিঙ্গ চণ্ডীদাসে ॥

—o—

৩৮১

ঐ।

স্বামের পৌরিত্তি স্মৃতি হইলে
তবে কি পরাণ কলে ॥

পরশ পীরিতি

সমান করিলে

কে তারে জয়ন্ত বলে ॥

বদি হাম শ্রাম

বঁধু লাগি পাউ ৫

তবে সে এ হুখ টুটে ।

জান উপার শুনি

মনের আগুনি

কলকে কলকে উঠে ॥

পরশ রতন

পীরিতি পরশ

জুহু হৃদয় তুলে ।

১০

পীরিতি রতন

অধিক হইল

পরশ উঠিল চুলে ॥

জাতি কুল বলি

দিয়ে ডিলাঞ্জলি

কি আর সতী চরচাতে ।

তমু ধন জন

জীবন বোবন ১৫

নিহিনু কালা পীরিতে ॥

হিয়ার রাধিব

কারে না কহিব

পরশে পরশ জোড়া ।

কি জানি কি কেণে

কি দিয়া কি কৈল

মরিলে না যায় ছাড়া ॥

২০

ডিলেক মরিয়ে

বদি না দেখিয়ে

শয়নে স্বপনে যমু ।

কহে চণ্ডীদাস

মরমে রহিল

পীরিতি অমিয়া সিদ্ধ ॥

৫-৬। সেই, বদি সে ভ্রাম

ধনের লাগি পাউ

তবে সে এ হুখ টুটে।—পাঠান্তর ।

৭। জান মত শুনি—

৮। পরশ সমান

পীরিতি রতন—

১১। পীরিতি বোরাধি

বিশ্ব হইল—

১৩-১৪। জাতি কুল বলি

দিহু জলাঞ্জলি

আর সতী চরচাতে।—পাঠান্তর ।

৩২

বিবাহকা ।

বিবির বিধানে হাম আনল ভেজাই ।

যদি সে পরশ বঁধু তার লাগি পাই ॥

গুরু দুরজন বত বঁধুরে বেব করে ।

সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যামুনি তার বৃকে পড়ে ॥

আপন দোষ না দেখিয়া পরের দোষ গায় । ৫

কাল সাপিনী যেন তার বৃকে খায় ॥

আমার বঁধুকে যে করিতে চাহে পর ।

দিবস ছপরে যেন পুড়ে তার ঘর ॥

এতেক সুবতী আছে গোঁকুল নগরে ।

কে না বঁধুকে দেখে বৃক ফেটে মরে ॥ ১০

বাগুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ।

তোমার বঁধু তোমার আছে গালি পাড়িছ কেনে ॥

১। বিবির বিধান—গার্হস্থ্য ও সামাজিক রীতি-নীতি ।

৪। সন্ধ্যামুনি—এক রকম সাপ ।

—o—

৫৩০

ঐ ।

হার দেশে বসতি নাহি দোসর জনা ।

মরমের মরমী নৈলে না জানে বেদনা ॥

চিত্ত উচাটন করে মন কণু বৃণু ।

ননদীর বচনে পাঁজরে বিঁধে মনু ॥

আলার উপরে আলা সহিতে না পারি । ৫

বঁধু মোর বিমুখ হৈল ননদিনী বৈরা ॥

গুরুজন কুবচন সদা শেলের ঘায় ।

কলকে তরিল দেশ কি হবে উপায় ॥

বাগুলী কহায় বলে চণ্ডীদাস গীত ।

আপনার চিত্ত খনি করহ সন্নিহিত ॥ ১০

৬-৭। চিত্ত উচাটন সদা কত উঠে মনে ।

ননদী-বচনে মোর পাঁজর বিঁধে বৃণে।—পাঠান্তর ।

৯-১০। বাগুলী আদেশে কবি চণ্ডীদাসের গীত ।

আপনা আপনি চিত্ত করহ সন্নিহিত ।—

—o—

৩।

পৌরিত্তি পৌরিত্তি সব জন কহে
পৌরিত্তি সহজ কথা ।
বিরিধের কল নহে ত পৌরিত্তি
নাহি মিলে বখা তথা ॥
পৌরিত্তি অন্তরে পৌরিত্তি মস্তরে ৫
পৌরিত্তি সাধিল যে ।
পৌরিত্তি রতন লভিল যে বন
বড় ভাগ্যবান সে ॥
পৌরিত্তি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে । ১০
পরকে আপন করিতে পারিলে
পৌরিত্তি মিলতর ভারে ॥
ছই বুটাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পৌরিত্তি আশ ।
পৌরিত্তি সাধন বড়ই কঠিন ১৫
কহে বিজ চণ্ডীদাস ॥

৩। বিরিধের—বৃক্ষের ।

—০—

৩৩

৩।

পৌরিত্তি বলিয়া এ ভিন আঁখর
বিবিত্ত ভুবনমাঝে ।
তাঁহে যে পশিল সেই সে জানিল
কি তার কুল-ভয় লাঞ্জে ॥
বেদ-বিধিপর সব অগোচর ৫
ইহা কি জানে জানে ।
রসে পর পর রসের অন্তর
সেই সে যরম জানে ॥
হু হু অধর হু হু অধর
তাঁহে উপজিল পী । ১০

হিয়ার হিয়ার পরশ করিতে
তাঁহার তুলনা কি ॥
কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী
পৌরিত্তি রসের ভোর ।
পৌরিত্তি করিয়া ছাড়িতে নারিবে ১৫
আপনি হইবে চোর ॥

—০—

৩৩

৩।

পৌরিত্তি নগরে বসতি করিব
পৌরিত্তে বাঁধিব ঘর ।
পৌরিত্তি দেখিয়া পড়সী করিব
তাঁ বিমু সকল পর ॥
পৌরিত্তি ঘরের কপাট করিব ৫
পৌরিত্তে বাঁধিব চাল ।
পৌরিত্তি আসকে সন্ধ্যা থাকিব
পৌরিত্তে গোঁয়ার কাল ॥
পৌরিত্তি পালকে শয়ন করিব
পৌরিত্তি শিখান মাথে । ১০
পৌরিত্তি বালিসে আদিস ত্যজিব
থাকিব পৌরিত্তি সাথে ॥
পৌরিত্তি সরসে সিনান করিব
পৌরিত্তি অঙ্গন লব ।
পৌরিত্তি ধরম পৌরিত্তি করম ১৫
পৌরিত্তে পরাণ দিব ॥
পৌরিত্তি নাসার বেশর করিব
দুলিবে নয়ান কোণে ।
পৌরিত্তি অঙ্গন লোচনে পরিব
বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥ ২০

১। আসকে—আসক্তিতে অথবা 'আসক্' বা 'এসক্'
ঐচ্ছিক পারসী শব্দের অর্থই 'প্রেম', পৌরিত্তি ।

—০—

পৌরিত রসের সাগর দেখিয়া
নাহিতে নামিলাম তার ।
নাহিয়া উঠিয়া কিরিয়া চাহিতে
লাগিল দুখের বায় ।
কেবা নিরমিল প্রেম-সরোবর ৫
সুখময় তার জল ।
দুখের মকর কিরে নিরন্তর
প্রাণ করে টলমল ।
গুরুজন-আলা জলের সেহলা
পড়সী জিউল মাছে । ১০
কুল পানোকল কাঁটাতে সকল
সলিল ঢাকিয়া আছে ।
কলঙ্ক পানায় সদা লাগে গায়
ছানিয়া খাইল বদি ।
অন্তর বাহিরে কুটু কুটু করে ১৫
সুখে দুখ দিল বিধি ।
কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনি
সুখ দুখ দুটি ভাই ।
সুখের লাগিয়া যে করে পৌরিত
দুখ তার ঠাই ঠাই । ২০

১। রসের—সুখের—পাঠান্তর ।

৬। সুখময়—নিরমল ।— "

১২। ঢাকিয়া—বেড়িয়া ।— "

কুলের ধরম ভরম সরম
সকলি হৈল ছাড়া ।
হাসিতে হাসিতে পৌরিত করিমু
এবে সে হইল গাড়া ।

কে জানে এমন পারিপাশে হব ৫

এমন পাইব দুখ ।

তবে কি পৌরিত করিমু আরতি

এ হেন প্রেমের সুখ ।

এই দেখি ধারা প্রেম হৈল হারা

বাঁচিতে সংশয় ভেল । ১০

আছিল আমার সোনার বরণ

কাল হৈয়া গেল ।

চণ্ডীদাস বলে শ্রামের পৌরিত

যে ধনী করিয়াছে ।

পৌরিত আদর সে জন করিয়া ১৫

কেবা কোথা ভাল আছে ।

—o—

৩২

হইব ।

জনম গেল পরদুখে কত বা সহিব ।
কানু কানু করি কত নিশি পোহাইব ।
অন্তরে রহিল ব্যথা কুলে কি করিব ।
অমুরাগে কোন দিন পরল ভবিবে ।
মনেতে করেছি কুলে দিব তিলাঞ্জলি । ৫
দেশান্তরী হব গুরুদিঠে দিয়া বালি ।
ছাড়িমু গৃহের সাথ কানুর লাগিয়া ।
পাইমু উচিত কল আগে না বুঝিয়া ।
অবলা কি জানে, এমন হইবে পাছে ।
তবে এমন প্রেম করিব কেন যেতে । ১০
ভাল মন্দ না জানিয়া সঁপেছি হে মন ।
তুঁই সে অনলে পুড়ি যায় দেয় প্রাণ ।
চণ্ডীদাস কর প্রেম হয় সুখময় ।
কপালক্রমে অদ্বৈতে বিব উপায় ।

—o—

৩০.

৩১.

পৌরিত্তি নগরে বসতি করিব

পৌরিত্তি বাঁধিব ঘর।

পৌরিত্তি পড়সী পৌরিত্তি প্রেরসী

অন্ত সকলি পর ॥

পৌরিত্তি সোহাগে এ দেহ রাখিব ৫

পৌরিত্তি করিব বল।

পৌরিত্তির কথা সদাই কহিব

পৌরিত্তি গোঁয়াব কাল ॥

পৌরিত্তি-পালকে শয়ন করিব

পৌরিত্তি-বালিশ মাথে ১০

পৌরিত্তি-বালিসে আলিস করিব

রহিব পৌরিত্তি সাথে ॥

পৌরিত্তি সাগরে সিনান করিব

পৌরিত্তি জল যে খাব।

পৌরিত্তি ছুথের ছুথিনী যে জন ১৫

পরান বাঁটিয়া দিব ॥

পৌরিত্তি বৈশর নাসাতে পরিব

রহিব বজ্রা সনে।

হৃদয়-পিঞ্জরে পৌরিত্তি ধুইব

যিহ চণ্ডীদাস ভণে ২০

—০—

৩২.

৩৩.

ধিক রহ কুলবতী কুল তেয়াগিয়া।

মরয়ে খলের সনে লেহ বাড়াইয়া ॥

চিকণ চাঁচর কেশ বেশ খোয়াইয়া।

ধুলার ধুলর কাঁদে নিশি পোছাইয়া ॥

জাতি কুলশীল ঘোষে আর গুরুজন ৫

কাহারে না কহে সেই মরম বেদন ॥

কে তার মরমে আছে মরমে পশিয়া।

মরম-বেদনা তার লইবে বাঁটিয়া ॥

চণ্ডীদাস কহে সেই বেদনা জানিয়া।

পৌরিত্তি বেয়াধি রহে মরমে লাগিয়া ॥ ১০

—০—

হাসলীলা ১০

৩২

৩৩

শারদ পূর্ণিমা

নিরমল রাত

উজর সকল বন।

মল্লিকা মালতী

বিকশিত তথি

মাতল ভ্রমরাগণ ॥

ভরুকুল-ডাল

কুল ভরি ডাল ৫

সৌরতে পুরিল ডায়।

দেখিয়া সে শোভা

জগমনোলোভা

ভুলিল নাগর রায় ॥

নিধুবনে আছে

রতন-বেদিকা

মণিমাণিক্যেতে বাঁধা। ১০

কটিকের তরু

শোভিয়াছে চারু

ভাষাতে হীরার ছাঁদা ॥

চারি পাশে সাজে

প্রখাল মুকুতা

গাঁথনি আঁটনি কত।

ভাষাতে বেড়িয়া

কুন্ত-কুটার ১৫

নিরমাণ শত শত ॥

নেতের পতাকা

উড়িছে উপরে

কি তাঁর কহিব শোভা।

অতি রম্য স্থল

দেব অগোচর

কি কহিব তার আভা ॥ ২০

মাণিকের ঘটা

কিরণের ছটা

এমতি মণ্ডপ ঘর।

চণ্ডীদাস বলে

অতি অপক্লপ

নাহিক ভাষার পর ॥

• মূল হইতে চণ্ডীদাসের 'হাসলীলা'র বড় পার্থক্য

নাই। তবে তিনি কবিস্বলত করনীর বেগে অনেক

বধূর কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। ত্রিাধিকার 'হান,

ত্রিকের পারিকা-বেশে রাখিকার নিকট আগমন ও

সদীতে তাঁহার চিত্তবিমোহন, এ সব কথা ভাগবতে

নাই।

—০—

৩৩

কামোদ।

রমণী-মোহন বিলসিতে মন
হইল মরমে পুনি।
গিয়া বৃন্দাবনে বসিলা বতনে
রমিতে বরজ ধনী ॥
মধুর মুরলী পূরে বনমালী ৫
রাধা রাধা বলি গান।
একাকী গভীর বনের ভিতর
বাজায় কতক তান ॥
অনিয়া নিছনি বাজিছে সঘন
মধুর মুরলী গীত। ১০
অবিচল কুল রমণী সকল
শুনিয়া হরল চিত ॥
প্রবণে বাইয়া রহল পশিয়া
বেকত বাজিছে বাঁশী।
আইস আইস বলি ডাকয়ে মুরলী ১৫
যেন ভেল সুখরাশি ॥
আনন্দ অবশ পুলক মানস
সুকুমারী ধনী রাধে।
গৃহকর্ম বত হৈল বিসরিত
সকল করিল বাধে ॥ ২০
রাইএর অগ্রেতে বডেক রমণী
কহয়ে মধুর বাণী।
ঐ ঐ শুন কিবা বাজে তান
কেমন করিছে ঐাণী ॥
সহিতে না পারি মুরলীর ধনি ২৫
পশিল হিয়ার মাঝে।
বরজ-ভরুণী হইল বাউরী
হরিল কুলের লাজে ॥
কেহ পতি সনে আছিল শয়নে
তাজিয়া তাহার সজ। ৩০

কেহ বা আছিল

সখীর সহিত

কহিতে রতস রজ ॥

কেহ বা আছিল

দুখ আবর্তনে

চুলাতে রাধি বেশালি।

তাজি আবর্তন

হই আগুয়ান ৩৫

ঐছন সে গেল চলি ॥

কেহ শিশু লয়ে

কোলেতে করিয়ে

দুখ করার পান।

শিশু কেলি ভূমে

চলি গেল ভ্রমে

শুনি মুরলীর গান ॥

৪০

কেহ বা আছিল

শয়ন করিয়া

নয়নে আছিল নীদ।

যেমন চোরাই

হরণ করিল

মানসে কাটিল সিঁদ ॥

কেহ বা আছিল

রন্ধন করিতে ৪৫

তেমতি চলিয়া গেল।

কৃষ্ণমুখী হৈয়া

মুরলী শুনিয়া

সব বিসরিত ভেল ॥

সকল রমণী

ধাইলু অমনি

কেহ কাহা নাহি মানে।

৫০

যমুনার কূলে

কদম্বের মূলে

মিলল শ্রামের সনে ॥

জ্ঞানারীগণে

দেখিয়া তখনে

হাসিয়া নাগর রায়।

রাস-বিলসন

করিল রচন ৫৫

বিজ চণ্ডীদাস গায় ॥

—○—

৩৩

৩।

রমণীমোহন

রমণী মোহিতে

সে দিনে করল বেশ।

চুড়ার টালনি

কি বা সে বাঁধনি

বিচিত্র স্ফটিক বেশ ॥

মণি হেমমালা বেড়িয়া দুধারে ৫
তাহাতে মুকুতা-মালা ।

প্রবাল গাথিয়া তাহে ধরি দিয়া
দেখ না শোভিছে ভাল ॥

নব নব ফুলে মল্লিকার মালা
ভ্রমর খাওল কোটি । ১০

পরিমল আশে উড়ি বৈসে তাহে
কিবা তাহে পরিপাটি ॥

ছকাণে শোভিত কদম্বের ফুল
কি শোভা কহিব ভায় ।

মহুর শিখণ্ড ঝলমল করে ১৫
তাহে সে উড়িছে বায় ॥

নাগর বরণ যেন নবঘন
অঙ্কন গলিয়ে কিসে ।

ভাঙ-ধনু বাণে কামের কামানে
রমণী হানয়ে জিসে ॥ ২০

মন্দ মন্দ হাসি করে লয়ে বাঁশী
হৃগমদ মাখা গায় ।

সোনার বরণ নানা আভরণ
রতন-সুগুর পায় ॥

রমণী রমণ করিতে যতন ২৫
নাগরশেখর রায় ।

এমত সুরতি হৃথের আরতি
ষিঅ চণ্ডীদাস গায় ॥

৭। ধরি—সারি—শ্রেণী ।

১১। পরিমল—মধু—প্রকৃত অর্থ হৃগমদ ।

৩৯৫
কালিকা ।

মোহন সুরতি কান ।

অবলা কি রহে প্রাণ ॥

চুড়ায় মহুরের পাখা ।

তাহে ইন্দ্রধনু দেখা ॥

তা দেখি রমণী জীয়ে ।

নব মধু যেন পিয়ে ॥

হাসির হিল্লোলে তারা ।

অমিয়া বরিখে ধারা ॥

নবীন চাতক যেন ।

ঘনরস পিয়ে ঘন ॥ ১০

চাহনি চঞ্চল শরে ।

তারা কি রহিবে ধরে ॥

নব নব বেশধারি ।

রহিবে কোন বা ধনী ॥

মুরলী অপার গান । ১৫

পাষাণ গলিয়া যান ॥

সে নব চলন গতি ।

মদন মোহিত তখি ॥

চণ্ডীদাস রূপ হেরি ।

মুচ্ছিত ধরণী পড়ি ॥ ২০

৩৯৬

হংই ।

বেশ সে হৃবেশ অতি মনোহর
মোহিতে অবলাগণে ।

নানা আভরণ করল শোভন
জননী নাহিক জানে ॥

নিভূতে উঠিয়া নাগর শেখর ৫
তাজিয়া আনহি কাজ ।

চলিলা সঙ্ঘরে বাঁশী লয়ে করে
নানা বেশ ফুলসাজ ॥

চলিতে গমন মদমত্ত হাতী
অক্লুশ নাহিক মানে । ১০

মদন বেদন উপজে তখন
আপন পর কি জানে ॥

মনসিজ শরে বিকিল ধামুকী
আর কি চেতন রহে ।

নিবারণ নহে মরম বেদন ১৫
মনহি মাঝারে রহে ॥

বরজ-রমণী রমণ কারণ
চলিলা গভীর বনে ।

এই রসতত্ত্ব সঙ্কেত বেকত
কেহ ত নাহিক জানে ॥ ২০

প্রবেশ করিল বৃন্দাবনমাঝে
দেখিলা নিভৃত স্থান ।

রতন বেদিকা অতি সুশোভিত
বৈঠল নাগর কান ॥

চণ্ডীদাস কহে অপরূপ রাস ২৫
বিহার করিল কানু ।

রস-সুখ অতি করিতে পৌরিত
সুখুই রসের তনু ॥

২৭ । রস সুখ রতি—পাঠান্তর ।

৩২৭
অবলী ।

যমুনার তট অতি রম্য স্থল
রতন-বেদিকা ভায় ।

নানা ভরুবার পুষ্প-বিকসিত
নানা পঙ্কগণ গায় ॥

তরুগণ্যবত কুলভরে তারা ৫
লঙ্ঘিত ধরণীতলে ।

মধু করে কত দেখে বেকত
মধুকর ভ্রমে ডালে ॥

মধুর মধুরী নাচে কিরি কিরি
কেকম ধরিয়ে তারা । ১০

চাতক চাতকী ডাহক ডাহকী
হংস জোড়ে ডাকে তারা ॥

যমুনার নীয়ে জলচর কিরে
শকরী কিরিছে তার ।

নানা পুষ্প কুটে পঙ্কজ দুসারি ১৫
মধুকর মধু খায় ॥

চণ্ডীদাস কয়ে কিবা সুখময়ে
নিভৃত স্থচার বনে ।

সেখানে একাকী বৈঠল নাগর
এ কথা কেহ না জানে ॥ ২০

—০—

৩২৮
কাহি ।

নিভৃত নিকুঞ্জে কুঞ্জ-কুটীর
মণি-মাণিকের স্তম্ভ ।

রতন-জড়িত পরশ-পাথর
অতি অনুপম রজ ॥

উপরে জড়িত হেম মরকত ৫
মুকুর কিসে বা গণি ।

চারি পাশে শোভে মুকুতা প্রবাল
গাঁথিয়া মাণিক মণি ॥

ঝালর ঝলকে অতি মনোহর
এছন কুটীর শোভে । ১০

পুষ্পের সৌরভে দশদিক মোহে
মধুকর খায় লোভে ॥

নেতের পতাকা উড়ে অনুপাম
কুটীর উপরে দিয়া ।

শত শত কোটি এ কুঞ্জ-কুটীর ১৫
সকল তাহার ছায়া ॥

বৈঠল নাগর চতুর-শেখর
চতুর নাগর কান ।

এমম আনন্দ দেখিলা সে কুঞ্জ
চণ্ডীদাস শুণ গান ॥ ২০

১০ । উড়ে—অতি—পাঠান্তর ।

—০—

৩৯৯

কাঁকি।

টল টল টল অতি নিরমল

শরৎ পূর্ণিমার শশী।

নটবর কান্থ মুরলী বদনে

সদনে কুটীরে বসি ॥

কলরব কর বত পাখিগণ ৫

ময়ূর ময়ূরী নাদে।

ভ্রমর ভ্রমরী বজ্র শব্দে

ডাহক ডাকিছে সাথে ॥

মদন বেদন নন্দের নন্দন

করিতে রাসের লীলা। ১০

নিভূতে বসিয়া নাগর রসিয়া

কামেতে হইয়া ভোলা ॥

বদনে ভূষণ মুরলী সদন

বাজয়ে কতক তান।

সঙ্কেত নিশান বাজে আন তান ১৫

ছুটল পক্ষম গান ॥

প্রিয় রাখা বলি ডাকিছে মুরলী

শুনিলি শ্রবণে যবে।

বত গোপনারী আন নহে কিছু

কাননে চলাই তবে ॥ ২০

বিচ্ছল মন্থমে হিয়া আনচান

কহিতে কাহারে নারে।

মনের বেদন নাহি জানে আন

শুনি যন হিয়া খুরে ॥

শুনিতে মুরলী যেমত পাগলী ২৫

বনের হরিণী প্রায়।

ব্রাহ্ম বাণ খেয়ে খাওল হইয়ে

চারিধিকে যেন চায় ॥

চণ্ডীদাস বলে ভ্রজ জনা-চিত

আকুল হইয়া গেল ৩০

নাহি আন কথা

পাই-হিয়া ব্যথা

কি বুঝি করিব বল ॥

০...

খানকি।

শুন গো মরম সখি।

ঐ শুন শুন

মধুর মুরলী

ডাকয়ে কমল আখি ॥

ধৈর্য না ধরে

প্রাণ কেমন করে

ইহার উপায় বল। ৫

আর কিয় জীব

গোপের রমণী

হৃন্দাবনে বাব চল ॥

এই অমুমান

করে গোপীগণ

শুনি সে বাঁশীর গীত।

শুধু তনু দেখ

এই তনু মোর ১০

তথায় আছয়ে চিত ॥

মুগধ রমণী

কুলের কামিনা

না জানে আনহ পথ।

যেনক চাঁদের

রসের প্রশ

চকোর অমুহি রথ ॥ ১৫

সে জন পাইলে

চাঁদের সুখাতি

সুখের নাহিক ওর।

কতক্ষণে মোরা

জ্যেটিব নাগর

পাবহ তাকর কোড় ॥

যেন মেঘরস

তাহাতে আবেশ ২০

চাতক না পায় বারি।

সে জন পিয়ারে

না পাই আবেশে

সে জন হতাশে মরি ॥

জলের আবেশে

চাতক খুরয়ে

তমনি আমরা হই। ২৫

তবে সে জয়ই

অধির রমণী

জলদ গতিক সেই ॥

চণ্ডীদাস বলে

চলহ নিকুঞ্জে

কোন গোপী ছিল

রক্ষন করিতে ২৫

ভেটিতে নাগর কান ।

শুধুই হাঁড়িতে ঝাল ।

ঐ শুন বাঁশী

বাজে এই নিশি ৩০

আনহি ব্যঞ্জনে

আনহি দেওল

ধরিতে চলিয়া যান ॥

আনহি হাঁড়িতে ঝাল ॥

— ০ —

রক্ষন উপেখি

চলে সেই সখী

০০১

অবশে শুনিয়া বাঁশী ।

৩০

ঐ ।

চণ্ডীদাস কহে

আবেশে গমন

হয় হউ কুল হাসি ॥

— ০ —

কি করিতে পারে

গুরু ছরুজন

হয় হউ অপবশ ।

চল চল যাব

শ্রাম দরশনে

ইথে কি আনের বশ ॥

০০২

ঐ ।

যা বিনে না জীয়ে

আঁখির পলক ৫

তিলে কত যুগ মানি ।

কেহ বা আছিল

শিশু কোলে করি

পিয়াইতেছিল স্তন ।

সে জন ডাকিছে

মুরলী সঙ্কেতে

তুরিতে গমন মানি ॥

দুঃখপোষ্য বালা

ভূমে কেলি গেলা

এঁছন তাহার মন ॥

কেহ বলে শুন

আমার বচন

রহিতে উচিত নহে ।

১০

চলিল গমন

সেই বৃন্দাবন ৫

কাঁদিতে লাগিল শিশু ।

চল চল চল

যাব বৃন্দাবনে

মোর মনে হেন লয়ে ॥

ভেমতি চলিল

সব গরিহরি

চেতন নাহিক কিছু ॥

কোন গোপী ছিল

গৃহ পরিবারে

করিতে গৃহের কাজ ।

কোন জন ছিল

পতির শয়নে

যুমে অচেতন হয়ে ।

১০

গৃহ-কাজ ত্যজি

চলিল তখন ১৫

বেমত আছিল সাজ ॥

হেন বেলে শূনি

মুরলীর ধনি

উঠিল চেতন পেয়ে ॥

কোন গোপী ছিল

দুঃখ আবর্তনে

তাজিল দুঃখের খুরি ।

বিচিত্র বসনে

মুখানি মুছিয়া

চলল পতিরে ত্যজি ।

আবেশে দুঃক্ষেতে

চালিয়া দিয়াছে

গাগরি তুরিয়া বারি ॥

২০

পতি-কোল সেই

তাজিল তখন ১৫

চলিল বনেতে সাজি ॥

চলিলা তুরিতে

সব তেয়াগিয়া

দুঃখ আবর্তন ছাড়ি ।

কোন গোপী ছিল

কোন আরম্ভনে

তাজিয়া তখন চলে ।

বৃন্দাবন মুখে

তখন চলিলা

রহল ভেমতি পড়ি ॥

রসের আবেশে

কিছু নাহি জানে

কারে কিছু নাহি বলে ॥

২০

কোন জন ছিল বেদনে দুঃখিত
অঙ্গেতে আছিল দোষ ।
শুনি বংশীগীত অজ পুলকিত
সব দূরে গেল শোষ ॥
চণ্ডীদাস বলে কি বা সে দেখল ২৫
অপার অখল রামা ।
তেঁই সে প্রেমেতে বন্ধন সবাই
গোপের রমণী জনা ॥

৪। সব দুখ গেল শেষ—পাঠান্তর ।

৪। শোষ—বেদনা ।

—○—

৪০৩

কানোদ ।

এক গোপী ছিল পতির শয়নে
ভ্যজিয়া বাইতে তারে ।
তার পতি ইহা জানিল শয়নে
তাহারে ধরিল বলে ॥
এত নিশি বল কোথারে পমন ৫
সরম নাহিক তোর ।
লোকে অপবশ কুশল কাহিনী
কুলেতে নাহিক ডর ॥
বড় বিপরীত দেখি তোর রীত
এ নিশি কোথায় যাবে । ১০
কুলটা হইলি কলঙ্ক রাখিলি
মারি দুখ বার ভবে ॥
ভ্যজিয়া আমারে বাহ কোথাকারে
এ বড় বিষম দেখি ।
বহুত গল্পনা শুনি নিঃশব্দে ১৫
রহিল কমলমুখী ॥
বখন ভাটার দুমাইল পতি
তখন ভ্যজিয়া গেল ।

রসের আবেশে চলিল হৃন্দরী
কিছুই নাহি শুনিল ॥ ২০
ভয় পরিহারি চলিল হৃন্দরী
ষেখানে নাগর কান ।
চণ্ডীদাস ভণে কিছুই না মানে
এমনি বাঁশীর তান ॥

—○—

৪০৪

কানোদ ।

আর এক গোপী বাইতে বাহিরে
দেখিল তাহার পতি ।
তাহারে কুশিয়া কহিছে গঞ্জিয়া
নিশিতে বাইবে কতি ॥
একে ঘোর রাতি তাহাতে দ্রৌ জাতি ৫
ভয় নাহিক মনে ।
নাহি লাজ-ভয় কুলের কলঙ্ক
কি করি যাইবি বনে ॥
অনেক গঞ্জিয়া তাহারে ধরিয়া
লইয়া ধুইল ঘরে । ১০

* * * * *

—○—

৪০৫

কানোদ ।

এছন রমণী মুরলী শুনিয়া
আকুল হইয়া চিতে ।
নিজ বেশ করে মনের সহিতে
শুনিয়া মুরলী গীতে ॥
রসের আবেশে পদ-আভরণ ৫
কেহ বা পরিল গলে ।
গলা আভরণ কোন ভ্রমরামা
পরিছে চরণে তালে ॥

কাছর ভূষণ	কনক-কঙ্কণ	ইথে ধনি আনি	রাধার প্রবণে
পরিলা ছন্দমাঝে ।	১০	পশিল যতনে ভাই ।	১১
হিয়ার ভূষণ	পরিছে যতন	তল কখন	রমণী অন্তর
কটিতে ভূষণ সাজে ॥		কহেন সুন্দরী রাই ॥	
কেহ বা পরিলা	একহি কুণ্ডল	পুন শুন শুন	ডাকে ঘন ঘন
শোভাই একহি কাণে ।		মধুর মুরলী-তান ।	
এছন চলল	বরজ-রমণী ১৫	শুনিতে চমকে	মুরলী ধমকে ১৫
ধৈরজ নাহিক মানে ॥		চিতে নাহি কিছু আন ॥	
এক করে পরে	কনক-কঙ্কণ	রাধার আরতি	সে নহে পৌরিত
সিন্দুর পরল ডালে ।		তথাই আছয়ে মন ।	
কোন জন পরে	নয়নে অঞ্জন	বৃন্দাবন যেতে	রসের আবেশে
একহি নয়ন চালে ॥	২০	কহিছে সকল জন ॥	২০
নানা আভরণ	পরে কোনখানে	সুখময়া রাধা	বেশ বনাইল
তাছা সে নাহিক জানে ।		বন্ধন করিল জাল ।	
আবেশে রমণী	গমন করল	নানা ফুলদাম	বেড়ি অমুপাম
সেই বৃন্দাবন পানে ॥		দিয়া মুকুতার মাল ॥	
কেহ নবরামা	বসন ভূষণ ২৫	দুসারি মাণিক	তার পাশে পাশে ২৫
উলট করিয়া পরে ।		প্রবাল গাঁথিয়া মাল ।	
চণ্ডীদাস কহে	আছীর-রমণী	কনক চম্পক	কবরী বেড়ল
চলিয়া বাইতে নারে ॥		ভ্রমরা গুঞ্জে ভাল ॥	
৮। পরিছে চরণতলে—পাঠান্তর ।		সিঁথায় সিন্দুর	তার মাঝে মাঝে
— ০ —		দিয়েছে ছন্দন-কোঁটা ।	৩০
০০		যেন শশধর	চৌদিকে বেড়ল
৩।		কি তার কহিব ঘটা ॥	
এই মত সব	গোপের রমণী	নাসার-বেশর	অতি মনোহর
চলিল নাগরী রামা ।		হাসিতে মুকুতা খলে ।	
রাই পাশে গিয়া	চলিল ধাইয়া	কনক-কাঁচুলি	তার পরিপাতি ৩৫
সঙ্কেত কমলি খামা ॥		মুকুতা গাঁথনি পাশে ॥	
চল চল ধনি	রাই প্রেমমণি ৪৫	যাঘর কিঙ্কিনী	বাজে, রিণিকিনি
চল চল যায বনে ।		পিঠেতে ছলিছে কাঁপা ।	
রসের আবেশে	কহে নবরামা	তাহার মাঝারে	গাঁথি ধরে ধরে
কহিছে ধনীরা, মানে ॥		স্বাস কনক-চাঁপা ॥	৪০

নীল উড়নি ডুবন-মোহিনী
সোনার নুপুর পায়।
চলিতে চরণে পঞ্চম বাজয়ে
হংস-গমনে যায়।
চণ্ডীদাস বলে বিনোদিনী রাধা ৪৫
রূপে করিয়াছে আলো।
দেখিতে নয়ন পিহলিয়া পড়ে
দেখিতে বাইবে চল।

—০—

৪০৭

কানো।

দেখ সখি অপরূপ মনোহর।
এ ভব সংসারমাঝে হেন কভু নাহি দেখি
বেশে যেন করে চল চল।
মাঝে রসবতী রাধা ব্রজজন হয়ে বাধা
পাছে দেখি ধরিয়া রহায়। ৫
ভয়েতে আকুল হয়ে তুরিতে রাধারে লয়ে
বৃন্দাবন মুখে সবে ধায়।
মন্দ মন্দ গতি চলে রাই কহে কুতূহলে
আজ বড় আনন্দ অপার।
সে রূপ আনন্দনিধি আজু সে মিলাব বিধি ১০
দেখিব চরণ দুটি তাঁর।
ভাসিব আনন্দ-রসে পুরিব বভেক আশে
তবে হয় কামনা পূর্ণিত।
চণ্ডীদাস কহে তাথে একা হোথা বহুনাথে
রাধানামে বাঁধি গায় গীত। ১৫

—০—

৪০৮

হই।

শ্রীম-মন্ত্রমালা বিনোদিনী রাধা
জপিতে জপিতে যায়।
রসের আবেশে আনন্দ-হিরোলে
ভরলনয়নে চায়।

অপার অপার বহু বিদগধ ৫
হৃন্দরী সে ধনী রাই।
শ্রীম দরশনে চলিলা ধেরানে
হুধা শ্রীম-স্তব গাই।
মন্দ মন্দ গতি চলন মাধুরী
বেশন সোনার লতা। ১০
কিবা সে ভড়িৎ চলিল কুরিত
কি কব তাহার কথা।
চৌদিকে গোপিনী মাঝে বিনোদিনী
চলে সে আনন্দরসে।
কেহ কোন যেন সম্পদ পাইয়া ১৫
হুখের সায়রে ভাসে।
পথে যেতে কহে রাধা বিনোদিনী
কত দূরে বৃন্দাবন।
কহ কহ দেখি কোন্‌খানে আছে
রমণী জনার ধন। ২০
আগে হের দেখ ছু আঁখি চাহিয়া
এই উপবনমাঝে।
ঐখানে বসিয়া নাগর আইছেন
দেখহ কোন বা কাজে।
চণ্ডীদাস বলে গোপিনীর বোলে ২৫
চাহিয়া দেখিল রাই।
খন খন রব মুরলীর শব্দ
তাহাই শুনিতে পাই।

১৬। সায়রে—পাথারে—পাঠান্তর।

—০—

৪০৯

কানড়া।

রাধার আরতি পৌরতি দেখিয়া
কহেন কোন বা সখী।
আজি সে তোমারে মিলব সুদিন
কমল নয়ন আঁখি। ৩০

প্রেম অক্ষজলে আখি চল চল ৫
হৃদয় পুলক মানি।

প্রেমের হৃতাশে কহিছে নিকশে
কহেন রমণী ধনী ॥

কেমনে এ বনে বাইব সঘনে
পাছে কোন দশা হয়। ১০

এই দুখ উঠে মরম-বেদন
মোর মনে হেন লয় ॥

শ্রাম হেন ধন অমূল্য রতন
জন্মের পড়িয়াছি।

এ দেহ তাহারে মনের মানসে ১৫
যতনে লইয়াছি ॥

শ্রাম পরসঙ্গ কহিতে কহিতে
চলে রসময়ী রাখা।

প্রেমের তরঙ্গে আছে আন বোল
নিগূঢ় আছয়ে বাঁধা ॥ ২০

গোপীগণ বলে হাসি রস রসে
চলহ তুরিত করি।

কাননে কালিয়া নিম্বুতে বসিয়া
করেতে মুরলী ধরি ॥

ঐছন ঐছন মধুর মুরলী ২৫
এস এস বলি ডাকে।

চণ্ডীদাস কহে তুরিত গমন
চল বৃন্দাবন মুখে ॥

—০—

১১০

১।

চলল গমন হংস যেমন
বিজুরি ডেমন উয়ল ভুবন
লাখ চাঁদ লাজে মলিন হইল
‘ও চাঁদ-বদন ছেরিয়া।

সরল ভালে সিন্ধুরবিন্দু ৫

তাঁহে বেড়ল কতেক ইন্দু
কুসুম স্তম্ভ মুকুতা-মাল

নোটন ঘোটন বাঁধিয়া ॥

বিশ্ব অধর উপমা জোর
হিকুলে মণ্ডিত অতি সে ঘোর ১০

দশন কুন্দ যেমন কলিকা

কি বা সে তাহার পাঁতিয়া।

হাসিতে অমিয়া বরিখে ভাল

নাসিকার পর বেশর আর

মুকুতা নিখাসে ঢুলিছে ভাল ১৫

দেখহ বেকত ভালিয়া ॥

চণ্ডীদাস দেখি অখির চিত

অঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গ রীত

রসভরে ধনী স্তম্ভরী রাই

চলল মরমে মাতিয়া ॥ ২০

—০—

১১১

কানড়া।

রাধার আবেশে গমন মধুর

চলিল আবেশ হৈয়া।

শ্রাম-মল্লমালা জপিতে জপিতে

প্রবেশ করিল গিয়া ॥

উপবন মাঝে প্রবেশ করিল ৫

সুখমই ধনী রাই।

প্রেমরস-ভরে আখি আখি বোল

সঘনে কহিছে তাই ॥

এক সখী গিয়া সেখানে বাইয়া

কহিছে রাধার কাছে। ১০

কি আর বিলম্ব করিহ ভোমরা

চলহ তুরিত বেশে ॥

নাগর শেখর একলা আহয়ে

চলহ তুরিত করি ।

গিয়া বৃন্দাবনে দিলা দরশন ১৫

চণ্ডীদাস কহে ভালি ॥

৪১২

কানোথ ।

কানু কহে শুন আমার বচন

যতেক গোপের নারী ।

নিশি নিদারুণ কিসের কারণ

অগতে এ সব বৈরী ॥

অবলার কুল অতি নিরমল ৫

ছুইতে কুলের নাশ ।

তাহার কারণে কহিল সন্ধনে

যাইতে আপন বাস ॥

রাধা কহে তাথে শুন বদ্বনাথে

আর কি কুলের ভয় । ১০

একদিন জাতি কুল গীল পাতি

দিয়াছি ও ছুটি পায় ॥

আর কি কুলের গৌরব সূচনা

আর কি ভেতের ভয় ।

তোমার পৌরিতে এ দেহ সঁপেছি ১৫

এখন কি কর ছল ॥

কেবল গোপীর নয়ন অঙ্কন

হিয়ার পুতলী তুমি ।

তাহে কর হেন কেন তুয়া মন

এবে সে জানিষু আমি ॥ ২০

ভাল তুমি বট অজের জীবন

এমতি তোমার কাজ ।

চণ্ডীদাসে বলে ও নহে উচিত

শুন হে নাগররাজ ॥

৪১৩

কানোথ ।

শুন হে কমল-আধি ।

এ দেহ সেখানে পরাণ এখানে

শুধু দেহ আছে সাধী ॥

সকল ভেজিয়ে শরণ লয়েছি

ও ছুটি কমল পায় । ৫

ঠেলিয়া না ফেল ওহে বাঁশীধর

যে তোর উচিত হয় ॥

ভিলেক না দেখি ও মুখমণ্ডল

মরমে না শুন আন ।

দেখিলে জুড়ায় এ পাপ পরাণ ১০

ধড়ে আসি রহে প্রাণ ॥

যেমন ঘরের দীপ নিভাইলে

অন্ধকার হেন বাসি ।

ভেন মত তুমি লোচন সবার

হেনক আমরা বাসি ॥ ১৫

সকল ছাড়িয়ে যে লয় শরণ

তাহারে এমতি কর ।

তুমি সে পুরুষ তুষণ শক্তি

বাহ্মায়িকি নাম ধর ॥

চণ্ডীদাস বলে শুন গোপনারি ২০

কি শুনি দারুণ বাণী ।

সরস বচনে সিচহ বতনে

যতেক কুলের নারী ॥

১৩। বাসি—মনে করি ।

২২। সিচহ—সেচন কর ।

৪১৪

শুন হে নাগর রায় ।

কি বলিব রাজা পায় ॥

আমরা কুলের কি ।

তোমাংরে বলিষ কি ॥

যে ভজে তোমার পায় ।
 যে জন তোমাতে ধ্যায় ॥
 আন কি জানিয়ে মোরা ।
 তুমি নয়নের তারা ॥
 যে বল সে বল মোরে ।
 ছাড়িতে নারিব তোরে ॥
 তোমার মুরলী শুনি ।
 ধাইয়ে আইসু আমি ॥
 শুন হে পুরুষ ভূষণ ।
 তুয়া মুখে এমন বচন ॥
 কি বলিব আমরা অবলা ।
 আমি হই দাসী পনসারা ॥
 চণ্ডীদাস কিছু শুন গায় ।
 অদভূত শুনি যে হেথায় ॥

—o—

৪১৫

কানোদ ।

শুন হে নাগর রায় ।
 তোমার উচিত এই নহে চিত
 এ কথা কহিব কায় ॥
 তোমার কারণ সব তেয়াগিনু
 কুলেতে দিয়াছি ডোর । ৫
 অবলা অথলে ছেন করিবারে
 এ নহে উচিত তোর ॥
 আমরা স্বপনে আন নাহি জানি
 কেবল দুখানি পায় ।
 এতেক বেদন তোমার কারণ ১০
 শুন হে নাগর রায় ॥
 সকল তেজিনু তবু না পাইসু
 হৃদয় কঠিন বড়ি ।
 হাসিয়া হাসিয়া বন্ধিমে চাহিয়া
 এবে কেন কর ডেরি ॥ ১৫

তুমি প্রাণমণি পরশ বাখানি
 ছুঁইলে রতন হয় ।
 রাজের সমান ইথে নাহি আন
 এমন পতিক নয় ॥
 বহু রত্ন ধন অমূল্য রতন ২০
 বাহার নাহিক মূল ।
 এ ধন লাগিয়া পাইয়া আমরা
 না পাইয়ে কোন কুল ॥ •
 চণ্ডীদাস বলে আমি জানে ভাল
 কালার পীরতি লেঠা । ২৫
 যেমন জানিবে সরোরুহ কুল
 তাহার অঙ্গেতে কাঁটা ॥

১৫। ডেরি—চাতুরী ।

২২-২৩। লাগিয়া—লাগ । এমন ধন পাইয়াও আমরা
 কোন কুল পাইলাম না ।

—o—

৪১৬

কানড়া ।

তুমি বিদগধ স্ত্রুথের সম্পদ
 আমার স্ত্রুথের ঘর ।
 যে জন শরণ লইল চরণে
 তাহারে বাসহ পর ॥
 দেখি বল নাথ এঁতব সংসারে ৫
 আর কি আছয়ে মোরা ।
 এ গোপী জনার হৃদয় মানস
 কেবল আখির তারা ॥
 গৃহ পতি ভ্যজে হা হা মরি লাজে
 শুনহ নাগর রায় । ১০
 এ সব না জানি মনে নাহি গণি
 সকলি গোচর পায় ॥
 শীতল চরণ যে লয় শরণ
 তাহারে এমনি রোষ ।

অবলা কচনে কত ক্ষেণে ক্ষেণে ১৫

কত শত হয় ঘোষ ॥

প্রাণ-পতি তুমি কি বলিব আমি

আনের অনেক আছে ।

আমার কেবল তুমি সে পরাণ

দাঁড়াই কাহার কাছে ॥ ২০

চণ্ডীদাস বলে শুন স্নানাগর

ইহাতে নাহিক আন ।

সব তেয়গিয়া তোমার লাগিয়া

তুমি সে সবার প্রাণ ॥

—o—

৪১৭

ঐ ।

তুমি বিদগধ রায় ।

বলিতে কি জানি কি আর বলিব

সকলি গোচর পায় ॥

যে বল সে বল মোরে নাগর-শেখর ।

পর কৈল আপন আপন কৈল পর ॥ ৫

মনের আগুন কত উঠে অনিবার ।

কাহারে কহিব ইহা আচার বিচার ॥

এমন ব্যথিত পাই আপনা বলিতে ।

আন কথা কহিলে কহয়ে অশুচিত ॥

আকাশে পাতিয়া কাঁদ পাপ ননদিনী । ১০

মিছা মিছা বলে সদা শ্রাম-কলঙ্কিনী ॥

তোমার কলঙ্ক হেমমালা করি গলে ।

মিছাই ঘোষণা পাপ ননদিনী বলে ॥

ঘরে হইল পরিবাদ, লোকের গল্পনা ।

তাহাতে নিষ্ঠুর তুমি এবে গেল জানা ॥ ১৫

পরের পরাণ হরি হাসিতে হাসিতে ।

বিলোকনে প্রেম দিয়া করিলা পৌরিতে ॥

তোমার পৌরিতে গোপী ত্যজিয়া সকল ।

দাঁড়াইতে নারি মোরা হইল বিকল ॥

চণ্ডীদাস দেখিয়া গোপীর প্রেমবাণী । ২০

হরবে পরশমণি পরিবে এখনি ॥

১। বিদগধ—রসিক ।

৮। আপনা—আচারপাঠাওর ।

৯। কহয়ে অশুচিত—করয়ে অশু চিত ।...

—o—

৪১৮

কাকি ।

নয়ন তরল বহে প্রেমবারি

অধির কুলের বালা ।

ক্ষেণে ক্ষেণে উঠে বিরহ আগুন

বিশুণ হইল জালা ॥

মলয়-চন্দন

মৃগমদ যত ৫

অঙ্গেতে আছিল মাখা ।

হৃদয় কাঁচুলি

তিতিল সকল

তাঁহা নাহি গেল রাখা ॥

প্রেমে ঢল ঢল

যেমন বাউল

বনের হরিণী তারা । ১০

ব্যাধবাণ খেয়ে

ধাওল ছইয়ে

চারি দিকে নাহি সারা ॥

ক্ষীণ গোপীগণে

চাহি চারি পানে

বিরহ-বেদনা পাইতা ।

কাষ্ঠ সব ঘেন

চিত্রের পুতলি ১৫

সারি সারি দাঁড়াইয়া ॥

কি শুনি কি শুনি

বিষম বিপদ

হৃদয়ে ছইয়ে ব্যথা ।

আর কি জীবন

সঙ্কট হইল

কি আর দেখহ হেথা ॥ ২০

যাহার লাগিয়া

এত পরমাদ

তাহার এমন রীত ।

চল গিয়া অলে

পশু কুতূহলে

মরিব এনহে চিত ॥

কি আর পরাণ রাখিব আমরা ২৫

কি শুনি দারুণ বোল ।

বার লাগি এত বিবম বিবাদ

নয়নে বহিছে লোর ॥

এই অনুমান করে গোপীগণ

কহত ইহার বাণী ।

৩০

নাগর বচন বিধের সমান

এবে সে ইহাই জানি ॥

চণ্ডীদাস কহে শুনহ গোপিনি

এই মোর মনে লয় ।

ভকতি আদরে সরস বচনে ৩৫

বিনতি করহ পায় ॥

৩। আশুন—বেদনা...পাঠান্তর ।

৫। মলয়—অমিয়া ।....."

৩১০

কহণী ।

তুমি বঁধু ভ্রজের জীবন ।

জাতি কুল করিয়া রোপণ ॥

তুমি নহ নিষ্ঠুরাই পণা ।

কেনে দেহ বিরহ-বেদনা ॥

যে ভজে তোমার ছুটি পায় ।

৫

তারে নাথ হেন না জুয়ায় ॥

গৃহ পরিবার পরিহরি ।

তোমারে মজিল ভ্রজনারী ॥

দেখ নাথ মনে বিচারিয়া ।

বত দুখ তোমার লাগিয়া ॥

১০

শান্তভী কতের অতি ধার ।

খরভর তাহার বিচার ॥

কাঁদিতে না পারি ভব লাগি ।

ভবু বলে শ্রামের সোহাগী ॥

যরে পরে তোমার বিবাদ ।

১৫

বাহির হইয়া বাইতে সাধ ॥

চণ্ডীদাস দেখিয়া দুঃখিত ।

শ্রাম কহিছে অনুচিত ॥

—○—

৩২০

ধানশী ।

রাখা কহে শুন

আমার বচন

নিশ্চয় করিয়া কও ।

কেন হেন চিত

করিলে বেকত

এত নিদারুণ নও ॥

তোমা হেন ধন

পরম কারণ ৫

পাইল অনেক সাথে ।

বিহি দিয়া পুনঃ

করিল এমন

কি আর বলিবে রাখে ॥

যে দেখি তোমার

আচার বিচার

কুটিল অন্তর বড়ি ।

১০

সরল যে জন

নাহি তার কোন

কুটিল কুটক ছাড়ি ॥

ভুজছে আনিয়া

কলসে পুরিয়া

বতনে তাহাকে পুষে ।

কোন কোন দিন

সেই বাড়িয়ারে ১৫

দংশয়ে আপন রোমে ॥

ভুজঙ্গ সমান

ভেন তুয়া মন

তৌহার চলন বাঁকা ।

তোমার অন্তর

সেই সে সোসর

এ দুই তুলনা একা ॥

২০

যেন মুখে আছে

অমিয়া কলসী

হৃদয়ে বিধের রাশি ।

অন্তরে কুটিল

মুখে মধু পর

আমরা এমন বাসি ॥

বে ছিল তা হল তাহাই করিল ২৫
 নিরমল বেবা ছিল।
 তাহে দিয়া কালি ঠাকুরালি ভালি
 কলঙ্ক উঠিল ভাল ॥
 চণ্ডীদাস কহে শুন ধনী রাধা
 ঐছন কামুর লেহা। ৩০
 অমিয়া সেচনে সরল বচনে
 সঁপহ আপন দেহা ॥

—○—

৪২১

পুরণী।

বঁধুর আদর দেখি অনাদর
 কহেন কামিনী যত।
 তুমি হুনাগর গুণের সাগর
 কি জানি তোমার রীত ॥
 হাসি রসাইয়া কুল ভাঙ্গাইয়া ৫
 নিদানে এমতি কর।
 এ নহে উচিত তোমার অনুচিত
 কালিয়া-বরণ-ধর ॥
 কালিয়া বরণ ধরয়ে যে জন
 বড়ই কঠিন সেহ। ১০
 তা সনে পীরিতি না জানি এ গতি
 এবে সে জানিল এহ ॥
 তখন শ্রবণে পীরিতি করিলে
 দেখাইলে আকাশের চাঁদ।
 কত মুখে হাসি বচন সেচন ১৫
 এবে সে পাতিলে কাঁদ ॥
 হৃদয় বাকর কালিয়া বরণ
 সে মেনে কঠিন বড়ি।
 হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিলে
 এবে সে হইল গাড়ি ॥ ২০

আমরা হইয়ে কুলের বোহারি
 কি বলিতে মোরা পারি।
 তাহার উচিত করিলে বেকত
 শুনহ প্রাণের হরি ॥
 চণ্ডীদাস কহে শুন বিনোদিনী ২৫
 সকল স্বপন সম।
 কামুর ঐছন পীরিতি কেবল
 কেনবা করিছ জন্ম ॥

১৭। বাকর—বাহার।

১৮। কঠিন—কুটিল...পাঠান্তর।

—○—

৪২২

পুরণী।

বঁধু তুমি কঠিন পরাণ।
 ইবে মোরা জানি অনুমান ॥
 কেন তুমি বিরস বদন।
 কহে যত গোপী সখীগণ ॥
 ওহে তুমি বিদগ্ধ রায়। ৫
 মো সবারে হেন না জুয়ায় ॥
 জীবধ পাতকী ভয় পাবে।
 মরিব তোমার নিজ ভাবে ॥
 দাঁড়াইয়া দৈবদেহ আগনে।
 হয় নয় বুঝ নিজ মনে ১০
 একে একে অজ্ঞের রমণী।
 হেঁট মাখে খুঁটয়ে ধরণী ॥
 পাসরিলে সে সব পীরিতি।
 পরিণামে হেন কর গতি ॥
 তুয়া বিনে আর কেবা আছে। ১৫
 আমরা দাঁড়াব কার কাছে ॥
 চণ্ডীদাস কহে হেন ভালি।
 হুখে রসে কর রাস কেলি ॥
 ১৮। জীবধ পাতকী ভয় লাগে।
 মরিব সকলে তব আগে ॥...পাঠান্তর।

—○—

৪২০

ঐ।

কান্থর বচন শুনি গোপীগণ
কহিতে লাগিল তাতে ।
আমরা পরের রমণী হইয়া
বজর পড়িল মাথে ॥
পরের পৌরিত্তি আগে না গণিয়া ৫
যে জন পৌরিত্তি করে ।
আপনার হাতে বিষ ধরি খায়
পরিণামে হেন করে ॥
ছায়ার আকার ছায়াতে মিশায়
জলের বিম্বুকি প্রায় । ১০
যেন নিশাকালে নিশার স্বপন
তেমত পৌরিত্তি ভায় ॥
যেমন বাদিয়া কাঠের পুতলি
নাচায় যতন করি ।
দেখিতে মিছাই সকল ছায়াটি ১৫
বাজিকর করে কেলি ॥
তেমতি তোমার পৌরিত্তি জানিমু
শুন হে নাগর রায় ।
পরের পরাণ হরিয়া যতনে
ভাসাইলে দরিয়ায় ॥ ২০
মুখে কত যতন সরল বচন
হিয়াতে কুটিল সারা ।
তখন এমন না জানি কখন
এমত তোমার ধারা ॥
চণ্ডীদাসে বলে শুন বিনোদিনি ২৫
কে বলে পৌরিত্তি ভাল ।
পৌরিত্তি-গরলে এ দেহ আরল
অন্তর হইল কাল ॥

২১। মুখে কত জন সরল বচন পাঠান্তর ।

৪২১

সিদ্ধা।

সে নারী মরুক জলে ঝাঁপ দিয়া
যে করে পরের প্রেম ।
পরিণামে পায় এত পরাভব
যেমত পঞ্চজ হেম ॥
তাহে কি বলিব সকল জানিহ ৫
যার লাগি যেবা জীয়ে ।
সে কেনে নিদ্রা নিঠুর হইয়া
এতেক বাতনা দিয়ে ॥
তোমার মুরলী ডাকিল স্তম্ভরে
আইমু ধাইয়া বনে । ১০
তাহে হেন কর ওহে বাঁশীধর
ফিরিয়া না চাহ কেনে ॥
তোমা হেন নিধি মিলাইল বিধি
পুন তা হইল বাধা ।
এ সব বচন কহিতে কহিতে ১৫
শোকেতে মরিবে রাধা ॥
তোমার কারণে এ ঘর ছুয়ার
বৈধেছি অনেক দুখে ।
তাহা ভাঙ্গাইতে এ নহে মহিমা
আর সে বলিব কাকে ॥ ২০
চণ্ডীদাস দেখি বড়ই দুঃখিত
মুখে না নিঃস্বরে বাণী ।
চিতে বেয়াকুল হইল আকুল
যতেক ত্রাজের ধনী ॥
২। স্তম্ভরে—সরসে পাঠান্তর ।
—○—
৪২২
সিদ্ধা।
বঁধু, কি আর ঘরের সাথ ।
হেমে গো সজনি কহ মোরে বাণী
এ স্তম্ভে হইল বাদ ॥

যে জন ব্যক্তি সে জন নৈরাশ
মনে না পুরল সাধ ॥ ৫
কাঠের পুতলি রহে সারি সারি
চাছিয়া নাগর পানে ।
যেন সে চাঁদের রসের লাগিয়া
চকোর থাকয়ে ধ্যানে ॥
ভেমতি নাগরী রসের গাগরি ১০
মুগধ তাহাতে বড়ি ।
যেন বা ক আর্শে ধনের লালসে
তৈছন গোপের নারী ॥
যেন মেঘবর চাতক অবশ
কঁরিতে রসেরি পান । ১৫
শকরী-জীবন যেন জল বিন
সে জন কুলেতে বান ॥

* * * * *

সুখমাখে যেন করে আন চান ২০
, চণ্ডীদাস কহে তবে ॥

৮। যেন সে—যেমন ... পাঠান্তর ।

১৪। মেঘবর—মেঘরস । ...

—o—

৪২০

৫।

যে দিন হইতে তোমার সহিতে
পহিলে হয়েছে দেখা ।
সে সব বচন রয়েছে ঘোষণ
বেমত পেলেরই রেখা ॥
শপথি করিয়া পৌরিত্তি করিলে ৫
তাহা বা রাখিলে কৈ ।
কে আছে ব্যক্তি কাহারে কহিব
যে দুখে আমরা রই ॥

আপনি বলিলে আপনি কহিলে
আবার এমত কর । ১০
আমরা হইলে মরিয়া বাইতাম
পুরুষ বলিয়া সার ॥
একটি বচন করি নিবেদন
শুন হে নাগর রায় ।
সে দিন বাইয়া কি কাজ লাগিয়া ১৫
ধরেছিলে ছুটি পায় ॥
দোসর বচন করি নিবেদন
শুন হে নন্দের স্ত্রুত ।
সে দিন বাইয়া কি কাজ লাগিয়া
দশনে ধরিলে কুট ॥ ২০
তেসর বচন করি নিবেদন
দাঁড়ায়ে শুন হে তুমি ।
এ জনমের মত ফিরে চাও তুমি
বিদায় হয়ে বাই আমি ॥
এ কথা শুনিয়া রসিক নাগর ২৫
ভাসিল নয়ানের জলে ।
রসিক নাগর হইল কাতর
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে ॥

—o—

৪২১

কান্দা ।

এ কথা শুনিয়া রাধা বিনোদিনী
বড়ই আকুল হয়ে ।
যা লাগি এতেক হল পরমাদ
রহল বিয়োগ পেয়ে ॥
উপজল মান যেন বিষতুল ৫
সে নব কিশোরী রাধা ।
বিমুখ বিয়োগী হইলা কিশোরী
কম্পিত ও তন্নু আধা ॥

নয়ন-কমল যেন রাতাপল
 ত্যজিয়ে আনের কাছে । ১০
 বৈসল কিশোরী আপনা পাসরি
 মাধবী-তলার পাছে ।
 মাধবী তলাতে বসি এক ভিতে
 অতি সে বিরস ভাবে ।
 স্রীমুখ বিধুটি বড়ই মলিন ১৫
 কছু না বচন না লবে ।
 বাম সে চরণে অঙ্গুলি লখনে
 ধরণী স্বভাবে খুঁটে ।
 নিখাস হতাশে তাহার হতাশে
 নাসা আন্তরণ ছুটে । ২০
 ঐছন মনের উঠিল আগুনি
 সে ধনী কিশোরী রাই ।
 কাছে একজন ছিল গোপনারী
 তাহাতে উঠাল তাই ।
 তুমি হেথা কেন কোন অভিমান ২৫
 তুমি বাও শ্রাম পাশে ।
 অতি সে বিমুখী রাখা চন্দ্রমুখী
 কহেন এ চণ্ডীদাসে ।

৯। রাতাপল—রক্তাংগল ।

১৫। বড়ই মলিন—ধূলায় ধূসর...পাঠান্তর ।

০২৮

হই ।

রাখার চরিত দেখি সেই সখী
 চলিলা আনের কাছে ।
 স্রুখামুখী ধনী হয়েছে মানিনী
 অতি কোপমনে আছে ।
 তবে কি বা স্রুখ উঠে কত হুখ ৫
 সে ধনী ত্যজিয়া কিবা ।

চল মোরা যাব রাখা মানাইব
 করিয়া তাহার সেবা ।
 ছই চারি সখী রাই পাশে গিয়া
 কহিতে লাগিলা তার । ১০
 কেন অভিমান কিসের কারণ
 এ ছখী হইয়াছ কার ।
 শ্রাম স্নানগরে এ দেহ সঁপেছি
 তার কিছু নাহি ভয় ।
 সে জন বচনে অভিমান কেনে ১৫
 এ তোর উচিত নয় ।
 শ্রাম পরসঙ্গ না কহ আরতি
 তোমরা তুরিতে গিয়া ।
 শ্রাম-সোহাগিনী যতেক গোপিনী
 তোমরা সেবহ গিয়া । ২০
 আমি না বাইব শ্রাম সাধ গেল
 কিবা সে রহল তোরা ।
 চণ্ডীদাস দেখি মনের বিপথ
 ধাইয়া চলিল দ্বরা ।

১২। কার—কি ভক্ত ।

১৭। কহ—কর...পাঠান্তর ।

০২৯

হই ।

গেলা বত সখী বচন না শুনি
 দুকতি করিছে কতি ।
 রাই মানাইতে না পারিল তারা
 কি কব ইহার গতি ।
 চলে ভ্রজনরী যেখানে গোপিনী ৫
 কহিতে লাগিল তার ।
 রাই মানাইতে না পারি বেকত
 এ কথা কহিব কার ।
 হেথা শ্রাম রায় রাখা না দেখিয়া
 গুহে রসময় কান । ১০

কহে এক সখী

শুন হুনাগর

মান ভান্ধাইতে

পূরিল মুরলী

রাধার হয়েছে মান ।

রাধার না বুচে মান ।

অনেক বড়নে

বুকাইল রাধা

অতি সে কোপিত

না হয় সরল ...

কহেন বিষয় আন ।

বিজ চণ্ডীদাস গান ॥

২০

কেন বা মানিনী

হয়েছে সে ধনী ১৫

১২। ভাবিয়া অস্থির তাই... পাঠান্তর ।

কিসের কারণে বল ।

—o—

কহে হুনাগরী

শুন প্রাণ হরি

১০১

মানেন্তে হয়েছে ঢল ॥

বহই ।

তোমার বচন

কহিলে যখন

রাই রাই নাম

আর সব আন

কেন বা আইলে বনে ।

২০

চিবুকে মুরলী দিয়া ।

সেই সে কারণে

অতি অভিমান

রাধা নাম দুটি

আঁখর অপিছে

বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

কোথা হে রসের প্রিয়া ॥

৩। তার—মোর... পাঠান্তর ।

ক্ষেণে রাধারূপ

ধেয়ান করয়ে ৫

—o—

অস্তরে ও রূপ দেখি ।

১০০

ক্ষেণে ক নিখাসে

অতি সে হতাশে

ধাকুণী ।

রাধা নাম তাহে লিখি ॥

নিকুঞ্জে বসিয়া

নাগর রসিয়া

মুদিত নয়ন

সদা রাধা নাম

বড়ই হইলা দুখী ।

গাইয়া আপন মনে ।

১০

রাধার পৌরিত

মনে হয় তখি

ত্যাগল সকল

বেশ পরিপাটা

হিরাতে না হয় স্থখী ॥

রহই একটি ধ্যানে ॥

বাঁশী মুখে দিয়া

ব্যথিত হইয়া ৫

করের অঙ্গুলি

অপি কত বেরি

পূরত হৃদয় বাণী ।

অপরে রাধার নাম ।

রাধা রাধা বই

আন নাহি কই

এই তন্ত্র মন্ত্র

এই স্থধারস ১৫

তুরিতে গমন ধনি ॥

সবনে কহই শ্রাম ॥

এই বাঁশী কয়

মধুরস প্রায়

মুগধ মুরারি

রসের চাতুরি

ঘনে ঘনে কহে রাই ।

১০

আকুল হইয়া চিতে ।

বাঁশীতে সকল

নিশান বেকত

রাধা রাধা বিনে

আন নাহি মনে

ভরিয়া অমৃত তাই ॥

বসিল কুঞ্জের ভিতে ॥

২০

তনি পশু পাখী

পুলকিত মানে

কোথা রসমই

দেহ দরশন

বনের হরিণী বত ।

তো বিনে সকলি আন ।

বাউল হইয়া

মিলাইছে শিলা ১৫

তুমি কুঞ্জেশ্বরী

তুমি সে মাধুরী

তনি সে মুরলী-গীত ।

তোর সদা করি গান ॥

তোমার কারণে

বাঁশীটি বদনে ২৫

কোথা না পড়ল

মধুর মুরলা

শুনি বা কেমন রতি ।

মুপুর পড়ল কতি ।

* * * * *

নয়নে গলয়ে

বহুতর বারি

* * *

চণ্ডীদাস দুখমতি ॥

এই সে বাঁশীতে

সঙ্কেত নিশান

—○—

বাজই রসিক রায় ।

৩০

১০০

বহই ।

তবু না ভাঙ্গল

মান অভিমান

ক্ষেপে রাখাপথ পানে চাই ।

চণ্ডীদাস গুণ গায় ॥

মুগধ সে লুবধ মাধাই ॥

৫০। বাজই—গাওয়েই... পাঠান্তর ।

কুঞ্জে লুটত মহি ঠাম ।

—○—

রাখা রাখা নাম করি গান ॥

১০২

কোথা রাখা স্নকুমারী গোৱী । ৫

বাঁশী দূতপণা

কতেক প্রকারে

হেরত নয়ন পসারি ॥

বাজিল রসের তান ।

পুনঃ মুদিত ছই আঁধি ।

তবু না আঁওল

বুঝতামু-সুতা

ধনিমণি কতি নাহি দেখি ॥

রহল নিভৃত মান ॥

একলি কুঞ্জে নিকুঞ্জে ।

বিনোদ নাগর

হইল কাতর ৫

গান করত কত পুঞ্জে ॥ ১০

ভাঙ্গল সকল স্নখ ।

হা রাখা হা রাখা তমু আধ ।

রাখা পথ পানে

চাহি ঘনে ঘনে

হেরইতে পুন ভেল সাধ ॥

বাড়ল বিরহ দুখ ॥

তো বিমু সব ভেল বাধা ।

ক্ষেপে কত বেরি

উঠল মুরারি

হৃদিপর বাতায়ত রাখা ॥

সঘনে নিখাস নাঙ্গা ।

১০

এছন কাতর মুরারি । ১৫

অলসে কাতর

রসিক নাগর

গদ গদ নয়নক বারি ॥

না কহে একহি ভাষা ॥

ক্ষেপে উঠে ক্ষেপে করে গান ।

না জানি কোথারে

পড়ল মাথার

রাহিক পথ পানে চান ॥

পিঞ্জ মুকুট চূড়া ।

চণ্ডীদাস কহে পুন বেরি ।

কোথা না পড়ল

কটির ঘাগর ১৫

৩। মহি—মণি...পাঠান্তর ।

সে পীত বসন খড়া ॥

আসি মিলব পুন গোৱী ॥ ২০

কোথা না পড়ল

মণিময় হার

—○—

বলয়া বাহুর বালা ।

১০৩

৩।

কোথা না পড়ল

চূড়ার বন্ধন

এই পরমাদ

ব্যখিত হইলা

সে নব গুঞ্জার মালা ॥

২০

নাগর রসিক রায় ।

রাই-ভাবে তুমু পুরিত হইয়া
 তাহুল নীহিক খায় ॥
 বিগরি সকল পুরব পৌরিত ৫
 এবে ভেল অভিমান ।
 কহে সুনাগর চতুর-শেখর
 দূতি বাহ রাধাঠাম ॥
 রাই মানাইয়া আনিবে যতনে
 তবে সে জয়ই কান । ১০
 তুরিত গমন করহ এখন
 ইহাতে না হয় আন ॥
 বড় অভিমানী রাই বিনোদিনী
 বলিয়া মাধবী মাক ।
 সঙ্কেত-মুরলী ডাকিল স্তম্ভরে ১৫
 অনেক মানের কাজ ॥
 তাহে যে গোপিনী গেছিল সেখানে
 না তাজে রাখার মান ।
 সেই গোপবালা পরাভব মানি
 আওল আমার ঠাম ॥ ২০
 চণ্ডীদাস কর শুন রসময়
 রাখার বড়ই মান ।
 আনে আনিবারে কেহ না পারিবে
 পয়ান করহ কান ॥

—○—

৪০৫

কামোদ ।

এ কথা শুনিয়া শ্রাম-মুখ চেয়ে
 দূতী কহে এক বাণী ।
 রাই মানাইয়া এখনি আনিব
 শুন হে নাগরমণি ॥
 কহিছে নাগর চতুর-শেখর ৫
 এখনি চলিয়া বাহ ।

চলি একমন দূতীর গমন
 বেখানে আইয়ে সেহ ॥
 সেইখানে গিয়া দিল দরশন
 কহিতে লগিল তাই । ১০
 * * * * *
 * * * * *
 দূর হতে দেখি দূতীর গমন
 করিল শ্রীমুখ বন্ধ ।
 হেনকালে দূতী দাঁড়াই সম্মুখে ১৫
 কহেন রসের রঙ্গ ॥
 দূতী বলে ভাল তোমার চরিত
 বুঝিতে নারিল এ ।
 সে হেন নাগর পরিহর ধনি
 বাহারে সপিলে দে ॥ ২০
 যার লাগি তুমি পথের মাকারে
 সঘনে সঘনে চাও ।
 সে হেন বঁধুরে তাজি রহ দূরে
 কত মেনে সুখ পাও ॥
 বাহার কারণে বেগীর বঁধন ২৫
 দিনে কত বার কর ।
 কালিয়ার সাঁথে কাল জাদখানি
 ভাবে বেগীপর ধর ॥

চণ্ডীদাস কহে শুন স্তম্ভমুখি
 কুঞ্জেতে আকুল কান । ৩০
 তুরিতে গমন বিলম্ব না কর
 ভেজহ দারুণ মান ॥

২৭। কাল জাদ—কাল জাগ...পাঠান্তর ।

—○—

৪০৬

গঙ্গা ।

সে হেন রসিক ফেলে রবি তথা
 মলিন শ্রীমুখ-চাঁদ ।

যেন সেই বিধু তাহে নাহি মধু
কেবল বিবের ফাঁদ ॥
বিবের কাছেতে অমিয়া ঢলকে ৫
কেবল গরল সারা ।
বে দেখি তোমার চরিত আবার
বিষম বিপাক ধারা ॥
হেন লয় মন শুনহ বচন
এই সে বাসিয়ে ভাল । ১০
সে হেন নাগর তোমার হতাশে
বিরহে হয়েছে ঢল ॥
শীতল পঙ্ক- দল বিছাইয়া
শয়ন করিতে চায় ।
বিরহ হতাশে সেই দলজল ১৫
ক্ষেণে শুকাইছে গায় ॥
সে চুয়া চন্দন মৃগমদ আদি
লেপন করিতে অঙ্গে ।
তাহা ক্ষেণে ক্ষেণে গরল সমান
শুকাইল দেখ রঙ্গে ২০
কমল নয়ান মলিন বয়ান
সবনে তোহারি ধ্যান ।
রাখা রাখা বই আন নাহি কই
কিছুই নাহিক জ্ঞান ॥
তাজল অঙ্গের বেশ আভরণ ২৫
সোনার মুকুট চূড়া ।
অতি প্রিয় বাঁশী তাহা পড়ে কতি
আর সে পীতের খড়া ॥
শুনহ সুন্দরি করহ গমন
বিলম্ব না কর রাখা । ৩০
চণ্ডীদাস কহে তুমি নাহি গেলে
সকলি হইল বাধা ॥

১। রসিক—রঙ্গের...পাঠান্তর ।

২৫-২৬। তাজল নাগর নানা আভরণ

৩ নব মুকুট চূড়া...পাঠান্তর ।

৩৩৭

বানব ।

কি আর দেখহ রাই ।
কানু তুয়া গুণ গাই ॥
পড়িয়া নিকুঞ্জ ঠাম ।
কেবল তোমার নাম ॥
তুয়া পথ কত বেরি । ৫
হেম রতন হার তোড়ি ॥
ভারল আভরণ ভার ।
তাঁহুল দূরে কবি ভার ॥
হেম নুপুর করি দূর ।
না কহি বরণ পূর ১০
সে হেন নাগররাজে ।
অভিমান কভু সাজে ॥
চণ্ডীদাস কহে ভালি ।
তোহার খেয়ান বনমালী ॥

৬। তোড়ি—ছিড়িয়া ফেলিয়া ।

৭। ভারল—ভাগ করিল ।

১০। কথা বলিতেছে না ।

১৪। তাঁহা ধ্যানে বনমালী...পাঠান্তর ।

— ০ —

৩৩৮

কানোদ ।

কি আর বিলম্ব কাজ ।
তুরিত গমন করহ যতন
ভেটহ নাগররাজ ॥
কিসের কারণে মানিনী হয়েছ
শুনহ কিশোরী গোরি । ৫
সে স্ত্রী নাগর তারে পরিহরি
এ তোর মহিমা বাড়ি ॥
দেখিল যেমন শুনহ কারণ
নিদান দেখিল স্ত্রীমে ।

তোমার বেণীর পদ্ম পড়েছিল ১০

তাছাই ধরিয়া বামে ।

সেই পদ্ম ধরি নিজ করে করি

তা হাতে লইয়া কাঁদে ।

এমনি দেখিল দেখাইব চল

বড়ই নিদান ছাঁদে ॥ ১৫

তোমার ধেরানে যেন যোগী জনে

বেষত দেখিয়াছি ।

তাহার কারণে আমি সে আসিয়ে

তোমা নিতে আসিয়াছি ॥

হাম করে ধরি করের অঙ্গুলি ২০

জগই তোমার নাম

মান তেরাগিয়া তুরিতে যাইয়া

ভেটহ নাগর শ্যাম ॥

চণ্ডীদাস বলে শুন শুন রাখে

বিলম্ব কেন বা কর । ২৫

শ্যাম সম্ভাষণে কামুর মালাটি

যতন করিয়া পর ॥

৫। কিশোরী—নাগরী...পাঠান্তর ।

—○—

০০০

কানড় ।

এই দেখ ধনি চাঁদমুখ তুলি

কামুর সন্দেহ লহ ।

তোমার লাগিয়া রজনী জাগিয়া

নিদান হইল সেহ ॥

এই লহ রাখা শ্যামের কুসুম ৫

অতুল তাহুল হার ।

যলায় পরিলে মান দূরে বাবে

মুখ তোল একবার ॥

যে হরি তিলেক দেখিতে না পেল

জদয় কাটিয়া মর । ১০

সে জন কুঞ্জেতে একাকী বসিয়া

এখন এমত কর ॥

তুমি হুনাগরী প্রেমের আগরী

সে রস ছাড়িয়ে কেনে ।

এত অভিমান কিসের কারণ ১৫

ভিলেক না কর মনে ॥

মুখ তুলি চাহ নিদারুণ নহ

শুন বিনোদিনী রাখা ।

সে হেন নাগরে পরিহর কেনে

সে রসে করহ বাধা ॥ ২০

অতি নিদারুণ দেখি নিকরুণ

না দেখি না শুনি কছু ।

সে হেন নাগর গুণের সাগর

তোমার বিরহে প্রভু ॥

পুরুষ-ভূষণ কমল-নয়ন ২৫

তুরিতে ভেটহ কানে ।

রাখার বচন বিনয় কহিল

বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

২। সন্দেহ—সন্দেহ...সংবাদ ।

৬। অতুল—এ লহ...পাঠান্তর ।

০০০

কানড়:

রাই, তুরিতে শ্যামেরে দেখ গিয়া ।

যেন মরকত মণি ধূলায় লোটায়া ॥

কোথা না পড়িল চুড়া মালতীর মালা ।

কোথা না পড়ল সেই মূপুর বলয়া ॥

কোথা না পড়ল পীত খড়ার অঞ্চল । ৫

কোথা না পড়ল নব মঞ্জরীর দল ॥

নিকুঞ্জে পড়িয়া অঙ্গ ধূলায় ধূসর ।

রাখা রাখা বলি কাঁদে করি উচ্চস্বর ॥

মধুর মুরলী যার অতি প্রিয় স্রুখা ।
 সে কোথা পড়ল তার নাহিক সংবাদ ॥ ১০
 অঁচেতন মুদিতনয়ন কলেবর ।
 রাখা বিম্ব বিকল হইল বংশীধর ॥
 তোমার কারণে ধনি ত্যজি স্রুখোন্মাস ।
 ক্ষেপে ক্ষেপে উঠে যেন বিরহ হতাশ ॥
 মুখ তুলি কহ কথা শুন রসমই । ১৫
 চণ্ডীদাস ব্যথিত শুনিয়া ইহা হই ॥

১০। সংবাদ—সমাধা...পাঠান্তর।

—০—

১১

৩।

দূতীর বচন শুনি স্রুখামুখী
 বয়ানে নাহিক বাণী ।
 হেঁট-মাথে রহে ও চাঁদ বয়ান
 তাহাতে অধিক মানী ॥
 একে ছিল মান তাহাতে বাড়ল ৫
 শতগুণ করি উঠে ।
 বিরহ আগুনে নহে নিবারণ
 সে যেন সঘনে ছুটে ॥
 বিরহ আগুন নহে নিবারণ
 নাহিক বচন ভাষা । ১০
 মনে অভিমানী রাই বিনোদিনী
 সঘনে নিখাস নাসা ॥
 বিরল বদন আন ছলা করি
 উত্তর না দেয় কিছু ।
 মাধবী তলাতে বলি ধনী রাখে ১৫
 নখেতে ধরণী নিছ ॥
 বক্রিম ফটাক চাহে দুতী পানে
 ক্ষেপেক মুদিত আঁখি ।

তা দেখি ব্যথিত মনে গুণি আর
 চণ্ডীদাস তাহে সাধী ॥ ২০
 ১২। নিখাস নাসা...নাসিকা দিয়া নিখাস ধন ধন
 বহিতেছে ।
 ১৬। নিছ...লিখিতেছেন ।
 ১৯। গুণি...গণনা করিয়া, ভাবিয়া ।
 ২০। সাধী...সাক্ষী ।

—০—

১১২

মানব ।

তবে কহে রাই দূতীর গোচরে
 কেন বা আইলে ইথে ।
 কিসের কারণে তোমার গমন
 কহ কহ শুনি তাথে ॥
 কহে সেই সখী শুন চন্দ্রমুখি ৫
 তোমাতে আইলু নিতে ।
 নিকুঞ্জে একলা বসিয়া নাগর
 চাহিয়া তোমার পথে ॥
 কেন বা তা সনে মান অভিমান
 যারে না দেখিলে মর । ১০
 সে জন পৌরিতি তেজিয়া আরতি
 কিসের গুমান কর ॥
 সে নব নাগর তেজিয়া বৈভব
 তোমার ধ্যান রাখা ।
 ভূয়া গুণ-গান জপিতে জপিতে ১৫
 সে শ্রাম হইল আধা ॥
 তুমি বিদগ্ধ তুমি বৈদগ্ধ্য
 গুণের নাহিক সীমা ।
 চতুর নাগরী গুণের আপরি
 মান পথে দেহ কমা ॥ ২০
 জগজনে কর রাখ বীরময়
 সকল গোচর আছে ।

সমুঝে সমুঝে কহি তার মাঝে
কহি যে তুমার কাছে ॥
তুমি জ্যেয় সমা তুমি কুলরামা ২৫
তুমি সে রসের নদী ।

বার রসগুণ নিগূঢ় মরম
পক্ষ ভঙ্ঘ বার সিদ্ধি ॥
আট গুণ গুণ তার পছগুণ
এ নব বাহার গতি । ৩০

চণ্ডীদাস কহে রসভঙ্ঘ লাগি
কুঞ্জেতে বাহার স্থিতি ॥
১২। কিসের—তাহার ..পাঠান্তর ।
২৩। সমুঝে সমুঝে—সে বুঝে সে বুঝে ..পাঠান্তর ।

— ০ —

০০০

গড়া ।

শুনহ সুন্দরী রাখা ।
যে জন পরশে লাখ সুধানিধি
সে জনে কেন বা বাধা ॥
তোমার লাগিয়া যেমন যোগিনী
ভজয়ে পরম পদ । ৫
ভেন মত শ্রাম তোমার ধ্যানে
তারে কেন কর বধ ॥
রস রস পর আর রস পর
পাঁচ রস আট মিঠ ।
বেদ গুণ গুণ গুণ রস পর ১০
সায়র অমিয়া বিঠ ॥

সে জন রসের সমুজ্ঞ থাকিতে
পিয়াসে মরয়ে কেন ।

তুমি চাঁদ হয়ে চকোর পাখীরে
রসটি না দেহ কেন । ১৫

তুমি সে প্রেমের গাগরি থাকিতে
আন জন মরে শোবে ।

এ কোন চরিত আচার বিচার
সেই সে আছরে আশে ॥
চল চল রাখা বৃন্দাবনেশ্বরী ২০
নিকুঞ্জ-মন্দিরে চল ।
চণ্ডীদাসে বলে তুরিতে ভেটহ
সে শ্যাম ভাবেতে চল ॥
১৭। শোবে...পিপাসার ।

— ০ —

০০০

৩।

তুমি বড় নিদ্রয় নিদ্রান ।
উহারি কেবল ধ্যান ।
সে জন ছাড়িয়া এখনে ।
একলা বসিয়া কুঞ্জবনে ॥
শুনহ সুন্দরী রাই । ৫
কেনে কেনে বিরছে লোটাই ॥
এত কিবা সহই পরাণ ।
ঝাট করি দেখ গিয়া কান ॥
কাহারে করহ খনি রোষ ।
সকল সে জন দোষ ॥ ১০
তুমি সে নাগরী রামা ।
চিতে দেহ খনি ক্রমা ॥
চলহ নিকুঞ্জ মাঝ ।
ত্যজ আনহি কাজ ॥
চণ্ডীদাসে ভাল জান । ১৫
কহে দূতী কত অসুমান ॥

৮। ঝাট...শ্রীষ ।

১৬। অসুমান...অল্পবোধ ।

— ০ —

০০০

২৫৫

কালার জ্বালাটি বড় উপজল
বেশ কথা কিছু কয়া ।

তাহে কেন রাধা সেই সুখ বাধা
 চলহ বিমুখ চেয়া ॥
 পরশ রতনে তেজহ সন্ধনে. ৫
 রসকথা কিছু কয়।
 দেব দেখা দিয়া লহ না আসিয়া
 এতন ভাসুল লয় ॥
 মুখ-রস-মধু কত শত বিধু
 উলটা কহত বোল। ১০
 উত্তর না দেহ পরমাদ এহ
 শ্যামে কর গিয়া কোড় ॥
 মুখ তুলি বল মানে আছ চল
 এ কোন বিচারিপণা।
 একে নাম ধরি তরুর ছায়াতে ১৫
 আছ হরি মন-মনা ॥
 আমি আশু নিতে কিবা ভোর রীতে
 কহ কহ চন্দ্রমুখি।
 কিবা কহ শুনি শুন বিনোদিনি
 কহত বচন লাখি ॥ ২০
 এত পরমাদ মান পরিহর
 সুন্দরী শ্যামের প্রিয়া।
 চণ্ডীদাস দেখি ব্যথিত হইয়া
 বিরস পাওল হিয়া ॥

— ০ —

৪৪৬

৩।

কহে ধনী রাধা কেন তুমি হেথা
 কি হেতু ইহার বল।
 কেন বা আইলে কিসের কারণে
 কে তোমা পাঠাইয়া দিল ॥
 তবে কহে দূতী শুনহ আরতি ৫
 মোরে পাঠাইল শ্যাম।

সে হেন নাগর আমি সে আইল
 ভাঙ্গিতে তোমার মান ॥
 সে হেন নাগর পরিহর ধনি
 আছহ মাধবী-তলে। ১০
 শ্যামের বিধাতা (১) শুনি তার কথা
 কহিতে পরাণ বুঝে ॥
 কহে ধনী রাধা শুন মোর কথা
 জানিল তাহার চিত।
 তা সনে কিসের মান অভিমান ১৫
 জানিল তাহার রীত ॥
 পরের বেদনা পর কি জানয়ে
 পর কি আনের বশ।
 পরের পীরিতি আধারে বসতি
 কিবা সে জানয়ে রস ॥ ২০
 রসিক হইলে রস কি ছাড়য়ে
 মুখর চতুর জনা।
 যত যত তেঁই রসের রসিক
 সে সব গেলই জানা ॥
 কহে চণ্ডীদাস শুন হে সুন্দরি ২৫
 তুরিতে গমন কর।
 শ্যামের সন্দেশ হৃদয়ের মালা
 বতন করিয়া পর ॥

২২। মুখর—সুদৃঢ়...পাঠান্তর।

— ০ —

৪৪৭

৩।

দূতি, না কহ শ্যামের কথা।
 কালা নাম দূতি আখর শুনিতে
 ছদয়ে বাড়য়ে ব্যথা ॥
 আমি না বাইব সে শ্যাম দেখিতে
 পরশ কিসের লাগি। ৫

অন্ধরে শুনিতে

শ্রাম পরসজ

চণ্ডীদাস কহে

বড় অভিমান

অন্ধরে উঠয়ে আগি ।

আমি শ্রামে বেয়ে কব । ৩৫

কিসের কারণে

তা সনে মিলন

৬। পরসজ... প্রসজ ।

চলিয়া তুরিতে যাও ।

১১। ছাও ছায়া ।

তাহার মরম

জানিল এখন ১০

২০। মনোরথ পূর্ণ করিতে ।

রহিল মাথায় ছাও ।

২৮। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রেম শেষ হইল ।

তাহার কারণে

সব ভেয়াগিসু

কুলে তিলাঞ্জলি দিয়া ।

৪৪৮

তবু না পাইল

সে নব নাগর

কানড়া ।

কেনমন রসের প্রিয়া ।

১৫

কুল শীল ছিল

সকল মজিল

নিদানে কলঙ্ক সারা ।

স্থখের লাগিয়া

পীরতি করল

তাহার এমতি ধারা ।

স্থখের আরতি

করিল পীরতি ২০

স্থখ গেল অতি দূরে ।

স্থখের সাগরে

করিল পয়ান

মনোরথ পরিপূরে ।

পাড়ার পড়শী

করে লোকহাসি

শুনিয়ে এ সব কথা ।

২৫

অন্ধর বেগন

বুকে কোন জন

কে জন বুঝিবে হেথা ।

কাসুর পীরতি

দিল সমাধান

না কহ আমার কাছে ।

কেবল বিবের

রাশির সমান ৩০

হেন কে বা আর আছে ।

ভূমি বাহ সখি

কাসুর সমাজে

আমি সে নাহিক বাব ।

বেরি বেরি দুতি

বচন সরস

কত সে আর শুনব ।

যথা না শুনব

শ্রাম নাম জুধা

সেখানে চলিয়া যাব ।

তবে সে দারুণ

ব্যথা উপজল ৫

তবে সে ভালই হব ।

বেরি বেরি দুতি

বচন সরস

এ কথা না শুনি তব ।

অবগে না শুনি

কহে আন বাঙ্গী

কথা সেন্দে না বাসি ।

১০

* * * * *

* * *

শুন গো সজনি

যে জন গরল

খায় সে বিবের লাগি ।

জানিয়া শুনিয়া

বিব হাতে লয়ে ১৫

খাইলু করমভাগী ।

যে খায় গরল

বিবে ঢল ঢল

তখন মরিয়া যায় ।

আমি সে তখিল

কাল কাল-বিষ

কাড়িলে রহে সে গায় ।

২০

কারে কি বলিব

বলিতে না পারি

গুপতে গুগরি গৌহা ।

কালিয়া বরণ দেখিতে সুজন

করিতে রসের লেহা ॥

ভাবিতে গুণিতে মরিয়ে খুরিয়ে ২৫

শুন গো সজনি সখি ।

* * * * *

* * * * *

যেন সে জলের বিন্দুক উপজে

তেমতি কানুর শ্রীত । ৩০

এবে সে জানল সে জন লালস

চণ্ডীদাস কহে হিত ॥

১। বেরি বেরি ..পুনঃ পুনঃ ।

২২। গুণিতে ..গোপনে । গেহা ..গেলাম ।

৩১। লালস ..লালসাপূর্ণ, লম্পট ।

— ০ —

৪৪৯

কানড়া ।

কাল হৈল ঘর আন কৈল পর

কাল সে করিল সারা ।

কালার ধোয়ান আর নাহি ঘন

কালিয়া অখির তারা ॥

পরাণ অধিক হিয়ার মানস ৫

কালিয়া স্বপনে দেখি ।

গমনে কালিয়া অপেতে কালিয়া

নয়নে কালিয়া দেখি ॥

গগনে চাহিতে সেখানে কালিয়া

ভোজনে কালিয়া কানু । ১০

জ্বয় মুদিলে সেখানে কালিয়া

কালিয়া হইল তনু ॥

শুন হে সজনি কহিতে আগুনি

উঠয়ে কালার স্থান ।

সে জন বিনুখ

পরাণ হইল সারা ॥

তা সনে কিসের

আরতি পীরতি

সুচারু রসের লেহা ।

বাহার কারণে

সব তেয়াগিনু

পরিহারি নিজ গেহা ॥ ২০

কুজন সুজন

তার কিবা হয়

গরল অমিয়া নয় ।

কুটিল হৃদয়

সরল না হয়

কাজেতে বুঝিলে হয় ॥

কহে চণ্ডীদাসে

এই অভিলাষে ২৫

আশাপাশ তুয়া কাছে ।

তুমি সে তাহার

সে জন তোমার

কোথা বা খুজিলে আছে ॥

২১-২২। বে কুজন, সে কখন সুজন হয় না, যেমন গরল

কখন অমৃত হয় না ।

৪৫০

বন্দব ।

দুতী কহে শুন

আমার বচন

করিয়ে আদরপনা ।

সে হেন নাগর

গুণের সাগর

অতি সে সুজন জনা ॥

তোমার লাগিয়া

রজনী জাগিয়া

সে হরি কাতর হয় ।

দিয়া দরশন

কর পরশন

আমার মনেতে লয় ॥

এখনে ছাড়িয়া

বাহত চলিয়া

দুগুণ উঠয়ে দুখ । ১

তাহার সনেতে

কিবা পরিচয়

এ লেহা রসের সুখ ॥

জানিল তাহার

বড় বড় তেঁহো

কালিয়া বিবের রাশি ।

কুলের ধরম সরম ভরম ১৫

সকল হইল হাসি ॥

সে দেশে বাইব যথা না শুনিব

কালিয়া-বরণ নাম ॥

সেই দেশে বাব শুনহ সজন

রহব সেই সে ঠাম ॥ ২০

অনেক বতন করিল সখন

রাধার না বুচে মান ॥

কার্তের পুতলি রহে দাঁড়াইয়া

মনেতে ভাবয়ে আন ॥

মান না ভাজিতে পারিল সজন ২৫

চলিল শ্রামের পাশে ॥

দুতী গেল যথা নাগর-শেখর

কহেন এ চণ্ডীদাসে ॥

১০। তেঁহো—মেহ।

—○—

শ্রীমতী কি করিতেছেন ।

• স্বয়ং দৌত্য।

• ৪৪১

৩।

মাধবী তলাতে দুতী পাঠাইয়া

বসিয়া চিবুকে হাত ॥

আকুল সখনে নিখাস হুতাশ

কাহা না বোলই বাত ॥

এক নব রামা আছে রাধা কাছে ৫

তা সনে না কহে বোল ॥

মাধবী ডালেতে এক পিক বসি

কহত পঞ্চম বোল ॥

চাহিয়া দেখিল মাধবী উপরে

রসমই বলী রাই ॥ ১০

কালার বরণ দেখি স্থানগরী

হেরিয়া দেখিল তাই ॥

করতালি দিয়া

দিল উড়াইয়া

পিকেরে কহিছে কিছু ॥

কি কারণে বসি ডাকহ স্তম্ভরে ১৫

তেঁই সে দিলাম নিছু ॥

যাহ শ্রাম পাশ নিকুঞ্জ-বিলাস

এখানে কিসের বাণী ॥

এই অমুরাগ রাগের আর্জিক

কহেন কিশোরী ধনী ॥ ২০

উড়ি যাহ ঝাট ছাড়িয়া নিকট

এ ডাল ছাড়িয়া যা ॥

চণ্ডীদাস বলে পিক চলি গেল

কহিতে বলিতে রা ॥

১। দুতী পাঠাইয়া—দুতীকে বিনয় দিয়া।

২৪। গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল।

—○—

৪৪২

৬. বক্তি।

ময়ূর ময়ূরী নাচে কিরি কিরি

আসিয়া মাধবী-তলে ॥

দেখিয়া কুপিত হইল বেকত

তারে ধনী কিছু বলে ॥

হেথা কেন তৌরা নাচে হয়ে ভোরা ৫

দিতে সে শোচনা সারা ॥

ঝাট চলি যাও যেখানে রসিক

নাগর শেখর তোরা ॥

নিকুঞ্জ-ভবনে যাহ সেইখানে

এখানে নাচহ কেনে ॥ ১০

হেথা কিবা স্তম্ভ স্তম্ভের বিচার

ভাবিয়া দেখহ মনে ॥

তুমি না ধরিতে শ্রামল বরণ

তবে সে হইতে ভাল ॥

কালিয়া বরণ দেখি মের মন ১৫

আনল উঠিয়া গেল ॥

কালী আছে যথা ভোরী বাহ তথা

এখানে কিসের কাজ ।

কালিয়া বরণ বরণ মিশাহ

বেখানে রসিকরাজ ॥ ২০

কোণে সুখমুখী করতালি দিয়া

মধুর উড়ায়ে দিল ।

চণ্ডীদাস বলে অপার মানেতে

সে ধনী হইল ঢল ॥

৬। বিশেষ কষ্ট দিবার অন্ত ।

১০। মনে হুঃখানল জ্বলিল ।

— ০ —

৪০০

কাকি ।

মাধব গুলার ফুলের সৌরভে

ষতেক জন্মরা তারা ।

মকরন্দ পানে মুগধ হইয়া

মাতিল সে রসে ভোরা ॥

তা দেখি কিশোরী বিধুমুখী গোরী ৫

কহিতে লাগিল ভায় ।

তুমি সে কালার বরণ ধরিয়া

কেন বা ধরিলে কায় ॥

এখানে হে তুমি কেন জন্মি জন্মি

কিরহ কিসের লাগি । ১০

মোরে দিতে চাহ বিরহ-বেদনা

উঠাতে দারুণ আগি ॥

তোমার চরিত আছে বেরাপিত

সে স্ত্রীম অজের মালে ।

মধু খেয়ে খেয়ে রসেতে পূরিয়ে ১৫

আইলে মাধবী ভালে ॥

একে মরি আলা আহিয়ে একলা

ভাহে দেখা দিলে ভালে ।

অতি সে বিবাদ

বাড়ল বিগুণ

চণ্ডীদাস কিছু বলে ॥ ২০

— ০ —

৪০০

কাকি ।

শুন হে জন্মর কেন বা বন্ধারে

তোমার কালিয়া তনু ।

তোমাতে দেখিয়ে বাড়ল বিবাদ

বিয়োগ উঠিল তনু ॥

খাট চলি যাও কেন দুখ দাও ৫

চমকে আমার হিয়া ।

যাহ হৃদ্যবনে নিকুঞ্জ-ভবনে

যথায় রসের প্রিয়া ॥

সেইখানে গিয়া ফুলে মধু খেয়া

খাকহ যেখানে কানু । ১০

হেথা কেন তুমি মধুর লালসে

তোমার কালিয়া তনু ॥

কালিয়া বরণ দেখি মোর মন

বিগুণ কলিয়া যায় ।

মনের বেদনা বুকে কোন্ জনা ১৫

এ কথা কহিব কায় ॥

এ কথা শ্রবণে শুনি মধুকর

তখন চলিয়া গেল ।

কোথাও না দেখি মেলি দুটি আঁখি

তবে সে ধৈরজ ভেল ॥ ২০

নীল কাল-জাল কেলিল ছিনিয়া

কিছু না রাখল ভালে ।

অজের কাঁচলি কেলি ঘুর করি

নীলের উড়নি ঘুরে ॥

কাল আভরণ ভেলিয়া তখন ২৫

পরল ধবল বাস ।

হিয়ার কাঁচলি

পরল ধবল

বহেন এ চণ্ডীদাস ।

কৃষ্ণের নিকট

পুনরায় দূতীর গমন ।

০০০

সোনারি ।

০০০

হুড়ি ।

ময়ন-কাজল

মুছিয়া ভারল

কাল আভরণ যত ।

সখী এক সঙ্গে

কহে কিছু রঙ্গে

কহিছে রাখার মত ॥

শুন সুখামুখি

আমার বচন ৫

ভ্যজহ দারুণ মান ।

যে দেখি তোমার

অভিমান অতি

পাছেতে ভেজহ প্রাণ ॥

ধৈর্য করহ

শুনহ সুন্দরি

এতেক কেন বা মান ।

১০

সরম ভরম

দূরে ভেয়াগিয়া

কোপিত কহত আন ॥

যদি আছ তুমি

বিরস বদনে

শুনহ সুন্দরী রাই ।

কেন বা অজের

ভূষণ সকল ১৫

ভেজিয়া ভেজিলে ভাই ॥

তুমি সুনাগরী

রসের আগরী

ভেজহ দারুণ মান ।

সখীর বচনে

কমল-নয়নী

ঈষৎ কটাক্ষে চান ॥

২০

শুন গো সজনি

কালিয়া বরণ

দেখিয়ে উঠয়ে তাপ ।

চণ্ডীদাস কহে

হেন মনে হয়

মানসে দারুণ পাপ ॥

মাধবী তলাতে

রহে এক ভিতে

সে হেন সুন্দরী রাই ।

মানে মন রীত

এ তার চরিত

অনেক বুঝাল তাই ॥

তোমার কুসুম-

হার মনোহর ৫

দূরেতে ডারিয়া দিল ।

এ তিন ভাসুল

কিছু না ছোয়ল

কোপেতে কুপিত ভেল ॥

অনেক প্রবন্ধ

প্রকার করিয়া

বুঝাইল রাই পাশ ।

১০

হেট মাথে রহে

বচন না কহে

মুখেতে নাহিক ভাষ ॥

যে দেখি দারুণ

মান উপজল

এ মান ভাজিতে গাড়া ।

আপনা যাইতে

মান ভাজাইতে ১৫

বুঝল এমন ধারা ॥

আপনি গমন

করহ এখন

তবে সে আসিবে রাখা ।

নহে বা এ মান

আর কোন জনে

তাহারে করিব বাধা ॥

২০

দূতীর বচন

শুনি সুনাগর

বড়ই হইল চুখী ।

এ কথা উচিত

জানিল বেকত

চণ্ডীদাস আছে সাখী ॥

৩। মন রীত—মনচিত হইলে একরূপ অর্থ হয় ।

১৫-১৬। তুমি নিজ না গেলে মান ভাজিবে না, এইরূপ বুঝিলাম ।

৪৫৭

৩।

কহে যদুমণি শুনহ সজনি
রাধা আনিবারে গেলে ।
কি শুনি বচন কহ কহ দেখি
সঘনে সঘনে বলে ॥
সখী কহে তায় শুন শ্যাম রায় ৫
রাধার বড়ই রোষ ।
তুমি গেলে যদি তার মান যুচে
আমার কি আছে দোষ ॥
সখীর বচনে কমল-নয়ন
আপনি সাজত কান । ১০
বেশ সে সুবেশ অতি মনোহর
ভাস্কিতে রাধার মান ॥
বাঁধল কুস্তল লোটন সুন্দর
বেড়িয়া মালতীদাম ।
তাহার পাশেতে মুকুতার মালা ১৫
শোভে অতি অমুপাম ॥
নানা আভরণ কঙ্কণ ভূষণ
নিবিড় কিঙ্কণীজাল ।
নৌল বসনের ওড়নি সুন্দর
করে বোণা যন্ত্র ভাল ॥ ২০
এক সখী সঙ্গে চলে বেশ ধরি
কেবল একহি রামা ।
চলত নাগর বেশ মনোহর
সেই সে মাধবী ধামা ॥
নারী-বেশ ধরি চতুর মুরারি ২৫
মাধবী-ওলাতে যায় ।

কিবা সে অঙ্কুত দেখল বেকুত

ষিহ চণ্ডীদাস গায় ॥

—০—

৪৫৮

২।

মন্দ মন্দ গতি চলন-চাতুরী
কুঞ্জর-গমনে চলি ।
যেমন কুঞ্জর চলন সুন্দর
এ দুই চলন ভালি ॥
মদনমোহন নবদম-শ্রাম ৫
কিরায়ে আপন বেশ ।
কাঁখে লই বোণা নবদম-শ্রাম
পরিমলে তুলে দেশ ॥
চলিতে চরণে বাজয়ে স্ত্রীতানে
বাজল নৃপুণ পায় । ১০
ফুলের সৌরভে অলিকুল যত
যুখে যুখে সব ধায় ॥
দূর হৈতে রাই দেখি নবরামা
বিস্মিত হইলা চিতে ।
কোন নবরামা কাঁখে যন্ত্র করি ১৫
আমারে আইল নিতে ॥
এই অনুমান করে দুই জন
রাধা বলে হের দেখ ।
রাধার বচনে দেখে মুখ তুলি
চন্দ্রবদনী স্তম্ভ ॥ ২০
হেনই সময় আগিয়ে মিলন
সেই সে মাধবী-তলে ।
নব পরিচয় চণ্ডীদাস তাহা
হাসিয়া হাসিয়া বলে ॥

৮। পরিমল—সুগন্ধ ।

২০। স্তম্ভ—স্তম্ভে ।

৪৫৯

২।

দেখি নবরামা তুমি কোন জনা
কহ কহ দেখি মোরে ।

কেন বা এখানে তোমার গমন
 কহ কহ বলে তারে ॥
 সখী কহে তাখে শুনহ সুন্দরি ৫
 গেছিল কানন-কুঞ্জে ।
 বধা রসময় অজরামাগণ
 আঁচরে কতেক পুঞ্জে ॥
 মোরে বোলাইয়া গেছিল লইয়া
 আমি সে বটি যে বতি । ১০
 কিছু তান মান করিয়াছি গান
 যে ছিল আমার শক্তি ॥
 গৌরী নট আর কেদার সুন্দর
 পূরবি সিন্ধুড়া ডাকো ।
 শ্রামনট আর কানড়া মাধবী ১৫
 হিল্লোল মঙ্গলা দো ॥
 পাহিড়া দীপক আর বেলাবলি
 সুরট মল্লার রাগ ।
 গাইতে প্রবন্ধ প্রকার করুণে
 তাহার মরমে লাগ ॥ ২০
 এ রাগ শুনিতে বিনোদ নাগর
 মোহিত হইলা গীতে ।
 পুনঃ পুনঃ কহ ইহার উপর
 আর কিছু শুনি চিতে ॥
 তবে কৈলা গান যে ছিল স্তুতান ২৫
 তাহাই করিলা গান ।
 রাধাকৃষ্ণ নাম অতি অনুপাম
 বীণাতে ঊঠিল তান ॥
 এ তান শুনিয়া নাগর রসিয়া
 হরষ হইল বাড়ি । ৩০
 সেই সে গানের মধুর শুনিয়া
 আমারে না দিল ছাড়ি ॥
 রহ রহ ধনি আর গান শুনি
 কহত প্রথম নাম ।

শুনিতে মধুর ও ছুটি আঁখর ৩৫
 রাধা নাম অনুপাম ॥
 কানুর আরতি যে দেখিল রীতি
 এ কথা কহিব কত ।
 রাধা নামে কত আমিরা পাওল
 রস উপজিল বত ॥ ৪০
 গাও গাও ধনি কহে শুণঘনি
 রাধা নাম কর গান ।
 ঐ রস বই আন না শুনিব
 এ বড় মধুর তান ॥
 আলাপে রাগিণী রাগের উড়নি ৪৫
 রাধা বলি যেন বাজ ।
 তোমার ও গানে মোর মনে হানে
 যেমতি জদয়ে বাজ ॥
 চণ্ডীদাসে বলে এই গীতে মোহ
 রসে ভেল অতি ভোর । ৫০
 মুগধ মাধব বহু বিদগধ
 স্থখের নাহিক ওর ॥

৯। বোলাইয়া—ডাকিয়া ।
 ৩৭। আরতি—পীরতি...পাঠান্তর ।

—o—

৪০০

হইল ।

শুন ধনী রাই তান কিছু গাই
 রাগেতে রাগিণী মেলা ।
 গাইতে গাইতে মুগধ হইলা
 নন্দন নন্দন কালা ॥
 পুনঃ কহে শ্রাম অতি অনুপাম ৫
 শুনিতে মধুর ধনি ।
 রাধা রাধা বলি ডাকিছে বীণাটি
 মুগধ হইলা শুনি ॥

এই রস তান	অনেক সন্ধান	কুঞ্জে একাকিনী	করেতে বাঁশীটি
শুনিল রসিক শ্যাম ।	১০	ধরিয়া নাগর রায় ।	
অতি বড় সুখী	সুখেতে মোহিত	তোমাতে কিছুই	তান শুনাইতে
গাইতে রাখার নাম ॥		আইল মাধবী হার ॥	
ভাবে গদগদ	অতি সে আমোদ	চণ্ডীদাস দেখি	অতি অপরাধ ৪৫
সে হেন রসিক কান ।		অপার দৌহার লীলা ।	
রাখা নাম বিনে	আন নাহি জানে ১৫	কে ইহা জানিব	নিগূঢ় মরম
অবগে শুনল গান ॥		দৌহে হুঁহ রস মেলা ॥	
নয়ন-কমল	বেন চল চল		
লোরেতে কমল আঁখি ।		১৮ । লোর—অঙ্গ ।	
যেমন ঘনের	বরিখে আবগে	৩২ । দাম—মালা ।	
তেমতি ধরণ দেখি ॥	২০	—o—	
রাখা রাখা রাখা	আন সব বাখা	৪৩	
কেবল রাখার ধ্যান ।		বোঝার ।	
রাখা নাম ধ্যানে	কমল-নয়ানে	শুন শুন রাখা	কহে সেই গুণী
কিছুই নাহিক জ্ঞান ॥		শুনহ রসের গান ।	
এই সব রস	শুনিয়া অবশ ২৫	তোমাতে এ গান	অবগ করিতে
রসিক নাগর কান ।		আইল মাধবী স্থান ॥	
সে নব নাগর	রসের সাগর	মুখ তুলি চাও	রসের প্রেরণি ৫
অবগে শুনয়ে গান ॥		গাইয়ে একটি রাগ ।	
যখন বাজানু	রাই-নাম-সুখা	অবগ পরশি	এ গান শুনিতে
কাদিয়া আকুল শ্যাম ।	৩০	কতি যাব অনুরাগ ॥	
হইয়া মুগধ	অতি সে আমোদ	এ কথা শুনিয়া	কহে সুখামুখী
দিল মুকুতার দাম ॥		শুনহ হৃন্দরী রাম ।	১০
দেখ দেখ খনি	আমার উরসে	কহ কিছু গান	শুনি কিছু তান
এই মুকুতার মালা ।		নবীন নাগরী শ্যামা ॥	
সে নব নাগর	শুণের সাগর ৩৫	বীণাতে কেদার	রাগ আলাপন
রাখা নামে বড় তোলা ॥		গাওই মুগধ রসে ।	
এই সব রসে	তীহা মন ভোষে	রাখা কৃক নাম	উঠে অনুপাম ১৫
বীণাতে করিল গান ।		শুনিতে অবগ পাশে ॥	
বিকল কিসে বা	না জানি কেন বা	এ চারি আঁখর	বাজল মধুর
কিসের কারণে ধ্যান ॥	৪০	বীণাতে কহত রাই ।	

কেন বা মানিনী হরেহ শ্যামেতে
 মধুর মধুর গাই । ২০
 সে হেন নাগর পরিহরি রোষে
 কি হুখে আছহ বসি ।
 মলিন হইল সে মুখমণ্ডল
 বলকে সে মুখ-শশী ॥
 মানে মন দুহু দেখি কৌণ তমু ২৫
 তেজি আভরণ-তার ।
 বচন কহিছ তাতে নাহি রস
 এত বা কিসের তার ॥
 সে হেন নাগর বিরস বদনে
 আছয়ে মাধবীতলে । ৩০
 বীণা গীত-ডানে বুঝায় সঘনে
 দীন চণ্ডীদাস বলে ॥

৮। কত অমুরাগ সকার হইবে ।
 ১৮। বীণাতে রাই নাম ধ্বনিত হইল ।

— ০ —
 ৪০২
 বহই ।
 ত্যজহ দারুণ মান ।
 চলহ নিরুজ্জ-ধাম ॥
 সে হেন রসিক রায় ।
 তাবুল নাহিক খায় ॥
 তুমি সে নিদয় বড়ি । ৫
 কেমনে আছহ ছাড়ি ॥
 এ রসে কেন বা ভজ ।
 মিলহ তাকর সজ ॥
 কোপ পরিহর খনি ।
 তুমি সে রমণী-মণি ॥ ১০
 এ রস হুখের সার ।
 এ সতি অমিতা-তার ॥

রসের নাগরী ভোরা ।
 পিণ্ড সুধাকর-ধারা ॥
 বাহার সমুখ বারি । ১৫
 পিয়াসে কেন বা পুড়ি ॥
 যেমন চাতক পাখী ।
 সুধাকর তেন সাখী ॥
 যেমন সক্রো মীনে ।
 নাহি জীয়ে জল বিনে ॥ ২০
 এমতি তুমি সে গতি ।
 তাহাকর হেন রীতি ॥
 ত্যজহ বিরস মান ।
 চণ্ডীদাস গুণ গান ॥

২২। তাহাকর—তাহার ।

— ০ —

৪০৩

কানড়া ।

রাধা বলে শুন আমার বচন
 করহ কিছুই গান ।
 তোমার বীণাটি অপরূপ বাজে
 আর কিছু শুনিতান ॥
 গাও গাও রামা মধুর বচন ৫
 শুনিতে বড়ই সুখ ।
 কোথা না শুনিল হেনক বাজন
 দূরে বার অতি দুখ ॥
 নবরামা শুন কোথা তোর ঘর
 কেমনে আইলা তুমি । ১০
 কিবা তোর নাম বলহ আমারে
 অতি মধুরস বাণী ॥
 বলতি গোবুলে আমরা গোয়ালে
 মোর নাম বটে শ্যামা ।
 গুণী গুণী জানি সবাই-আমারে ১৫
 শুন রসবতী-রামা ॥

মোরে রোলাইয়া গেছিল লইয়া
নন্দের নন্দন কান ।
সেখানে এ গুণ কিছু সে গাইল
কিছুই রসের তান ২০
সেখানে হইতে আইল হেথাতে
দেখিয়া দ্ব্যধিত কান ।
সে হেন নাগরে ডেটহ নুন্দরি
ভেজিয়া বিষম মান ॥
চণ্ডীদাস কহে অতি বড় মোহে ২৫
নুন্দরী কিশোরী রাই ।
ইহার কোপের বিপাক বিষম
ভাঙ্গিতে নারিল কই ॥

১৫। আমাকে সকলে আদর করিয়া গুণী বলিয়া ডাকে ।

৩৩৪

বাকি ।

গুণী, না কহ কামুর কথা ।
শুনিতে মরমে সেইখানে হানে
উঠত দারুণ ব্যথা ॥
মনের আগুন বাড়ল বিগুন
নিভাইতে যদি সাধ ৫
যে জানে বেদনা মরমে পশিনু
তমুখানি হল আধ ॥
এ বড়ি বিষম বাঁশাটি বিকল
বুকে বাজি গিঠে পার ।
টানিলে যতনে বাহির না হয় ১০
এ দুখে জীব কি আর ॥
দারুণ শেল বে নহে নিবারণ
আর সে বিরহ-আগি ।
এ দুই বাহার অন্তরে পশিল
কি হার জীবর লাগি ১৫

কাননে আনল কেহ না নিভায়
আপনি নিভায় সেই ।
হৃদয় আনল কেবা নিভাইব
বিষম আগুন এই ॥
কাহারে কহিব এ সব বিচার ২০
মরম জানয়ে কে ।
চণ্ডীদাস কহে যে জানে মরম
সে জন ব্যধিত দে ॥

৫। নিভাইতে যদি ইচ্ছা করি ।

১৫। তাহার জীবন সঙ্কট ।

— ০ —

৩৩৫

ঐ ।

শুন নব রামা ঐ পরসঙ্গ
না কহ আমার কাছে ।
আন কথা কহ এ যন্ত্র বাজাহ
ও বোল কি বোল আছে ॥
যে জন কুজন সে নহে সরল ৫
গাও গাও কিছু শুনি ।
এ কথা শুনিয়া হাসিয়া হাসিয়া
বোণা কাঁধে নিল গুণী ॥
গাইতে লাগিল হিলোল নায়ক
রাগিনী ভুজায় তায় ১০
মধুর মধুর তান মান রাগ
এ শ্রব মধুর প্রায় ॥
প্রথম রাগেতে বাগিনী ভুজায়
গাওল প্রিয়র নাম ।
দুইটি আঁখরে রাধা নাম উঠে ১৫
শুনিতে মধুর তান ॥
এই দুই নাম বাক্য অনুগাম
মুগধ হইল রাধা ।

কটাক্কে মিলনে অমিয়া বরিখে
কত কত বহে সুখ ॥ ২০

শুন শ্রাব্য সখি গাও আর দেখি
শুনিয়ে শ্রবণ তরি ।

গাও গাও পুনঃ রসাল রচন
শুনহ শ্রামর গৌরী ॥

রাধা কামু বলি বীণাটি বাজয়ে ২৫
শুনিতে আনন্দ বাড়ি ।

হার মনোহার মুকুতার মাল
দিছেন হিয়ার তোড়ি ॥

আগে আসি লহ গাইলে মধুর
তুরিতে দিয়াছি হার । ৩০

চণ্ডীদাস কহে কিবা সে অদ্ভুত
সুখের নাহিক পার ॥

১০। ভুজায়ে—ভুবায়ে—পাঠান্তর ।

২১। আগে—সম্মুখে ।

— ০ —

মগন হইলা গীতের আলাপে
সে ধনী কিশোরী রাই ।

আগে আইস শ্যামা হেমে নব রামা
তোমাংরে মরম কই ॥

তু বাহু পসারি রাই সুনাগরী ৫
গুণীরে করিল কোড়ি ।

শ্যামের অজের পরশ পাইয়া
মনোরথ ভেল ভোর ॥

অজের সৌরভ পরশ সুগন্ধ
পাইতে কিশোরী গৌরী । ১০

হাসি রসপর কটাক্কে চাহিতে
জানিল সুরস প্যারী ॥

কপট মুরারি করিয়া চাতুরী
মান ললা প্রিয়া মোর ।

দুরে গেল মান সরস বচন ১৫
সুখের নাহিক ওর ॥

জানিল কপট নারী-বেশ ধরি
ভাজিতে দারুণ মান ।

অতি ভেল সুখ দুরে গেল দুখ
বিজ চণ্ডীদাস গান ॥ ২০

১৪। আমার মান লইলেন, হরণ করিলেন, ভাঙ্গিয়া
দিলেন ।

— ০ —

১১৭

বিহাপড়া ।

কামুর পীরিতি পাইয়া পরশ
মানতে মোহিত ছিল ।

হাসি নাসাপর অঙ্গুলি ভেজায়ে
ও নব নাগরী দিল ॥

কে জানে এমন তোমার ধরণ ৫
কপট আগুন ইথে ।

বহদিন মান কপট অন্তরে
ভাঙ্গল কপট চিতে ॥

আর কিবা আছে মান অভিমান
চলহ নিকুঞ্জ-বনে । ১০

করহ বেশের পরিপাটি বত
চলহ সবীর সনে ॥

শ্যাম সুনাগর চতুর-শেখর
চলিল নিকুঞ্জধামে ।

হেথা সুখমুখী বেশ পরিপাটি ১৫
কত সে মনের সনে ॥

চলল কিশোরী শ্যাম-দরশনে
বদনে মধুর হাসি ।

সঙ্গে সহচরী মধুর গমন
চাতুরী বদনশশী ॥ ২০

বেমন চিত্রের পুতলি চলিছে

ও চাঁদবদনী রাখা ।

নীল-লোচনী আধেক ওড়নী

বচন কহত আধা ॥

শ্রীঅঙ্গ চলিতে গদ গদ ভেল ২৫

বচন চপল আধ ।

চলিতে মধুর বাজয়ে পঞ্চম

মধুর মধুর নাদ ॥

সুগন্ধ মলয় চন্দন কলুরী

অগুরু সৌরভ পায় । ৩০

মস্ত অলিগণ কুসুম কোকিল

এ সব সম্মনে ধায় ॥

বিচিত্র দ্বসারি সুগন্ধ কুসুম

বিছাই বনের পথে ।

নবীন কিশোরী সুখে পদ দুটি ৩৫

আরোপিয়া যায় তাতে ॥

চণ্ডীদাস কহে শ্যাম-দরশনে

চলিছেন ধনী রাখা ।

কতি গেল মান বিরস বদন

আন কাজ গেল বাধা ॥ ৪০

—o—

৪০৮

৩।

রাই অভিসার করু ।

বেশ ভূষা কর ধরু ॥

হংস-গমনী রাখা ।

চলে পদ আধ আধ ॥

ঈশ্বর হাসিয়া গোৱী । ৫

গমন করত জালি ।

প্রবেশ করল বনে ।

জয় জয় গোপীগণে ॥

বাস করে লই গন্ধ ।

দক্ষিণ করে কুসুম সুগন্ধ ॥ ১০

মিলল নিকুঞ্জ-মাক ।

হেরয়ে নাগ-রাক ॥

শ্যাম-বামে বৈঠল রাই ।

শোভা বর্ণনে না আই ॥

চন্দন সুগন্ধ সুচারি । ১৫

দেওল সুকুমারী গোৱী ॥

শ্রীঅঙ্গে লেপন ভাল ।

গলে দিল মালতীর মাল ॥

চণ্ডীদাস গুণ গান ।

রাধাশ্যাম অঙ্গুগাম ॥ ২০

১৪। আই ..আইসে ।

—o—

৪০৯

৩।

দেখ দুই রূপ অতি রসকূপ

সুখের নাহিক সোমা ।

দেখিতে দেখিতে হইল মোহিত

যতেক জ্বলের রামা ॥

শ্যাম মরকত রাই সে দামিনী ৫

এ দুই লখিতে নরে ।

এ কিএ জলদ এ কিরে কাঞ্চন

মোর হেন লয়ে ॥

এ কিএ অন্তসী এ কিরে চন্দ্রক

কি দেখ বরণ শোভা । ১০

বেমন জলদ সোনার বিজুরী

ভেসতি দেখয়ে আভা ॥

এ দুই বরণ নছে মিলন

দেখিতে নয়ান দুটি ।

আঁখি পিছলয়ে হেন রূপ হয়ে ১৫

কি ছায় বিধুর কুটি ॥

অপরূপ রূপ রূপ মনোহর

দৌহে দৌহা ভাল মিলে ।

বিহরত সেই মুখক চতুর

বিহরত দৌহে ভালে ॥ ২০

নবীম নাগরী এ রস নাগর

রূপে করিয়াছে আলা ।

চণ্ডীদাস কহে কিবা সে আনন্দ

কলপতরুর তলা ॥

৬। লখিতে—লক্ষ্য করিতে, দেখিতে ।

৮। বোধ হয় 'মোর মনে হেন লয়ে' হইবে ।

১৬। কুটি—অংশ ।

৪৭০

কানোদ ।

রাধা-শ্যামরূপ দেখিয়া মোহিত

নব নব বরনারী ।

কে হেন আনন্দ রস পরিপাটী

রূপ অপরূপ ভালি ॥

বিহি সে রসিয়া কেমনে পশিয়া ৫

গড়ল কেমন ছাঁদে ।

কত সুখা দিয়া গড়ল এ দেহা

মুখানি বন্ধান বাঁধে ॥

ছ হ রূপ দেখি নয়নিয়া পাখী

চকল ভাটার মন ॥ ১০

হেল করে মন চাঁদের ভরমে

সুধারস পিতে কন ॥

এ বর-নাগরী রসের গাগরি

নাগর রসের সিঁদু ।

দৌহার রূপেতে আলো বৃন্দাবন ১৫

কৈল মুখ কোটা ইন্দু ॥

ছ হ রূপ হেরি বর-নাগরী

মোহিত হইল সবে ।

চণ্ডীদাস কহে

দৌহার চরণ

শরণ মাগয়ে সবে ॥ ২০

৯১২। ছই জনের রূপ দেখিয়া নয়নরূপ চকোর-পক্ষীর মন

চকল হইল ও চক্ষুমে সুখ পান করিতে ইচ্ছুক হইল ।

৪৭১

কানোদ ।

সই, হের আসি দেখসিয়া ।

নবীন নাগরী নাগরের কোলে

আছে আরোপিত হৈয়া ॥

লখিতে লখিতে আখির পুতলি

সে সঙ্গে নাহিক থাকে ॥ ৫

বড় অপরূপ কিবা রসকূপ

অমিয়া বরিখে লাখে ॥

দেখ না চাইয়া ছুঁ ছ রূপখানি

এমতি না দেখি রতি ।

বহু দিন থাকি গোকুল নগরে ১০

না শুনি না দেখি রতি ॥

যেমন নাগর নাগরী তেমন

ছুঁ হো শোভিয়াছে ভাল ।

নব বৃন্দাবন যত উপবন

সকলি করিল আলো ॥ ১৫

যত গোপনারী নাগর হেরিয়া

সুখের নাহিক ওয় ।

চণ্ডীদাস দেখি আনন্দে মোহিত

বিনোদিনী শ্যাম-কোড় ॥

৫। অর্থাৎ পিছলিয়া যায়—৪৬৯ পদ ১৫ পংক্তিতে দেখুন ।

মিলনের পর সেবা ।

৪৭২

কানোদ ।

যত গোপনারী চন্দন আগোর

লেপিছে দৌহার গায় ।

কোন কোন জন শ্রীঅঙ্গ চাহিয়া
করিছে পাখার বায় ॥

কোন কোন জনে গাঁথি ফুলদামে ৫
দিয়াছে শ্যামের গলে ।

কোন কোন গোপী শ্রীঅঙ্গ নেহালে
চামর ঢুলায় ভালে ॥

কোন কোন গোপী নিজ সেবালকে (১)
সেবন করিছে গাড়া । ১০

এ অষ্ট রমণী কুলের কামিনী
সকলি হইয়া ছাড়া ॥

অষ্ট অষ্ট সখী গুণের আর্থিক
মোক্ষ সঙ্গ অষ্ট লিখি ।

এ কুঙ্ক-কুটার কুটার ভিতর ১৫
বেকত আছয়ে সখী ॥

কোন কোন রস রসেতে বেকত
রসিক নাগর রায় ।

এ রস-চাতুরী কে জন বুঝিব
চণ্ডীদাস গুণ গায় ॥ ২০

—০—

অথ ব্রহ্মদেব-শোভা ।

৪৭৩

বহি ।

এইরূপে নব নাগর রসিক
করিতে রসের লীলা ।

গুপত পৌরিত করিতে আরতি
রচিল নাগর কালা ॥

নানা ব্রহ্মগণ করে শ্রুশোভন ৫
বিকসি কুহুম তারা ।

কুলকুল তারা তরুকুলে বত
মকরন্দ ঝরে সারা ॥

মধুর মধুরী চাতক চাতকী
হংসিনী হংস-খে জোড়ে । ১০

বেড়িয়া রতন- মন্দির সুন্দর
কলরব বড় রাজে ॥

অমরা অমরী কুহুমে গুঞ্জরি
সুখাপানে জেল ভোরা ।

যমুনার বত জলচর কত ১৫
জোড়ে জোড়ে করে তারা ॥

কমল-নলিনী বিকসিত বত
তাগরে জ্বররা গান ।

শুনিতে মধুর বাক্য শব্দ
কি দেখি সুন্দর তান ॥ ২০

নানা অঙ্গ কিরে উপবন-ধারে
আরোপি চামর বত ।

হরিণী হরিণ দেখিতে শোভন
বানর বানরী কত ॥

দেখিতে দেখিতে ও নব-নাগরী ২৫
মোহিত হইলা চিতে ।

চণ্ডীদাস কহে কি শোভা আনন্দে
হু জাঁখি মজিল তাতে ॥

৪৭৪

বরা-শ্রী ।

রাখা কহে শুন শ্যাম স্তনাগর
কহিতে বাসিয়ে লাজ ।

এক নিবেদন আছে রাজা পায়ে
অধিক আছয়ে কাজ ॥

কহেন চতুর নাগর-শেখর ৫
কহ কহ ধনী রাখা ।

বাহাই বলিবে তাহাই করিব
ইহা না করিব বাধা ॥

হাসি বিনোদিনী কহে আখ্যাপী
শুনিতে আছয়ে সাধ । ১০

তোমার চুড়াটি মোরে বাঁধি দেহ
করহ বাঁধার নাদ ॥

চুড়া বাঁশী ফেহ মুরলী শিখাহ নব নব নব বরিহ-শিখর
 এই মোর মনে হয়। দেওলি চুড়ার পরে।
 সাধ আছে মনে যদি পুণ্য কামে ১৫ নয়ন অঞ্জন অতি সুশোভন
 হেন মোর মনে লয় ॥ আকর্ষ পুরিত ধরে ॥ ১৫
 হাসিয়া নাগর রসিয়া চাহিয়া সিখার সিন্দূর মুছিয়া তিলক
 চাহিয়া রাখিলি পানে। দিল সে রাখার ভালে।
 হের এস ধনি কুলের রমণী যুগ-মদকিন্দু চন্দনের কিন্দু
 শিখাব বাঁশীর গানে ॥ ২০ শোভিত স্তম্বর সরে ॥
 নাগর বসিলা তরুর তলাতে মলয় চন্দন অঙ্গে স্থলেপন ২০
 বনাইতে রাখার চুড়া। অগোর কস্তুরী সনে।
 চণ্ডীদাস বলে অপরূপ দেখি নীল সে নিচোলে পরিলা গোচরে
 নাগরী আগরি বাড়া ॥ পীত ধড়া পরিধানেন ॥
 ১৯। হেরএখানে। সোনার ঘাঘর যক্ষরি দেওলি
 নুপুর দেওত পায়। ২৫
 রসিক নাগর বেশ বনাইয়া
 শ্রীমুখ নেহালে তার ॥
 চণ্ডীদাস বলে দেখে কুতূহলে
 কিরূপ সাজল রাই।
 বসিয়া নাগরী দেখে মনোহারী ৩০
 ও রূপ হেরয়ে তাই ॥

— ০ —

মহারাসে শ্রীমতীর চুড়া বাঁধিয়া
 বংশী-গীত শিখা।

১৭৫

৩।

বেশ বনাইছে শ্যাম।

রাই বামকরে দিয়াছে মুকুরে
 চুড়া বাঁধি অনুপাম ॥
 মুকুতার মালে বেড়িয়া বসনে
 মাঝারে এবাল পাঁতি। ৫

তাহার উপরে কুন্দের কলিক।
 কি তার দেখিলা ভাতি ॥

তার পরিমল পেয়ে অলিকুল
 খাইয়া পড়িছে তার।

তাহার উপরে মাণিক গাঁধুনি ১০
 দেখি মন মুরছায় ॥

১২। বরিহ-শিখর...মদুরগুহ।

১৯। সরে...ইহার পর এই কথাটা অনেক বার আছে
 ভাল অর্থ বোধ হইতেছে না।

— ০ —

১৭৬

৭৪।

রাধারূপ অতি দেখিয়া মুরতি
 বিকল হইল তারা।

কোথা হৈতে এত রূপ লায়ছিল
 এমনি মাধুরী ধারা ॥

যেমন নাগরী তেমন নাগর ৫
 এ দুই একেক প্রাণ।

আপনার চুড়া তেমতি বাকিল

ইথে সে নাহিক জানি ॥

রাইবামকরে নাগর-শেখরে

ধরিয়া লইল কুঞ্জে । ১০

বস ধনী রাধা মুরলী শিখাব

এই সে কুটীর-কুঞ্জে ॥

হরম-বদনী ও যুগনরনী

কহেন হাসিয়া রসে ।

দেহ করে বাঁশী ধনী কহে হাসি ১৫

বৈঠহ আমার পাশে ॥

যেমত বাজাও মধুর মুরলী

তেমতি শিখাও মোরে ।

শিখালে মুরলী যা চাহ তা দিব

অধীন হইব তোরে ॥ ২০

নহ খলপণা খলের স্বভাব

শিখাহ মুরলী গুণে ।

হাসি রসপানে শিখাব যতনে

বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

— ০ —

৪৭৭

গড়া ।

রসিক নাগর বলে শুন বিনোদিনী ।

তোমাতে শিখাব বাঁশী আমি ভাল জানি ॥

রাধা কহে কুটিল ছাড়িতে যদি পার ।

তবে গুণ শিখাইবে শুন বংশীধর ॥

কান্দু বলে কুটিল সে জানিল কেমনে । ৫

ধর বাঁশী কহে হাসি শিখাই যতনে ॥

রাই কহে বিনোদ নাগর রসময় ।

ভালমতে শিখাইতে আমার মনে হয় ॥

করেতে মুরলী দিলা হাসিয়া হাসিয়া ।

মনের হরিবে বাঁশী শিখাই বলিয়া ॥ ১০

কান্দু কহে শুন ধনি আমার স্বজন ।

ত্রিভঙ্গ হইয়া থাক পদ আরোহণ ॥

চরণে চরণ বেড় দাগাহ ভজিমে ।

অজুলি ঘুরাহ রাধা বলে ঘনশ্রামে ॥

কহে চণ্ডীদাসে বড় অপক্লপ বাণী । ১৫

চুড়া বাঁধি মুরলী শিখরে বিনোদিনী ॥

— ০ —

৪৭৮

কানোদ ।

নাগর চতুর-মণি ।

কহেন একটি বাণী ॥

শুন শুন স্নকুমারী রাধে ।

দাগাইতে শিখ আগে ॥

তবে সে ভালই লাগে । ৫

তবে বাঁশী শিখাইব সাথে ॥

ধরহ আমার বেশ ।

আরহ চরণ শেষ ॥

পদের উপরে দেহ পদ ।

ত্রিভঙ্গ হইয়া রও বাঁশীসনে কথা কও ১০

বাঁশী বাও হইয়া আমোদ ॥

শুনিয়া আনন্দ বাড়ি সে নব-কিশোরী গোরী

ত্রিভঙ্গিম ভঙ্গিম স্তম্ভাম ॥

ধরিয়া রাখার করে নাগর রসিকবরে

অজুলি ঘুরাইতে শিখান ॥ ১৫

রঞ্জে রঞ্জে সে অজুলি শিখাইছে বনমানী

দেহ কুঁক স্নকুমারী রাধা ।

বাজাহ মধুর ভান মন্দ মন্দ কর গান

তিলেক নাহিক কর বাধা ॥

হাসি কহে বিনোদিনী এবে কিশিঝিতে জানি ২০

অলপে অলপে যদি পারি ।

কহেন রসিকরাজ তালে সে পাইবে লাজ

চণ্ডীদাস যায় বলিহারি ॥

৮। আরহ...আরোপণ কর। চরণ শেষ...পদের শেষ-
ভাগ।

১১। বাও...বাজাও।

—০—

বংশীবাদন।

৪৭৯

কেশর।

অঙ্গুলি ঘুরিয়া রাই মুরলী মধুর পূর
শুনি ঘেন শ্রবণ পুরিয়া।
দেহ ফুঁক ধীরে ধীরে অঙ্গুলি নাড়হ রাখে
তাছে শ্রাম দিছে দেখাইয়া ॥
রাই, হের দেখ চেয়ে মোর পানে। ৫
রঞ্জে রঞ্জে 'ও' রা-ধনি করের অঙ্গুলি ঢাক
প্রথম রঞ্জে তে কর গানে ॥
এ বোল শুনিয়া রাই শ্রাম-মুখপানে চাই
ফুঁক দিল সব রসগান।
না উঠে কোনই গান ফাঁক ফাঁক পড়ে যেন ১০
হাসি কান্দু না যায় ধরণ ॥
পুনঃ কহে স্নানাগর শুনহ নাগরী গৌরি
নহিল নহিল এ না গান।
পুনঃ দেহ দৃঢ় ফাঁক বাড়ুক অনেক স্থ
পুনঃ ধনি পূরহ সন্ধান ॥ ১৫
কান্দুর বচন শুনি • স্বভাষু-নন্দিনী
কহে রাই বিনয়-বচনে।
প্রথম মুরলী শিক্সা কেবল হয়েছি দীক্ষা
বিজ চণ্ডীদাস কিছু ভণে ॥

৪৮১

ধানই।

পুনরপি রাই মুরলী বাজাই
উঠিল একটি ধনি।
প্রথম সন্ধান উঠিল সন্ধান
কৃষ্ণ কৃষ্ণ উঠে বাণী ॥
কহে শ্রাম পর বাজে অপস্বর ৫
না উঠল রাধা নাম।
আগে গাহ ধনি রাধা নাম শুনি
তবে স্থধা অমুপাম ॥
তবে হাসি ধনী রাজার নন্দিনী
কহিছে কান্দুর কাছে। ১০
মুরলী শিখিতে বড় সাধ আছে
শিখাহ যে আর আছে ॥
তুমি গুণমণি গুণের সাগর
আমি যে অবলা জনে।
মুরলী শিখালে যাহা চাহ দিব ১৫
বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥
৫। অপস্বর...অপর স্বর, বাহা বাজা উচিত, তাহা নহে।

—০—

৪৮১

আদ্যর।

শুন হে নাগর গুণমণি।
এক রঞ্জে দুজনাত্তে বাজাহ ভালই মতে
যেমন মধুর উঠে ধনি ॥
শুনিয়া রাধার বাণী হাসিল সে গুণমণি
মধুর বাণীতে দিল ফাঁক। ৫
রাধা কৃষ্ণ দুটি নাম ধনি উঠে অমুপাম
শুনিত মধুর অতি স্থ ॥
এক রঞ্জে দুই জনে বাজে বাণী ঘনে ঘনে
মৃত তরু মুঞ্জরিতে চাহে।
বমুনীর বত নীর কূলে পড়ে স্থধীর ১০
গান শুনি পরাগ মিলায়ে ॥

রাই কহে শুন হরি এই সে বিনতি করি
 ভাল মতে মুরলী শিখাও ।
 কোন্ রঞ্জে কোন্ কয় ফুক দিলে কিবা হয়
 কোন্ রঞ্জে কোন্ রস গায় ॥ ১৫
 দশাঙ্গুলি করে হয় সপ্তাঙ্গুলি পরিচয়
 কোন অঙ্গুলে কিবা বোল ।
 শ্যাম কহে শুন রাই যে হেতু শুনহ তাই
 বাঁশী কিবা পরিচয় ছল ॥
 কাননে মধুর বলে কোন্‌খানে কোন্‌ দিলে ২০
 আগে আছে ভাগবতে লেখা ।
 পূরবে সে এক কালে মধু বারি আনি ছলে
 তিন জনা আনি দিল দেখা ॥
 সেই তিন বসি তথা কহিতে কানন-কথা
 সেই মধু গাগরিতে ছিল । ২৫
 তিন জন অভিপ্রায় চালে মধু তথায়
 সকল ঢালিয়া তায় দিল ॥
 মধুবনে সেই মধু ঢালি দিল কোন বিধু
 সেই মধু উপজিল কীয়া ।
 হইয়া নারীর কায় দিব্য স্নিগ্ধ রূপ পায় ৩০
 সেই রামা হইল রস ছায় ॥
 এবে তার শুন কথা কোন কৰ্ম্ম সখী হেথা
 বড় পুণ্যবতী সেই নারী ।
 দিল তার পরিচয় মনে মনে কথা কয়
 চণ্ডীদাস বলে বলিহারী ॥ ৩৫

১১। মিলায়ে—মিলাইয়া যায়, জব হয় ।

—○—

৪১২

বহই

আট রঞ্জে আট গুণের মহিমা
 পাঁচ রস করে গান ।
 এ রাগ-রাগিনী প্রথম আঁখর
 কনিষ্ঠ অঙ্গুলি তাঁন ॥

তাথে মধু আছে অঙ্গুলির কাছে ৫
 অতি সে সুস্বরে বটে ।
 রাই-করে ধরি রসিক মুরারি
 গানের মাধুরী উঠে ॥
 গাও গাও কিছু মধুর মধুর
 কালিয়া আঁখর শুনি । ১০
 প্রেমরসে রাধা আবেশ হইয়া
 কহেন একটি বাণী ॥
 রাধাশ্যাম বলি বাজয়ে মুরলী
 যমুনা উজান ধরে ।
 খগ যুগ পাখী দুসারি কাননে ৫
 বাঁশীটি শুনিয়া ঝরে ॥
 একবার রাই বাঁশী ফুক দিল
 পুনঃ ফুক দেয় শ্যাম ।
 মধুর মধুর ঐ রাগ-রাগিনী
 বাজাই অমুহিপাম ॥ ২০
 রাধা নাম ক্ষেণে শ্যাম নাম ক্ষেণে
 যেমন রসের বাঁশী ।
 চণ্ডীদাস কহে ছুঁছ সে রসিক
 মরমে মরমে পশি ॥

২০। অমুহিপাম...অমুগম ।

—○—

৪১৩

বাসোহ ।

ছুঁছ বাহে মধুর মুরলী ।
 অপরূপ ছুঁছ রস-কেলি ॥
 এক রঞ্জে দুহুনে বাজায় ।
 রাধাকৃষ্ণ নাম উঠে তায় ॥
 রাই কহে শুন নাগর কান । ৫
 পূরল মনের অভিমান ॥
 সাধ ছিল শিখিতে মুরলী ।
 তাহাও শিখালে বনমালী ॥

কান্দু কহে আর কি শিখিবে ।

নিশ্চয় কহিবে তুমি এবে ॥

হাসি ধনী ধরণে না যায় ।

দীন কীণ চণ্ডীদাস গায় ॥

১। বাহে...বাক্য ।

৬। অভিমান...অভিলাষ ।

—○—

গড়া ।

গড়া ।

হেদে হে মুরলীধর ।

না বাস আপন পর ॥

হাসিয়া কহ না এক বোল ।

বে ছিল মনের সিদ্ধি (৭) তাহাই পুরালে বিধি

মুরলী শিখিল রাম ভূর ॥ (৭) ৫

আর এক শুন কান আকুল রমণী-প্রাণ

আপনি বাজাহ নিজ বাঁশী ।

শুনি গোপ স্নানাগরী শুনিতে আনন্দ বড়ি

যুখে যেন হেন নিশি দিশি ॥

মধুর মধুর ধ্বনি গাও দেখি গুণমণি ১০

নিজ মুখে শুনিতে মধুর ।

কি জানিকি গাও শুণে বিষ ভরি মুখ খনে(৭)

শুনিলে দংশয়ে হিয়া মোর ॥

যেই ভুজঙ্গগণ করিলেই দংশন

চেতন গেয়ান নাহি থাকে । ১৫

ভেমতি তোমার বাঁশী কুল লেই হাসি হাসি

দংশন করয়ে আসি বুকে ॥

কড় বাঁশী প্রেমধারা কখন ভুজঙ্গপারা

গরল সমান কড় হয়ে ।

কেস বা এমন হয় এ অবলা প্রাণ নয় ২০

দীন চণ্ডীদাস ইহা কয়ে ॥

—○—

গড়া ।

গড়া ।

হাসিয়া নাগর

চতুর-শেখর

রাধারে কিছুই বলে ।

কহিল সকল

তোমার গোচর

বাঁশীর বচন ছলে ॥

কখন কখন

বাজয়ে কেমন ৫

কখন মধুর সম ।

কখন কখন

গরল সমান

গাইতে হইয়ে জন্ম ॥

কোন অভিলাষে

বাজয়ে কেমন

না জানি ইহার রীত ।

১০

মধুর মধুর

বাজয়ে সুস্বর

কত আনন্দের গীত ॥

বাঁশী পরবশ

নহে নিজ বশ

কখন হয়নি ভাল ।

বাঁশীর চরিত

বুঝিতে না পারি ১৫

তুমি বা কি আর বল ॥

তুমি কি জানিবে

মধুর মুরলী

নহে পরিচয় তার ।

বাঁশী আগৈ কর

বশীভূত পণা

তবে কিবা রস হয় ॥

২০

যখন না ছিল

পরিচিত রাধা

এবে হল জানা শুনা ।

চণ্ডীদাস বলে

আমি জানি ভালে

যে দেহ দুকূলে হানা ॥

২৪। হানা...ধ্বংস ।

—○—

শিশুবনে কিশোভী জাজা ।

গড়া ।

গড়া ।

সব গোপীগণে

কমল-নয়নে

কহিল একটি বাণী ।

হের শুন আসি কহে হাসি হাসি
 এক মনে অমুমানি ॥
 কহে গোপীগণ হরষ বদন ৫
 কহেন নাগর রায় ।
 কি হেতু হৃদয় করল নাগর
 কহনা শুনিয়ে ভায় ॥
 মনের বেদনা মরমের খেলা
 কহিল সবার কাছে । ১০
 এক অভিলাষ মনের মানস
 ইহাই কহিতে আছে ॥
 কহ না বিচারি কহিল নাগরী
 চাহিয়া নাগর পানে ।
 কহিতে লাগিল। রসের রসিক ১৫
 উগারল যেবা মনে ॥
 এই বৃন্দাবনে রতন-আসনে
 রাধারে করিব রাজা ।
 রমণী মাঝারে জয় জয় দিয়া
 বাঁধিয়া রাখিব ধ্বজা ॥ ২০
 সবার মাঝারে ছত্র দণ্ড দিব
 ধরিয়া আড়ানি মাথে ।
 চণ্ডীদাস বলে অদভুত লীলা
 ইহা বা বুঝিবে কতে ॥
 ১-২ । ঐকম্য সকল গোপীগণকে বলিতে লাগিলেন ।
 ৪ । অমুমানি—কল্পনা করিতেছি ।
 ৭-৮ । গোপীর উক্তি । তুমি কি মনে করিতেছ, বল ।
 ১৬ । উগারল—উদয় হইল ।

— ০ —

৪৮৭

৪ ।

এ বোল শুনিয়া হাসিয়া হাসিয়া
 কহেন গোপের নারী ।
 বড় অদভুত শুনিল বেকত
 ইহা পুরমানে বড়ি ॥

ভাল ভাল বলি বলে গোপীগণ
 বাহাই করিবে তুমি ।
 সেই সত্য বল সেই সে হৃদয়
 কি আর বলিব আমি ॥
 কেহ বলে শুন নাগর যোহন
 না দেখি না শুনি কাণে । ১৫
 রাধারে রাজহু দিব সে বেকত
 দেখিয়ে মনের সনে ॥
 আনন্দ অধির হইয়া নাগরী
 কহেন কামুর পাশে ।
 রাধা পাঠাইয়া সকল গোপিনী ১৫
 বদনে বসনে হাসে ॥
 অপরূপ লীলা কিবা সে স্বজিলা
 রসিক নাগর কান ।
 এমন আনন্দ রসের লহরী
 চণ্ডীদাস গুণ গান ॥ ২০

— ০ —

৪৮৮

কাকি ।

কেহ কেহ গোপী যমুনার নীর
 তুলল পঙ্কজ ফুল ।
 কোন গোপী তুলে নানা সে কুসুম
 সুব্রহ্মাণ্ড ফুল ॥
 কোন গোপী তুলে চাঁপা নাগেশ্বর ৫
 মল্লিকা মাধবী লতা ।
 কানড়া কুসুম ধাতকী সুব্রহ্ম
 তুলল কামরূ পাভা ॥
 কুম্ভ করবী আমলি সুন্দর
 চম্পক কেতকী বেশি । ১০
 কিবা মনোহর তুলল গোলাপ
 তাহে সুন্দর চামেলী ॥

নানা আতি কুল তুলল হৃন্দর
নাগরী গোপের রামা ।
কেহ করে ভালি গাঁধে বনমালা ১৫
নিকুঞ্জ সহরে জানা ॥

নিকুঞ্জ-বেদিকা বেড়িয়া রোপল
হৃন্দর কদলী-দল ।

সুবর্ণের ঘট বারি সে পুরল
আমশাখা তার পর ॥ ২০

কোন ত্রজনারী এ তৈল হলুদি
বিবিধ সৌরভ করি ।

নানা গন্ধ আদি আছিল সে বিধি
বঁসাইল আসন পরি ॥

সহস্র ধারা করি তাহা বারি চারি ২৫
স্নান করাইল গৌরী ।

নানা বেদধ্বনি করিয়া গোপিনী
সবাই মগন কেলি ॥

জয় জয় ধ্বনি যতেক গোপিনী
দেওলি নিকুঞ্জমাঝে । ৩০

বিনোদ নাগর অভিষেক করে
শব্দ যন্টা বোড়া বাজে ॥

স্নান সমাধিয়া রামারে লইয়া
করত বেশের শোভা ।

বিনোদ পাণ্ডড়ি বিনোদ বন্ধান ৩৫
বাঙ্কল আনন্দ লোভা ॥

তাহে আরোপিত মাণিকের কুরি
দেওল পাণ্ডড়ি পাছে ।

তমু আচ্ছাদন নীল তমুত্রাণ
অতি সে রঞ্জিত কাছে ॥ ৪০

তাহে সে বাঙ্কল নেতের পটুকা
বেড়ল ভালই তাখে ।

চণ্ডীদাস অতি দেখিয়া মুরতি
বৈছল চাঁদের মতে ॥

২৫। সাতধারা সহস্র ছিত্রযুক্ত হাঁড়ি ।
৩৭। কুরি—ছোট ছোট মণিমুক্তার গাঁথা ৫৬ অমূল্য
দীর্ঘ-গুচ্ছ মালা ।
৪৪। বেন চাঁদের মত ।

—o—
৪৮৯
দানব ।

অসীম হৃন্দর সাজল হৃন্দর
নবীন কিশোরী গৌরী ।

মঙ্গল বচন যত ত্রজ জনা
কুঞ্জেতে লইল সরি ॥

রত্ন-সিংহাসনে বসাই যতনে ৫
উয়ল করল রাখা ।

হলাহল দিয়া যত গোপীগণ
আনন্দে নাহিক বাধা ॥

কেহ শিরে দেই দুর্বাদল আনি
কেহ সে দিচ্ছেন ধনি । ১০

কেহ কেহ কেঁকে শিরের দুপাশে
গুবাক হৃগন্ধ পান ॥

নানা ফল পুষ্প দধি মীন ঘট
রাখল সম্মুখে ধরি ।

রতন-প্রদীপ জ্বালল দুসারি ১৫
হেম ঘটে ঝাপি বারি ॥

মলয় চন্দন শ্রুগমদ ঘন
অগোর কন্তুরী চূয়া ।

নিকুঞ্জ-মাঝারে কুটীর-ভিতরে
ডারল গোপিনী লয়া ॥ ২০

হৃগন্ধ কুহুম বিছাই চৌমিকে
অতি সে সৌরভ বাসি ।

মধু-লোভে অলি লাখ লাখ কোটী
তাহাতে উড়িয়া বসি ॥

নানা বাদ্য বাজে তাল মান রসে ২৫
মদঙ্গ বাঁকরি-বীণা ।

শখ করতাল মদন ভেউর
ররাব খঞ্জরি পিনা ॥
পাখোয়াজ বাজে কাহাল রসাল
বেণুর শব্দ রসে । ৩০
বাঁশী করতাল এ সব মণ্ডল
ঘণ্টা কলবর শেষে ॥
এই সব বস্তু বাজয়ে হুতুম্ব
জয় জয় উঠে ধ্বনি ।
মঙ্গল হুতার বেদ সে বিধান ৩৫
করল বতেক ধনী ॥
বৈঠল কিশোরী আসন উপরি
রাজ-আভরণ সাজে ।
জয় জয় দিল গোপিনী-মণ্ডল
রাধিকা করল মাঝে ॥ ৪০
ময়ূর ধরিল আড়ানি শিরেতে
ময়ূরী ধরিল তা ।
কেকন ধরিয়। রাই শিরে দিয়া
এই দুই রহল তথা ॥
রাজভাট ডাকে কোকিলা কোকিল ৪৫
ডাহকী ডাহক বলে ।
অমর-কঙ্কারে শানাই শব্দ
তাহা সে গাইল ভালে ॥
চণ্ডীদাসে বলে অপরূপ লীলা
কুঞ্জে রাধা ভেল রাজা । ৫০
রমণী-মাঝারে রমণী-মোহন
বাঁধিয়া দিল সে ধ্বজা ॥

১১। কৈকে...প্রবেশ করে—ছড়াইয়া দেয় ।

—o—

১২০

মঙ্গল ।

নিকুঞ্জ সহর সব গোপীগণ
সাজাইল পারি সারি ।

দুদিয়ে কুটীর আয়ারি বাঙ্কল
রসিক চতুর ধারী ॥
বাজার দুসারি যত জননারী
সহরে বৈঠল ভারী ।
চিত্রা দেবী ভেল রাজকারবার
এছন সবার ধারী ॥
সহর-কোটাল হইল রসাল
এ নব-নাগর কান । ১৫
রাজকর সাথে রসিক নাগর
মনে ভেল অনুপাম ॥
কোটাল প্রহরী রসিক নাগরী
সাথয়ে রসের দান ।
* * * * * ১৫
* * * * * ॥
রাজার দোহাই দোসারি কিরাই
কিরিয়া চলত তাই ।
করহ চৌদল কিরাই সুন্দর
রচহ উপায় এই ॥ ২০
এ নব নাগরী চৌদল করল
রাধা চড়াইল তার ।
লইয়া সহরে কিরায় সুন্দরী
দীন চণ্ডীদাস গায় ॥

—o—

১২১

কেশর ।

সহর কিরায়ে ধনী রমণীর শিরোমণি
লীলাবতী চামর ঢুলায় ।
চন্দ্রাবতী আদি নারী এ নব অষ্ট নারী
সেবা করে মনে অভিপ্রায় ॥
কিরাইল বিনোদিনী নব নব গোপিনী
সবে লয়ে গেল সেই কুঞ্জে ।

এই লীলা রচে কান আইল সে কুজুখান

দেখ ইহা সব নবপুঞ্জ ॥

করিতে রাসের রস মদনে হইয়ে বশ

রচিলা নাগরবর কান । ১০

কহেন রসিক রায় মোর মনে হেন ভায়

বিহ্বল মদন শর বাণ ॥

পুনঃ ধরি করে বেশ বাঁধল চাঁচর কেশ

বেণীর বন্ধান করে ছাঁদে ।

নব মল্লিকার মাল বেড়িয়া কনকজাল ১৫

মাণিক কৌপনি দিয়া বাঁধে ॥

সিঁথায় সিন্দূর শোভা যেমন রবির আভা

ভাহে শোভে চন্দনের বিন্দু ।

মেঘ হইতে যেন শশী আসিয়া যেমন বসি

কত ঘটা ছটা কোটা ইন্দু ॥ ২০

অধর রাতুল দেখি হিজুল কিসে বা লখি

নাসার বেশর বলমল ।

কাঁচুলি সে অনুপাম বেড়িয়া মুকুতাম্বান

অনুপাম কি তার সুন্দর ॥

নানা আভরণ সাজে কিঙ্কণী সূচাক্ষু বাজে ২৫

চরণে নুপুর করে ধনি ।

কি আনন্দ দেখি তার মনমথ মুরছায়

চণ্ডীদাস বাইছে নিছনি ॥

২৮। নিছনি—বলিহারি ।

“কাহার বাছনিরে নিছনি লয়ে মরি।”—ভারতচন্দ্র ।

—০—

৪২২

কোথায় ।

শ্যাম-বাসে বৈঠল কিশোরী ।

মেঘে যেন মিশরে বিজুরি ॥

সোনার কমলে মধুকর ।

ভেমতি সাজল কলেবর ॥

দু'হ রূপ না যায় কখন । ৫

কোটা কোটা মুরছে মদন ॥

সহচরী কুঞ্জ-নিকেতনে ।

কেহ করে চামর ব্যাজনে ॥

কেহ চন্দন দিছে গায় ।

কেহ চুয়া চন্দন বোগায় ॥ ১০

কেহ করে পাখা মন্দ বায় ।

চণ্ডীদাস দু'হ গুণ গায় ॥

—০—

সুগল-রূপ ।

৪২৩

মদন ।

দেখ দেখ সখি চাহিয়া দু'আঁখি

কিশোর-কিশোরী-শোভা ।

যেমন যনেতে

বিজরি বেড়ল

কি দেখি বরণ আভা ॥

সখীগণ কহে

হেন মনে লয়ে ৫

মেঘ আসি কিবা নামে ।

গগন হইতে

আসি আচম্বিতে

কলপ-তরুর ঠামে ॥

কোন সখী কহে

এই যন নহে

ও দেখি শ্যামের দেহা । ১০

বিজরি বলিয়া

দেখিলে ভালিয়া

ও রূপ কিশোরী সেহা ॥

যার অপরূপ

দেখিলু স্বরূপ

কহিলে কি জানি কি হয় ।

দু'হ অনুপাম

বেশের আভাতে ১৫

বৃন্দাবন শোভাময় ॥

এক তরুবর

কালিয়া বরণ

আর তরুবর গোরা ।

বড় অদভুত

কি হেতু ইহার

বিচারি কহ না তোরা ॥ ২০

সখীর বচনে আর সখী তাহে
চাহিল বনের পানে ।

দেখিল বেকত আধ সে গউর
আধ সে কালিয়া সনে ॥

এক সখী ছিল চেতন গোয়ালী ২৫
বিচারি কহিছে তায় ।

এ কথা কহিতে কাহার শকতি
কে না পরতীত যায় ॥

রসের সায়র রূপের দরিয়া
তাহে আছে এক সুখা । ৩০

সেই সুখা আনি বিহি সে রাখিল
বেকত করিয়া জুদা ॥

আর কুপমাঝে বে ছিল অমিয়া
লইল বতন করি ।

সেই দুই সুখা বিহি সে আনন্দে ৩৫
রাখল একক ধরি ॥

চণ্ডীদাস কহে অগার চাতুরী
কে জন বুঝিব ইহা ।

বিহি সে রসিয়া তাহাতে পশিয়া
গড়ল দৌহার দেহা ॥ ৪০

—○—

৪১০

হই ।

দুই সুখা লয়ে বিহি গেল ধ্যেয়ে
গড়ল মুরতি দুই ।

কুন্দন স্তম্বর অতি মনোহর
মুরতি হইল সেই ॥

যখন গড়ল প্রথম পৃথক ৫
নিরমাণ কৈল দেহা ।

সম্মুখে আছিল রূপের স্থায়ে
পড়িল কাজর রেহা ॥

সেই সুখা লয়ে গড়ল মুরতি
কালিয়া হইল স্তম । ১

আর সুখা ছিল আন ঘটে পুরি
তার কহি পরমাণ ॥

তবে সেই বিহি গড়ল মুরতি
অনেক বতন করি ।

চামচ করকলা (১) পড়ল তাহাতে ১৫
তাহাতে হইল গৌরী ॥

বিহি নিরমিয়া চলল সেখানে
যেখানে রসের নদী ।

সেই নদীজল ধোয়ল স্তম্বর
মাজল বেকত সিধি ॥ ২৫

কোনখানে কৈল সেই সে সম্পদ
এ তিন ভুবনে খাতা ।

চণ্ডীদাস বলে এ দুই মুরতি
কে জানে এ সুখ-কথা ॥

৮। রেহা রেখা ।

—○—

৪২০

ধানী ।

এক এক দেহ দেহের গণন
এ দেহ আছয়ে বহ ।

নব নব শত সহস্র পুরিত
অনন্ত সমস্ত কহ ॥

কোন অঙ্গ কোন করত সেবন ৫
সহস্র পুটকে ছটা ।

ইন্দু বিন্দু বিন্দু বিষহ আভাষ
বৈগ সে সব ঘট ॥

সাত পুট ঘাট সারল্য শব্দক
চিহ্ন চিহ্ন অভিযয় ১০

এক এক দেহ দেহ ভিন্ন নহে
দেহে রস তার হয় ॥

কোন সে বড়াবে কিসে কোন রতি
রতির আশিক বড় ।

১ কোন সে প্রধান কোন সে বেকত ১৫
কোন সে বোকক বড় ।

চারি চারি চারি অঙ্গ অঙ্গ বহু
এ অঙ্গ কে রতি পায় ।

চণ্ডীদাস কহে কোন কোন জন
কেহ সে খুজিয়া পায় ২০

—○—

১১০

এই সব তত্ত্ব কহিল বেকত
ইহা কে কহিতে পারে ।

ছায়ার মুকুর দেখ সে দেখহ
এ কথা দেখিবে ছলে ॥

কালার ছটায় কালরূপ ধরে ৫
এ সব তরুর কুলে ।

গৌর দেহেতে গৌর বরণ
ধরিয়াছে অবহেলে ॥

সখীর বচন হাসিয়া সঘন
সকলি গৌর দেখি ১০

আপনার দেহ দেখল গৌর
দেখল সকল সখী ॥

বিকুঞ্জ-ভুবন সেই ত গৌর
গৌর কালিয়া কানু ।

সকল গৌর দেখল বেকত ১৫
গৌর আপন ভঙ্গু ॥

সকল গৌর দেখিয়ে লখিনী
মসেতে লাগল ধন্দ ।

চণ্ডীদাস কহে ও নব নাগর
গৌর হইল কুঞ্জ ২০

ভক্ত হন ত এই পদে পৌঁছান অবতারের সূচনা
দেখিবেন ।

—○—

২৮

১১১

বহই ।

তৈখনে দেখল আর অপরূপ
ভমাল তরুর গাছে ।

সে গাছে কতক চাঁদ কলিয়াছে
দেখি অদভূত সাজে ॥

কোথা হতে এল এত শশধর ৫
অরুণ সেখানে কেনে ।

ময়ূর ফণীতে একত্র দেখিয়ে
কি হেতু ইহার সনে ॥

সখীর বচন শুনিয়া তখন
কহেন কোন বা সখী ১০

ও নব ভমাল ও নব কিশোরী
তাঁহাতে রেড়িয়া থাকি ॥

ফুলে ফুলে এক দেখ পরতেক
ভুজঙ্গ না হয় এই ।

ভুজঙ্গ সমান রাখার বেণী সে ১৫
দেলনা হইছে ওই ॥

বিধু যত দেখ ও নখ-চন্দ্রক
উপমা গণিব কিসে ।

হু হু হু হু ওই লখিতে লখই
কহেন এ চণ্ডীদাসে ২০

—○—

১১২

কল্যাণ ।

সকল গোপিনী মোহিত হইল
দেখিয়া দৌহার রূপ ।

কেনে কেনে হুখ আনন্দ বাড়িছে
প্রেমের রসের কূপ ॥

হের দেখ দেখি নয়ান ভরিয়া ৫
কি শোভা আনন্দ বাড়ি ।

এ ছুটি নয়ান তা পানেনা রহে
পিছলি পড়য়ে ছড়ি ॥

কোন সে বিধাতা রূপ নিরমিল
এমন রসের সার। ১৭
ও রূপলহরী দেখিতে কি দেখি
কেবল অমিয়া ধার।
এত দিন বসি গোকুল নগরে
না দেখি এমন জন।
নিকুঞ্জে শোভল এত রূপ যেন ১৫
কেবল কালিয়া সোনা।
ভাবের আবেশে ও নব নাগরী
সুখের নাহিক সীমা।
চণ্ডীদাস বলে দৌহার রূপেতে
মোহিত ত্রৈলোক্যের রামা। ২০

— ০ —

১০১

কানোয়।

রাই শ্যাম একই পরাণ।
হেরি নাগর ধরণে না বান।
শ্যাম-অঙ্গেতে অঙ্গ হেলাইয়া।
বাহু বাহু আছরে বেড়িয়া।
সোনার সোহাগা যেন মিলে। ৫
ভেসতি নাগরী নাগর কোলে।
এক অঙ্গ দুই হু নহে ভিন।
চণ্ডীদাস দেখি নিশি দিন।

— ০ —

১০০

কানোয়।

দেখ অপরূপ সিয়া।
ধরনী উপরে এ চারু পঙ্কজ
দেখয়ে নয়ানে চেয়ে।
পঙ্কজ উপরে বিশ শশধর
চাঁদের উপরে গজ। ৫
এ চারি গজের উপরে যুগল
কেশরী শোভিত রাজ।

কেশরী উপরে এ দুই সায়র
সায়র উপরে গিরি।
গিরির উপরে এ দুই তমাল ৬
চারু শাখা তাহে ধরি।
তাহে এক শুন একটি তমাল
নবযন সম দেখি।
একটি তমাল সোনার বরণ
শুন গো মরম-সখী। ১৫
তাহে কলিয়াছে অরুণ-বরণ
এ চারু উত্তম কল।
ফলের ভিতরে ফুল ফুটিয়াছে
নাহি তার শাখা নল।
তাহার উপরে কিয়ের বসতি ২০
তা পরে চকোর চারি।
তা পরে চাঁদের এ দুই বৈশভ
গিতেই তাহার বারি।
তাহার উপরে বিধু সে অরুণ
তা পরে মধুর আহি। ২৫
চণ্ডীদাসে দেখি মোহিত মানল
এ কথা জানিবা কহি।
১। অপরূপ দেখসে।
২। কহি...কে।

— ০ —

১০১

হইই-নবল।

দেখ নব কিশোর কিশোরী।
ও নব নাগরী দেখ নাগরের কোলে গো
অঙ্গে অঙ্গে আছরে পসারি।
নবযন যেন শ্যাম রাই সে চম্পকদান
দুই হু তুই এ দুই সমান। ৫
মত্ত করিবার কাছে যেমন কুরঙ্গ রাজে
মত্ত তুই কুহুম হঠাৎ।

শিখিপুচ্ছ উড়ে বার এক বেণী শোভা পায়

এক কপালে শশধর ধরে ।

আর কপাল মাঝে কিবা সে অরুণ সাজে ১০

নীল পীত বসন স্তম্ভরে ॥

বলয়া বাহুটি টার আর বৈসে মতিহার

বেশর সে আভরণ সারা ।

এ মণি-মঞ্জরী পায় তাহে সে পকম গায়

আর পদে নুপুর বিকারা ॥ ১৫

হুঁ হুঁ সে মধুর হাসি অমিয়া বরিখে রাশি

ব্রহ্মাবন কি শোভা আনন্দে ।

চণ্ডীদাস বলে ভাল হুঁ হুঁ রূপে করে আলো

গোপীগণ মোহিত সানন্দে ॥

— ০ —

৫০২

হইই-নন্দন ।

এ নব নাগর গুণের সাগর

রাধার বদন হেরি ।

হারি'রূপে রসে অমিয়া বরিবে

বাসে শোভিয়াছে গৌরী ॥

দেখ দেখ রূপ সিয়া ॥ ৫

কোন বিধি এত রূপ নিরমিল

কে জানে কি স্থা দিয়া ॥

এতরূপখানি কেমনে গড়ল

ধন্য সে রসিয়া জনে ।

কোন বিধি এত রূপ নিরমিল ১০

কুন্দল মনের সনে ॥

শুভ কণ দিনে অমিয়ার সনে

মুখেতে দিয়াছে ঢালি ।

চণ্ডীদাস কহে হুঁ হুঁ রূপখানি

হিয়াতে রাখিয়ে ভালি ॥ ১৫

১১। কুন্দল...কুন্দল ।

— ০ —

৫০৩

হইই-নন্দন ।

শুন গো মরম-সই কি রূপ দেখিমু' ওই

বেশ কি দিব তুলনা ।

হেন মোর মনে লয় কি আর কুলের ভয়

মনে রহে বড়ই ঘোষণা ॥

হেন মনে করি সাধ যদি নহে পরমাদ ৫

গুরু জনে কতছ' ডরাই ।

হিয়া কাড়ি বধা ভনু রাখিতে কালিয়া কানু

সেইখানে করিতাম ঠাই ॥

নারী অন্য করে বিধি নহে এই গুণনিধি

নিশি দিশি রাখিমু সন্মুখে ॥ ১০

বেখানে মরম স্থান রাখিলাম সেইখান

না পাইয়া শেল রহে বৃকে ॥

শাশুড়ী ননদী পাপ তারা দেই বড় তাপ

উচ কথা না পাই কহিতে ।

চণ্ডীদাসে কহে তায় হেন মোর মণে তায় ১৫

এ কথা না গেল মোর চিতে ॥

৪। ঘোষণা...বাসনা ।

৯। নহে...তাছা হইলে ।

১০। রাখিমু...রাখিতাম ।

১৬। না গেল—বোধ হয়...লাগল ।

— ০ —

৫০৪

কোষ ।

রসিক নাগর চতুঃশেখর

করিতে রসের রঙ্গ ।

মনমথ যেন কুঞ্জর ছুটল

রমণী মোহিতে সঙ্গ ॥

ধৈর্য না মানে আন নাহি শুনে ৫

মত্তচিত্ত ভেল তায় ।

নাগরী সকল দেখিয়া বিকল

কটাক লহরে চায় ॥

ঈষৎ হাসিয়া নাগর রসিয়া
 করিতে রমণ-কেলি। ১০
 যেমন কুসুম দেখিয়া হুবম
 লোভিত হইয়া অলি ॥
 যেন করিবর করিণী দেখিয়া
 ধৈরজ নাহিক মানে।
 মস্ত মৃগ যেন মৃগিণী দেখিয়া ১৫
 ছুটিয়া বুলয়ে বনে ॥
 তৈছন লুবধ মাধব মৃগধ
 মোহিতে তরুণীগণে।
 অতি রসলীলা নাগর চলিলা
 ভিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥ ২০
 ৩। মনমথ—উদ্যত... বোপ হয়, উনমত।

— ০ —

৫.৫

বিহাগড়া।

নিকুঞ্জ শোভিত কি রস-কেলি
 এ মণিমণ্ডপ করিয়া মেলি
 রতন-মণ্ডিত পরেশ দোল
 স্তম্ভ স্ফটিক গড়ল ভাল
 রতন-মন্দিরে শোভিতে। ৫
 ঝঙ্কার ঝলকে এ চাকর পাশ
 মুকুতা ছসারি গাঁথনি সারি
 গন্ধ মল্লিকা বাতি সুবাস
 কুঞ্জ-কুটীরে চৌদিকে ভাল
 স্নগন্ধে আমোদ মোহিতে ॥ ১০
 চৌদিকে ভ্রমর ভ্রমরী গান
 চকোর চকোরী গাওত তান
 হংস হংসীকর জোড়েতে কিরত
 নিকুঞ্জ-মাঝে মাঝে ঘুরি
 মণ্ডলগণ সারিতে ॥ ১৫

মধুরা মধুরী সরস ভাল
 কোকিল ডাহকী ডাকে রসাল
 শারী শুক পিক ডাকত সার
 জয় জয় কৃষ্ণ মোহিতে ॥
 হরিণ হরিণী সারস পাখী ২০
 ভুলোক গগন ফেরত আঁধি
 বৈছে দিক উজর রেখি
 স্ফটিক গমন করত কেলি
 ছেরি নয়ন মোহিতে ॥
 চামর চামর কুঞ্জররাজ ২৫
 দেওত নিকুঞ্জ-মন্দির-মাক
 তাহাতে সাজল রাজ
 তাহার বামে নারী গৌরী
 ছেরি চণ্ডীদাস গাইতে ॥

— ০ —

৫.৬

বিহাগড়া।

ফুটল ফুল মাধবী বাতি
 পারল কিংকর ধাবক ভাতি
 কেতকী কুন্দ কদম্ব পাতি
 ধরপী লম্বিত রসাল ফুল
 বরণ কুসুম-কাননে ॥ ৫
 কেয়া আমলকী গলাশ ফুল
 ফুটল মল্লিকা ছসারি ফুল
 করবী গুলাল সৌরভ পূর
 গন্ধে আমোদ কাননকুঞ্জ
 মধুকরকর শোভনে ॥ ১০
 বাঘনখি আর কুবল আদি
 ফুটল ফুল সব সমাধি
 চণ্ডীদাস শুণ গাওত সাধি
 অশ্লীল রূপ কাননে ॥

গাওত কডেক তান মান ১৫
 ছেরি মুরতি মলের প্রাণ
 জতি মগন এ পাঁচ বাণ
 রসিক নাগর শোভনে ॥

৪। রসাল—আত্ম, অথবা রসযুক্ত।

১০। কর...সমূহ।

১৩। সাধি...সাধে—মনের আনন্দে।

—○—

৫০৭

কামোদ।

বদ্ব তদ্ব তাল মান
 অখল রমণী করত গান
 মগন হইয়া গাওয়ে বাওয়ে
 বরজ-রমণী ধনৌ ॥

কাঝরি গান মৃদঙ্গ তান ৫
 ররাব ঠমকি তান মান
 মুরজ কেরি ভেরী বায়
 দৃমি দৃমি ঘন বাজনি ॥

বীণা ত্রেণু সব মণ্ডলী গায়
 পাখোয়াজ সব কি গতি বায় ১০
 সুল্লরী পিণাক মধুর গাওনি ॥

চণ্ডীদাস দেখি মগন তায়
 গোপীর মণ্ডলী কি শোভা পায়
 আনন্দ বাড়ি সে রসের সার
 কেরি কেরি মগন চিত্ত ১৫
 বিলম্ব বিহল কামিনী ॥

—○—

নব কুঞ্জ-লীলা।

৫০৮

ধানশি।

নাগর নাগরী প্রেমের সাগরি
 এ ছই মন সরে।

ধরিয়া নাগরী নাগরের কর
 নিকুঞ্জ-বাঝারে করে ॥
 এ নব কুঞ্জর আকার সুল্লর ৫
 দেখিয়া নাগররাজ।

এক শত নারী কুঞ্জর আকার
 আসিয়া মিলল মাঝ ॥
 তা দেখি মনের নন্দন আনন্দ
 চড়িয়া কুঞ্জর পরে। ১০

রাধা শ্রাম তাই চড়ল তাহাই
 বিহার করই তারে ॥
 কুঞ্জর কামিনী বরজ-রমণী
 ফিরই যে কুঞ্জে কুঞ্জে।

এই রস-কেলি করে ছই জনে ১৫
 সকল কামনপুঞ্জে ॥

চণ্ডীদাস দেখি আনন্দ-মগন
 সুল্লর নাহিক ওর।
 নাগর নাগরী প্রেমের লহরী
 মনমথে হল ভোর ॥ ২০

—○—

৫০৯

কোথার।

দেখ দেখ অপরূপ।

এ নব কুঞ্জর শোভিছে সুল্লর
 বড় আনন্দের কুপ ॥
 নিকুঞ্জ-ভবনে বিলাসি সঘনে
 লহরী মদন জাতি ॥ ৫

মদন দংশল হিরার আঁকরে
 হেরিয়া খবল রাতি ॥

গমন মোহিত গোপিনী মোহিতে
 তেজিয়া কুঞ্জের বাস।

বিহল মদন ধামুদী ধনুক ১০
 চাড়িয়া নাগর পাশ ॥

শরের রমণী নিশিতে গমন
জানিয়া নাগর রায় ।

• • • • • • • •

এইখান হইতে মূল পুথির ৮টি পাতা নাই। অনেক
চেষ্টাতেও পাই নাই। ৪০টা পদ বাদ গিয়াছে। ৫১০ নং
পদ পড়িয়া বুঝা বাইতেছে, কোন সর্বা ত্রিককের সহিত
বনমধ্য দিয়া বাইতেছিলেন, পথে ক্লান্তি বোধ হওয়ার
উপায়ে কঁধে করিতে ত্রিকককে অঙ্গরোধ করেন। উপহার
অবকার হইয়াছে বুঝিয়া ত্রিকক সহসা অজ্ঞান হন। ৫১০
সংখ্যক পদের প্রথমংশ পুথিতে নাই।

— 0 —

430

*** আগল প্রম অভিনয়ে
বিকল হইল প্রাণ ॥

রাস-জাগরণে অলস সঘনে
অঁধি ঢুলু ঢুলু করে ।

আর আমি মেনে চলিতে না পারি ৫
শুনহ নাগর রে ॥

তবে সে বাইতে পারি এ কাননে
যদি কাঁধে করি লহ ।

তবে সে বাইতে পারি বনভিতে
 আগে এ কবুল কর । ১০

શાંતિ કહે કિહૂ ત્રણમય કામ
 હેશાંત એમન ત્રીત ।

রাখার যেমত দশা উপজন্ম
তেমতি ইহার চিত্র ॥

ভাল ভাল বলি কহে বনমালো ১৫
তোমাতে নইব কাঁখে ।

বড় মহে এই . তার পরিণাম
কহিলা শ্যামর চাঁদে ॥

সরল বচন পেয়ে সেই গোপী
উঠিয়া বসন বাঁধে । ২০

হের আলি কহে আর কিবা মোহে
মোরে আলি লহ কাঁখে ॥

স্বপ্নর শেখর জানিল অন্তর
ইহার এমন নশা ।

মদ অহঙ্কার হইল ইহার ২
পাওল বিষয় দিশা ॥

হাসি গুণমণি কহে এক বাণী
ভূমি কি চড়িবে কাঁখে ।

চণ্ডীদাস কয় বিপাক পড়িল
সে গোপী পড়ল ধম্মে ॥ ৩

— 0 —

422

41

শুন গুণমণি কহি এক বাণী
কাঁখেতে করহ মোরে ।

তবে সে এ পথে পারিয়ে চলিতে
নিশ্চয় করিয়ে তোরে ॥

আইস ধনৌ রামা কাঁধে করি তোমা ।
সেখানে বসিলা হরি ।

শ্রামের সরস বচন পাইয়া
দাঁড়াইল গোপনারী ।

বসন নিবিড় করিয়া বাঁধল
সেই যে চড়ব কাঁধে । ১০

হেন বেলে ডাধি চলি গেলা কতি
সে নব গোকুলচাঁদে ॥

সেই নব-নারী কাষ্ঠের পুতলি
দাঁড়িয়ে চেতন হরি ।

বেমন আকাশে বজর ভাঙ্গিয়া ১৫
পড়ল শিরের পরি ।

কান্দয়ে করুণে গড়িয়া কাননে
ধলায়ে ধসর ডম্ব ।

বেশন হরিণী বিকল হইয়া
কাননে বেড়ায় পুতু ॥ ২০

অচেতন সরে

রোমন বেদন

হারারে পরাণ-পতি ।

কোথা গেল নাথ ছাড়ি মোর সাথ

তোমারে না দেখি কতি ॥

সেই নব-রাসা স্তামেরে খুঁজিয়ে ২৫

একাকী কাননে পড়ি ।

মুখে নাহি বাণী বেন অনাধিনী

শিরে করাধাত পাড়ি ॥

বেস সে ধবলি সোনার পুতলি

পড়িয়া কানন-বনে । ৩০

বিকল হইয়া মূরছা খাইয়ে

কোন চণ্ডীদাস ভণে ॥

২২। ধবলি—ধরণী হইতে পারে ।

—o—

৪১২

যেবার ।

ওহে নাথ কি করিয়া গেলে ।

বজর পাড়িয়ে মোর ভালে ॥

আমি সে করল কোন কাজ ।

পরিহরি সতীপা লাভ ॥

আগু পাছু কিছু না গুলি ॥ ৫

হার মুখে কি বোল বুলি ॥

তুমি পতি পুরুষ-রতনে ।

ইহা না জানিল পরিণামে ॥

অপরাধ কেন এইবার ।

শুন নাথ মহিমা তোমার ॥ ১০

অবলা কি জানে গুণরাশি ।

আমি তোমার চরণের দাসী ॥

আপনার গুণে কর দয়া ।

লইয়াছি তুরাপদ-হার ॥

কোন হি চণ্ডীদাস বলে ।

কানু খুঁজিবারে ধনী চলে ॥

—o—

৪১৩

২।

হেথা রাখা বিনোদিনী রমণীর শিরোমণি

কাদিতে কাদিতে সেই পথে ।

প্রিয় সহচরী সনে চলে সখী অশ্রুধরে

বড়ই হইল অমুরথে ॥

বিরহে আকুল ধনী আর বত গোপিনী ৫

সেই বনে প্রবেশিল গিয়া ।

দেখিল চরণচিহ্ন বিহি পদ আছে শূন

তার কাছে কাছে আরনিয়া ॥

রমণীর পদ আছে সে পদের কাছে কাছে

ঐ দেখে নয়ন চাহিয়া । ১০

এই দেখে গুণমণি আনিয়া বা কোম ধনী

বেশ কৈল হরষ হইয়া ॥

তার চিহ্ন দেখে আরে সিন্দূর দেওল তারে

পত্রে মধি পরাইল ভালে ।

সেই পত্রে ঐ দেখে কাজলের আঁচে রেখ ১৫

সুবেশ করল কুতূহলে ॥

চন্দন দিয়াছে অঙ্গে তার চিহ্ন দেখে রঙ্গে

এই দেখে তাহার নিশান ।

নয়ন আগুন হয়ে বদনে বগন লয়ে

অতি বড় উঠি গেল মান ॥ ২০

তুলিয়া বনের ফুলে বেশ নাইল ভালে

এই দেখে কুসুম তুলিয়া ।

এই বৃক্ষ-লতা ধরি কুসুম তালল হরি

তার চিহ্ন দেখে না আসিয়া ॥

তা দেখিয়া অমুরাগী বিরহ উঠিল আগি ২৫

কোন রাসা এল কৃষ্ণ লয়ে :

চণ্ডীদাস কহে জানি সঙ্গে লয়ে গোপধনী

তারে কানু গেছেন ছাড়িয়ে ॥

১৫ এই পদ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ কোন গোপীকে লইয়া ঐরাবিকার নিকট হইতে অকৃত্রিম হন। সেই গোপীর অহংকার দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাকেও তাপ করেন ।

৪। অমুরথে...হথে ।

১১৪

কানড়া।

অতি সে আকুল দেখিয়া বিকল
সে নব কিশোরী রাই।
অতি দুঃস্থর মানেতে মোহিত
কিছু না বোলয়ে তাই।
সে কোন কামিনী কুলের রমণী ৫
কেমন তাহার কাজ।
সবারে তেজিয়া বঁধুরে লইয়া
বিহরে বনের মাঝে ॥
একে বিরহিণী বিরোগ বিরাগে
তাছে ভেল অভিরাগী। ১০
যে আছে মরমে তাহা সে করিব
বদি বা পাইয়ে লাগি ॥
সে এত ব্যথিত এ সব থাকিতে
সে হইল এতক ভাল।
এই অমুরাগ রাগিণী অন্তরে ১৫
বিরোগ উঠিয়া গেল ॥
সেই পথে চলি যায় তবে মিলি
রাখার সঙ্গেতে দেখা।
সেই গোপনারী মুচ্ছিত হইয়া
পড়িয়া আছিল একা। ২০
চণ্ডীদাস বলে শুন বিনোদিনি
ইহার ঐছন দশা।
নিষ্ঠুর বচন কহিতে ইহার
পাইলা পর ভাষা ॥ (৭)

১১৫

কানড়া।

সখি, এমন তোমারে কেন দেখি।
একলা গহন বনে পড়িয়া আছ কেনে
আভরণ সকল উপেখি ॥

রাখা আগে রুহে বাণী কি আর পুছহ তুমি
কহিতে বহুত হয়ে লাজ।

মুই অভাগিনী নারী বচন-চাতুরী কহি
করিলো আপনি অকাজ ॥
বৃন্দাবন রাসরসে আগি সব গোপী শেষে
উজাগর নিশি শেষে এই।
রাখার বাসনা সাথে কানুর চরিতে কাঁখে ১
তোমারে তেজিয়া গেল সেই ॥
আমারে লইয়া শ্যাম আইলা সে বনঠাম
আগে সে কহিল কলতাষা।
ভাজি মোর অহঙ্কার সুখ গেল ছারখার
আমার হইল হেন দশা ॥ ১০
তোমার ভাজিতে মান তেজি গেল কোন স্থান
সেই মত একাকিনী বনে।
শুনি সুখামুখী রাখা স্বপ্নে পাইয়ে ব্যথা
দীন চণ্ডীদাস ইহা ভণে ॥

রাখিকাও পূর্বে ঐক্যের কাঁখে চড়িতে চাহিয়াছিলেন
তাহাতেই ঐক্য তাঁহাকে ভাগ করিয়া বান।

১১৬

এ কথা শুনিয়া বিনোদিনী।
অধিক হইলা বিরহিণী।
কি আর করিব সখি বল।
কানু বড় নিদ্রয় হইল ॥
বনে বনে খুঁজিতে মাধাই ৫
তার দরশন নাহি পাই ॥
ভেজব কঠিন পরাণ।
সো পঁছ করল নিদান ॥
জানল ঘোহে ভেল বাস।
আমরা কি পাওব কান ১০
যার লাগি ভেল পেহ।
তছু পদে সোপনু দেহ ॥

গুরুজন পরিজন আশ ।

দূরে ভারসু অভিলাষ ॥

কুবচন করিল ভূষণ ।

অপথ সপথ কৈল পণ ॥

পাড়ার পড়সি মিল ভোর ।

সে কানু করিল নিজ কোর ॥

নিশ্চয় ভেজল গুণমণি ।

অমুরাগে বতেক গোপিনী ॥

দীন চণ্ডীদাস বলে তায় ।

এখনি মিলব যত্নরায় ॥

৯। কাঁধে চড়িব বলার আমার প্রীতি ও অপর একজনর
প্রীতি বিরূপ হইয়াছেন ।

১৬। সপথ—সুপথ ।

—০—

৫১৭

কানোদ ।

শুন গো সজনি সই কি বুদ্ধি করিব ।

কালিয়া কানুর লাগি আনলে পশিব ॥

যাহার লাগিয়ে হল এত পরমাদ ।

সে জন করিল স্তম্ভ সম্পদেতে বাদ ॥

সকল গোপিনী বলে আর কিবা দেখ ।

সে শ্রাম নৈরাশ হল কি আর উপেখ ॥

যে জন করিত দয়া সে হল নিষ্ঠুর ।

ভেজিয়াবিমুখ ভেল কৈল অভিদুর ॥

যমুনাতে গিয়ে চল মরিব ডুবিয়া ।

এ ছার জীবন কেন থাকিয়ে ধরিয়া ॥

দীন চণ্ডীদাস বলে এত পরমাদ ।

এখনি মিলব কানু মিলবেক সাধ ॥

—০—

৫১৮

কানড়া ।

শুনহ সজনি

আর কি দেখহ

মরণ হইল সারা ।

বাইয়া যমুনা

মরিব সজনি

এ শুন আমার ধারা ॥

এই মনে ঠানি

সকল গোপিনী ৫

বাইয়া যমুনাকূলে ।

১৫

সব গোপীগণ

হেন কৈল মন

কাঁপ দিতে সেই জলে ॥

বুঝিল নিশ্চয়

সেই যত্নরায়

দ্রাব্য পাতকী ভয়ে ।

১০

আসি দেখা দিল

সেই সে নাগর

বচন মধুর কয়ে ॥

দেখিয়া নাগর

গুণের সাগর

নবীন ক্রমের রামা ।

চণ্ডীদাস বলে

নাগরী সকল ১৫

উঠলি উখল প্রেমা ॥

৫। ঠানি—অহুমান করিয়া, ভাবিয়া ।

—০—

৫১৯

বাইয়া

নাগর পাইয়া

নাগরী সকল

সুখের নাহিক গুর ।

যেন বা কে ধন

পাইয়া তেমন

বঁধিয়া করিল কোর ॥

নয়নের ভারী

খসিয়া গেছিল ৫

আলিয়া বসিল পুনঃ ।

জল ছাড়া হয়ে

শকরী বিকল

সে জল পাইল হেন ॥

যেমন চাঁদের

রসের বিহনে

চকোর অবশ হয়ে ।

১০

রস পেয়ে যেন

পর্যাণে জিয়ল

ভেন সে শ্রামের পেয়ে ॥

যেন মেঘরস

লাগিয়া চাতক

পিরাসে পিঙ সে পিঙ ।

রস আলাপনে

চাতক বাঁচল ১৫

এ রস নী জানে কেউ ॥

পাইয়া নাগর নাগরী সকল

কহিতে লাগিল ভায়ে ।

এমন পীরতি নাহি দেখি কতি

চণ্ডীদাস গুণ গায়ে ॥ ২০

২। চাঁদের রস ... সুখ ।

১৫। আলাপনে ... আস্থাদনে ।

—o—

৫২০

খান্দী ।

বঁধু, ভাল সে বটহ তুমি ।

এক অপরাধ জনম অবধি

করিয়া আছিল আমি ॥

সেই অপরাধ বিষম বিবাদ

করিল নাগর রায় । ৫

আমরা অবলা অখলা কি জানি

সকল গোচর পায় ॥

কালিয়া যে জন কঠিন সে জন

এবে সে জানিল দঢ় ।

কালার সঙ্গেতে যে করে পীরতি ১০

পরিণামে হয়ে আর ॥

যখন না ছিল তোমার মিলন

তখন আছিল ভাল ।

হাসিয়া হাসিয়া জাতি কুল নিয়া

নিদানে আনল ছাল ॥ ১৫

পরের পরাণ হরিতে তোমার

ভিলেক নাহিক দয়া ।

পরবশ তুমি কি বলিব আমি

যেমন বায়ার ছায়া ॥

যেমন জলের বিদ্যুৎ সন্মুখে ২০

দেখিয়া মিলায়ে যায় ।

তোমার পীরতি দেখিতে ডেমন

দীন চণ্ডীদাস গায় ॥

১৯। বীরার—বাহুর । কাহার, নর ত ?

৫২১

খান্দী ।

ভাল হইল বঁধু তোমার পীরতি ১

নিশির স্বপন বেন ।

কহিতে কহিতে দেখিতে দেখিতে

সে সব মিছাই দেন ॥

আমরা অবলা অখলা রমণী ৫

তিলে কতবার ভুলি ।

দোষ গুণ আদি কিসের অবধি

ধরিয়াছ বনমাণী ॥

ভাল সে তোমার চরিত বেতার

এবে সে জানিষু কামু ॥ ১০

নিজবশ নহ পরবশ হও

তোমারি স্বপন ভসু ॥

তুমি দয়া কর দয়ার সাগর

কলপভরুর গাছে ।

শীতল দেখিয়া ও দুটি পক্ষজ ১৫

শরণ লইয়াছি কাছে ॥

এ নহে তোমার মহিমা করিতে

অবলা জনার দুখ ।

এড়িয়া কাননে গেল কোন স্থানে

কত না হইল সুখ ॥ ২০

চণ্ডীদাস বলে যে হল সে হল

এখন পাইলা কান ।

পরশ-রতন করিয়া কুবণ

কদয়ে করহ স্থান ॥

৭-৮। আমরা অবলা, আমাদের কত দোষ হয়, তাহা কত
দূর ধরিয়াছ ?

১১। তুমি ভক্তবশ, ইহাই কি অর্থ নহে ?

১২। তোমার সকল অলীক ।

২০। কত সুখে বিষ খটিল ।

—o—

৫২২

সিদ্ধা।

হেমে হে কমল-কান কা সনে করহ মান
দোষ গুণ কিছুই না লও।

পরবশ রস প্রেম এবে সে আনিল হেম
অমিয়া সেচনে কথা কও ॥

তোমার অমৃত বাণী কত বোল পেয়ে আনি ৫
হালি পরকিত সুখাময়।

এমন রতন ধন পাইয়া অবলা জন
কোথা ছিল হেন মনে লয় ॥

তোমার কারণে হরি গৃহকাজ পরিহরি
গুরু গরবিত যত জনে। ১০

তোমার কলঙ্ক-মালা হৃদয়ে পরেছি কালা
লইলাঙ করিয়া চন্দনে ॥

যে বল সে বল কামু তোমাংরে সঁপিযু তমু
মো সবা ছাড়িবে আনি পাছে।

দেখ দেখি ত্রিভুবনে, কে বা আছে তোমা নিনে ১৫

আর সে দাঁড়াব কার কাছে ॥

যে কর উচিত কাজ শুন হে নাগররাজ
পরভাব না করিহ মনে।

অজনারী মনকাম কে পূরাবে ওহে শ্যাম
দীন ক্ষীণ চণ্ডীদাস ভণে ॥ ২০

। পরকিত—প্রকৃত।

৫২৩

সিদ্ধা।

কি আর বলিব পায়।

শুন হে নাগর রায় ॥

তারা কি পরাণ এড়ি।

কাননে বহিলা ছাড়ি ॥

আমরা অবলা নারী। ৫

দোষগুণ নাহি ধরি ॥

তুমি সে পরাণ বন্ধু।

কেবল করুণাসিদ্ধু ॥

দীন চণ্ডীদাস কয়।

সুখারস তুমি ময় ॥ ১০

১০। তুমি সুখারসময়।

৫২৪

সিদ্ধা।

শুনিয়া রাধার বিনয়-বচন
কহিতে লাগিলা তায়।

তোমার পীরিতে এ দেহ সঁপেছি
এ কথা কহিব কায় ॥

তোমা না দেখিয়া আঁখির পলক ৫
যদি বা নাহিক দেখি।

দেখিলে জুড়াই না দেখিলে মরি
শুন শশধরমুখি ॥

হাসিয়া হাসিয়া নাগর রসিয়া
তুষিতে লাগল তায়। ১০

রসাল বচনে করিয়া সেচনে
কটাক্ষ নয়নে চায় ॥

যা হল তা হল মনে না ভাবিহ
শুনহ সুন্দরী রাধা।

তোমার মরমে আমার মরমে ১৫
সদাই আছয়ে বাঁধা ॥

রমণীমাকারে তুষিয়া নাগর
চাহিয়া সবার পানে।

এমন পীরিতি কোথাও না দেখি
চণ্ডীদাস রস ভণে ॥ ২০

৫২৫

গুরবা।

দেখিলা নাগর নাগরী সকল
দিয়া সে রঙ্গের ভার।

যেমন কুহুম মধুর সরসে
 অলিকুল পিয়ে তারা ॥
 খেতে খেতে খেতে লাখ শত শত ৫
 রমণী একে ক রয় ।
 কামু সে লুবধ ভ্রমর যেমন
 মধুপানে অভিষয় ॥
 মধুর সে মাতি যেন মস্ত হাতী
 অক্লুশ নাহিক মানে । ১০
 সবারে তুষিয়া নাগর রসিয়া
 করণ বাঁশীর গানে ॥
 মধুরস্বরে বাঁশী বাজাইয়া
 নাগর চতুর রায় ।
 গুপত পৌরতি বাঁশীর আরতি ১৫
 এ কথা না জানে মায় ॥
 নিজ নিজ গৃহে গেলা গোপীগণ
 না জানে গৃহের পতি ।
 যেমন যে ছিল তেমন পৈশাল
 ঐছন আরতি গতি ॥ ২০
 যদুনাথ গেলা নন্দের মহলে
 শুভলি মায়ের কোলে ।
 জননী না জানে এ রস বেতার
 দীন চণ্ডীদাস বলে ॥

৫। খেতে খেতে...বলে বলে ।

২০। বেতার...বাবাংর ।

রাসলীলা সমাপ্ত ।

অতুলজ্ঞাপম্বল ।

গোষ্ঠ ।

৫২৩

নিশি গেল দূর এতাত হইল
 উঠল শ্রামকচন্দ্র ।
 মুখ শশীধানি হুবাসিত জলে
 ধোয়ল গৌকুলচন্দ্র ॥

স্নেহে বশোমতী আদর স্বভাবে ৫
 এ কীর নবনী আনি ।
 কানাই-বদনে দিয়া সে বডনে
 কহেন মধুর বাণী ॥
 আজু বনে ভূমি বাবে ষাটুমণি
 শুনিতে লাগয়ে ডর । ১০
 লোকমুখে শুনি বিষম কাহিনী
 থাকয়ে কংসের চর ॥
 কামু বলে মাতা না কর সংশয়
 তোমার চরণ আশে ।
 কি করিতে পারে দুই কংসচরে ১৫
 তারে বা গণিয়ে কিসে ॥
 মায়ের করণ বচন শুনিতে
 সে হেন বাদব রায় ।
 মধুর বচন করিয়া হৃন্দন
 আরতি কহিছে মায় ॥ ২০
 কোটি কংস তারে কটাক্ষ নিমিষে
 করিতে পারিয়ে ধ্বংস ।
 কি করিতে পারে দুই কংস মোরে
 আমি ষটুকুলবংশ ॥
 মায়েরে তুষিয়ে চতুর কানাই ২৫
 শুন গো বেদনী মায় ।
 বেশের রচনা করছ রচনি
 দীন চণ্ডীদাস গায় ॥

২। শ্রামকচন্দ্র...শ্রামক, ঐক্কক ।

১৫। আশে...আশীর্বাদে ।

৫২৭

বেদনার ।

বেশ বনাইছে মায় ।
 চাঁচর চিকুর বনাই হৃন্দর
 চুড়াটি বাধিল তার ॥

বেড়িয়া মালভী আনি জাতি বৃথি

কুন্দের কলিকা দিয়ে ।

৫

হেন মনে হয়

নীল নবঘন

ছিয়াতে ভরিয়া রাখি ॥

৩৫

ভাহার উপরে

মুকুতার মালা

৮। ছ থরি...ছসারি।

প্রবাল-মাঝারে দিয়ে ॥

২৮। বাহে...বাহতে ।

সোনার দু থরি

মালা দিয়া কেরি

মাণিক খোপনি সাজে ।

৫২৮

পরশ-পাথর

গাঁথি থরে থর ১০

কি শোভা দেখ না মাঝে ॥

বেলহান ।

মহুর শিখণ্ড

দিয়া তার পর

বিনি বায়ে দেখ উড়ে ।

ফুলের সৌরভে

অলিকুল বত

উড়িয়া উড়িয়া পড়ে ॥

১৫

দুদিকে দুকানে

কদম্বের ফুল

কি শোভা পেয়েছে দেখি ।

নীলমণি যেন

হেন লগ্ন মন

নবঘন কিসে পেখি ॥

কপালে মলয়

চন্দন-তিলক ২০

তাছে গোরোচনা কেঁটা ।

শ্রীমুখ বলকে

যেমন অলকে

পূর্ণিমা চাঁদের ষটা ॥

অথর বাজুলি

যেন রাতাগুলি

কি জানি হিছুলে দলি ।

২৫

নয়ন চাতক

তাহাতে কাজল

অতি সে শোভন ভালি ॥

বাহে চার বালা

গলে বনমালা

কটীতে যুড়ুর বার ।

করেতে মুরলী

শোভে দেখ ভালি ৩০

রতন-মুপুর পায় ॥

চণ্ডীদাসে কর

নটবর রূপ

সদাই দেখিয়ে থাকি ।

৬। আনন্দে অবীর হইলেন ।

হেন বেলে বত

রাখাল বালক

আইল কানাই নিতে ।

শ্রীদাম হুদান

আর বহুদাম

বাঁশী শিলা বৈণু গীতে ॥

চল ভাই কানু কি কাল বিলম্বে ৫

হটল উছর বেলা ।

এখন কি কাজে আছ গৃহমাঝে

করহ ধেমুর মেলা ॥

ধবলী শাঙলি অতি চোরা গাভী

বদি বা উচর হয় । ১০

দূর বনে গিয়ে কোথা পড়ে ধেয়ে

এই উঠে মনে তয় ॥

তুরিত গমন কি আর বিলম্ব

রাখাল আজিনা ভরা ।

কহে হলধর যশোদা গোচর ১৫

তুমি সে করহ স্বরা ॥

এ কথা শুনিতে যশোদা-হৃদয়ে

উঠিল বেদনা বড় ।

কেমনে পাঠাব এ হেন ছাওয়াল

তুমি সে হইও দড় ॥ ২০

বলরাম-করে ধরি কিছু বলে

শুন হলধর তুমি ।

তোমার করেতে সঁপিল বাহুরে

কি আর বলিব আমি ॥

কত শত বেরি কটোরাতে তরি ২৫

রাখিয়ে এ ক্ষীর সর ।

নিশিতে পিয়াই তার নাহি লেখা

ভরিয়া এ ছুটি কর ॥

কহেন বচন বলরাম হেম

এ হরি সবার প্রাণ । ৩০

আমি সে থাকিতে কিবা তয় কর

দীন চণ্ডীদাস গান ॥

৬। উছর—অতিরিক্ত ।

১০। উচরঃ চকল, বিপথগামী ।

৫০.

রাক্ষসি ।

পুনঃ পুনঃ কহি রে ।

শুন বাপু হলধরে ॥

কেবল আঁখির আঁখি ।

তারার পুতলি সাখা ॥

তুমি ত প্রবীণ বট । ৫

আমার বাহুরা ছোট ॥

আপনার কুখার বেলে ।

খাইতে দিও ত ভালো ॥

সন্মুখে রাখিও কানু ।

তুমি চরাইবে ধেমু ॥ ১০

কানুর ধরাতে বাঁধি ।

ক্ষীর ছেনা নদী টাছি ॥

বাহুরে করিয়া কোলে ।

আপনি খাইবে বলে ॥

দুখিনী অভাগী আমি । ১৫

কেবল ভরসা তুমি ॥

তিলে না দেখিলে মরি ।

এই নিবেদন করি ॥

এ কথা যশোদা বলে ।

চণ্ডীদাস কহে ভালো ॥ ২০

১৪। বল, আপনি তাহাকে খাওয়াইবে ।

—○—

৫০.

বেলোয়ার ।

চলিলা রাখাল সকল মণ্ডল

লইয়া ধেমুর খাল ।

হৈ হৈ বলি দিগে করতালি

নন্দের নন্দন ভাল ॥

কেহ নাচে গায় কেহ বেণু বায় ৫

কেহ বেণু দেয় মাড়া ।

কেহ ভাল মান করে অতি গান

কেহ নাচে অতি গাড়া ॥

কেহ বলে ভাই কোন্ বনে যাবে
কহত বোলত ভেয়ে । ১০
সেই বন পানে চলে ধেমুগণে
তবে যাই ধেমু লয়ে ।
বলরাম ভায় কহিছে সবহি
কানাই বাহাই বলে ।
সেই দিহ পানে চালাহ রাখাল ১৫
আমি সে কহিয়ে ভালে ॥
যতেক রাখাল কহে বারে বারে
শুন হে রাখাল কানু ।
আজু কোন্ বনে বলহ বচনে
কোথারে চালাব ধেমু ॥ ২০
কানু বলে আজু চালাহ সবনে
ভাণ্ডীর-কানন বনে ।
সেই বনমারে চালাইবে পাল
দীন চণ্ডীদাস ভণে ॥

—○—

৩৩২

বেলোয়ার ।

ভাণ্ডীর কাননে চলে ধেমুগণে
সকল রাখাল মেলি ।
নানামত খেলা সকল রাখালে
দিয়ে উঠে করতালি ॥
আর বত লীলা বিস্তার আছয়ে ৫
ভাগবত স্থখ কেলি ।
সংক্ষেপ রচনা কিছু কিছু আছে
কেবল কুটক বলি ॥
আর পরমাদ গড়িল সংসার
গোকুলে নন্দের ঘরে । ১০
এ কথ্য না জানে কৃষ্ণ বলরাম
গোষ্ঠের লীলাতে ভোলে ॥

নানামত খেলা সকল রাখাল
খেলয়ে মনের মনে ।
অবসান-কাল আসিয়া হইল ১৫
জানিস বালকগণে ॥
আজিকার মত খেলা সমাধিয়া
চলহ গোকুল পুরে ।
কালি আসি বনে খেলাব যতনে
শুন ভাই হলধরে ॥ ২০
জড় কর পাল সকল রাখাল
শিক্ষাতে দেহত সান ।
চলি যায় সব রাখালমণ্ডল
বিজ চণ্ডীদাস গান ॥

৮ । কুটক...একটু—সামান্য ।

৯-১০ । অক্রয়গমনরূপ বিপদ ।

২১ । জড়...একজ ।

—○—

৩৩৩

পূরবি ।

চলত নাগর কান ।
রাখাল চলিয়া যান ॥
কেই নাচে গুণগানে ।
যমুনা সরস মানে ॥
উঠিল বেণুর সান ।
ধেমু চলে আশ্রয়ান ॥
মুরলী শ্রবণ রবে ।
পাষণ হইছে জবে ॥
কানুর বাঁশীর গানে ।
যমুনা উজান পানে ॥ ১০
চলি যায় নানা রঙ্গে ।
নবীন রাখাল সঙ্গে ॥
গোকুল মুখেতে চলে ।
হৈ হৈ রব বলে ॥

গদগদ হৈয়া ভাবে আবেশিয়া
 সুখের নাহিক ওর ॥
 আজু দেখিব চরণ দুখানি ৫
 লোটায়ে পড়িব ভায় ।
 প্রেমে কত শত প্রণাম করিব
 সে ছুটি কমল-পায় ॥
 তবে বহুনাথ ধরি ছুটি হাত
 পরশ করব মোরে । ১০
 আলিঙ্গন রসে গদ গদ হব
 ও নব নাগরবরে ॥
 পাইয়া পরশ হইব হরষ
 'ডাসিব আনন্দ-জলে ।
 এ সব কাহিনী কহিতে চলল ১৫
 দীন চণ্ডীদাস বলে ॥

—o—

৩১

গড়া।

এ সব বচন ভাবিতে ভাবিতে
 অজু চলিয়া যায় ।
 প্রেমের স্বভাবে রসে আবেশিয়া
 পুলক হইছে গায় ॥
 যেমন কদম্ব- কেশর ফুটল ৫
 তৈছন অজুর দেহা ।
 প্রেম অশ্রুজলে আঁখি ঢল ঢল
 বিসরল নিজ গেহা ॥
 যেদবিন্দু অতি ক্ষেণেক চেতন
 ক্ষেণেক অবশ হয় । ১০
 ভাবের বিকারে আপনা পাশরে
 আপনার বশ নয় ॥
 কংস রাজা হইতে আমার হইল
 ও পদ দর্শন লেহ ।

সে রান্না চরণে লোটায়ে পড়িব ১৫
 নিজ আপনার দেহ ॥
 কিবা সুখদশা সুখে নাহি স্নেহা
 জনম সকল মানি ।
 প্রভুর চরণে দেখিব নয়নে
 কহিব বচন বাণী ॥ ২০
 যে পদ-পরশ আশে অবিরত
 ত্রাণাদি যতেক দেবা ।
 বৃন্দাবনে আসি তরুলতা হয়ে
 থাকিয়া করয়ে সেবা ॥
 দেব শূলপাণি অবিরত গুণি ২৫
 গাইছে পরম সুখে ।
 মুনি ঋষিগণ করয়ে স্তবন
 অতি সে পরম রসে ॥
 গোকুল-ঈশ্বর গোকুলে আসিয়ে
 জন্মিলা নন্দের ঘরে । ৩০
 চণ্ডীদাস বলে হেনক সম্পদ
 হেরিব মনের সারে ॥

- ১৬। 'নিজ আপনার', 'বচন বাণী', 'তের দেখ',
 'পরল বিধ', এরূপ বিকৃতি চণ্ডীদাসের পদে
 বিরল নহে ।
 ৩২। 'সরে' কথাটা নানা অর্থে নানা স্থানে
 ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার প্রকৃত অর্থ
 স্থির করা কঠিন ।

—o—

৩৩

নিষুড়া।

মুনিগণ বারে ভাবে নিরন্তরে
 অনন্ত সহস্র মুখে ।
 সৈ জন না পায় মহিমা অপার
 আনকি আনিব লোকে ॥

ধন্ত সে গোকুল নগর সকল ৫
 সদাই দেখয়ে কান্দু ।
 ধন্ত সে বশোদা ধন্ত সে গোপিনী
 সঁপিল আপন ভসু ॥
 ব্রজবাসী বাল্য ভাল পেয়ে মেলা
 কানাই সঙ্গেতে খেলে । ১০
 ভাই ভাই বলি কাঁধে করে লয়ে
 চরায় খেমুর পালে ॥
 না জানে লোকেতে গোলোক-ঈশ্বর
 বিহরে গোলোকপতি ।
 নয়ন ভরিয়া চাঁদমুখ দেখে ১৫
 আনন্দে এ দিন রাত্তি ॥
 স্নেহভাবে সেই নন্দ বশোমতী
 করিয়া বালক-ভাব ।
 পতিতাবে গোপী পৌরিত্তি করিয়া
 তারে শেষে হরিলান্ত ॥ ২০
 কানাই রাখাল করিয়া মানল
 গোকুল পুরের লোক ।
 কৃষ্ণরূপ হেরি আনন্দে বিহরে
 নাহি কোন দুখ শোক ॥
 চণ্ডীদাস আশ করে পদতল ২৫
 তাহার কণিকা পেতে ।
 মন নহে ভাল চিন্ত নহে দঢ়
 কেমনে পাইবে তাখে ॥

—o—

৩৩

৩

গদ গদ প্রেমে পথে বার চলি
 আনন্দ হইয়া বড়ি ।
 অজ্ঞানে অঙ্গ ভিড়িল সঁকল
 রথের উপরে পড়ি ॥

এই মত কত ভাবের উদয় ৬
 অক্রুর মহা সে মতি ।
 শুভ রশা মোর আজি সে কলি,
 দেখিব গোলোকপতি ॥
 যে পদপল্লব যোগীর ধ্যান
 করিলে নাহিক পায় । ১০
 সে জন দেখিব নয়ন ভরিয়া
 দু আঁখি জুড়াব তার ॥
 এই সব কথা ভকত বিচার
 করি গেলা মনে মনে ।
 বিষম পড়িল গোকুল নগরে ১৫
 দীন চণ্ডীদাস ভণে ॥

—o—

শ্রীরাধিকাকান্ত স্তব্ধ ।

৩৩

৩৩৩১ ।

প্রভাতে উঠিয়া বিনোদিনী রাখা
 কহিতে লাগিলা কথা ।
 তোমরা শুনিলে এ সব কাহিনি
 হিয়ায়ে পাইবে ব্যথা ॥
 আজুর নিশির স্বপন দেখিল ৫
 অতি অদভুত বাণী ।
 শুনহ সজনি তোমরা চেতনি
 কি হয়ে নাহিক জানি ॥
 সব সখী বলে কহ কহ রাখা
 কি হেতু ইহার শুনি । ১০
 রাই কহে সব নিশির স্বপন
 কহিতে লাগিল বাণী ॥
 নিশি অবশেষে যুমে অচেতন
 হেনক সময় কালে ।
 রথ আরোহণ করি একজন ১৫
 আইল গোকুলপুরে ॥

আমি যেন বিকে বড়াইএর সাথে
গেছিল গোকুল পুরে ।

১৮ন বেলা দেখা হইল আমার
কহিতে লাগিল তারে ॥ ২০*

রথ আরোহণে কোথারে গমন
এ পথে বাইছ তুমি ।

কি নাম তোমার কহিবে গোচর
তাঁহারে কহিল আমি ॥

কহিতে লাগিল সব বিবরণ ২৫
অক্রুর আমার নাম ।

কৃষ্ণ বলরামে আনিতে যতনে
এ কংস রাজার ধাম ॥

এ কথা শুনিয়া বেদন পাইয়া
আসিতে গৃহের মাঝে । ৩০

চণ্ডীদাস বলে নিশির স্বপন
মিছা হয় সব কাজে ॥

—○—

৪৪১

১৪৪১।

এ কথা কহিতে সব সখীগণ
কহিছে রাখার কাছে ।

স্বপন আপন না হয় কখন
শয়ে এক সাঁচা আছে ॥

হেন বেলে মোর নির্দ জুরে গেল ৫
হিয়ারে হইল দুখ ।

সেই সত্য মোর কিছু নাহি ভায়ে
অঙ্গেতে নাহিক স্মৃথ ॥

কোন সখী বলে অনুভবে দেখি
ঐছন করিয়া হিয়া । ১০

কি জানি স্বপন কি না হয়ে পুন
গণাহ গণক লয়া ॥

ভাল না কহিলে মরম-সখি হে
মনেতে লাগল মোর ।

দেয়াশীর ঘর বাহ একজন ১৫
বুঝ ইহার ওর ॥

এক গোপনারী দেয়াশীর ঘর
গেল সে বিরসমতি ।

গৌরীর মাথায় ফুল চড়াইয়া
বুঝ এ কাজ গতি ॥ ২০

ফুল চড়াইল গৌরীর মাথায়
দেয়াশী কহিছে ভালে ।

যে কারণে পোপী আরাধল আসি
দিবে সে মাথার ফুলে ॥

ফুল নাহি নড়ে ভূমে নাহি পড়ে ২৫
দেয়াশী কহল তায় ।

অতি অমঙ্গল পড়ল গোকুল
না জানি কি জানি হয় ॥

চণ্ডীদাস বলে শুন গোপনারি
সকল মিছাই নয় । ৩০

কখন কখন কাজের গোচর
কিছু কিছু সত্য হয় ॥

৩-৪। নিজের স্বপন শতকরা একটা সত্য হয় ।

৫-৮। রাধিকার উক্তি ।

১০-১৬। রাধিকার উক্তি, ভাল না কহিলে, ভালই বলিলে

—“না”র নিষেধ অর্থ নহে ।

—○—

৪৪২

১৪৪২।

সেই গোপ-নারী রাখার গোচর
কহিতে লাগল গিয়া ।

সেই গৌরী-শিরে পুষ্প চড়াইতে
দেয়াশী বিনয়ু হৈয়া ॥

না পড়ল তার শিরে এক ফুল ৫
শুনহ হৃদরী রাখা ।

...

...

অমঙ্গল যেন অনেক অন্তর
সকল দেখিল বাধা ।

আসিতে অক্রুর দেখি অমঙ্গল
পথের মাঝারে চিহ্ন ।

এ কথা শুনিয়া সবার চিত্তেতে
বিস্ময় জাবল বাড়ি । ১০

শব্দ চক্রে গদা পদ্য সে পতাকা
রহিছেন অশ্রু অশ্রু ॥

গণক আনিয়া তারে গণাইব
সে জন পাড়িয়ে খড়ি ॥

দেখি সে চরণ পড়িয়া সঘন ৫
লোটাওয়া পড়ে অঙ্গ ।

আসিয়া গণক বলিলেন তখি
লিখিল বোলই ঘর ।

প্রেমে গদগদ হৃথের আনন্দ
উঠিল আনন্দ রঙ্গ ॥

তাতে আঁক রাখে বেদ পরিমাণ ১৫
খড়ি দিল তার পর ॥

প্রদক্ষিণ করি অষ্টাঙ্গ প্রণাম
সহস্র সহস্র করে । ১০

প্রথম বামের ঘর ছাড়াইয়া
তার পাশে পড়ে খড়ি ।

নয়নের জলে অঙ্গ বাহি যায়
যেমন যমুনা-নীরে ॥

সীতার ঘরেতে খড়ি বসাইল
এ কথা কহিল ডেড়ি ॥ ২০

অচেতন পেয়ে পড়ে মূৰছিয়ে
চেতন নাহিক হয় ।

সীতার ঘরেতে বহু দুখ বোলে
গণক কহিল তায় ।

বহুক্ষেণে তবে চেতন পাইয়ে ১৫
উঠিল সে মহাশয় ॥

* * * * *
* * *

যমুনা দেখিয়া প্রণাম করিলা
ভূমি সে সুধন্ত মানি ।

মনে করি কিবা কহে খড়ি দিয়া ২৫
গণক কহিল পুনঃ ।

তোমার তীরেতে বিহরি খেলয়ে
সে হরি গোকুলমণি ॥ ২০

এই মনে কর রহে গিরিধর
মথুরা না যায় যেন ॥

এ বোল বলিয়া গেল পার হইয়া
প্রবেশে গোকুল পুরে ।

সীতার ঘরেতে এ খড়ি উঠল
সামাল কহল তায় । ৩০

নন্দের দুয়ারে রথ আরোপিয়া
চলিলা মন্দির পরে ॥

এ কথা শুনিয়া ব্যথিত হইল
ষিহ চণ্ডীদাস গায় ॥

দেখি নন্দ ঘোষ হইলা সন্তোষ ২৫
বসিতে আসন দিয়া ।

পান্য অর্ধ দিয়া তাহারে ভুজিল
অতি সে আনন্দ হয় ॥

মানা আরোজন বিবিধ ব্যঞ্জন
রন্ধন করায় তখি । ৩০

৭-৮। অন্তরে অনেক অমঙ্গল দেখিলাম ।

দ্রুত দুগ্ধ তথি মিক্তার সাকরি
বিবিধ ভোজন রীতি ॥

চণ্ডীদাস বলে নন্দের সনেতে
দৌড়ে করে কোলাকুলি ।

আনন্দ মগন ভেল দুই জন ৩৫
কথার চাতুরী মেলি ॥

৪। অন্ন অন্ন .. গৃথক্ ভাবে ।

৩১। সাকরি .. শর্করা ।

৩৬। দুই জনের মধ্যে নানা কথা হইতে লাগিল ।

—○—

গৌরী ।

বিচিত্র আসনে বসিলা সঘনে
রঞ্জন করিলা তায় ।

ভোজন করিল অতি বিলক্ষণ
আচমন করি তায় ॥

আচমন করি বিচিত্র পালঙ্কে ৫
শুভল অক্রুর রায় ।

কপূর তাম্বুল আনল মধুর
নন্দ বোগাইল তায় ॥

তবে পুছে বাণী কহ কহ শুনি
কেন বা আইলে ইথে । ১০

কহ সমাচার কি হেতু বেতার
অক্রুর বলেন তাথে ॥

ধনুর্ঘণ্য বজ্র করে নরপতি
শুন নন্দ ঘোষ রায় ।

কৃষ্ণ বলরাম দুজনে লইতে ১৫
আইল আরতি তায় ॥

ঘোরে পাঠাইল গোকুল নগরে
লইতে এ দুই ভাই ।

শুনিতে নন্দেয় হিয়া দর দর
আঁধার মানিল তাই ॥ ২০

কি বোল বলিলে যেমন বজ্র
পড়িল নন্দেয় মুখে ।

যেমন আকাশ কুলিশ পড়ল
শুনিতে তাহার তুণ্ডে ॥

চণ্ডীদাস বলে আর কি বাঁচিব ২৫
গোকুলে গোপীর প্রাণ ।

বিফল করল সকল অধির
ছাড়িব নাগর কান ॥

—○—

ধানসী ।

এ কথা যখন শুনিল যশোদা
কহিতে লাগল তায় ।

কি বোল কি বোল আর আর বল
ঘন ঘন পুছে তায় ॥

কাঁদি কহে নন্দ ঘুটিল আনন্দ ৫
অক্রুর আইল নিতে ।

কৃষ্ণ বলরাম লইতে দুজন
এই সে কংসের চিতে ॥

এ কথা শুনিয়া নন্দ পানে চেয়ে
পড়িল ধরণীতলে । ১০

কি হল কি হল গোকুল নগরে
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে ॥

যেমন কুলিশ ভাদ্রিয়া পড়িল
ভেমন যশোদা মাথে ।

কি শুনিল মুই দারুণ বচন ১৫
অক্রুর আইল নিতে ॥

বাহার ভয়েতে বেধিত অস্তর
নিতি পাঠাইত চর ।

বাছু ধরিবারে গহন কাননে
আঁচেকত হয়ে ডর ॥ ২০

তাহে কংস ঠামে বাব দুই জনে
 না জানি কি জানি করে।
 মায়ের অন্তর বাবে জর জর
 এমল নাহিক সরে ॥
 চণ্ডীদাস বলে শুন নন্দরাণি ২৫
 যে জন গোকুলপতি।
 কি করিতে পারে কংস নৃপবরে
 সে জন রহিব কতি ॥

০। ডর...ভীতিপ্রদর্শক।

১। বাব...বাবে।

—o—

গৌরী।

হেন বেলে শিখা বেণু বাজাইয়া
 রাখাল আসিছে পথে।
 কৃষ্ণ বলরাম মাঝারে করিয়া
 ধেমুপাল লয়ে যতে ॥
 হৈ হৈ রবে প্রবেশ করল ৫
 গোকুল নগর পুরে।
 নিজ গৃহে গৃহে গেলা অজবালা
 লইয়া ধেমুর পালে ॥
 নিজ গৃহে গেলা কৃষ্ণ বলরাম
 যশোদা আনন্দ বাড়ি। ১০
 ধেমুগণ যত সব সমাধিয়া
 লখনে নিখাস ছাড়ি ॥
 কোলে লয়ে কানু এ ক্ষীর নবনী
 পিরায় মনের সুখে।
 বিবিধ শাকর চিনি ছেনা সর ১৫
 দিছেন ও চাঁদ-মুখে ॥
 কানাই পুছল শুন গো জননি
 ঘায়ে বা কিসের রথ।

কহেন যশোদা কানাই গোচর
 বড় হল অমুরথ ॥ ২০
 কহ কহ শুনি যশোদা জননি
 হাসিয়া মায়ের কোলে।
 কিসের কারণে কহ গো জননি
 শুন কি তাহার বোলে ॥
 কংস পাঠাইয়ে অক্রুর আসিয়ে ২৫
 কৃষ্ণ বলরাম নিতে।
 ধমুশ্রয় যজ্ঞ করে নরপতি
 সেই সে তাহার চিতে ॥
 হাসি যদুনাথ বচন ভারতী
 কহেন মায়ের পাশে। ৩০
 তার কি বা শুয় না কর সংশয়
 কহেন এ চণ্ডীদাসে ॥

—o—

কানড়া।

হেনক সময় অক্রুর দেখল
 আয়ল অক্রুরপতি।
 চরণ-কমলে পড়ল ভৈরবনে
 করেন আরতি রীতি ॥
 কৃষ্ণ বলরাম ধরি দুই জন ৫
 করিল তাহারে কোড়।
 আলিঙ্গন দিয়া বচন মধুর
 সুখের নাহিক ওর ॥
 কহ কহ দেখি কিসের কারণে
 আইলে গোকুল পুরে। ১০
 তোমা লইবারে আমার গমন
 শুনহ বচন ধীরে ॥
 বলরাম আর দেব দামোদর
 কহিল নৃপতি মোরে।
 ধমুশ্রয় যজ্ঞ করে নরপতি ১৫
 আয়ল গোকুল পুরে ॥

কৃষ্ণ বলরাম আনহু দুজনে
তুরিত গমনে গিয়া ।
এখ আরোহণে করহ গমনে
তুরিতে আসিবে লয়া ॥ ২০
এ কথা শুনিয়া অক্রুরে তুঘিয়া
কৃষ্ণ বলরাম দুই ।

কৃষ্ণ-মুখ চেয়ে গদগদ হয়ে
চণ্ডীদাস গুণ গাই ॥

— ০ —

১৪৮

৩।

অক্রুর চরণে পড়িয়ে করয়ে
স্তবন স্মরণ ধ্যান ।
পরশ করিতে তাহার হৃদয়ে
লইল ব্রহ্মহি জ্ঞান ॥

তুমি চক্রপাণি তুমি বেদধ্বনি ৫
• তুমি যে পরমকায় ।

যে জন স্তবনে না পায় ধ্যানে
বুঝিতে না পারি মায়া ॥

তুমি চন্দ্র আদি দিবাকর সিদ্ধি
তুমি ত ভুবনধাতা । ১০

তুমি চরাচর তুমি সে আকাশ
তুমি যে দেবের কর্তা ॥

তুমি হতাশন তুমি সে কারণ
তুমি সে করুণাসিদ্ধ ।

এ ভবসায়র করণ ধরম ১৫
তুমি সবাকার বন্ধু ॥

বেদে দিতে নারে বাহার সোমা
অনন্ত সহস্র মুখে ।

বলিয়া বলিতে না পারে বন্ধনে
আম কি জানিব মোকে ॥ ২০

তুমি বাহুদেব তুমি নারায়ণ
অচ্যুত অনন্ত হরি ।
তুমি হরীকেশ তুমি দামোদর
তুমি সে ও বনমালী ॥

* * * * * * * * * * ২৫
* * *

তুমি সে মাধব তুমি পুণ্ড্রাভ
তুমি পুণ্ডরীকধারী ॥

তুমি জনার্দন তুমি পুরুষোত্তম
কি জানি মহিমা তার । ৩০

দেব অগোচর না হয় গোচর
চণ্ডীদাস গুণ গায় ॥

৪। ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিল ।

১২-২০। অনন্ত যখন সহস্র মুখে বলিতে পাবেন না,
তখন আমি কেমন করিয়া তাঁহার মহিমা জানিব ।

— ০ —

১৪৯

বড়ারি ।

করপুট হইয়া গদ গদ ভাবে
এ সব কহিলা যবে ।

হরষ বদন মদনমোহন
কহিতে লাগিলা তবে ॥

তুমি সে পরম পবিত্র মানল ৫
কহেন গোলোকপতি ।

হাতে ধরি তবে উঠায়ল হরি
করল পীরতি রীতি ॥

কহেন অক্রুর বচন মধুর
আজু শুভ দিন মোর । ১০

তোমার পরশে এত দিন মুই
পবিত্র করল কোড় ॥

জন্ম শুভদিন হইল আমার
পাইল পরম খেদে ।

কি কহির আমি কহন না যায় ১৫

ও পদ পাইল সাধে ॥

করে ধরি হরি বসাইল বেরি

আনন্দ-রসের কথা ।

নানা উপচার বিবিধ বিধানে

পূজল সে নন্দ তথা ॥ ২০

কহে নন্দ ঘোষ ঘোষণা সকল

ডাকিয়া আনিল গোপে ।

দধি দুগ্ধ হুতে সাজাই শকটে

আরতি হইল ভূপে ॥

শকট লইয়া হুত দধি লয়া ২৫

সাজাহ তুরিত করি ।

প্রভাত হইলে বাইব মধুরা

রাম হলধর ধরি ॥

চণ্ডীদাস বলে বিষম হইল

আকুল গোকুলবাসী । ৩০

হুথ গেল দূর হুথ অবশেষ

উঠল ছুথের রাশি ॥

—o—

...

রাবকেলি ।

পড়িল ঘোষণা নগর চাতরে

যত যত গোপগণে ।

শকটে শকটে পুরিল সকলে

দধি দুগ্ধ হুত সনে ॥

বাজায় বাজনা নন্দের দুয়ারে ৫

পড়িয়াছে খারী খাই ।

এ কথা শুনল অজরামাগণ

কিসের বাজনা ওই ॥

এক নব-রামা রাখা পাঠাওল

বুঝহ কি হেতু বাজ । ১০

তুরিত গমন করহ এখন

বাইয়ে নন্দের মাঝ ॥

সেই গোপ-নারী তুরিত গমন

করল নন্দের ঘরে ।

বাইয়া দেখল বুঝল সকল ১৫

বজর পড়িল শিরে ॥

প্রভাত হইলে কৃষ্ণ বলরাম

বাইব মধুরাপুরে ।

এ কথা শুনিয়া সেই নব-রামা

তুরিতে গমন করে ॥ ২০

রাধাবে কহিতে চলে সেই সখী

শুনহ আমার বাণী ।

কহিলে কি হয় হেন মনে লয়

শুনহ রমণী ধনি ॥

কহ কহ শুনি কি হৈল গেছিল ২৫

কহিতে লাগিল বাণী ।

* * * * *

* * * * *

অক্রুর বলিয়া একজন আইল

কৃষ্ণ বলরাম নিতে । ৩০

রথ আরোহণ করিয়া আইল

এবে সে দেখিল ভিত্তে ॥

চণ্ডীদাস বলে নিশ্চয় বাইব

কৃষ্ণ বলরাম দুই ।

সুরহিত হয়ে পড়িল গোপিনী ৩৫

এত দিনে গেল এই ॥

১। চাতরে .. চতুরে ।

২৩। বলিলে না জানি, তুমি কি করিবে । বিষম শোক করিবে ।

—o—

৫৫১

বাদনী।

ললিতার কথা শুনি হাসি হাসি বিনোদিনী
কহিতে লাগিল ধনী রাই।
আমারে ছাড়িয়া শ্রাম মধুপুরে যাইবেন
এ কথা ত কভু শুনি নাই ॥
হিয়ার মাঝারে মোর এ ঘর মন্দিরে গো ৫
রতন-পালঙ্ক বিছা আছে।
অমুরাগের তুলিকায় (৭) বিছান হয়েছে তার
শ্রামচাঁদ ঘুমায়ে রয়েছে ॥
তোমরা যে বল শ্রাম মধুপুরে যাইবেন
কোন পথে বঁধু পলাইবে। ১০
এ বুক চিড়িয়া যবে বাহির করিয়া দিব
তবে ত শ্রাম মধুপুরে যাবে ॥
শুনিয়া রাইএর কথা ললিতা চম্পকলতা
মনে মনে ভাবিল বিস্ময়।
চণ্ডীদাসের মনে হরক হইল গো ১৫
সুচে গেল মাধুরের ভয় ॥

৫৫২

বেলয়ার।

অতি আনা গোনা বিবম বাজনা
শুনিয়া গৌশিনী বড়।
হিয়া হট্ কট্ অতি সে ব্যথিত
তাঁহা না সহিব কত ॥
অব কি করব পরাণে কি জীব ৫
কি শুনি দারুণ বাণী।
যে দেখি স্বপনে সেই কলে আসি
নিশ্চয় স্বপন মানি ॥
দেয়াশী জানল গণক কহল
সিঁহা মহে কোন কথা। ১০

তাঁহা সে দেখল মনে বিচারল
বিবল নহিল হেথা ॥
কাঁদে গোপীগণ হইরা রিমন
উপায় কহ না সখি।
কিলে বৃন্দাবনে রহে বনমালী ১৫
সে হেন কমল-আঁখি ॥
প্রভাত হইলে যাবে মধুপুরে
ঘোষণা শুনিয়ে বড়ি।
গোপগণ করে দধির আটন
শকট সাজিল সারি ২০
নন্দের দুয়ারে বিষম বাজনা
বাজত না-কড়ি।
চণ্ডীদাস বলে প্রভাত হইলে
বাইব গোলোক হরি ॥
৭-৮। স্বপ্নে বাণ দেখিয়া, তাঁহাই সত্য হইল। স্বপ্ন
সত্য বটে।

— ০ —

৫৫৩

গটময়ী।

গগনে দারুণ নিশি।
প্রভাত হইল হেন বাসি ॥
নিশি হুতরে করিয়ে মিনতি।
এইহন থাকহ তুমি নিতি ॥
প্রভাত না হও তুমি টাঁদ ৫
বেকত রহিত গতি ছাঁদ ॥
কেহ বলে শুন ধনী রাই।
উপায় করিতে আছে তাই ॥
আঁচলে ঢাকিব নিশি চাঁদে।
বেন মতে অঙ্ককার বাঁধে ১০
কেহ বলে হব রাহ বাসি।
চাঁদে যেন থাকিয়ে গরাসি ॥
যেমনে নহত পরভাতে।
তবে রহে প্রভু অগ্নাধে ॥

কেহ বলে হব দিঠি বাধা ।

অমঙ্গল উঠার সমাধা ॥

কেহ বলে হইব শৃগালী ।

দক্ষিণে চলিয়া যাব ভালি ॥

কেহ বলে সম্মুখে যোগিনী ।

বাধা মানি রহে গুণমণি ॥

কেহ হব বজর কুলিশে ।

বধিব অক্রুর মরে জিলে ॥

তবে সে রহেন গুণমণি ।

চণ্ডীদাস কহে কিছু বাণী ॥

—o—

গটমঞ্জরী ।

এই অনুমান করে গোপীগণ

আকুল হইয়া প্রাণ ।

কেমনে রহিলে কহ কহ দেখি

রসিক নাগর কান ॥

কহে গোপীগণ শুনহ বচন ৫

এই সে ভালই মানি ।

কৃষ্ণ ছাড়ি গেল কি আর করিব

তবে সে ভেলিখ প্রাণী ॥

যে জন না দেখি আশির পলকে

তবে সে মরিয়া থাকি ১০

দেখিলে জুড়াই এ পাগ-পরাণ

শুন গো মরম-সখি ॥

ভিলেক কখন বা সনে বিরোধ

বদি বা কখন হয় ।

লাখ যুগ মানি কি হয় না জানি ১৫

এমত গভিকে কর ॥

সে জন বিধনে বাঁচিব কেমনে

তবে কি পরাণে জীব ।

আঁখি আড় হৈলে

অবলার প্রাণ

তখন মরিয়া যাব ২০

বাহার কারণে

সব তেয়াগিনী

কুলেতে দিয়াছি ডোর ।

গুরু গরবিত

এ হেন বেধিত

বত জন প্রাণ মোর ॥

চণ্ডীদাস বলে

শুন ধনী রাধে ২১

ঐছন পৌরিত তার ।

এমতি পৌরিত

ছাড়িব কেমনে

যমুনা হইব পার ॥

—o—

গটমঞ্জরী ।

হেনক সময়

প্রভাত হইল

সাজল সকল লোক ।

দধি দুগ্ধ সর

শকটে পুরল

পাইল দারুণ শোক ॥

রথের সাজন

করিতে তখন ৫

সেই সে অক্রুর মতি ।

চল চল বলি

পড়ে ছলাছলি

পরমান পড়ে তখি ॥

নন্দ বলে বাপু

কৃষ্ণ হলধর

করহ বেশের কাজ ১০

মথপুর ঘর

বাইতে হইল

ভূপতি কংসের মাক ॥

নানা পরিপাটি

নীল খড়া আঁটি

বাঁধল বিনোদ চুড়া ।

নানা কুলদাম

বেশ অনুশ্রম ১৫

তাহে মালতীর বেড়া ॥

হেম মুকুতার

বেড়ি তার মালা

কি তার গাঁথনি পাশে ।

তা দেখি সকল নাগরী ভুলল
ভুলল গোহুল দেশে ॥ ২০

তাহা হুশোভন অতি বিলক্ষণ
নব মন্থরের পাখা ।

যেমন আকাশে আসিয়া বেড়ল
ইন্দ্রধনু দিল দেখা ॥

চন্দনে লেগিত ক্রীড়াজ শোভন ২৫
এ তাড় বলয়া সাজে ।

সোনার যুজুর বাজয়ে মধুর
সোনার নুপুর বাজে ॥

হু হু এক বেশ সমান সাজল
কি তার কহিব কথা । ৩০

করেতে মোহন বাঁশাটি শোভন
দেখিতে হৃদয়ে ব্যথা ॥

হলধর হাতে শিঙ্গাটি সাজল
হু হু সে মায়ের কাছে ।

চণ্ডীদাস বলে দেখিয়া জননী ৩৫
পরান তেজয়ে পাছে ॥

—○—

অশোদা-বিলাস ।

৩৩

হুড়ি

কোথারে সাজিয়েছ ।

কাহার জনম সকল করিতে
এ বেশ বনিয়েছ ॥

চাঁদমুখ চেয়ে বশোদা জননী
পড়ে মুগ্ধিত হয়ে । ৫

কেমনে বাঁচিব তিলেক না জীব
দেখিবে বেকত হয়ে ॥

কিসের কারণে এ ঘর করণে
আগুনি তেজিয়ে দিয়া ।

তোমার বিহনে মরিব সঘনে ১০
যাব সে বাহির হয় ॥

কেবল নয়ান তারার পুতলি
তোমা না দেখিলে মরি ।

যখন দেখিয়ে ও চাঁদ-বদন
তবে সে চেতন ধরি ॥ ১৫

যবে যাহ গোষ্ঠে দেখুগণ লয়ে
সেখানে থাকয়ে প্রাণ ।

যবে সে স্তনিয়ে কুশল-বারতা
স্তনিয়ে বেগুর সান ॥

অনেক তপের ফল পরশনে ২০
পাই সে তোমা সে ধনে ।

বিহি নিকরুণ এবি সে জানল
দীন চণ্ডীদাস ভণে ॥

১০। সঘনে...শীঘ্র ।

১২। সান...সঙ্কত শব্দ ।

—১—

৩৩

৩৩

আর কি পরাণে জীব ।

তোমা ধন ছাড়ি কেমনে বকিব
এখনি পরাণ দিব ॥

বশোদা রোহিণী চাঁদ-মুখ চেয়ে
কাদয়ে করুণস্বরে । ৫

হিয়া আনচান কি যেন করিছে
পরান কেমন করে ॥

মায়ের পরাণ ধৈর্য না রহে
বিষম বেদনা পেয়া ।

অচেতন তমু পড়িয়া কৃতলে ১০
হলধর পানে চেয়া ॥

আর সে কাহারে আশিয়া নবনী
সে চাঁদ-বদনে দিব ।

যনে যনে মুখ দূরে বাবে হুখ
এ শোকে কেমনে জীব ॥ ১৫

শুন নন্দ ঘোষ আমার বচন
গোপালে বিদায় দিয়া ।

এ ঘর দুয়ারে আনল ভেজায়ে
বাব সে বাহির হয় ॥

জাঁখি গেলে তার কি হার জীবনে ২০
বাঁচিতে কি আর সাধ ।

অনেক ভপের ফল পরশনে
বিহি সে করিল বাদ ॥

* * * * * ২৫

চণ্ডীদাস কহে শুন গো জননি
এই সে ভালই মানি ॥

—o—

৫৫৮

কলড়া ।

কানাই করিয়া কোলে ।

বশোদা কিছুই বলে ॥

তুমি কি ছাড়িবে মায় ।

শুন হে বাদব রায় ॥

কি দোষ পাইয়া ঘোর । ৫

কিছু না জানিল ওর ॥

মায়ের কি দোষ ধরি ।

দোষ গুণ না বিচারি ॥

ভোরে উদুখলে বাঁধি ।

কি দোষ তাহার সাধি ॥ ১০

সে দোষ পাইয়া যদি ।

ছাড়ি বাবে গুণনিধি ॥

অনেক ভপের কলে ।

তোমায়ে পাইল কোলে ॥

মুই সে অভাগিনী নারী । ১৫

ছাড়হ অন্যথা করি ॥

মায়ের করুণ শুনি ।

হেঁট মাথে গুণমণি ॥

চণ্ডীদাস গুণ গায় ।

কিছু না কহরে মায় ॥ ২০

—o—

৫৫৯

বতি

কি শুনি দারুণ কুলিশ যেমন
মাথায় পড়িয়া গেল ।

আচম্বিতে হেরি এই সে অক্রুর
কোথা বা হইতে এল ॥

পরাণ লইতে এই তার চিতে ৫
ক্রৌবধ পাতকী লাগি ।

এ সব গোকুল আকুল করল
সবার বধের ভাগী ॥

কিবা দেখে নন্দ যুচিল আনন্দ
বেড়ল আগদ আসি । ১০

হুখ গেল দূর হুখ রহে পাশে
কেমনে বন্ধিব নিশি ॥

দর দর দর হিয়া জর জর
নন্দ বশোমতী মায় ।

বাছুর সে মুখ- চাঁদ নিরখিয়া ১৫
দৌড়ে কীদে উত্তরায় ॥

চণ্ডীদাস কীদে বুক নাহি বাঁধে
যেনক বাজল শেল ।

বুকেতে পশিয়া শিঠে পার হয়
বাহির হইয়া গেল ॥ ২০

—o—

৩০.

নটরাজ।

যশোদা বলেন শুন গো রোহিণি
 আর কি দাঁড়ায়ে দেখ ।
 কৃষ্ণ বলরাম ছাড়িয়ে চলিল
 আর কি পরাণ রাখ ॥
 অনেক বতনে গাইয়া রতনে ৫
 বিধি দিয়াছিল মোরে ।
 পুন হরি নিল কোন্ অপরাধে
 আমার করমকলে ॥
 দেব আরাধিয়া যখন পূজিল
 . যবে দিয়াছিল বর । ১০
 গৌরীর দুয়ারে অপরাধ ফলে
 না পূজিলা তাতে হর ॥
 সেই দোষে রোষ দেবের হইল
 তাহাতে এ দশা ভেল ।
 কোলের বালক রাখিতে নারিল ১৫
 . এবে সে ছাড়িয়ে গেল ॥
 দেবী রজ বুদ্ধি বুদ্ধিতে না পারি
 . এছন কাজের গতি ।
 দেব ডুই হলে তাহে ফল ধরে
 শুনহ ইহার রীতি ॥ ২০
 যখন ক্ষীরোদ বালুকা উপরে
 করিল অনেক ভপ ।
 দেবা সে সাধিতে বিধি বহুমতে
 করিল অনেক ভপ ॥
 যখন নৈবেদ্য সব সাজাইয়া ২৫
 ঘরে হইতে যাই ।
 পূরণ (৭) এক গোটা গড়রের বেটা
 উড়িয়া লইল তাই ॥
 সেই সে নৈবেদ্য উজ্জ্বল হইল
 সেই অপরাধকলে । ৩০

তাহার কারণে

আনন্দ ছাড়ল

এই সে জানিয়ে তালে ॥

চণ্ডীদাস কহে

শুনহ জ্ঞানি

একটি কহিয়ে বাণী ।

ধন্য ধন্য ধন্য

তুমি ভাগ্যবতী ৩৫

তেজিবে গোকুলমণি ॥

—○—

৩১.

২২ই ।

আরে মোর বাহনি কানাই ।

এ বেশে সাজিলা কোন ঠাই ॥

এ নব বরণ ভলুখানি ।

আতপে মিলায়ে হেন জানি ॥

যখন যাইতে দূর বন । ৫

রবিরে করিধু সমর্পণ ॥

বনদেবে পূজিধু হেথাই ।

ভাল রাখ কানাই বলাই ॥

পবনে মিনতি বহু সাধি ।

মন্দ মন্দ বাতাস সুসাধি ॥ ১০

দিনমণি না জানি কি করে ।

পাছে নাহি অঙ্গে ছায়া ধরে ॥

অগোচর গোচর না হয় ।

সেই সে বাসিয়ে মনে ভয় ॥

নয়ন ভরিয়া দেখ আগে । ১৫

বহন চুখন কর ভাগে ॥

ভবে কর যে আছে উচিত ।

গোপালেরে নারিল রাখিতে ॥

চণ্ডীদাস ধূল্য লোটায়ে ।

এত কি সহিতে পারে মায় ॥ ২০

—○—

৩০২

বহই।

শুন শুন বাছা জীবন-কানাই
ভূমি কি ছাড়িবে মায়।
দ্রাব্য পাতক ভয় নাহি মান
এই সে তোমাতে ভায় ॥

তাছাতে অকাল অঘাত বচন ৫
আসি ধুচাওল সাধ।

* * * * *
* * * * *

কে জনে আনন্দ দুখ দিবে বলি
স্বপনে নাহিক জানি। ১০

মধুরা গমন এ কথা শুনিতে
কাটয়ে মায়ের শ্রাণী ॥

এ শোক পড়িল বখন হিয়ায়
তখন জানিল ইহা।

তোমা না দেখিলে আর কি বাঁচিব ১৫
ভেজব আপন দেহা ॥

এ ঘরে আনল ভেজায়ে এখনি
মরিব বয়না-জলে।

এত পরমাদ তোমার কারণে
দীন চণ্ডীদাস বলে ॥ ২০

—o—

৩০৩

বিনট।

কোলে লয়ে বাহুমণি বদন চুম্বয়ে রাণী
দরদর বহে প্রেমবারি।

ধরিয়া গোপাল করে কাতর হইয়া বলে
দুই বাহু ধরিয়া পসারি ॥

ঐমুখমণ্ডল দেখি তাছাতে নয়ন রাখি ৫
পড়ে রাণী মূরছিত হয়ে।

বশোলা রোহিণী কান্দে স্থির নাহিক বাক্যে
গোপী রহে চাঁদমুখ চেয়ে ॥

গোপের রমণীগণ সবে হৈয়া একমন
ধুলায় ধূসর কলেবর। ১০

কে আর করিবে খেলা হইয়া বালক খেলা।
কারে দিব ছেনা নদী সর ॥

কে আর বাইয়া ঘরে মহটা লইয়া করে
এ সর নবনী দিব মুখে।

এ সব ছাড়িয়ে মায় কোথারে বাইতে চায় ১৫
মায়ের অন্তরে দিতে দুখে ॥

কহে কত নন্দ ঘোষ কারে কত দিব দোষ
আমার করম হীন বড়ি।

নয়ন ছাড়িয়া গেলে কি কাজ জীবনে বলে
উচিত মরিতে হয় ডারি ॥ ২০

নন্দ বলে শুন রাণি এই মনে অনুমানি
চল যাব বাহির হইয়া।

কিবা ঘরে আছে সাধ রুচিল সে দিন বাদ
চণ্ডীদাস পড়ে মূরছিয়া ॥

—o—

৩০৩

ঐ।

একবার চাহ মায়ের পানে।

কে তোরে যুক্তি দিল নিশ্চয় আমারে বল
এই সে আছিল তোর মনে ॥

গোকুলের বত লোক পাইয়া দারুণ শোক
তখন মরিব ডুয়াগুণে। ৫

অজশিশু বত জনে ভাবিতে তোমার গুণে
তারা এবে তেজিব পরাণে ॥

গোষ্ঠে মাঠে খেণু মনে কে আর করিবে বনে
কে আর করিবে নানা খেলা।

আর না শুনিব বাণী মধুর বচনধামি ১০
কে আর করিব পাল খেলা ॥

ঐমুখ বদন মেলি দিব ছেনা দুখ নদী
কে আর ডাকিব মা বলিয়ে।

কাঁদে নন্দ ঘোষ রায় অবনোভে গড়ি যায়
কাঁদে রাণী গলার ধরিয়ে ॥ ১৫

চণ্ডীদাস ব্রহ্মহিতে পড়ে কাঁদি এক ভিতে
যশোদার ধরিয়া চরণে ।

এ সকল কথা শুনি আহীর-রমণী ধনী
ধাইয়া আইল সেইখানে ॥

গোপী-বিলাপ ।

৩৩৫
বেশয়ার ।

কি শুনি কি শুনি দারুণ বচন
যেনক বাজল শেল ।

বুকে পশি গসি (১) মরম ভেদিয়া
গিঠে পার হৈয়া গেল ॥

যেমন হরিণী বিক্ষল বেয়াধি ৫
লইয়া ধেমুক শর ।

আচম্বিতে বাজে পড়ে বনমাঝে
ধাইয়া বিষম শর ॥

ভেমন ধাওল হরিণীর প্রায়
সে জন চৌদিকে চায় ১০

কাঠের পুখলি রহে দাঁড়াইয়া
চিন্তের কায়ার প্রায় ॥

কেহ বলে কোথা হইতে আইল
অক্রুর কহিয়া নাম ।

অরি হৈয়া আসি হিয়া দিয়া ফাঁসি ১৫
সাধিতে আপন কাম ॥

এত দিন মোরা হৃৎকের সাগরে
নাহিনু মনের হৃৎখে ।

এখন হৃৎকের সাগরে সিনহি
বেড়ল আপদ হৃৎখে ২০

চণ্ডীদাস আশ করিতে আইল
দেখিতে নয়ন ভরি ।

অক্রুর আসিয়া লয়ল কাড়িয়া
হিয়ার হইতে চুরি ॥

৫। বেয়াধি-বাধ ।

—○—

৩৩৬
হইই-নিম্বুকা ।

শুনহ নাগর গুণের সাগর
এই সে মহিমা তোর ।

অবলা অথলে কেলাইলা জলে
কে আর আছেয়ে মোর ॥

তোমার শীতল চরণ দেখিয়ে ৫
দেখি এ কুলের বালা ।

ছায়ার কারণে শীতল বলিয়া
তাহে ভেল এত জ্বালা ॥

সিন্ধু দেখি মোরা তুকা পাই ভোরা
পিয়াস বাইব দূর ১০

অধিক বাড়ল পিয়াস অন্তর
মনমথ নাহি পূর ॥

ছায়ার কারণে তরুরে সেবিনু
তাপ হইল বাড়ি ।

চন্দন সৌরভ দূরে কতি গেল ১৫
কেশাই (১) নহল পড়ি ॥

ফলের কারণে করিনু বতন
সেবিনু অমিয়া-লতা ।

ফল ধরি যেনে শাখা গেল দূরে
উড়ি গেল লতা পাতা ২০

নব জলধর সেবিনু তাহারে
পাইতে রসের বারি ।

বিন্দু না পরশি গরলের রাশি
বরিষে গোকুল পুরী ॥

চণ্ডীদাস বলে

এ কথা নিশ্চয়ে ২৫

শুনহ সুন্দরী রাধা ।

আছিল সম্পদ

বেড়িল আপদ

এ স্থখে করল বাধা ॥

২। মনমথ—মনোরথ ।

—○—

৫৭

হইল-সিদ্ধতা ।

শুন হে নাগর গুণমণি ।

সারয়ে ফেলিব বিনোদিনী ॥

এ কুল ও কুল নাহি ভাণে ।

ভাসাইলা মাঝ দরিয়াতে ॥

এত যদি ছিল তোর মনে ।

তবে প্রেম বাচাইলা কেনে ॥

পরিহর কি দোষ দেখিয়া ।

তবে তুমি যাইবে ছাড়িয়া ॥

কে তোমা লইয়া যেতে পারে ।

দ্রাব্য পাতকী দিব তারে ॥ ১০

সেই জন দেখিব কেমন ।

পরবধ করিতে যতন ॥

দোষ গুণ আগেতে বিচারি ।

ভবহ যাইবে মধুপুরী ॥

তুমি যাবে মধুপুর দেশ । ১৫

গোপীগণে দিয়া অতি ক্রেশ ॥

যত কৈলে লহরী রসিয়া ।

সে সকল রহ পাসরিয়া ॥

বে দিন মাখবী তরুছায় ।

কি বোল বলিলে বহু রায় ॥ ২০

করে দিল শুকতি (৭) সুন্দর ।

অনেক করিলে হৃদয় বন্দ ॥

সঙ্গেতে আছিল এবে ।

কোন সাহসে ছাড়ি যাবে ॥

দেখ দেখি মনে বিচারিয়া । ২৫

সত্য মিথ্যা দেখহ ভাবিয়া ॥

তখন করিলে তুমি পণ ।

এবে কর এখন এমন ॥

কহিলে বথারে যাবে তুমি ।

কহিলে তোমারে নিব আমি ॥ ৩০

চণ্ডীদাস কহে তাহে পুরি ।

নিদান কহিছে নব গোরী ॥

২। ফেলিব...ফেলিবে ।

৬। বাচাইলা...বাক্য করিলে—বাখ্যা করিলে,
উৎপত্তি ও বিস্তার করিলে । এইরূপ অর্থে
এই কথা এ অঙ্কে প্রচলিত আছে ।

৫ ১৭। লহরী...প্রেমের লহরী, রসিয়া...রসিক ।

৩১। পুরি...সার দিয়া ।

—○—

৫৮

৯।

পাষণ নিশান

তোমার পৌরতি

ইথে কি করহ আন ।

তোমার বচন

ছাড়িব কেমনে

এ নব নাগরী প্রাণ ॥

তুমি জল হরি

আমরা শকরী ৫

তুমি চাঁদ মোরা স্থা ।

তুমি তরুবার

মোরা তাহে কল

তাহাতে আহিয়ে বাঁধা ॥

তুমি নবধন

আমরা চাতক

শুশিব তাহার রসে । ১০

তুমি বিধুবর

আমরা চকোর

স্থধার লালস-রসে ॥

তুমি কারা যদি

আমরা দ্রিবলী

বেড়িয়া রহিব তাণে ।

তুমি সে নয়ন

মোরা কানখন ১৫

বেড়িয়া রহিব নাণে ॥

তুমি দিবাকর আমার কিরণ

কড়ু না ছাড়িব তোরে ।

তুমি চন্দ্র যদি আমার হৃদয়ে

রহিব আনন্দ হেরে ॥ ২০

তুমি জলনিধি সরিয়া অথাই

আমরা ইহার মীন ।

তুমি যদি বট বটপদ হও

আমরা পাখাহ চিহ্ন ॥

তুমি যদি হও মনমথ দেবা ২৫

আমরা হইব কাম ।

এ রস বিরহ ত্রুটিশিশু লাগি

ছিন্ন চণ্ডীদাস গান ॥

১১। অথাই...অগাধ ।

— ০ —

৩৩

❧

তোমাতে ছাড়িতে নারিব কালিয়া

যে বল সে বল মোরে ।

তোমার কারণে পরাণ তেজিব

গিয়ে যমুনার নীরে ॥

মরিলে তরিব মুরতি হইব ৫

নন্দের নন্দন কান ।

দেখিবে বেকত নহে আনমত

এ কথা না হবে জান ॥

নন্দের নন্দন হইব যখন

তোমাতে করিব রাই । ১০

বিরহ-বেদন দিব সে ঐছন

যেমন বেদনা পাই ॥

পরের বেদন না বৃক্ষ এখন

পরিণামে পাবে সাথী ।

আন জন দুখ পানু কত হৃথ ১৫

শুন হে কমল-আখি ॥

তোমার কারণে

সব তেয়াসিল

কুলের গৌরবপণ ।

শাশুড়ী বনদী

বাসিত অক্ষি

যেমন কাণের সোনা ॥ ২০

এখন বাসয়ে

যেন কালকূট

নয়নে আছেয়ে মিলি ।

কথায় ছেদনা

বড়ই যাডনা

দিছয়ে এ দিন রাতি ॥

সকল ছাড়িল

জিসের কারণে ২৫

ভাহার এমনি রীতে ।

হাসিয়া হাসিয়া

প্রেম বাড়াইলে

ভাজিল গৃহের ভিতে ॥

এখন এমন

কেমন ধরণ

মথুরা বাইতে চাহ । ৩০

সব গোপীগণ

করিয়াছি পণ

সবারে সংহতি লহ ।

যদি বা পরাণ-

পুখলি ছাড়িল

কি আর নয়ান দুটি ।

চণ্ডীদাস বলে

কি হৈল গোকুলে ৩৫

ঘেরল আপন কোটি

— ০ —

৩০

কান্ধা ।

দপনে কালিয়া

নয়নে কালিয়া

চেতনে কালিয়া মোর ।

শুইতে কালিয়া

বসিতে কালিয়া

কালিয়া কলঙ্ক কোর ॥

ভোজনে কালিয়া

গমনে কালিয়া ৫

কালিয়া কালিয়া বলি ।

কালী হাই বাসে (১)

কালিয়া মুরতি

ভূষণ করিয়া পুরি ॥

গগনে চাহিতে কালিয়া বরণ
দেখিলে মেঘের রূপ । ১০

তবে সে জুড়ায় এ পাপ পরাণ
উঠয়ে রসের কূপ ॥
নীলধন শ্রাম যে দেখি সম্মুখে
তাঁহাই দেখিয়া রই ।

* * * * * ১৫
* * * * *

বোঁ করি পরি নীল জাদখানি
কুস্তলে বাঁধিয়া রাখি ।
কন্তুরী কালিয়া বরণ ভালিয়া
তাঁহে সে বতনে মাখি ॥ ২০
হৃগন্ধি কুসুম-হার বনাইয়া
রাখিয়ে আপন পাশে ।
* * * * *

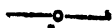
ভোগার বরণ ধরয়ে সখন ২৫
মন্মুর পাখীর গায়ে ।

ভোমার বরণ না দেখি যখন
এ চিত রাখিয়ে তায়ে ॥
সব নীলপদ্ম লইয়া করেতে
হেরিয়ে নয়ন ভরি । ৩০

অভসীর ফুল তুলি মনোহর
যতন করিয়া পরি ॥
এ সব থাকর বেদন উঠয়ে
সে জনে ছাড়িতে চায় ।

চণ্ডীদাস কহে এতক বিরহে ৩৫
কো ধনী বাঁচিবে ভায় ॥

৩০-৩৫ । বাহার জন্তে এ সব বেদনা হয়, সেই ব্যক্তি
আমাকে ছাড়িতে চায় ।



তুমি নিদারুণ নও ।

তুমি ছাড়ি বাবে উচিত কহিব
নিশ্চয় করিয়া কও ॥

তখন কহিলে অনেক যতন
সে সব বিসর এবে । ৫

নাহি পড়ে মনে কদম্ব-কাননে
কি বোল বলিলে তবে ॥

ভোমার বচন পাষণ নিশান
এবে সে রাজের পারা ।

পুরুষ বচন নহে নিবারণ ১০
এ দেখি যেমন ধারা ॥

কুস্ত্র দরশন বেড়ায় যখন
এ নাহি লুকয়ে আর ।

যেমন বচন স্থচল স্থচন
দেখহ এ গতি তার ॥ ১৫

ভোমার পৌরিতি ঐছন নহিব
কিসের রসের রীত ।

এমতি পৌরিতি জানহ আরতি
সরল বাহার চিত ॥

ভোমার কালিয়া বরণখানি যে ২০
দেখিতে রূপস বড় ।

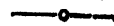
উপরে মধুর দেখি মনোহর
অন্তরে আছয়ে গাঢ় ॥

পরের পরাণ হরিতে সঘন
ঐছন ভোমার রীত । ২৫

এত যদি ছিল ভোমার মনেতে
তবে কেন কৈলে প্রীত ॥

প্রেম বাড়াইয়া নিদারুণ হয়
বাইবে মধুরা পুর ।

চণ্ডীদাস বলে আকুল করিল ৩০
গোকুল অনেক দূর ॥



৫৭২

শ্রীকান্ত।

বঁধু, উলটি কহত এক বোল।

নিশ্চয় মধুরা বাবে কি না পারা

দয়া কি নাহিক তোর।

হৃদয় কঠিন যেমন পাষণ

তার কি আছয়ে মোহ। ৫

তোমার কারণে এত পরমাদ

ভেজিল আনন্দ গৃহ।

কুবচন বোল তোমার কারণে

চন্দন করিয়া নিল।

পাড়ার পড়ুসি আপন রহসি ১০

তাঁহে পরিহার দিল।

যে বোল সে শ্রাম- পরসঙ্গ-কথা

তাঁহারে বাসিয়ে ভাল।

শ্রাম নাম নিতে যে করে নিষেধ

তারে ভেয়াগল দিল। ১৫

আপনু যে জন তারে কৈল পর

পরেই করিল ঘর।

তোমার কারণে এত পরমাদ

শুন হে মুরলীধর।

অনেক বাতনা গুরু গল্পনা ২০

তাঁহা না কহিব কত।

পরিবাদ বলে তোমার ঘোষণা

তাঁহা না কহিল যত।

চণ্ডীদাস বলে শুন বিনোদিনী

বড় পরমাদ দেখি। ২৫

তুমি না হইও নিষ্ঠুরহি পণা

বিমুখ ও রাজা আঁধি।

১০-১১। প্রতিবেশীরা সকলেই আমার নিজের লোক

ছিলেন, তাঁহাদের আমি পরিভাগ করিয়াছি।

১২-২০। তোমার সন্ধে নানা অপবাদ ঘোষণা করে।

৫৭৩

বড়ারি।

জাতি কুল শীল সকলি মজিল

ও রাজা চরণতলে।

হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিয়া

নিদানে ডারিলে জলে।

তখন আনিয়া চাঁদ করে দিলা ৫

অনেক কহিলা মোরে।

তোমা না ছাড়িব সঙ্গে করি নিব

বলিলে মাধবীতলে।

এবে কোথা বাহ ছাড়িয়া রাখারে

সংহতি করিয়া লহ। ১০

বিষম দারুণ শেল বুকে বাঁধি

এবে কেন তুমি দেহ।

আঁখি আড় হলে এখন মরিব

এখানে দাঁড়ায়ে দেখ।

হয় নয় এই দেখ তবে যাই ১৫

ক্ষণেক দাঁড়ায়ে থাক।

একটি বচন কহ কহ শুনি

জুড়াক রাখার প্রাণ।

রাই করে ধরি এক গোয়ালিনী

কহিতে লাগিল আন। ২০

এমন কুমারী নবীন কিশোরী

রাখিয়া বাইবে কোথা।

অলপ বয়সে প্রেম বাড়াইয়া

এবে দিয়া হিয়া ব্যথা।

চণ্ডীদাস বলে শুন স্নানাগরি ২৫

ও চাঁদবদনী রাখা।

কেমনে বজিব এ গোপনাগরী

ইহা না করিহ বাধা।

১৭৪

বহই।

আমার কিশোরী কিছু না জানয়ে
বঞ্চিব কেমন করি।
সব পাসরিয়া চলিলে ছাড়িয়া
আঁধার গোকুল পুরী ॥
এ নব ঘোবনী কুলের কামিনী ৫
রমণী এ রস-বাল্য।
কোথা রাখি লেহ বাঁচাইয়া যাহ
দিয়া বাহ এত জ্বালা ॥
কি করিব আর রস পরিপূর
নিবিড় রসের প্রেম ১০
তা ত্যজ এমন নবীন কিশোরী
যেন লাখ বান হেম ॥
ভেজিয়া গোকুল নাগরী সকল
মথুরা গমন এবে।
তা সভা ভোমার মনেতে পড়িল ১৫
সে নব কৈশোর লোভে ॥
নিঠুর না হও এ গোপ গোপিনী
মরিব ভোমা না দেখি।
ক্রৌঞ্চ পাভকী ভয় না গণহ
শুনহ কমল-আঁখি ২০
যে জনা না জীয়ে বাঁহা না দেখিলে
কেমনে জীবই সে।
চণ্ডীদাস বলে কাতর হইয়া
এ কথা জানয়ে কে ॥

—o—

১৭৫

কানড়া।

শ্রীমুখ-পঙ্কজ চাহি গোপীগণ
নয়নে বহয়ে লোর।
যেন সুরধুনী- ভরজ ভেমনি
তিজিল বলন জোত ॥

গাগরি গাগরি যেন বারি চারি ৫
লোচন-কমল ভায়।
চিত্রের পুখলি সে নব কিশোরী
কাঠের পুখলি প্রায় ॥
স্বপনে না জানি লোকমুখে শুনি
ছাড়িব গোকুল পুরে। ১০
মনমথ কাম ভেল সেই ঠাম
এ সব করিয়া দূরে ॥
ভূমি কি বাইবে মধুপুর দূর
কেমনে জীবই মোরা।
কেবল রাখার পরাণ-পুখলি ১৫
কেবল নয়ান-ভারা ॥
এখন মরিব গরল ভঞ্ঝিয়া
সায়রে ভেজিব প্রাণ।
রাখার মিনতি আরতি শুনিতে
দীন চণ্ডীদাস গান ২

—o—

ছত্রিশ অক্ষরের করুণা।

১৭৬

কানড়া।

কেন তুমি যাবে কামিনী ভেজিয়া
কাতর করিয়া কান।
কেমনে বাঁচিব কহ কহ শুনি
কাতর হইল প্রাণ ॥
করমের ফল কি করল বিধি ৫
কোন কোন ফল মানি।
কর কত কন করি অপরাধ
কখন নাহিক জানি ॥
কেন বা করিলে কামিনী সহিত
কঠিন পীরিতি লেহা। ১০
কামনা রক্তিক কখন হারাব
জানি রক্তিক কখন ॥

কুলে দিলে কালী করিলে কুলটী
কলঙ্ক হইল সারা ।
কমল করিয়া কামিনী বকব ১৫
কুল শীল হল হারা ॥
কানন নিম্নে করিলে কালিয়া
কামিনী করিতে রাস ।
কামে মত্ত হয়ে কালিন্দীর তীরে
করিলে কঠিন রাস ॥ ২০
কত কত ভেল কানন-বিরহ
করিলে কপটপনা ।
কুলবতী শত করিলে বেকত
ছাড়িয়া কুলের বামা ॥
কহিল ভোমারে কাঁখে করিবারে ২৫
কোথারে চলিলা কালা ।
কাতর পরাণ কালা কালা করি
কঠিন পাইল ছালা ॥
কহে চণ্ডীদাসে কাতর হইয়া
কামুর চরণে বাণী ॥ ৩০
করে কর ভরি না জানি কখন
বিষ পান করে ধনী ॥
—o—
৭৭
ঐকল্যাণ ।
খলপণা ছাড় খল খল কহ
ক্ষেপেক খসাহ বোল ।
খল সান খলে খরতর দুখ
খনিক ক্ষেমহ ওর ॥
ক্ষমা ভব নাহি ক্ষণ তনু ভেল ৫
খসল নয়নভারা ।
ক্ষেপেক ক্ষেপেক বিষম ক্ষেপেক
ক্ষেপেক পরাণ সারা ॥

খাইতে না রুচে খঞ্জননয়নী
খোজত সে নব লেহ ১০
খল খল খল সে যুত হাসিয়া
ক্ষেপেক দণ্ডাহ সেহ ॥
খুঁজিতে এমন নাগর হৃন্দর
খোয়ল খঞ্জনী রাই ।
কিতিতলে ক্ষণ ক্ষণ হি অন্তর ১৫
পড়িয়া রহল তাই ॥
খসল কবরী ক্ষণ চাঁদমুখ
ক্ষমা সে নাহিক চিত ।
ক্ষেপণ যতেক ক্ষণ তনুখানি
চণ্ডীদাস সে ছাখিত ॥ ২০

—o—

৭৮

কানড়া ।

গুণিত গোপত পোরিত * * *
গাইতে ভোমার গুণে ।
গুমরি গুমরি শুনিতে শুনিতে
পঞ্জর জারিল যুগে ॥
গরবিত গুরু গঞ্জনা যে দিল ৫
গৌরব গরিমা পণা ।
গাখানি গরজি গরজি জারল
গুরু পরিবারপণা ॥
গোকুলে গোপের গরিমা বডেক
গেল সে গাই সে গুণে ১০
গোপবালাগণ বত সখাগণ
তা সব পাসর কেনে ॥
গোধন লইয়া গভীর কাননে
গো চার করিবে কে ।
গোকুল হইয়া গোধন লইয়া ১৫
গাইয়া জুড়াব সে ॥

গৌরী আরাধিয়া গোবিন্দ পাইয়া
গোপিনী-রসের লেহ ।

গোপত পৌরতি গাইতে গাইতে
কালিয়া হইল সেহ ॥ ২০

গৃহে বত কাজ গহন সমান
গরলসদৃশ ভেল ।

গোধন দোহন গহন কানন
গোরস বাধক দিল ॥

গোপীগণ বত মধুরা গমন ২৫
মাথায় পসরা গৌরী ।

গাইতে গাইতে সে গুণ-মাধুরী
চণ্ডীদাস কহে ভালি ॥

— ০ —

৫৯

নটনারায়ণ ।

ঘেরল আপদ খুচিল বিবাদ
ঘরের ঘোষণা জাতি ।

খুঁষিতে খুঁষিতে ঘোষণা সেচনা
খনয়া ঘোষণা মতি ॥

খুনে যেন ঘর সদা করে কর ৫
ঘেরিয়া ঘেরিয়া কাটে ।

খুঁষিতে খুঁষিতে গুণ ঘর মর
ঘন কাটি উঠে ॥

ঘোষ নন্দ ঘোষ ঘরের বাহির
ঘন ঘন শ্রাম করে । ১০

ঘোষ ঘটা করি হুত হুত ঘটে
পুরিয়া * * ধরে ॥

ঘোষণা নগরে এ হুত পসারে
ঘরের-হইতে আনে ।

ঘন-ঘটে পুরি ঘেসাঘেসি করি ১৫
রাখয়ে এ ঘট পান্নে ॥

ঘোরতর ঘন নন্দ ঘোষ মন
ঘন বেশ করি দেই ।

ঘরে নন্দরাণী যুবে গুণমণি
ঘরেতে লইয়া বাই ॥ ২০

হুত ঘোল সব রাখি কর পূর
খুচল ঘেরল বিধি ।

ঘন নব ঘন ঘন ঘন ঘন
খুনায়ে ছেরব নিধি ॥

ঘর ছাড়ি যাব অক্রুর ঘেরল ২৫
জানিল এ ঘরখানা ।

ঘোষণা খুনায়ে ঘরে রথ লয়া
ঘরেতে আইল তারা ॥

ঘর সে আঁধার ঘর সে দীঘল
অক্রুর আইল যবে । ৩০

শুন নবঘন খাউল হইল
ঘরের বাহির এবে ॥

ঘট গুলে বাঁধি তোমার অবধি
মরিলে তবে সে যেও ।

ঘোষণা রহিল এই ঘোরতর ৩৫
চণ্ডীদাস বলে রও ॥

— ০ —

৬০

হংই-বড়ারি ।

উ কি এ তোমার উনমত চিত
উচিত তোমার নয় ।

উ সব আচার বিচার না লয়ে
উচিত কহিতে হয় ॥

উ রাজা চরণে উ সব নাগরী ৫
উনমত হয়ে মন ।

উরল উপরে উ ছুটি চরণ
রাখল করিয়া পণ ॥

উজাগর নিশি উদিত এ বাসি
উপরে শুনি এ তান । ১০
উনমত্ত হৈয়া আইল খাইয়া
উঠানি গোপীর প্রাণ ॥
উপরে হুঙ্কার খুরি আবর্তন
উনানে রহল তাহা ।
উনমত্ত বাল্য ভ্রমে কেনি গেলা ১৫
উমা উমা রবে রহা ॥
উ মুখ চলল বরজ-নাগরী
উপরে নাহিক মন ।
উনমত্ত হৈয়া ভুজঙ্গ দংশল
কিছুই নাহিক কন ॥ ২০
উরজ-উপরে নিজ পতি করে
বসারে আছিল স্নেহে ।
উ ধনো মধুর মুরলী শুনিয়া
উছটি ফেলিল তাকে ॥
উ গুণ গাহিতে উ সব নাগরী ২৫
বেশের উ নহি চিত ।
উচিত কহেন চণ্ডীদাস তাহে
উঠল বিরহ চিত ॥

—o—

৮১

কনাটি ।

চেতন হরিয়া চলিল ছাড়িয়া
কহিতে পরাণ কাটে ।
চিত বেরাকুল চমকে অন্তর
চাঁদ ছাড়ে কোন নাটে ॥
চাঁদ সে বয়ানে চন্দ্রমুখী রাই ৫
না শুন আমার বাণী ।
চাঁচর চিকুর চড়া না বাঁধব
চাঁপার কুল সে আনি ॥

চন্দন চর্চিত সে অঙ্গে লেপিত
চুড়ার সম্মুখে মিশা । ১০
চপল রমণী সে চাঁদরদনী
চলিব করিয়া দিশা ॥
চাঁদ মাল চাঁদ মুখ নিরখিয়া
চড়াইব উরুপরে ।
চিনি চাঁপা কলা ছেনা চাহি সর ১৫
দিব সে আনন্দে কারে ॥
চাঁদ-মুখ পর চর্চিত কপূর
চাহিয়া মাগিব কারে ।
চপল রমণী চেতন করিয়া
চলিয়া আপন বশে ॥ ২০
চাহিব কা পানে চামর লুলাব
দিব সে শ্রীঅঙ্গে বা ।
চিত্রের বসন করিব শয়ন
চর্চিত সোনার গা ॥
চারি দিক্ দিব চাঁপা নাগেশ্বর ২৫
চামেলী চম্পকলতা ।
এ চন্দ্রমলিকা চুয়া মিশাইয়া
আসন করিব হেথা ॥
চণ্ডীদাস কহে চেতন হেরিয়া
চাহিলা গোপিনী পানে । ৩০
চিরকাল রহ চাঁদমুখ দেখি
জুড়াক সবার প্রাণে ॥

—o—

৮২

নটী ।

ছট্ কট্ করে ছায়া পুরে গেল
ছাপিতে নাহিক ঠাঁই ।
ছলা করি ছট্ বেশ না করিব
চলা সে করিব নাই ॥

হেনা ননী হুঁত দধির পসরা ৫
 ছান্দিব পসরা পবে ।
 হন্দ বন্ধ ছাঁদে ছলা বে করির
 শাপুড়ী ননদী বোলে ॥
 ছাঁদিয়া চরণ ছাঁদে দান সাধি
 হেনা দধি নিব ছলে । ১০
 ছল ছল ছল গোপিনী সকল
 ছি ছি ছি লো বলি বলে ॥
 ছলা করি তবে বড়াই বাইয়া
 ছন্দ করি কথা করে ।
 ছাপিয়ে রাখারে বসনের ছায় ১৫
 সে নব কিশোরী লয়ে ॥
 ছটা বেশ দেখি ছটার উপমা
 ছাতিতে করিয়ে ঠাই ।

ছলা দানঘাটে সিরজিব কেবা
 চণ্ডীদাস গুণ গাই ॥ ২০

—○—

৫৮০

বড়ারি ।

জর জর জর জারিল অন্তর
 জবে সে শুনিল ইহা ।
 যাইতে মধুরা নাগর চতুরা
 জারল রাখার মেহা ॥
 যার লাগি বাই নিকুঞ্জ-ভুবনে ৫
 বোলা তেজাইব ভালো ।
 যমুনা কিনারে বশোদা-নন্দন
 রহিব কদম্বডলে ॥
 যাচিয়া যাচিয়া বতন করিয়া
 কে দিব কদম্ব-ফুল । ১০

* * * * *

যবে সে জানল যবে আইল রথ
 যবে সে পড়ল সারা ।
 বাই একজন বুকল কারণ ১৫
 জারল বিরহ গাঢ়া ॥
 বে জন বাইব তোমারে লইয়া
 যমুনা হইলে পার ।
 জীবনে ভেজিব বতন করিয়া
 জানিবে বিচার ডার ॥ ২০
 জানে চণ্ডীদাস বাইব মধুরা
 যবে সে শুনিল কানে ।
 জর জর তনু জারল অন্তর
 ধৈর্য নাহিক মানে ॥

—○—

৫৮১

নটনারায়ণ ।

ঝর ঝর ঝর বহে প্রেমবারি
 ঝামরু নয়ন দুটি ।
 ঝলকে ঝলকে ঝর ঝর ঝর
 বিরহের বারি উঠি ॥
 ঝাঁঝর পাঁজর ঝর ঝর ভেল ৫
 ঝটকে পরাণ যায় ।
 ঝট করি জিউ ঝমরু ঝমরু
 ঝটকে ব্যথাটি পায় ॥
 ঝন্ ঝন্ করে কঙ্কণ কটকি
 কয়েমে হানয়ে ধনি । ১০
 কিয়ের করুণা কট করি আসি
 কুবতামু রাজা রাণী ॥
 কক্ কক্ পাট বলক আরাটে
 করে ঝর ঝর অঁখি ।
 কন্ কন্ কন্ বলক বলক ১৫
 বলকিক রথের ঠাটি ॥

ঝাঝরি মহরি ঝট্ ঝট্ বাজে
 ঝটকে নাচয়ে নাট ।
 * * * *
 ঝলমল করে ঝলকে কুণ্ডল ২০
 ঝাপটি মুরলী করে ।
 ঝাঝ বহি আয়ে ঝট্ ঝট্ হেদে
 ঝাঁদয়ে করুণ স্বরে ॥
 ঝামরু তলায়ে ঝটকি পড়িল
 সে ছেন সুন্দরী রাখা । ২৫
 ঝাঝরি করিল গোপীগণ যত
 ঝটসে করল বাধা ॥
 ঝট্ চণ্ডীদাস ঝামরু হইয়া
 পড়িয়ে রয়েছে পায়ে ।
 ঝট্ করি দেহে ঝট্ ঝট্ করি ৩০
 লইয়ে বাইতে চায়ে ॥

নটনারায়ণ ।

ঞ কি মথুরা এঞ কি চতুরা
 এঞ কি পরের বশে ।
 এঞ কি নিদান এঞ কি পাষণ
 এঞ কি ছাড়িব বাসে ॥
 এঞ কি গোধান তেজিয়া সদন ৫
 এঞ কি তেজিব মায়ে ।
 এঞ কি বালক তেজিব সকল
 এঞ কি মথুরা যায়ে ॥
 এঞ কি গোপিনী তেজিব এখন
 এঞ কি নির্দয়া হুয়া । ১০
 এঞ কি গোকুল তেজিব সকল
 এঞ কি এশোক দিয়া ॥

৩৩

এঞ কি পাষণ হৃদয় নিদান
 এঞ কি মথুরা যাব ।
 এঞ হার কারণে ইঞ্জিতে আকারে ১৫
 এঞনি পরাণ দিব ॥
 এঞ কি মথুরা নাগুরী বিলাসে
 এঞ কি বকিব তথা ।
 এঞ কি সেখানে বকিব সন্মানে
 এঞ কি ছাড়িব ছেথা ॥ ২০
 এঞ কি রাখার মরণ দেখিয়া
 যাইব মথুরা দেশ ।
 এঞ কি অত্রুর সঙ্গেতে যাইব
 দিয়া অতি বড় ক্রেশ ॥
 এঞ কি সুখের লালস তেজিয়া ২৫
 গোপিনী ছাড়িব পারা ।
 এঞ কি বকিত করব সকল
 চণ্ডীদাস বুকে ধারা ॥

যতিজী ।

টল বল করে টল টল দেহে
 টেরা সে বিষম গাঁসি ।
 টানিলে না টলে বুকে টেরা হয়
 হৃদয়ে রহল পশি ॥
 টাটক হইয়া সুখামুখী ধনী ৫
 টেরা সে নয়ানে চেয়া ।
 টারিয়া বাইবে তটস্থ রমণী
 টুটিল বিরহ দিয়া ॥
 টানাটানি করে টেরেতে লইয়া
 মরিতে টাকর দিয়া । ১০
 টান টান করি টাকাই তা সনে
 টের দূর দিকে তয়া ॥

টিপ টাপ করে টেটালির পারা

টিকাদিনি পারা রাখা ।

টল টল করে অবলা পরাণ ১৫

সকল করিল রাখা ॥

টাটক হইয়া টানিয়া রাখিব

আপনার নিজ পতি ।

টেব্রেতে থাকিয়া টেটকারি দিয়া

অক্রুর মহা সে মতি ॥ ২০

চণ্ডীদাসে কহে টাটক হইয়া

টারল গোকুলনাথ ।

টিপানে আনিল টেরা হয়ে নাথ

ছাড়ব গোপীর সাথ ॥

৫৮৭

বেলয়ার ।

ঠালল রমণ ঠমকে বৈঠল

ঠারা ঠারি করে ডারা ।

ঠাট করি রথ ঠেলা ঠেলি যত

ঠালিল রমণ সারা ॥

ঠান বেশ ধরি ঠমকে যাইবে রথে । ৫

ঠকের ঠাকুর ঠকমকি সারা

ঠাকুর বলিয়ে ডারে ।

ঠাকুর হইলে ঠাকুরালি পনা

ঠমক সে জন করে ॥

ঠকাইয়া এবে ঠমকে যাইবে ১০

ঠানিল গোপের রামা ।

ঠার নাহি চিতে অবলা বখিতে

ঠারে ঠেলিব ডোমা ॥

ঠানিল মরণ ঠাকুর তখন

ঠারে যোগাইব রথ ॥ ১৫

ঠারে চণ্ডীদাস হরে একমন

ঠারে যোগাইব রথ ॥

৫৮৮

বেলয়ার ।

ডাহিনে শৃগালী ডাকে এক জনা

ডাহিনে কাটিয়া বাব ।

ডর পেয়ে মনে অন্তস্ত দেখিয়া

ডরে ডরাইয়া রব ॥

ডোর দিলে ঘরে ডোর দিলে পরে ৫

ডাগর হইল বাণী ।

ডরে ডরাইয়া ডরেতে ডরিয়া

ডাহিন নাহিক গণি ॥

ডারিলে দরিয়া ডহর দেখিয়া

পড়িল সকল জলে ॥ ১০

ডোর দিলে বড়ি অতি তড়াবড়ি

এমন কে জন জানে ॥

ডাগর দেখিয়া বামেতে ডারিয়া

ডাগর কদম্ব ফুল ।

ডগ-মগ ডগ উড়ে শিখিচুড়া ১৫

বাঁখিয়া চাঁচর চুল ॥

ডাহে চণ্ডীদাসে পড়িল চরণে

ডারিলা সাগরজলে ।

ডহ ডহ ডহ ডাহয়ে অন্তরে

হৃদয়ে আনলে জ্বলে ॥ ২০

৫৮৯

বড়ারি ।

ঢর ঢর ঢর বহে অনিবার

ঢরকি ঢরকি লোর ।

ঢলিয়া পড়য়ে ঢাকিলে না রহে

নাহি ডোর দিলে ওর ॥

ঢারিয়ে অমিয়া বহু ঢারি দিলে ৫

ঢল ঢল করে অঙ্গ ।

ঢারি পুন দিলে ঢারি আগর

ঢারে ঢারিলে সঙ্গ ॥

চোর পরিবশে চাকির চোরসে
ঢাপন বিরহ কোর । ১০
টোকল ঢাবলে চারির ঢাপনে
টিবব ঢঙ্গ স্ত্রুচোর ॥
ঢর ঢর ঢর গোপ স্ত্রনাগরী
ঢরল বিরহ সবে ।
ঢারিলে বিরহ আনল দ্বিগুণ ১৫
ঢালি চণ্ডীদাস বুঝে ॥

১১০

ঈ ।

আনন্দ ছাড়িয়া আনল জারল
আন কি পরাণে সয়ে ।
আনহ গরল হইয়া সরল
আন কি পরাণে সয়ে ॥
আন আন ছলে আন কুতূহলে ৫
করিথু আনহি খেলা ।
আন জনা কত কহিথু বেকত
আন দিখ অতি জ্বালা ॥
আন পাণা সব খান কি দিয়াছে ভোর ।
আন সত করি তোমার কারণে ১০
খান করি বাহ ভোর ॥
আনল জ্বালিলে আনন্দের ঘরে
আন কি জানিয়ে ইহা ।

* * * * *

আন আন বত আন আন মত ১৫
আনহ বায়ন ভালে ।
আন আন লাগি এত পরমাদ
চণ্ডীদাস আন বলে ॥

১১

ডাটানি-মহল ।

তুমি কি নিদান তাহা সে না জানি
তবে কি এমন করি ।
তার তর ভম তখন করিথু
অখলা কুলের নারী ॥
তরল সরল তো বিমু গরল ৫
তখনই খাইব আমি ।
তবে ভাপ যাবে তখন মরিব
তবে সে জানিবে তুমি ॥
তোমার কারণে তেজি গুরুজনে
তাহা সে সকলি জান । ১০
তুমি নিদারুণ তাহে কর হেন
তাহা তুমি যদি জান ॥
তোমার পীরিতি হৃদয়ে পুরিতে
তাহা না কহিব কত ।
ভাপেতে ভাপিত তাহা কব কত ১৫
তোমার কারণে যত ॥
ভাপেতে ভাপিত গঞ্জয়ে সতত
ভাপিনী বড়ই আমি ।
তোমার চরণে সকলি গোচর
তাহে নিদারুণ তুমি ২০
তাহে চণ্ডীদাস ভাপিত হৃদয়
তনু জর জর ভেল ।
ভাপে যত সখী তাহা মুখ দেখি
হৃদয়ে বাজয়ে শেল ॥

১২

৩৪৮ ।

থাকি থাকি থাকি বেথিত অস্তর
কান্দিয়া কান্দিয়া উঠে ।
ধির নাহি চিতে থাকিয়া বেথিত
ঘেমন আনল ছুটে ॥

খোর দরশন থাকিত বোঝিত ৫
 থির থির নাহি মান ।
 থাপিল তোমার যুগল চরণ
 থল সে নাহিক জান ॥
 থির করি চিত থর থর করে
 থাকি থাকি কেন কাঁদে । ১০
 থাকুক থাকুক তোমার পীরিত
 থির আর নাহি বাঁধে ॥
 থল না রাখিলে থুইবে থেয়াতি
 থাকুক তোমার লেহা ।
 থির থির তাহে কহে বিনোদিনী ১৫
 থাকি না রহল দেখা ॥
 থির করি চিত থাকিহ গোকুলে
 থারী সে হইয়া থাক ।
 চণ্ডীদাস কহে থল রাখ নাথ
 গোপীর গুমান রাখ ॥ ২০

৫১০

হইই-সিদ্ধা ।

দক্ষিণ নয়নে নাচিল যখন
 দেখিল বিপদ দশা ।
 দিয়া সে দেবতা দেবীরে পূজিতে
 দেখল আপদ ভাঙ্গা ॥
 দেবতা উপরে দিয়া ফুলদল ৫
 দেয়াশী জুড়ল কর ।
 দেহ মাতা দেবি দরিয়া হইয়া
 ঘরে রহে দামোদর ॥
 দেবী সে না দিল মাথার সে ফুল
 তাহাতে জানল মনে । ১০
 দিব বহু দুখ দুখের সাগরে
 ফেলাব নাগর কানে ॥

দেখিয়া দয়াল গুণের সাগর
 দর দর ছুটি আঁখি ।
 দয়াতে মোহিত দেবের দেবতা ১৫
 ক্রীমুখ বক্সে রাখি ॥
 দোষ গুণ যদি দেখিয়া রাখার
 ছাড়িয়া যাইতে চাহ ।
 দেখিব লও দোষের নাহিক
 চণ্ডীদাস গুণ গাহ ॥ ২০

৫১৪

কানড়া ।

ধরম করম সকলি মজিল
 ধাধসে পরাণ রাখি ।
 ধেয়ান তোমার ধনী সে আকার
 শুধু দেহ আছে সাধী ॥
 ধন জন যত সে সব বেকত ৫
 ধরম ভরম তুমি ।
 ধরিয়া চরণ লইলু শরণ
 তোমা না ছাড়িব আমি ॥
 ধরিব যেমন ধরে মীনগণ
 ধাধসে শঙ্করী যত । ১০
 ধনী বিনোদিনী ধাধসে তেমনি
 ধৈরজ ধরিব কত ॥
 ধক্ ধক্ ধকি পরমাদ দেখি
 ধরিতে না পারি ছিয়া ।
 চণ্ডীদাস কয়ে ধরিয়া ছলয়ে ১৫
 বচন চরণ সেয়া ॥

৩১৫
শ্রীমত।

মবীন নাগরী নবীন লোরেতে
দেখিতে নাহিক পায়।
নীরস বচন নাহিক কখন
মতিকে কেমন ভায় ॥
নব নব রামা না ফেল পাথারে ৫
নাহিক আপন কেহ।
না জানি পীরিতি না জানি কি রীতি
কেবল হুঁপিল দেহ ॥
নয়নে নয়ন মিলিল যে দিন
সে দিনে আছিলে ভালে। ১০
নাগরী আগরি যমুনা নাগর
সেই সে কদম্বতলে ॥
নানা রঙ্গ তথা নানা রসকথা
আন আন ছলে কয়া।
নীর আনি ছলে নানা বেশ ধরি ১৫
কহিমু বদন চেয়া ॥
নাগরীর প্রেম পাসর কেমন
কেমন তোমার প্রীতি।
নাহি গণ এবে সে সব আরতি
চণ্ডীদাস কহে রীতি ॥ ২০

৩১৬
বুড়ারি।

পরবশে তুমি পরের কথায়
পহিলে এমন কর।
প্রেম বাড়াইয়া পরশ-রতন
গলায়ে গাঁথিয়া পর ॥
পরে দিয়া জ্বালা পর-বরমালা ৫
পলাহ পরের বোলে।

পতি ছুরমতি ভাহার পীরিতি
তেজিমু অবহি হেলে ॥
পাথারে ফেলহ পরিহারি বাহ
পাসর পরম লেহা। ১০
পাতি জাতি কুল পহিলে সকল
পরিহার দিল গেহা ॥
পথে কত শত পাণ্ডুল বেদনা
পহিলে বিকের ছলে।
পরিয়া কদম্ব-মালা মনোহর ১৫
পাইখে কদম্বতলে ॥
পরিহাস-রসে প্রেমে রহাইসে
পাইয়া পসরা জতি।
পথে লুটি নিতে দধি দুগ্ধ যত
সে সব তেজিলে কতি ॥ ২০
পরশ-রতন পাইয়া সঘন
পরানে মিশিয়াছিল।
প্রেমে দিয়া ইবে চাড়ি কার বোলে
চণ্ডীদাস দুখী ভেল ॥

৫। বরমালা—যে বর ভাঙ্গিয়া দেয়, গৃহবিচ্ছেদ
ঘটায়। এ কথাটি নাগর অকলে ত্রিলোকের
মধ্যে প্রচলিত আছে।

৩১৭
কাঁক।

ফিরিয়া না চাহ ফিরি কথা কহ
ফের দিয়া কোথা যাবে।
ফসল পাইয়া ফাঁকর করিয়া
ফিরিয়া চলহ ঘরে ॥
ফিরাইতে যবে ফিরিয়া ফিরিয়া ৫
শাঙলী ধবলী গাই।

কেনাতে চাছিলে কাঁফর হইলে
ফিরিয়া কাঁদয়ে মাই ॥

ফটল বখন ফণী বিষথর
ফুল ত্রিঅঙ্গখানি ।

ফের ফিরি ফিরি গোপিনী ছসারি
ফুল অনেক বাণী ॥

ফাটে পরাগ ফাটে হৃদয়
ফেলাহ দরিয়া মাঝে ।

ফুল সকল কাঁফর গোকুল ১৫
চণ্ডীদাস সঙ্গে সাজে ॥

৫১৮

হইই ।

বল বল দেখি বিকল পরাগ
বুক বিদরিয়া মরি ।

বেদনা জানব বরজ-রমণী
বিকল হইয়া বড়ি ॥

বলরাম হৈতে বড় সে জানিয়ে ৫
বড় সে করিয়ে প্রেম ।

বিদূর যেমন বহু রত্ন ধন
লাখে লাখে পায় হেম ॥

বড় যেন দুখ বহু গেল দুখ
বড়ই আনন্দ তার । ১০

বহুমূল্য ধন তুমি সে ভেমন
ভুবন করিল সার ॥

বটে কি বা নয় বুক রসময়
বলিল গোচর পায় ।

বৈণী কালজাদ বসিয়া বিরলে ১৫
রূপ নিরখিয়ে ভায় ॥

বেশ পরিপাটি বেশের বন্ধান
বেলি অবসাদকালে ।

বলি রাখা রাখা বাজাও মুরলী
তখন বাইধু জলে ॥

বৃন্দাবন বন্ধান সঙ্কেত-মুরলী
অবশ্যে শুনিয়ে যবে ।

বেকত কাগিনী কুলের রমণী
পরাগ না ধরে তবে ॥

বিকল হইয়া সঙ্কেত পাইয়া ২৫
কনক-গাগরি কাঁখে ।

বলে চণ্ডীদাস বেদনা পাইয়া
বেন ধন পেয়া রাখে ॥

৫১৯

কাকি ।

ভালের বড় ভু ভামিনীর প্রিয়
ভালে সে জানল তোরে ।

ভরম সরম ভাসল সকল
ভাসালে দরিয়াপরে ॥

ভাল মন্দ মোরা কিছুই না জানি ৫
ভরসা কেবল পায় ।

ভরসা অন্তরে ভারি ভারি তাহে
ভগ্ন হইল গায় ॥

ভরসা করিল ভরম সরম
ভালে সে জানিল মোরা । ১০

ভাল মন্দ কেবা জানে ভাল মতে
এমন ভোমার ধারা ॥

ভৈগেল ভাবের ভরসা সকল
ভেল সে গরল পায়া ।

ভাসল সকল হৃথের বৈভব ১৫
ভাবিতে গণিতে সারা ॥

ভিগল মরমে ভোমার ভাবনা
ভালে সে পশিয়া গেল ।

ভাবিতে গণিতে ভাসল সাগরে
তগে চণ্ডীদাস ভাল ॥

২০

৬০০
ঈহা।

মনের মরম মনেতে জানহ
মানস মরমে যতি।
মনস্থ যত মানসে জানিয়ে
মদন-ভরঙ্গে মাতি ॥

মদন-মোহন রমণীর মন ৫
মোহিলে মনের স্থখে।

মধুপুর দূর মথুরা-নাগরী
মনে সে গড়ল তাকে ॥

মনেতে লাগিল মনোহর রূপ
মগন হইয়া চিতে। ১০

মনে নাহি ভয় গোকুল নগরী
কি রূপ আছেয়ে ইথে ॥

মনমন্ত হাতী মারিয়ে কেশরী
শৃগাল মারিতে চায়।

মাণিকের কাছে তুলনা থাকয়ে ১৫
কাঁচের কলের প্রায় ॥

পর যে মজিয়া মন যে মজিয়া
রঙ্গে তেন অতি ভোরা।

মোতিম তেজিয়া (?) কোলিসে পাওব
চণ্ডীদাস তেল ভোরা ॥ ২০

১০। মনমন্ত—উনমন্ত। পূর্বে একবার এই অর্থে
ব্যবহৃত হইয়াছে।

৬০১
ঈ।

যাহার কারণে ভগজন ভরি
যত বড় তেল লাগ।

জানহ সকল যদুনাথ ভূমি
ভুবনমণ্ডল মাঝ ॥
যদি নাকি চাবে সে হেন শ্রীমুখ ৫
জর করে দেহা।

যাইয়া যমুনা জল তরি ছলে
দেখিয়ে বাড়িয়ে লোহা ॥
যদি বাহ নাথ যমুনা উপারে
যগন ধেমুর পাল। ১০

যবে নাহি দেখি দেখিলে জুড়াই
বিকের ছলায়ে ভাল ॥
যাহার বেদনা জানে কোন জনা
যাহার হৃদয়ে পশি।

জানে সেই জনা বিরহ-বেদনা ১৫
যেমন রসের রসি ॥

যাবে মধুপুর যবহ শুনল
তবে কি পরাণ জীব।

যমুনার জলে যেয়ে কুতুহলে
তখনি পরাণ দিব ॥ ২০

যদি না হইবে জীবধ পাতকী
তবহ তেজব গেহা।

যতনে বাইয়া যমুনা মরিতে
তেজব আপন দেহা ॥

জর জর তেল জারিল অন্তর ২৫
চণ্ডীদাস গুণ বুঝে।

এত দিন ছিল যতেক আনন্দ
যুচল গোকুল পুরে ॥

৬০২
কাফি।

রসে রসাইয়া রমণী তেজিয়া
রতন রসে রসি।

রসিক হইয়া রস ভোগিয়া
এবে সে জানিল ভালি ॥

৫ রাতুল চরণ রঙ্গিয়া নাগরী
রসয়া রসান ছিল ।

রসের ঘরেতে রস ভাজাইয়া
বিহি নিকরুণ ভেল ॥

১০ রাত্রি দিন খুরি বিরহে স্তম্ভরী
রহই তুহারি ধ্যান ।

রব শুনি যব মুরতি কৈশর
রঙ্গিয়া মুরলী গান ॥

রাধা রাধা রবে অঙ্গ পুলকিত
মুগ্ধরে তরুর ডাল ।

১৫ রহে সে বমুনা রহে নিরমল
উজান হইয়া ভাল ॥

রাস অনুরাগ রহত অনুর
রমণী এতেক সময় ।

২০ রাস অনুরাগে যে জনা রহল
তার কি পরাণ রয় ॥

রাগরসে মাতি রাগ উঠে যব
রাগ সে বিষম বড়ি ।

রাগে উনমত রাগ সে বেকত
রাগে সে পরাণ ছাড়ি ॥

২৫ রাগে সে মগন রহই খেয়ান
রাগে সে মরণ গাঢ় ।

রাগিণী অন্তরে রাগ বহু পেলে
পরাণ ভেজব সারা ॥

৩০ রাতুল চরণ লয়েছি শরণ
রহিব ও পদসেবা ।

রহিল বিরহে বেকত পড়িয়া
চণ্ডীদাস পুছে কেবা ॥

৩০০

৩১

নহ নিদারুণ নবল নাগর
ললিত ত্রিভঙ্গধারী ।

নব নব বেশ নট মনোহর
লহ লহ মুদ্র বোলি ॥

লালসে লালসে নবীন নাগরী
নোটন ঘোটন বেশে ।

নব অনুরাগ নব নব রসে
নব রামা জিয়ে কিসে ॥

১০ নলিনী নওয়া সেজ বিছাইয়ে
লওল সুগন্ধি তাথে ।

লওল বিচিত্র চামর চালর
নাইব স্থখের যুখে ॥

লাগাইব অঙ্গে এ ছয় রসাল
মিশান কুমকুম তায় ।

১৫ নবীন কিশোরী রসাল সে গোপী
লেপব শ্যামের গায় ॥

লাবণ্য-লহরী লেহ না করব
লে চলু অক্রুর রায় ।

২০ নব নব গোপী লাজ পরিহরি
চণ্ডীদাস গুণ গায় ॥

৩০৪

বড়ারি ।

বল বল সখি বিরস হইলে
বাঁচিব কেমন করি ।

বিনোদ বিনোদ বিনোদ আমোদ
এ কি এ ভেজিতে পারি ॥

বিনোদ বেশের বিনোদ-মাধুরী
বিনোদ কেশের চূড়া ।

বিনোদ কুসুম- হার বনাইয়া
 বিনোদ দিয়াছে বেড়া ॥
 বিনোদ ময়ূর- পাখা তাহে দিয়া
 বিনোদ বিনোদ উড়ে । ১০
 বিনোদ নাগরী বিনোদ মরম
 পরাণ রহে সে ছাড়ে ॥
 বিনোদ বিপিনে রাস-জাগরণে
 বিনোদ গোপের রামা ।
 আর না করিব বিনোদ চাতুরী ১৫
 বিনোদ বিনোদ প্রেমা ॥
 বিনোদ মুরলী বিনোদ বোলব
 শুনিব শ্রবণ ভরি ।
 বিনোদ বেশের বেশ না করিব
 বিনোদে ঝাইব চলি ॥ ২০
 বিনোদ সৌরভ হার মনোহর
 সৃগন্ধি চন্দন করে ।
 বিনোদ আকৃতে বিনোদ নাগরী
 লেপিত শ্রীমঙ্গ পরে ॥
 বিকায়ল পায়ে বিনি মূল পেয়ে ২৫
 চণ্ডীদাস গুণ গায় ।
 বিনোদ নাগরী কি কহিব গতি
 হেন মন মোর ভায় ॥

৬০৫

কানড়া ।

শুন হে নাগর শরণ যে লয়
 তারে সে এমন কর ।
 সরল হৃদয় সরল স্বভাবে
 সবারে করিয়া জর ॥
 শ্যাম শ্যাম বলি শ্যামরী সকল ৫
 শ্যামল হইয়া গেল ।

৩৪

সঘনে সঘনে সে গুণ আবিতে
 কুলে ভিলাঞ্জলি দিল ॥
 সৃজন নীরতি সৃষ্টির আরতি
 সে ভেল গরলময় । ১০
 সৃখ দূরে গেল সৃখ অবশেষ
 মরণ হইল ভয় ॥
 সময় হইল দশমী দশার
 এই সে সকল মোয় ।
 শরণ যে লয় সে জন তেজহ ১৫
 জনম অবধি হোয় ॥
 সহজে অবলা শাস্ত্রী ভাপিনী
 সকল জানহ তুমি ।
 সহিতে সহিতে সে যে করে চিতে
 বিষ খেয়ে মরি আমি ॥ ২০
 সাহস ধাধসে সব গোপীগণ
 কাষ্ঠের পুথলি প্রায় ।
 শ্যাম-পদে পড়ি করে নিবেদন
 চণ্ডীদাস গুণ গায় ॥

৬০৬

হুংট ।

শ্যাম সুনাগর রায় ।
 সকল তেজিয়া শরণ লয়েছি
 সহজে না ঠেল পায় ॥
 শুনিল যখন শ্রবণ ভরিয়া
 সকল কুলের নারী । ৫
 সরল হৃদয়ে সন্তুষ্ট হইয়া
 শুন হে মুরলীধারী ॥
 শৃঙ্গ করি বাবে সব গোপীগণে
 সবাই মরিব শোকে ।
 সব গোপীগণ সঘনে স্বরূপে ১০
 শেল দিয়া গেল কুলে ॥

শাশুড়ী ননদী সবাই সবাই
 শাসিল সবার আগে ।
 সে দিন পাসর দেখি মনে কর
 স্বরূপে লইব নগে ॥ ১৫
 সব পাসরিয়া, সমুদ্রে ডারিয়া
 শেষেতে করিলে হেন ।
 সহজে অবলা হইয়া অখলা
 তাহে নিদারুণ কেন ॥
 স্থখের ঘরেতে দুখ সার হৈল ২০
 শোচনা রহিল বড়ি ।
 চণ্ডীদাস বলে আশ পাশ গেল
 এবে হল বড় ভেড়ি ॥

৬০৭

দীপটময়রী ।

শ্যাম শ্যাম বলি সদা শ্যাম হেরি
 সকল সঁপিল শ্যামে ।
 শ্যাম পরিবাদ সকল গোকুল
 এ তনু সঁপিছু শ্যামে ॥
 সব তেয়োগিমু শ্যামের কারণে ৫
 সবাই করিল সারা ।
 শ্যাম-কলঙ্কিনী শবদ উঠিল
 তাহার এমন ধারা ॥
 সহিতে সহিতে সে সব কারণ
 শুনিতে পরাণ ফাটে । ১০
 শঙ্খবণিকের করাত যেমন
 ও দিক্ ও দিক্ কাটে ॥
 শরণ যে লয়ে শীতল চরণে
 সে জন এমন দশা ।
 সাধ ছিল মনে সদা নিরখিব ১৫
 যুটিল সে পব আশা ॥

সে সব আরতি স্থখের আরতি
 কে জন ভাঙ্গিয়া দিল ।
 চণ্ডীদাস বলে সে জন অজুর
 শমন সমান ভেল ॥ ২০

৬০৮

হুইট ।

হা হরি হা হরি হরি হরি হরি
 হব সে হুতাশে সারা ।
 হরি কি হিয়ায়ে হানি বাণ সব
 হরি বা কেমন পারা ॥
 হের দেখি হরি হরষ পরশ ৫
 তেজহ কিসের লাগি ।
 হিয়াতে হুতাশ হয় নহে হরি
 বিদারি দেখহ আগি ॥
 হাস পরিহাস রভস হারাস
 হরি নিদারুণ হও । ১০
 হরষে গোপিনী যমুনাতে গিয়ে
 মরিলে তবে সে যেও ॥
 হরিণী যেমন হাণে ব্যাধগণ
 হিয়াতে বিকয়ে শর ।
 হোরে গিয়ে যেন পড়য়ে হুতাশে ১৫
 বাণেতে হইয়া জর ॥
 হরিণী হুতাশে হরির বিরহ
 হেমতি সমান বাণ ।
 হিয়াতে বাজল হরিণী সমান
 চণ্ডীদাস গুণ গান ॥ ২০
 ১৫। হোরে—দূরে ।

৬০১

নটনারায়ণ।

ক্ষণে কত শত ক্ষমা নাহি চিত
 ক্ষত উঠে কত বেরি।
 ক্ষেয়াতি রহল ক্ষিতি মহীতল
 ক্ষমা কর যত্ন হরি ॥
 ক্ষণেক ক্ষমহ দোষ অপরাধ ৫
 ক্ষমা সে করিতে চায়।
 ক্ষেপল সকল গোপিনী যতেক
 ক্ষমা চিতে নাহি লয় ॥
 ক্ষণেক ক্ষণেক বিরহ-আশুনি
 ক্ষণে ক্ষীণ করি দিল। ১০
 ক্ষুধায় আকুল পীরিতি বিহনে
 ক্ষণেক ভাসিয়া লৈল ॥
 ক্ষিতিলে লুটি রাখা স্খামুখী
 ক্ষণেক বদন চাহি।
 ক্ষণেক বোধত ক্ষীণ তনু হয়ে ১৫
 * চণ্ডীদাস গুণ গাহি ॥

রাখাল-বিলাপ।

৬১০

হেথা সে অক্রুর রথ সাজাইয়া
 কর জোড় করি কয়।
 মধুপুর দেশ চল কলীকেশ
 বিলম্ব নাহিক সয় ॥
 এ বোল শুনিয়া শ্রবণ পুরিয়া ৫
 কৃষ্ণ বলরাম দুই।
 ভাল ভাল বলি তুরিত গমন
 মধুর মধুর কই ॥
 মোর সখাগণ ভূষি তার মন
 তবে সে চড়িব রথে। ১০

সবারে লইয়া আনল-বতনে
 কহিতে লাগল ভাষে ॥
 অনেক খেলিল শ্রীদাম স্তন্যাম
 সুবল সবার সনে।
 কিছু না ভাবিহ মরমে রাখিহ ১৫
 না কর ভাবনা মনে ॥
 তোমাদের চিতে আছি অবিরতে
 হিয়ায়ে হিয়ায়ে মেলা।
 এই সখাগণে লয়ে ধেমুগণে
 জনম করিয়ে খেলা ॥ ২০
 এ যত্ননন্দন করয়ে রোদন
 ছলে সে কমল আঁখি।
 যেন সুরধুনী- তরঙ্গ তেমনি
 বনে তেয়াগল লক্ষ্মী (?) ॥
 ফুলি ফুলি মুখ সে বিধুমণ্ডল ২৫
 কহিতে না ফুরে বাণী।
 চণ্ডীদাস কহে আঁখি ভরি লোহে
 কহিলে কি হয়ে জানি ॥

৬১১

সহস্র।

গদ গদ বোলে শুন বাঁশীধর
 কোথাকারে যাবে তুমি।
 এ প্রজ-বালক করিয়া পিকল
 কিছু না জানিয়ে আমি ॥
 কেমন তোমার চরিত ব্যাপার ৫
 এই সে করিলে পাছে।
 তবে কেন এত প্রাণ বাড়াইলে
 থাকিব কাতার কাচে ॥
 স্বপন নয়নে ভোজন গৃহমণে
 সদাই তোমায়ে দেখি। ১০

কেমনে তোমার লেহ পাসরিব
শুন হে কমল-আঁখি ॥

কাঁদে শিশুগণ হয়ে অচেতন
শ্রীমুখ পানেতে চেয়ে ।

কেহ কোথা পড়ে নাহিক সংবাদ ১৫
অতি সে বেদন পেয়ে ॥

কেহ বলে বাম (?) আর না শুনিব
মধুর মধুর বাণী ।

আর না খেলিব ধেমু নিয়োজিয়া
না নিব বাঁশীর ধনি ॥ ২০

ভাই ভাই বলি আর না শুনিব
বিহ্বল বৈকাল বেলে ।

চণ্ডীদাস কহে অতি বড় মোহে
পড়িয়া চরণতলে ॥

৬১২

বড়ারি।

কহেন বচন এ যুদ্ধনন্দন
শুন হে সুবল ভাই ।

তোমাদের ঠাই আছিয়ে সদাই
ইথে আন কথা নাই ॥

আমি গিয়া আসি কংসরাজ তুমি ৫
পুনঃ সে খেলিব খেলা ।

সরল হৃদয়ে বিদায় করহ
পুনঃ সে হইব মেলা ॥

এ কথা শুনিয়া গদ গদ হৈয়া
কাঁদয়ে বালক যতে । ১০

ধূলায়ে ধূসর হয়ে কলেবর
করাধাত হানে মাথে ॥

কি বোল কি শুনি কহে সবে বাণী
নিঠর হইল কান্দু ।

আমরা তোমার বিরহ-বেদনে ১৫
এখনি তেজিব তনু ॥

আর কি বাঁচিব ও তনু রাখিব
না দেখি ও চাঁদ-মুখ ।

এবে সে আনিল বিহি নিকরুণ
দিয়ে অতি বড় দুখ ॥ ২০

তোমার বিহনে জীব বা কেমনে
ইহার উপায় বল ।

তবে সে যাইবে মথুরা নগরী
শুনিতে কানাই ঢল ॥

হেটমাথে রহে বচন না স্ফুরে ২৫
নাগর চতুর রায় ।

কাঁদে অজবাল বিরহ-বেদনে
চণ্ডীদাস কাঁদে ভায় ॥

২৪। এ কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিহ্বল হইলেন ।

৬১৩

কান্দা।

উঠ উঠ ভাই শ্রীদাম সুদাম
চাহত আমার পানে ।

সরল হৃদয়ে কহত বচন
তবে সুখ হয় মনে ॥

এক বোল বল মথুরা গমন
যাইতে বলহ মোরে ।

কহিতে কহিতে দু আঁখি ডরল
কহিতে না পায় লোরে ॥

শুন হে সুবল ভাই সখাগণ
তুমি সে আমার প্রাণ । ১

হৃদয়ে হৃদয়ে মরমে মরমে
ইহাতে না হয়ে আন ॥

বহু স্থ-কথা 'তোমার সহিতে
সকল জানহ তুমি ।
তোমার মারাটি ছাড়িব কেমনে ১৫
পরবশ হই আমি ॥
শুনহ সুবল মরম-বেদন
তোমাতে না দেখি যবে ।
হিয়া জর জর করয়ে অন্তর
দেখিলে জুড়াই তবে ॥ ২০
সুবল কহেন কানুর গোচর
তুমি সে নিষ্ঠুর এবে ।
তবে কেন লেহ বাড়াইলে মোহ
মোর কোন গতি হবে ॥
পীরিতি করিয়া ছাড়িয়ে সবারে ২৫
এ নহে উচিত পণ ।
কে আছে এ মহী- মণ্ডল মাঝারে
এমন বেথিত জনা ॥
চণ্ডীদাস কহে কমল-নয়ন
• ছল ছল দুটি আঁখি । ৩০
বচন না ফুরে বেথিত অন্তর
বয়ান বন্ধিম রাখি ॥
২৫। ছাড়িয়ে সবারে...সকলকে ছাড়িয়া চলিয়া
যাও ।

৬১৪

বেলয়ার ।

তবে কেন প্রীত • বাড়াইলে হিত
গোপের বালক সনে ।
পরিণামে এত করিবে বেকত
ইহা বা কে জন জানে ॥
যদি বা জানিধু স্বপন ইন্ধিতে ৫
নিদান হইবে তুমি ।

বাদিয়ার ঘরে গিয়া কুতূহলে
গরল ভুখিধু আমি ॥
এ সব কেমনে পাসরিব মনে
তোমার পীরিতি-লীলা । ১০
যবে পড়ে মনে সে রস-মাধুরী
গলিত মানয়ে শিলা ॥
দেখ মনে ভাবি বালক সংহতি
ক্রীড়াতে বন্ধিলে নিশি ।
ধেমু বনে বনে রাখিয়া সঘনে ১৫
ভাগীর-গভরে বসি ॥
নানা মত পেলা তুমি সে সজ্জনা
বন্ধিমু তোমার সনে ।
যবে সেই লীলা মনে পড়ি গেলা
কেমনে জীব সে দিনে ॥ ২০
তো বিমু মরিব সকল বালক
তিলেক নাহিক জীব ।
তোমার সম্মুখে মরিব সবাই
এখনি পরাণ দিব ॥
কি ছার বাঁচিতে সাধ নাহি চিতে ২৫
ছাড়িয়া আনন্দনিধি ।
চণ্ডীদাস মোহে ছল ছল লোচে
কে কৈলে নিদয়া বিধি ॥

৬। নিদান...নিদয় ।

১২। পাষণ্ড গলিয়া যায় ।

সুবলের করুণা ।

৬১৫

বেলয়ার ।

যখন করিলে বনে অতিস্থখ
লীলা সে গেলিলে গেলা ।
কতক অন্তর বধিলে নিষ্ঠুর
চয়া বালকের মেলি ॥

যে দিনে কালিন্দী দহের সম্মুখে ৫
সে জলে গরল ছিল।
সে জল খাইয়া সেখানে বালক
সবে তনু ত্যাগিল ॥
কূলে পড়ি সবে মরিল বালকে
তুমি সে গেছিলি কতি। ১০
আসিয়া দেখিলে কিবা মাত্র দিলে
করিলে সবার গতি ॥
কেন বা জীয়ালে এ দুখ দেখিতে
তখনি মারিতে ছিল।
মথুরা গমন করিবে এখন ১৫
ইহাই দেখিতে হল ॥
কেমনে বন্ধিব তোমা না দেখিয়া
শুন হে কানাই ভেয়া।
নিষ্ঠুর নহিও বচন কহিও
কহত বদন চেয়া ॥ ২০
এ যদুনন্দন না ফুরে বচন
হেটমাথে রহে কানু।
কিবা না বলিব মুখে নাহি বাণী
পূরল বিরহে তনু ॥
চণ্ডীদাস কহে শুন হে বচন ২৫
চলহ যমুনা-জলে।
বাঁপ দিয়া মরি করিয়া ধ্যান
সুবল ইহাই বলে ॥
৪। বালকগণের সহিত মিলিত হইয়া।

৩১৬

মটনারায়ণ।

ফুলি ফুলি কান্দে স্থির নাহি বান্ধে
সে হেন রসিক রায়।

সদয় হৃদয় কাদিতে কাদিতে
সুবল পানেতে চায় ॥
না বল না কহ ও সব বচন ৫
কহিতে পরাণ ফাটে।
হিয়া জর জর পুড়য়ে অন্তর
অধিক জ্বলিয়া উঠে ॥
শ্রীদাম হৃদাম আর বসুদাম
অপর যতেক সখা। ১০
আর না হেরব ও মুখমণ্ডল
আর না হইব দেখা ॥
মো সবা বিসরি যাবে মধুপুরী
শ্রবণে শুনিতে ইহা।
কিসের কারণে জীব সখাগণে ১৫
কি ছার রাখিতে দেহা ॥
কহে বনমালী লোরে আঁখি ভরি
সবারে তুষিয়া কহি।
সরল হৃদয় করহ বিদায়
লাজে মুখ বাঁকে রছি ॥ ২০
কহে সখাগণ কেমনে বচন
এ বোল কেমনে বলি।
হয় নহে দেখ মনে বিচারিয়া
শুন কানু বনমালী ॥
চণ্ডীদাসে বলে এ বোল কেমনে ২৫
কহিয়ে না লয়ে মন।
প্রাণের দোসর তুমি সে সবার
যেমন বাপের ধন ॥
১১-১৬। সখাগণের উক্তি।

৩১৭

জি।

কি বা করে ধনে কি বা করে জনে
তোমাতে অধিক কি।

এ ধন সঞ্চয় মনের সহিতে
জানয়ে গোপের কি ॥
প্রেমের স্বরূপ রসের চাতুরী ৫
জানয়ে কিশোরী রাই ।
রস পরিপাটি জানে গুণি গুণি
সো পঁছ তু গুণ গাই ॥
রসের আগরি সে নব কিশোরী
কেহ সে জানয়ে নাই । ১০
* * * * *
কি জানিয়ে তব গুণের মহিমা
সহস্র মুখেতে গান ।
এই মত চারি যুগ ফিরি ফিরি
তসু সে নাহিক পান ॥ ১৫
এ ধন পাইয়া রাখিতে নারল
করম অভাগী বড়ি ।
হিয়া সে দারুণ শেল পশি দিয়া
মধুপুর যাবে ছাড়ি ॥
কে আর ডাকিব ভাই ভাই বলি ২০
* মধুর বচনরসে ।
পড়িয়া চরণে কাঁদয়ে সঘনে
কহেন এ চণ্ডীদাসে ॥

২। তোমা অপেক্ষা প্রিয়তর আর কি আছে ?

৬১৮

জি।

প্রেম বাড়াইয়া ফেল উজটিয়া
তবু না ছাড়িব তোমা ।
তোমার বিরহে মরিলে এখনি
পরিণামে পাবে প্রেমা ॥
যারে যেবা ভাবি যখন মরয়ে ৫
সে জনে অবশ্য পায় ।

ত্রিভঙ্গ পোক দেখ আন জীব মাঝে
সে হয় ভূঙ্গের কায় ॥
পূর্বে আছিল এক মুনিগণ
তপেতে মহাই ভেজা । ১০
কল মূল মূল পায়ের যুগল
ভক্ষণ করিত সদা ॥
সেই বনে এক হরিণ হরিণী
সঙ্গেতে তাহার শিশু ।
হেনক সময়ে এক ব্যাধ শরে ১৫
বিক্ষল থাকিয়ে পাছু ॥
দুই জনা মারি ব্যাধ চলি গেল
হরিণী ছাওল রহে ।
যেখানে আছয়ে সেই মুনিবরে
দেখিতেন অতি মোহে ॥ ২০
চণ্ডীদাস বলে এ বড় আকৃতি
শুনহ নাগর কান ।
ভাগবতে আছে কিছুই আখ্যান
এবে কহি তত্ত্বজ্ঞান ॥

৬১৯

কানখা।

সেই মুনি সেই হরিণী ছাওয়াল
রাখল সে মুনিবরে ।
প্রতিদিন দিন ভক্ষণ সেবন
করয়ে অবহি ভেলে ॥
কত দিন বই সেই যুগশিশু ৫
পাইয়া হরিণী-সঙ্গ ।
আন বনে গেলা রতি রসপুখে
করিতে রসের সঙ্গ ॥
না দেখি সেই যুগী বড়ট বিয়োগী
মুনির হইল শোক । ১০

হরিণ হরিণ কণে অমুক্ষণ
পাইয়া বিয়োগ রোগ ॥
যবে সেই মুনি কাল উপস্থিত
হরিণ ধেয়ানে মরে ।
হরিণ হইল আনহি জনমে ১৫
দুখ হল যুগবরে ॥
যারে যেবা ভাবে তারে তাহা লবে
মরিলে পাইব তোমা ।
আনহি জনমে পাইব লঘনে
কানাই ভেয়ের প্রেমা ॥ ২০
চণ্ডীদাস কহে রসতত্ত্ব-কথা
শুনিতে নাগর কান ।
হেট মাথে রহে বচন না কহে
উঠল বিরহ মান ॥

ভাগবত ৫ম স্কন্ধ, ৮ম অধ্যায়—ভাগবতে ঠিক এরূপ
নাই ।

৬২০

জি ।

ভূমি সে নিদ্রয়া নিঠুরাই পনা
এবে সে জানিল দঢ় ।
পীরতি করিয়া হিয়া ব্যথা দিয়া
এবে সে জানিল দঢ় ॥
কেন প্রীত কৈলে বালক সংহতি ৫
নাচিলে খেলিলে রঙ্গ ।
ভেয়া ভেয়া বলি প্রেমে ঢল ঢল
করিলে এ সব সঙ্গ ॥
আরতি পীরতি স্তবের কি রীতি
ইহারি শরীর কিসে । ১০
তোমা না দেখিলে তিলেক না জীব
নিদান করিলে শেষে ॥

মরিলে তরিব মরিয়া হইব
তোমার চরণে সখা ।
শ্রীদাম স্তদাম আর বস্তদাম ১৫
আর না হইব দেখা ॥
কহে গুণমণি কান্দিতে কান্দিতে
সুবল পানেতে চেয়ে ।
চণ্ডীদাস কহে অতি বড় মোহে
পড়ে মুরছিত হয়ে ॥ ২০

৬২১

গড়া ।

সুবলে কহেন কমল-লোচন
কহ কহ এক বোল ।
মধুপুর দূর যাইতে বলহ
তেজি মায়া মোহ কোর ॥
সুবলের কাঁধে কর আরোপিয়া ৫
আলিঙ্গন রস আশে ।
বল বল ভাই মুখ পানে চাই
ঘুচাহ শোচনা ক্রেশে ॥
তোমার হিয়াতে সদয় হৃদয়ে
তিলেক নহিয়ে ছাড়া । ১০
হাসির সম্মুখে বিদায় করহ
তোহে মোহ প্রেম বাঢ়া ॥
আর এক কথা শুন হয়ে বেথা
শুনহ সুবল ভাই ।
নবীন কিশোরী ও বর-কামিনী ১৫
বরজ-রমণী রাই ॥
ভাল মন্দ কিছু তেহো না আনিয়
কেবল আমাতে চিত ।
গোপত বেকত কহিবারে মছে
তোমারে কহিয়ে রীত ॥ ২০

মরম-বেদন সব ভুমি জান
কহিল গোপত কথা ।
কি হব রাখার গতি দূর এই
সে মোর মরমে ব্যথা ॥
কখন না জানে বিরহ-বেদন ২৫
জানবি রহতি দূর ।
এবে অগোচর গোচর না নিয়ে
বাইব মথুরা পুর ॥
জানিবা কখন বিরহ-বেদন
মরমে পশিল যবে । ৩০
দশমী দশায়ে পাছে দরশায়ে
এ উঠে অন্তরে সবে ॥
কোন ছলা রসে সিঞ্চিবে সে শেষে
হাসিবে আনহি ছলে ।
মরম-বেদন কহিল কারণ ৩৫
দীন চণ্ডীদাস বলে ॥

৩। বাইতে বলহ...বাইবে বলিতেছ ।

৩২২
খানদী ।

এ কথা শুনিয়া গদ গদ হৈয়া
পড়ল ধরনী ধরি ।
নিদান করিয়া হিয়া ব্যথা দিয়া
যাবে সবে পরিহরি ॥
বোলহ বচন সচল সঘন ৫
নিশ্চয় মথুরা যাবে ।
গোকুল আকুল করিয়া সকল
সবার পরাণ লবে ॥
কহ কহ ভাই সুবল সাজাতি
বিদায় করহ মোরে । ১০
পড়ল অবনী মুরছা খাইয়া
সব জন হিয়া কুরে ॥

কাঁদন্ত করুণে সব সখাগণে
শ্রীমুখ বদন চেয়ে ।
ধরনী পড়িল বালক সকল ১৫
বড়ই বেদন। গেয়ে ॥
ধরিয়া শ্রাম নীল বলনে
ধড়ার আঁচল ধরি ।
কোথা যাবে ভাই কানাই বলাই
হিয়া বিদরিয়া মরি ॥ ২০
উঠ উঠ ভাই সব সখাগণ
কাঁদিয়া নাগর রায় ।
প্রবোধ বচন করিল তখন
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায় ॥

৩২০
করম ।

সবার করেছে ধরিয়া ধরিয়া
রসিক নাগর কান ।
উঠ উঠ বলি সঘনে কহে
জ্যোমরা আমার প্রাণ ॥
এ বোল বলিতে নন্দের নন্দন ৫
সকল বালক মেলি ।
ভেয়ের করেছে কর পসারিয়া
সবে আলিঙ্গন করি ॥
কেহ লোটে ভূমে কেহ লোটে ঞ্জমে
কেহত খাওই দূরে । ১০
কেহ প্রেমরসে ভাই রহাইবা (?)
ঐছন বাইয়া ধরে ॥
কেহ বলে ভাই কানাই বলাই
এবে সে নিষ্ঠুর ভেলা ।
গোকুল নগরে এত দিনে মেনে ১৫
শোকের সায় দিলা ॥

কান্দিয়া বিকল বালক সকল

শ্রীমুখ নিরঞ্জে সদা ।

চণ্ডীদাস বলে পড়িয়া ভূতলে
সকল হইল বাধা ॥ ২০

গোপী-বিলাপ ।

৬২৪

বড়ারি ।

এত বলি যত বালকমণ্ডল

শ্রীমুখ পানেতে চেয়ে ।

কেহ কান্দে ভাই ভাই ভাই বলি
পড়ে মুরচ্চিত্ত হয়ে ॥

চল চল বারি চতুর মুরারি ৫
উঠব রথের পরে ।

হেন বেলে সব গোপিনী খাণ্ডল
পাইয়া নিশ্চয় সরে (?) ॥

কতি যাবে ছাড়ি অখল রমণী
যো সব সঙ্গেতে লহ । ১০

কিবা আর সাধ সব হল বাদ
এই সে কারণে গেহ ॥

লেহ বাড়াইয়া নিদান করিলে
দ্রাবধ পাতকী সারা ।

মধুপুর দেশে যাইবে ছাড়িয়া ১৫
এই সে তোমার ধারা ॥

এত ছিল মনে লেহ কৈলে কেনে
অবলা রমণী সনে ।

আর কি দেখছ মথুরা গমন
দীন চণ্ডীদাস ভণে ॥ ২০

৬২৫

কামোদ ।

রাধা বলে শুন রসিক নাগর
মোর সে কোন বা গতি ।

তুমি দয়ানিধি সব পরিহরি
রাখিয়া চলহ কতি ॥

প্রেম বাড়াইলে অমিয়া সিঞ্জে
করিলে অনেক সুখ ।

কে জানে এমন তোমার ধরম
পরিণামে দিলে দুখ ॥

মোর লেহ সাধ শুন যদুনাথ
সাধ গড়ায়া যাব । ১০

এ দুখে এবে সে তোমার বিহনে
কেমন করিয়া রব ॥

শাশুড়ী তাপিনী ননদী পাপিনী
তাঁহা সে সকল জান ।

তোমার চরণে এ দেহ সঁপেছি ১৫
তাঁহে নিদারুণ কেন ॥

তোমা না দেখিলে তিলেক না জীব
মরিব তোমার গুণে ।

এমন পীরিতি নাহি দেখি কতি
দীন চণ্ডীদাস ভণে ॥ ২০

১৮। তোমার গুণ স্মরণ করিয়া, ধ্যান করিয়া
মরিব ।

৬২৬

কল্পণ ।

প্রাণনাথ বঁধুয়া আদরে ।
কেবা ইহা কহিবারে পারে ॥

মরিব গরল বিষ খেয়ে ।
কাজ নাই এ তনু রাখিয়ে ॥

এত যদি ছিল তোর মনে ।
তবে প্রেম বাড়াইলা কেনে ॥
একে মরি গৃহ-পরিবাদে ।
শান্তুড়ী ননদী কৈল আথে ॥
তাহে ভেল ভোমার বিরহে ।
কতক সহয়ে তার দেহে ॥
রাধা বলি কে আর ডাকিব ।
শুনি ধনি সে সুখ পাইব ॥
বিধি বড়ি নিকরুণ ভেলি ।
মহাদুখ-সায়রে পসারি ॥
নিকরুণ নহ ত মাখাই ।
শরণ পশিয়াছিল রাই ॥
দীন হীন চণ্ডীদাস গায় ।
কান্দে পঁহু ধরণে না যায় ॥

১২। ধনি... 'ধনী' করিলেও অর্থ হয় ।

৬২৭

কল্পা ।

প্রাণনাথ, একবার চাহিয়া কহ কথা ।
সে সুখ পাসর এবে তুঁহ মধুপুর যাবে
রমণী মরমে দিয়া ব্যথা ॥
এমন করিবে তুমি স্বপনে নাহিক জানি
তবে কি করিথু নব লেহা ।
তাপেতে ভাগিনী যত তাহা না কহিব কত
কুবচনে ভাজা এই দেহা ॥
অনেক কহিলে বাণী শুন ওহে যদুমণি
সকল গোচর রাজা পায় ।
এবে নিদারুণ কেনে বধিয়া রমণীগণে ১০
কি সুখে মথুরা পুরী বাও ॥
বিরলে তু নিয়া ঘর দেখা শুনা নিরন্তর
শীতল চামরে দিব বা ।

৫ কুম্ভ-শয়ন শেষে বিচিত্র পালঙ্ক সাজে
জাতি জাতি দিব ছুটি পা ॥ ১৫
কপূর তাম্বুল দিব বাটা ভরি পান নিব
দিব তুলি শ্রীমুখমণ্ডলে ।
শ্রম নিবারণ হব এ চুয়া চন্দন দিব
চরণ পাখালি কুতুহলে ॥
এ সুখ-সম্পদ ছাড়ি কোথারে যাইবে এড়ি ২০
রহ রহ প্রাণের কানাই ।
চণ্ডীদাস বলে তায় শুন নাথ যদুরায়
আমরা দাঁড়াব কোন ঠাই ॥

১৫

১৫। জাতি জাতি... টিপিয়া ।

১২। পাখালি ধুইয়া ।

৬২৮

বড়ারি ।

শুন ধনি রাই কহি তুয়া ঠাঁহ
না কর বিষাদপণা ।
ভোমার হৃদয় আচ্ছিয়ে সদা
তাক্সা সে আচ্ছিয়ে জানা ॥
তুমি রসমই তোরে কিছু কই ৫
শুনহ আমার বাণী ।
পরবশ হয় বাইতে হইল
পুন সে আসিব ধনি ॥
রথের উপর যখন বৈঠল
রসিক নাগর ধারী ১০
অঙ্গুলি তুলিয়া দেখায় রসিয়া
বসি এক হেন ঠারি ॥
হেনক সময় সারণি তুরিত
চালায়ে সুন্দর রথ ।
সব গোপীগণ হইয়া বিমন ১৫
সবে আগুলিল পণ্ডা ॥

দু বাহ পসারি নবীন কিশোরী
পড়ল রথের তলে ।

বাহ বাহ দেখি রাখারে মারিয়া
সকল গোপিনী বলে ॥ ২০

পড়ল রথের চাকার সম্মুখে
অবলা অখলা রামা ।

বধ করি বাহ এ সব গোপিনী
জানিল তোমার প্রেমা ॥

চণ্ডীদাস দেখি রাখার হতাশ ২৫
বিরহ-বেদন চিত ।

গিয়া শ্যাম পাশে কর জোড় করি
বুঝাইছে কোন রীত ॥

—

৬২১

বড়ারি ।

কেহ কোথা রহে কানুর বিরহে
ধূলায়ে ধূসর তনু ।

গোকুল ছাড়িয়া অনাথ করিয়া
কোথারে যাইবে কানু ॥

কে আর করিব দয়া মোহ অতি ৫
কারে সে করিব মান ।

আর না শুনিব অবাণ পূরিয়া
মধুর বাঁশীর তান ॥

ইহাই বলিয়া বরজ-রমণী
পড়ল কতছি ঠামে । ১০

উচ্চ স্বর করি কাদে ব্রজনারী
করিয়া বাহার নামে ॥

কেহ রথ হাতে ধরিয়া রহয়ে
কেহ কারে নাহি দেখি ।

কেহ কার পানে চাহিয়ে বদনে ১৫
লোরে না দেখয়ে আঁখি ॥

ধরণী উপরে চিত্রের পুথলি
বরজ-রমণী ধনী ।

নাহিক নিখাস নাহি কোন ভাব
কপালে দু কর হানি ॥ ২০

কেহ কার অঙ্গে অঙ্গ পরশিয়া
পড়ল ঐছন গতি ।

কোথায় পড়ল আভরণ-ভার
তাহা সে না জানে রীতি ॥

কেহ বা যমুনা- কিনারে পড়ল ২৫
যেখানে উঠিল রথ ।

সেখানে রহল যত গোপনারী
আগুলি রহল পথ ॥

কেহ কার মুখে বারি চারি দেই
চেতনা নাহিক হয়ে । ৩০

উজ্জ্বল করি ধূলায়ে পড়িয়া
চণ্ডীদাস তাঁহি রহে ॥

—

৩০০

৩ ।

কেহ বলে ভাল মোরা যাচ চল
মথুরা নগর পুস্থ ।

কিবা কুলভয়ে হেন মনে লয়ে
ধরিয়া রাখিব কানু ॥

যাহার লাগিয়া কত পরমাদ ৫
হল সে লোকের হাসি ।

কেহ গোপনারী বসনেতে ধরি
কাড়িয়া লইব বাঁশী ॥

প্রেম বাড়াইয়া নিদান করিয়া
মথুরা সাজল এবে । ১০

এত কিবা সহে অবলা পরাণে
কেমন তাহার ভাবে ॥

কুল-শীল পণা যুটাইল এবে
 শুন গো মরম-লখি ।
 বাঁচিতে সংশয় এবে সে হইল ১৫
 বড় পরমাদ দেখি ॥
 কেহ বলে আর রাখিতে নারল
 এ হেন পরাণ-পতি ।
 এখন কি কর এ দেহ রাখহ
 শুনহ আমার রীতি ॥ ২০
 বম্বনার জলে এখুনি মরিব
 কি কাজে পরাণ রাখ ।
 হয় নয় আসি দেখগে রহসি
 তিলেক দাঁড়ায়ে দেখ ॥
 চণ্ডীদাস বলে ভাবিতে গুণিতে ২৫
 এখনি মরণ হবে ।
 সবার মরণ দেখ নবধন
 তবে সে মথুরা যাবে ॥

—

৩০১

কানড়া ।

এত বলি বিনোদিনী রাই ।
 ক্ষেণে ক্ষেণ ধরণী লোটাই ॥
 অচেতন চেতন না হয় ।
 শ্যাম পানে নয়ন খাপায় ॥
 ক্ষেণে আঁখি মুদি রহে রাই । ৫
 পুন রাই পথ পানে চাই ॥
 যেন চাঁদ মুখের বয়ান ।
 ভেল যেন অধিক মেলান ॥
 হতাশ পাইয়া চন্দ্র-মুখী ।
 লদা শ্যামরূপখানি দেখি ॥ ১০
 সোনার পুথলি যেন লুটে ।
 অবনী উপরে যেন উঠে ॥

বয়ানে নাহিক কিছু ভাষ ।
 চরণে লোটায়ে চণ্ডীদাস ॥

৪। খাপায়...খাপিত করে ।
 ৮। মেলান...মিলন ।

৬০২

গটমধুরী ।

হেদে হে রমণ রমণীমোহন
 বধিয়ে যাইবে তুমি ।
 তবে সে ছাড়িব অঙ্গের বসন
 পড়িয়া রহিব আমি ॥
 কোন গোপী বলে শুনহ নাগর ৫
 দেখহ বদন চাই ।
 অবনী গড়ায়ে রহেছে পড়িয়া
 তোমার কিশোরী রাই ॥
 চাহ রাই পানে কমল-নয়ানে
 বয়ানে তোষই বোল । ১০
 একবার চাহ কর মেলে লেহ
 তিলেক হইল ভোর ॥
 রমণীমোহন চলে সে নয়ন
 গলিয়ে প্রেমের ধারা ।
 কটাক্ষ ইঙ্গিতে চাহিয়া সে ভিত্তে ১৫
 পড়িয়া রহল সারা ॥
 এক গোপীগণ দেখল তখন
 চেতন করয়ে রাখা ।
 না হয়ে চেতন হয়ে অগেয়ান
 তসু সে হয়।ছে আধা ॥ ২০
 চণ্ডীদাস দেখি বড়ই বেথিত
 রাখার দশমী দশা ।
 বড় দেখি যেন হেন নবধনে
 বিষম দেখিয়ে দিশা ॥

৩০০

কানড়া।

রাই-মুখ হেরি নাগর মুরারি

রোদন বেদন পেয়া।

রাধার বেদন তেরিয়ে সঘন

রথের উপরে রয়া ॥

তুরিত করিয়া পুন সে আসিব ৫

ইহাতে নাহিক আন।

তুমি দেহ বাণী মথুরা যাইতে

অখল রমণী প্রাণ ॥

এ বোল বলিতে বরজ-রমণী

মরমে বেকুল শর। ১০

হিয়া ছট্ফট্ পরাণ-পুথলি

ভস্ম হল জর জর ॥

এ বোল শুনিয়া নাগর রসিয়া

বন্ধিম-নয়ানে চায়।

রথ চালাইয়া তুরিত গমন ১৫

অক্রুর লইয়া যায় ॥

দেখল সকল গোপিনীমণ্ডল

মথুরা চলিয়া গেল।

নয়ানে চাহিতে দেখল বেকত

যেনক বাজিল শেল ॥ ২০

সম্বিত পাইয়া চলে সে ধাইয়া

ও বর-রমণী রাই।

কান্দি কহে কিছু থাকি গোপী পাছু

দীন চণ্ডীদাস গাই ॥

৩০৪

শুনিয়ে অভ্যরিণী চিতগত বোল।

মাধব কহে কেন এত উত্তরোল ॥

হাম মাধুর নাহি করব পয়ান।

দুত্তর বচন বিচল নাহি জান ॥

অবহঁ বিরহ-দুখ দূরে দেহ ডারি।

কবহঁ না বাওব তুয়া গুণ ছোড়ি ॥

কত পরবোধই রসময় কান।

বৈছে অবলাকুল প্রবোধই মান ॥

সকল সমাধিয়ে চলল মুরারি।

চণ্ডীদাস তহি হৃদয়ে বিচারি ১০

৯। সমাধিয়ে—বুঝাইয়া।

৩০৫

কানড়া।

ক্ষেণেক দাঁড়ায়ে রও।

চাঁদ-মুখখানি আগে নিরখিয়ে

তবে সে মথুরা যেও ॥

আমার নয়ন চকোর সঘন

পিতে চাহে ঐ বিধু ॥ ৫

লুবধ-ভ্রমর যেমন জীয়ে

পাইলে ফুলের মধু ॥

একবার দেখি নট-বেশখানি

জুড়াক রাধার হিয়া।

তখন এ বেশে সিঞ্চল অন্তরে ১০

এবে কেন কর ইয়া ॥

এ দেহ সঁপিল সকল মজিল

জাতি কুল দিমু তোরে।

এত পরমাদ তোমার কারণে

গঞ্জনা এ ঘরে পরে ॥ ১৫

সকল ছাড়িল তোমার কারণে

তাঁহে নিদারুণ তুমি।

কি বলিব পায়ে সকল গোচর

কি আর বলিব আমি ॥

কহে চণ্ডীদাস কানুর চরণে ২০

মিনতি করিয়া কত।

কুলবতী জনে কি হবে উপায়
পরানে না সহ্যে এত ॥

- ২। নিরখিয়ে...আমরা দেখি।
৩। জীয়ে...জীবিত থাকে।

৬০৬

হুই।

হেদে হে পরাণ-বন্ধু, কিরিয়া না চাহ একবার।
পাসরি সে সব স্তম্ভ উলটি না চাহ মুখ
বড় নহে মহিমা তোমার ॥
আন্ত পান্থ না গণিয়া সে ধনী করম খেয়া
প্রেম করে পরের পুরুষে। ৫
পরিণামে পায় দুখ কখন নাহিক স্তম্ভ
আগম পাথারে পড়ে শেষে ॥
কহিবার কথা নয় কহিলে কি জানি হয়
হাতে চাঁদ দিল হাসি হাসি।
পড়ে বা না পড়ে মনে বসন লইল দিনে ১০
কদম্ব-তরুর তলে বসি ॥
সে সব করিয়া সত্য তাহার নাহিক নভা (৭)
বড় জনার এ বড় পীরিত।
হাসি রসে চেয়ে কথা মরমে মরমে বাখা
কত বার পাঠাইতে দৃষ্টী ॥ ১৫
এখন করমফলে বিহি নহে অশুকূলে
পতিকূলে যে করিল ধাতা।
সে জন পরের বশ সে কি জানে আন রস
কহিতে হিয়ায় হয় বাখা ॥
কারে সে করিব রোষ সকল আমার দোষ ২০
সেই দোষ ফলে এত দিনে।
না চাহ কিরিয়া নাথ সকল তোমার হাত
ছাড় নাথ মথুরা-গমনে ॥
এত বলি বিনোদিনী ধলায়ে ধসর ধনী
আন্তর্য দুরেতে ফেলিয়া। ২৫

বিকল বরজ-ধনী মুখে না নিঃসরে বাণী
চণ্ডীদাস মূর্ছি লোটায় ॥

- ৭। অগম...অগম্য, অগাধ।
২০। মথুরাগমনে নিবৃত্ত হও।

৬০৭

যতি।

যত দণ নয়নে চাও ত রথ দেখিতে পাও
দেখ দলজ উড়নি স্তম্ভর।
তবে সে চৈতন্য আছে সারি সারি গোপীমাঝে
যবে শূনি গমন উত্তর ॥
গগনে উঠয়ে ধলি যব রথ চলে ভালি ৫
ঘোড়ার শব্দ উত্তরোল।
যবে না দেখল দলজ পড়ল ধরণীমাঝ
আর দশা আসি ভেল ভোর ॥
পড়িয়া সকল জনে ঠারে করে অনুমানে
প্রিয়া মাথুর দূরদেশে। ১০
বধিয়া রমণীগণ এমন জানিয়ে কোন
পীরিত ছাড়ল নব লেশে ॥
স্বপনে জানিখ যদি সে ছেন গুণের নিধি
লুকাইখু হৃদয়-মাঝারে।
আসিয়া অকুর রায় আয়ল শমন প্রায় ১৫
প্রবেশিলা গোকুল নগরে ॥
হরি লয়ে গেল দূর তার মনোরথ পূর
মথুরা-নাগরী পুণ্যবাণ।
হেরিব নয়ান ভরি পাইয়া গোলোক হরি
গোকুল হইল বন সম ॥ ২০
চণ্ডীদাস পড়ি কাদে তিয়া স্থির নাহি বান্ধে
রাধা সে পড়িয়া আছে ভূমে ॥
৮। উত্তর...রম্যাবনের উত্তর মথুরায়।
১২। হেরিব...হেরিবে

কেহ আউলট কেশ নাহি বান্ধে
মথুরা পানেতে মন ।
কেহ অচেতন পড়িয়া আছেন
তেজি আভরণগণ ॥
কেহ সে ধূলায়ে অঙ্গ লোটাইয়া ৫
আছয়ে মুচ্ছিত হয় ।
কেহ নব-রামা যেমন শুনল
বাঁশীর গানেতে ধেয়া ॥
কোন নবরামা শ্যামরূপ হেরি
চলয়ে কদম্বতলে । ১০
কোন নবরামা নব অভিসার
করয়ে মনের ছলে ॥
এ সব প্রলাপ দেখি ঘন ঘন
গেয়ান নাহিক হয় ।
ক্ষেণে অচেতন ক্ষেণে সচেতন ১৫
ক্ষেণেক ভ্রমিয়া কয় ॥
কেহ বলে সখি পুন সে গোকুলে
গোবিন্দ আইল কিরি ।
এ কথা শ্রবণে পশিতে কাহার
উঠে চৈতন ধরি ॥ ২০
স্বপন সমান নাহিক গেয়ান
ঐছন প্রলাপ হয় ।
কান্দিতে কান্দিতে রাধা পাশে গিয়া
চণ্ডীদাস কিছু কয় ॥

১-৮। যেন বাঁশীর গান শুনিয়াছে মনে করিয়া
ক্রত চলিল ।

সোনার পুথলি অবনী উপরে
যেন ঘন গড়ি যায় ।
নিখাস হতাশে নাসার মুকুতা
হেলিছে তুলিছে যায় ॥
তা দেখি গোপিনী মনে অনুমানি ৫
রাধা মেনে আছে জিয়া ।
হেন মনে ছিল 'রাধা কি বাঁচিব
এহেন বিরহ পেয়া ॥
উঠ উঠ ধনি রাধা বিনোদিনি
এত অগেয়ান কেনে । ১০
যে দেখি তোমার চরিত বেতার
পরাণ হারাবে মেনে ॥
এত বলি এক মর্দঙ্গসখী ছিল
ধরিয়া তুলিল রাধা ।
মুখে জল দিয়া ধরিল তুলিয়া ১৫
দেখল সকল বাধা ॥
চৌদিকে মেহালি নরনেতে জ্বলি
সকল আন্ধার হেন ।
যরের প্রদীপ যেনক নিভারে
অন্ধকার হয়ে যেন ॥ ২০
গোকুল উজর আছিল তখন
এখন কানন তেল ।
চণ্ডীদাস কহে অক্রুর আছিল
কানু হরে নিয়ে গেল ॥
১১। বেতার ব্যবহার ।

গোকুল ডেজল নাকি কান ।
মাথুর করল পয়ান ॥

এ সখি জানল নিদান ।
 সব জনে হরল পরাণ ॥
 যব আসি পশিল অক্রুর ।
 ভবহি পড়ল মতি দূর ॥
 জাকর আশা প্রয়াসে ।
 সে জন হৈল বৈরাগ্যে ॥
 কো এত করল বিধিনি ।
 সে হউ ইহ পাতকিনী ॥
 জর জর অন্তর জারি ।
 কো কহে সরস হামারি ॥
 কুঞ্জ নিকুঞ্জ তেল শূন্য ।
 গৃহ ঘন হইল অরণ্য ॥
 পুরবাসী নয়নে না দেখি ।
 বারি সঘন দো আঁখি ॥
 ইহ বড় দশধন তেল ।
 প্রাণ তাহা সঙ্গে চলি গেল ॥
 চণ্ডীদাস পড়িয়া বেথিত ।
 কৈণেক ধৈরজ ধরি চিত ॥

১০

১৫

২০

যথা সে রসিক মাগরশেখর
 সে দিক গমন ভাগে ॥
 ৫ খগ যুগগণ রোদন বেদন
 আহা নাহিক খায় ॥ ১০
 ডালে বসি খগ শ্যাম শ্যাম করি
 রাতি দিন নাম লয় ॥
 যুগগণ অতি চেয়ে আছে কতি
 নয়নে বহরে লোর ।
 কৃষ্ণের বিরহে পেয়ে অতি মোহে ১৫
 এ সব হইলা ভোর ॥
 সেই পিকু রবে এ পঞ্চ শব্দে
 শুনিতে আনন্দ বড়ি ।
 ১৫ সে সব শব্দ নাহিক আপদ
 সে ডাল চলল ছাড়ি ॥ ২০
 ভ্রমর ভ্রমরী সদাই গুঞ্জরি
 সে নাহি শব্দ করে ।
 চকোর ডাহকী চাতক চাতকী
 তাহা না শব্দ বলে ॥
 হংস হংসিনী শুক শারী গণি ২৫
 তাহা না শব্দ একে ।
 নিশবদ হই নিরন্তর রোই
 না জানি কোথায় থাকে ॥
 পুরবাসী যত অন্বেষন নয়ন
 যুবা বৃদ্ধ বাল যত ৩০
 শোকতে আকুল বিয়োগ সকল
 তাহা বা কহিব কত ॥
 চণ্ডীদাস-বাণী শুন বিনোদিনী
 ধৈরজ করহ মন ।
 হেন বাসি চিতে দেখহ বেকতে ৩৫
 মিলব সে রস-ধন ॥

- ৪। সব জনে...সব জনের ।
 ৭। বাহার আশা প্রত্যাশা করি ।
 ৯। বিধিনি...বিয় ।
 ১১। জারি...জীর্ণ করিল ।
 ১১। দশধন...দত্ত, কষ্ট ।

৩৪১

কহিল ।

ধেমুগণ সব করি হাখা রব
 মধুরা মুখেতে ধায় ।
 ধেমুর বাছুরি বিয়োগ পাইয়া
 সেহ দুখ নাহি খায় ॥
 পুন্ড উচ্চ করি মায়ে পরিহারি ৫
 মধুরা গমন দিগে ।

৬৪২

জী।

সব সখী আসি মিলি রাধা পাশে
কতক বিরহ পেয়ে ।
রামা নবরামা সন্ধ্যা পাইয়া
বৈঠল কিশোরী লয়ে ॥
রাধারে তুষিয়া সন্ধ্যা করিয়া ৫
বৈঠল সখীর মেলা ।
কেহ বলে শুন আমার বচন
ওহে বৃষভানু-বালা ॥
হেন মনে বাসি হকু কুলে হাসি
চল মধুপুর গিয়া । ১০
সে চাঁদ-বদন দেখিয়ে নয়নে
তবে সে জুড়াবে হিয়া ॥
এক ভিল যারে যদি নাহি দেখি
শত যুগ হেন মানি ।
আঁখির পলকে হারাই তিলেকে ১৫
হেনক যে জন জানি ॥
তিলেক না জীয়ে বন্ধু না দেখিয়ে
আর কি পরাণ রয় ।
রাধার বিরহ বচন শুনিয়া
দীন চণ্ডীদাস কয় ॥ ২০

৬৪৩

গড়া।

কেন বা লইয়া আইলা মোরে ।
দেখি নবঘন যুবতী-মোহন
নয়ন চকোর সোস (?) মরে ॥
নয়নে নয়নে ভরি রূপ পিতে মনে করি
হেন বেলে চালাইল রথ । ৫
দেখিতে না পায় রূপ উঠিল বিরহ কূপ
এই সে হইল অমুরথ ॥

সে জন কঠিন বড় এবে সে জানল দঢ়
বড়ই কঠিন তার হিয়া ।
মথুরা নগর মুখে লইয়া চলল মুখে ১০
রমণীর হিয়ার দিয়া ব্যথা ॥
ধন্য তার মাতা পিতা কি আর কহিব কথা
অক্রুর বলিয়া থুইল নাম ।
প্রথম আঁখর সার দেখাইলে অন্তকাল
শেবের আঁখর সেক ধাম ॥ (?) ১৫
কে বলে অক্রুর সেহ বড়ই কঠিন দেহ
গৃহ ভাঙ্গাইয়া সেই জনা ।
মথুরা নাগরীগণে সে সব হরষ মনে
দিল মোরে বিরহ-বেদনা ॥
এ সব কারণ স্বরে বিষম নিশাস ছাড়ে ২০
কাঁদে যত আতীর-রমণী ।
চণ্ডীদাস কহে ভাল আমরা তুরিতে চল
দেখি গিয়া গোলোকের মণি ॥

৬৪৪

নটনারায়ণ।

শ্যাম-মুখ হেরি আকাশের বিধু
মলিন হইয়াছিল ।
এখন পূর্ণ কলা হয়ে উদয় হউক
এখন সে চাঁদ গেল ॥
কামুর সে ছুটি নয়ান হেরিয়া ৫
খঞ্জন আহিল কতি ।
এখন আসিয়া ফিরুক নাচিয়া
মাথুর পরাণপতি ॥
গিয়ার নাসার গঠন দেখিয়া
খগেন্দ্রে গেছিল দূর । ১০
এখন আনন্দে পরম সানন্দে
দেখা দেও অমুকুল ॥

কাশুর অধর সুরঙ্গ দেখিয়া
বাঁজুলি মলিন ছিল ।

আপনার রঙ্গ করুক সুন্দর ১৫
এবে শুভদশা ভেল ॥

দশন হেরিয়া কুল সে কুসুম
কলিকা নাহিক হয়ে ।

লজ্জিত হইয়া বিকশিত দশা
দীন চণ্ডীদাস কয়ে ॥ ২০

৪। সে চাঁদ... শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ।

৮। প্রাণপতি মথুরা গিয়াছেন ।

১০। সুরঙ্গ... সুন্দর বর্ণ ।

৬৪৫

শ্রী ।

শ্রামের জলদ রূপ হেরি হেরি
জলদ গগনে যত ।

লাজে লুকাইয়া রহল সকল
রহল শত হি শত ॥

এখন আনন্দে বিকশিত হউ ৫
আর কি ভাষার ভয়ে ।

বাহুর গঠন দেখিয়া তখন
করি গেল অতিশয়ে ॥

এবে যত জনে করুক সঘনে
আপন আপন কেলি । ১০

হরি নিদারুণ হয়ে নিকরুণ
মোহে নিদারুণ ভেলি ॥

আর না হেরিব আর না শুনিব
সে নব মধুর ধ্বনি ।

না জানি স্বপনে ভেজিব সে জনে ১৫
মোরা কি এমন জানি ॥

আকুল করল গোকুল সকল
ভেজল গোপিনীগণে ।

আর না হেরিব সে চাঁদ-বদন
দীন চণ্ডীদাস ভণে ॥ ২০

৬৪৬

কানড়া ।

রোদন শ্রমানে সব পরিহারি
নিজ নিজ গৃহে চলে ।

বিরহ-বেদনী যতেক গোপিনী
রাধারে কিছুই বলে ॥

বিরহ-সমুদ্রে নাহিতে আমরা ৫
বিহি সে করল কাজ ।

শুরু পরিজন করিবে তাড়ন
পাইব অনেক লাজ ॥

তবে বিধি যদি অনুকূল হয়ে
মিলব রসের পিয়া । ১০

এখন চেতন ধরহ যতন
এ বুকে পাষণ দিয়া ॥

এই অনুমান করে গোপীগণ
নিজ নিজ গৃহে চলে ।

বিরস-বরণী সে চাঁদ-বদনী ১৫
সখীয়ে কিছুই বলে ॥

পালরিতে নারি শ্রাম রূপখানি
সদাই হিয়ায়ে আগে ।

করয়ে যেমন হিয়া আনচান
কহিব কাহার আগে ॥ ২০

চণ্ডীদাস কয় শুন রসমই
আমি সে মথুরা বাব ।

সব বিবরণ শ্রাম অধেষণ
তোমাতে আসিয়া কব ॥

কৃষ্ণ-বলরামের মধুরাগমন ।

৩৪৭

শ্রীহর্য।

রথ আরোহণ কৃষ্ণ বলরাম

চলয়ে অক্রুর সাথে ।

শিঙ্গা বাঁশী রবে পাষণ্ড দ্রবয়ে

এই রঙ্গে পথে ॥

নানা সুবাসিত বিচিত্র মোদক ৫

মিষ্টান্ন শাকরি চিনি ।

ছেদা চাঁপা কলা ছাঁচি সীতামিশ্রী

দুগ্ধ আবর্তন ঘনি ॥

স্নান আচরিল ভাই দুই জনে

সেই সে যমুনা-নীরে । ১০

এ সব ভোজন করি দুই জন

উঠিল রথের পরে ॥

কপূর তাম্বুল বদনে দেওল

বেশ বনাওল তায় ।

বেশ করে অতি এই দুই মুরতি ১৫

করল অক্রুর রায় ॥

তাহাকে অধিক বেশ বনাওলি

ধরণী পুলক মানি ।

গগন হইতে দেবগণ মোহে

পা ডালের যত ফণী ॥ ২০

তিন লোক দেখি পুলক মানিল

মোহিত অক্রুর রায় ।

কাঁদিতে কাঁদিতে অতি পুলকিতে

ধরিয়া পড়ল পায় ॥

কহে দুই ভাই শুনহ এথাই ২৫

করহ সিনান সেবা ।

স্নান আচরিয়া যাইব চলিয়া

পূজহ আপন দেবা ॥

শুনিয়া অক্রুর বচন মধুর

প্রভুর আরতি পেয়া । ৩০

যমুনার জলে নামি কুতূহলে

নামি হরষিত হয় ॥

অক্রুর ডুবিল জলের ভিতরে

রাম কৃষ্ণ দুই দেখি ।

বড় অদভুত জলের ভিতর ৩৫

লখিল কেমন লখি ॥

বিস্মিত মানল আপন অন্তরে

উঠল মন্তক তুলি ।

যমুনার কূলে রথের উপরে

দেখে রাম বনমালী ॥ ৪০

পুনরপি ডুবি জলের ভিতরে

তথা দেখি ছুটি ভাই ।

বিস্মিত হইয়া তুরিতে উঠিয়া

চরণে পড়ল যাই ॥

তুমি'দেব হরি ইবে সে জানল ৪৫

মুই কি জানব তোমা ।

চণ্ডীদাস বলে যব অবহেলে

বরিখে কতই প্রেমা ॥

৩৪৮

শ্রীহর্য।

পড়িয়ে চরণে অক্রুর সঘনে

করয়ে অনেক স্তুতি ।

তুমি হিতকারী তুমি সে প্রলয়

তুমি সে সবার গতি ॥

তুমি চরাচর তুমি দিবাকর ৫

আকাশমণ্ডল ছায়া ।

তুমি সনাতন পরম কারণ

তুমি পূর্ণ পূর্ণ কায়া ॥

ব্রহ্মা মহেশ্বর যে জন না পায়ে
ভোমার গুণের রীতি ।

১০

চণ্ডীদাস বলে আমি কি জানিব
অতি হই মুঢ়মতি ॥

৬৪৯

ঐ ।

দুই করে ধরি অক্রুর গোহারি
করল নিজহি কোড় ।

আলিঙ্গন দিয়া শ্রীঅঙ্গ স্পর্শিয়া
স্বথের নাহিক ওর ॥

শ্রীঅঙ্গ পরশে প্রেমের অবশে ৫
উঠল অক্রুর রায় ।

ভোজন অবশেষ যে কিছু আছিল
পাওল আনন্দে তায় ॥

রথ চালাইল মথুরার মুখে
যমুনা হইল পার । ১০

মথুরা নগর প্রবেশিল গিয়ে
রসের আনন্দ সার ॥

শিঙ্গা মুরলীর গানে উতরোল
মথুরা নগর ধ্বনি ।

নগরের লোক বাহির হইয়া ১৫
দেখয়ে গোকুলমণি ॥

মথুরা-নাগরী নয়ন পসারি
দেখে রাম হলধরে ।

এত ক্ষণে কেহ নাহিক পালটে
নিমিষ নাহিক ধরে ॥ ২০

আহা মরি মরি কি রূপমাধুরী
লখিতে নাহিক পারে ।

হেন মনে করি সহস্র নয়ন
অঙ্গে অঙ্গে যদি ধরে ॥

বিধি দিয়াছেন যুগল নয়ন ২৫
ইহাতে দেখিব কত ।

তবে সে দেখিখু নয়ান ভরিয়া
এ লাখ নয়ান হত ॥

আপনা আপনি মথুরা-নাগরী
অভিমান করে অতি । ৩০

চণ্ডীদাস কহে কলার অংশ
তাহার রূপের কতি ॥

৬৫০

ংহা ।

প্রেম যুবতী যত রয়া যুখে
শ্যামল বরণ রূপ হেরিছে রয়া এক ভিতে ।
যতেক সখী তারা ভাবের রসে ভোরা
রূপ নিরখিয়ে প্রেম ঝলকে
রসের ভারা চিতে ॥ ৫

শ্যামল বরণ তমু সে রতন
জন্ম যেন দু'হু রূপে আলো করে
যেমন মদন ভামু ।

দু'হু রূপে আলা কিবা বরণ কালা
বরজ পথটি আলা করে ১০
কিবা রসের তমু ॥

যত নাগরী জনে চেয়ে কামুর পানে
মনের সনে সুধা পিয়ে
পেয়ে রসের কামু ।

চণ্ডীদাসে কয় হেন মনে লয় ১৫
প্রেম নাগরী মনে করে
প্রেমের সিদ্ধ ॥

৬৫১

রাজবিলয়।

এমন রূপের ছটা।

ভুবনমোহন বেশ করেছে

যেমন মেঘের ঘটা ॥

বন-ফুলে চুড়া বাঁধে

কিবা ছলে নাট। ৫

সোনার খোপে কসে বাঁধে

যেন মুকুতার হাট ॥

মণি মাণিকে গাঁথা মালা

তায় দিয়াছে বেড়া।

ময়ূর-পাখা উড়ে বায়ে ১০

কিন্নর-মাথা চুড়া ॥

কোন যুবতী বাঁধে চুড়া

সেই সে আপন মনে।

হাসির ঠাটে জগৎ টুটে

মধু বারে ঘনে ॥ ১৫

গলায় মালা ভুবন মালা

হাতে মোহন বাঁশী।

মদন দেখি রূপ রাখি

মাঝারে জলদ পশি ॥

প্রেম নাগরীর কথা শুনে ২০

কহে চণ্ডীদাস।

ও রূপ দেখি কোন যুবতী

চলে যাবে বাস ॥

৬৫২

রাজবিলয়।

এমন বেশে গোকুল দেশে

নিয়ে ভাসি ভলে (?)।

রূপের ঠাটে তেঁই সে নাটে

সদাই কদম্বভলে ॥

সব ছাড়িয়া

ব্রজের নারী ৫

দিয়াছে জাতি কুল।

বিনোদ নাগর

রসের সাগর

মজালছে গোকুল ॥

হেন আমরা

মনে করি

পরিহারি লাজ। ১০

হেমের মালা

করে পরি

রাখি হিয়ার মাঝ ॥

আর যুবতী

বলে শুন

কহিলে ভাল মেনে।

চক্ষে ভরা

এই যে নাগর ১৫

রাখিব মনের সনে ॥

আর রমণী

কহে ভাল

কহিলি ও লো দিদি।

বিরল পেলে

কহিব ভাল

কাল আসে গোকুল দি (?) ॥ ২০

এমন করে

খাকি সঘন

ছাড়ি গৃহের কাজ।

হিয়ার ভিতর

রাখি সদাই

এই সে নাগররাজ ॥

চণ্ডীদাস

কহিছে শুন ২৫

এই সে ভালই মানি।

প্রেমে ভোমরা

বান্ধ তারে

অধা রসের খনি ॥

৬৫৩

নটনারায়ণ।

মধুরা নাগরী

রূপ হেরি হেরি

লাগল রসের লেহা।

কি জানি কি করে

কোথা না আছরে

ছাড়িয়া আপন গেহা ॥

নটবর বেশ হুখের লালস ৫
 ঐছন দেখিয়া থাকি ।
 নহি স্বতন্তর পরবশ হয়
 থাকিয়ে এ বাঁধা পাখী ॥
 গৃহপতি মোর বড় খরতর
 কথায়ে বাতনা দেই । ১০
 মনের মরম আপন বেদন
 শুন গো মরম-সই ॥
 বত সখীগণ অতি সে মগন
 দেখিয়ে দৌহার রূপ ।
 অতি সে রসের লহরী উঠল ১৫
 উঠল রসের কূপ ॥
 কৃষ্ণ বলরাম দেখিয়া দুজন
 ধরিতে না পারে হিয়া ।
 চণ্ডীদাস কহে ও রূপ দেখিতে
 কুল শীল যাবে দিয়া ॥ ২০
 —
 ৬৫৪
 হইই ।
 হেদে লো মরম-সই ।
 ও রূপ দেখিতে হেন লয় চিতে
 নয়ান তাকিয়া রই ॥
 এ বেশে সে দেশে তেঁই সে ভুলল
 বডেক বরজ-নারী । ৫
 সব ভেরাগিয়া গুরু গরবিভ
 দেখয়ে নয়ন ভরি ॥
 কিবা সে বিনোদ চূড়ার টালনি
 উড়িছে ময়ূর-পাখা ।
 নানা ফুলদাস অতি অনুপাম ১০
 ইন্দ্রধনু দিছে দেখা ॥
 নয়ন বন্ধিমে চাহিলে বা পানে
 সে কিয়ে ধৈরজ ধরে ।

কোন কুলবতী সে কোন যুবতী
 কুল লয়ে যায় ঘরে ॥ ১৫
 হাসির মিশানে কত সুখা করে
 ভাহাতে বাঁশীর গীত ।
 হাসিতে কি জীয়ে সঘর রমণী
 চেতন ধরিব চিত ॥
 এই অনুমান মথুরা নাগরী ২০
 মোহিত হইল তায় ।
 চণ্ডীদাস বলে শুনহ তরুণি
 ভজহ কমল-পায় ॥
 —
 ৬৫৫
 কানড়া ।
 রূপ দেখি যত মথুরা-নাগরী
 মোহিত হইল তারা ।
 তাথে প্রেমরসে কুলের কামিনী
 চৈতন্য নাহিক কারা ॥
 কে হেন ও রূপ নিরমান কৈল ৫
 কত সুখা দিয়া রাশি ।
 গড়ল হরষে এমনি পরশে
 এমতি গতিকে বাসি ॥
 খন্ড সে রসিয়া এমন কালিয়া
 নিরমাণ কৈল দেহা । ১০
 গঠন সূঠন করি একমন
 নয়ন খঞ্জন রেহা ॥
 চৌরস কপাল উঘ রাতাপল
 দশন কুন্দের কলি ।
 দেখিয়া শুনিয়া ফুলের ভরমে ১৫
 উড়িয়া বুলিছে অলি ॥
 বাহ সে যুগল অতি সে বিশাল
 হৃদয়ে কুল্লর কুল্লর ।

করীর বদন . করে যেই জন

নিতম্ব কীর্ণ হি দম্ভ ॥

২০

যেন বা হিন্দুল দলিয়া অঞ্জন

যাবক মিশায়ে তায় ।

এমন না শুনি চরণ দুখানি

দীন চণ্ডীদাস গায় ॥

৬৬৬

জীহবা ।

রূপ দেখি হিয়া কেমন করে ।

না দেখিয়া ছিনু ভাল দেখি পরমাদ ভেল

কেন বা লইয়া আইল মোরে ॥

জদয়ে পশিল আসি এ হেন রূপের রাশি

অবলার পরাণ তরল ।

৫

পাছে আছে এক দোষ জানি কবে অনিরোধ

গুরু জন জানি করে বল ॥

শুনহ মরম-প্রিয়া এ হেন রসিক লয়া

করিথু রসের নব লেহা ।

অমূল্য রতন ধন আর কিবা প্রয়োজন ১০

গুরু জন পরিজন গেছা ॥

কোন সখী বলে শুন এত অভিমান কেন

যে করু সে করু গুরুজনে ।

* * * * *

* * * * * ১৫

শ্রাম সে পরশমণি যতনে ভজিব ধনী

মোর মনে এই সে ভালই ।

এই মত সে নাগরী হাসিয়া আনন্দ বাড়ি

চণ্ডীদাস তছু গুণ গাই ॥

৬৬৭

বড়ারি ।

রথ চড়ি যান

করয়ে গমন-

কৃষ্ণ হলধর দুই ।

প্রবেশে নগর

বাজার চাতর

শিক্ষা বেণু উত্তরোই ॥

হেনক সময়

কুবুজা মালিনী ৫

রাজপথে চলি যায় ।

শুন লো সুন্দরি

চন্দন কটোরি

হরে মন হরে তায় ॥

সুগন্ধি কুসুম

গাঁথিয়া সুসম

লইছ কাহার তরে ।

১০

কুবুজা কহেন

দৌহার সদন

কাতর হইয়া বলে ॥

কংসের যোগানি

আমি সে মালিনী

লই যাই কংস তরে ।

এই গন্ধমালা

দেহ মোর গলে ১৫

সরসে কানাই বলে ॥

শুনিয়া সুন্দরী

করল চাতুরী

নৃপতি যে কবে মোরে ।

নিজক গন্ধক

দিছেন সুন্দরী

দিছেন দৌহার উরে ॥

২০

জানিল এ নহে

মামুষ আকার

এ দুই মেবের শক্তি ।

পরশ হইয়া

কুবুজা সুন্দরী

পাওল আনন্দ মূর্ত্তি ॥

বিলক্ষণ রামা

যেন কাঁচা সোনা ২৫

উর্ব্বশী কিসে বা লিখি ।

গোবিন্দ পরশে

তাহে মন ভোষে

চণ্ডীদাস তাহে সুখী ॥

৪ । উত্তরোই...উচ্চবয়ে বাধিতেছে।

১৮ । রাধা যে আশাকে ভিন্নকার করিবেন ।

৬৫৮

জী।

৬১১

জী।

কুবুজা সুন্দরী অতি মনোহারী
 দেখিল আপন অঙ্গ।
 ত্রিভঙ্গ আছিল মোহিনী হইল
 এ বাড়ি রসের রঙ্গ ॥
 মোহিত হইল নগর সকল ৫
 এ কি অদভুত শুন।
 ত্রিভঙ্গ যে ছিল সুন্দরী হইল
 এমন নাহিক জানি ॥
 কুবুজা দেখিতে নগর হইতে
 দেখিতে আইল তারা। ১০
 নিশ্চয় শুনিল নয়নে দেখিল
 এই সে কেমন ধারা ॥
 কেহ বলে ভাই রথে ছুই ভাই
 মাখল চন্দন চান্দ।
 মালা বিলক্ষণ দেখিল সঘন ১৫
 হু ভাই হাসল মন্দ ॥
 হেনক সময় ইহার পরশে
 কুজ গেল কতি দূরে।
 অতি বিলক্ষণ দেখিল নয়ন
 এ কথা কহিব কারে ॥ ২০
 এ নহে মানুষ জানিল স্বরূপ
 কেবল জগৎপতি।
 ত্রিভঙ্গ শরীর হইল সুন্দর
 বুঝল কাজের গতি ॥
 চণ্ডীদাস বলে যাহার নামেতে ২৫
 এ তিন ভুবন ঘোষে।
 এই ভাগ্যবতী পেয়ে প্রাণপতি
 গাইল যাহার নন্দর্পে ॥

কুবুজা কহেন চরণে পড়িয়া
 তুমি সে পরাণ-পতি।
 মুই কি জানিব তোমার শক্তি
 অথবা যুবতী মতি ॥
 কহেন গোবিন্দ কুবুজা পরশি ৫
 তুমি সে উত্তম রামা।
 তোমার শক্তি স্বভাব শক্তি
 দেখিল কটাক্ষ প্রেমা ॥
 পড়িয়া ভূতলে কান্দি কিছু বলে
 মোর অপরাধ ক্ষেম। ১০
 মুই মৃত জাতি করিল যুবতী
 তিলে কত হই ভূম ॥
 তুমি সনাতন পরম কারণ
 দেবের দেবতা তুমি।
 কেনে হই মুই অধম দুর্গতি ১৫
 কিসে বা আমারে গণি ॥
 চণ্ডীদাস বলে তোমার শক্তি
 নিবিড় অস্তরে লেহা।
 তথির কারণে পরশ পাইয়া
 বিলক্ষণ হল দেহা ॥ ২০

রজকের বস্ত্র-হরণ।

৬৬০

ধানী।

হেনক সময় এক সে রজক
 লইয়া বসন করে।
 সে বায়ে চলিয়া রাজপথ দিয়া
 কংসের আরাতি ধরে ॥

কৃষ্ণ বলরাম পুছিল কারণ ৫
 কাহার বসন এ ।
 কহিছে রজক তাহার উত্তর
 তুমি সে বটক কে ? ॥
 তোমাকে কহিলে কিবা জানি হয়ে
 কংসের বোগানী আমি । ১০
 তাহার বসন কাচিয়া সঘন
 কি আর পুছহ তুমি ॥
 কানাই কহেন উত্তম বসন
 লেহ পরি দুই ভাই ।
 কোপে কহে ধোবা তুমি বট কেবা ১৫
 রাজার বসন এই ॥
 পরমাদ হব এ কথা শুনিয়া
 ভাড়ন করিব রাজা ।
 চণ্ডীদাস বলে ও নব নাগর
 তাহার রূপের ধনজা ॥ ২০

১৬১

যতি :

এ কথা শুনিয়া কৃষ্ণ বলরাম
 লইল বসন কাড়ি ।
 পরিলা বসন ভাই দুই জন
 তাহে মল্লবেশ ধরি ॥
 কাড়িয়া বসন মৃত্তিকা ভূষণ ৫
 রাজা ধূলা মাখি গায় ।
 নিবিড় বসন বাকিল সঘন
 পীত খড়া দিল ভায় ॥
 নবীন মুক্তরী পরি ছুটি ভাই
 সমান দৌহার বেশ । ১০
 দেখিয়া মুরতি অমুগম বেশ
 ভলল মথরা বেশ ॥

শুনে কংস রাজা কৃষ্ণ বলরাম
 আসি ধরে মল্লবেশ ।
 রজক বধিয়া বসন কাড়িয়া ১৫
 লইল সে জবীকেশ ॥
 ক্রোধে কংস রায় ধরণ না যায়
 ডাকিল কুবল হাতী ।
 শুণ্ডে জড়াইয়া মার দুই জনে
 এই সে বাড়িয়ে রীতি ॥ ২০
 চণ্ডীদাস দেখি হাসিতে লাগিল
 শুনিয়া কংসের কথা ।
 যে জন গোলোক সম্পদ তা সনে
 কিবা হঠ কর হেথা ॥

১৬২

হইই ।

কুবলয় হাতী খায় বেগে অতি
 মারিতে এ দুই ভাই ।
 গরজি গরজি দশন ফিরজি
 দু ভাই চিরিতে যায় ॥
 লটাপটি শুণ্ডে যেন বাহুদণ্ডে ৫
 প্রচণ্ড প্রতাপভরে ।
 গিয়া সে কানুর ধরল দু বাহু
 অতি সে নিবিড় সরে ॥
 ধরি করিশুণ্ড দু ভাই প্রচণ্ড
 উখারি দশন দুই । ১০
 কুবলয় পায় অতি অমুশয়
 দশন এ দুই লই ॥
 দেখিল গড়ল কুবলয়-বল
 কংসের হইল ভয় ।
 দ্বির নাহি মানে ভাই দুই জনে ১৫
 করেতে দশন লয় ॥

হেমক সময়ে চাগুর মুষ্টিক
ডাকিয়া আনিল কংস ।

তোমরা দুজনে বল পরিক্রমে
কৃষ্ণ বলরামে ধ্বংস ॥

চাগুর মুষ্টিক আসি দেখা দিল
কৃষ্ণ বলরাম পাশে ।

বাজিল বচন বোলা চারি ঘন (?)
কহেন এ চণ্ডীদাসে ॥

বহুদেব পিতা দৈবকী সে মাতা
উদ্ধার করিলা হরি ।

* * * * *
গৃহমাকে গিয়া মাতা পিতা লয়া ২০

অনেক করিলা স্তুতি ।

চণ্ডীদাস বলে বহুদেব কোলে
লইলা গোলোকপতি ॥

— — —

১১। অতঃপর...ব্যাখ্যা ।

১২। শ্রীকৃষ্ণ বলরাম তাহার দুইটি দাত ভাঙ্গিয়া
ইলেন ।

৩৩০

বহুই ।

চাগুর মুষ্টিক দুই জন আসি
মিলল দৌহার পাশে ।

হাতাহাতি তথি মুটকা মুঠকি
মহা ঘোর খেলা আসে ॥

মহা মল্লযুদ্ধ বাজিল দুজনে ৫
দেখিল যতেক পুর ।

ধরিয়া চাগুর মুষ্টিক অসুর
তার মাথা কৈল চূর ॥

বধিয়া অসুর প্রচণ্ড প্রচুর
গেলা বধা কংস রায় । ১০

ঘোর অতিভর কৃষ্ণ হলধর
বাজিল দুজনে তায় ॥

কৃষ্ণ হাতে ভালি ধরি তার চুলি
কংসেরে বধিল হরি ।

ছত্র দণ্ড দিয়া উগ্রসেন আনি ১৫
অধরুণে রাজা করি ॥

দৈবকী বহুদেবের করুণা ।

৩৩১

বহুই ।

এত দিন ছিলে কোথা ।

ছাড়িয়া জননী বাছা যাতুমণি
হিয়ায়ে মারিয়ে ব্যথা ॥

ও মোর বাছনি চাঁদ-মুখখানি
দেখিয়ে নয়ান ভরি । ৫

দুষ্ট কংস লাগি তোমা হেন পুঞ্জ
ভেজল গোকুল পুরী ॥

শোকেতে আঁকুল পরাগ বিকল
এই দেপ তনু সারা ।

যেন আঁখে আসি তারা দুটি বসি ১০
দেখিল উজোর পারা ॥

পরাগ-প্রদীপ কেবল লোচন
এত দিন ছিলে কোথা ।

কোলে যতুমণি এ ক্ষীর নবনী
বদনে দেওল তোমা ॥ ১৫

বহুদেব-সুত লীলা অনন্ত
অপার মহিমা যার ।

বিজকুল যত কুলের আখ্যান
করিতে আছেয়ে তার ॥

এ চূড়া করণ বিবিধ বিধান ২০

আয়োজন করে অতি ।

চণ্ডীদাস কহে নন্দের বিদায়

আগে সে করহ ইতি ॥

নন্দ-বিদায় ।

৬১৫

কব্ধা ।

এ কথা পরোক্ষে যখন শুনল

ব্রাহ্মণে পশিল আসি ।

নন্দের নন্দন পাইল বেদন

শ্রীবুকে ঠেকিল বাঁশী ॥

চাঁদ-মুখ মহী- তলে নিরখিয়া ৫

ভাবিতে লাগিল মনে ।

কেমনে কহিব নন্দের বিদায়

চাহি হৃদয় পানে ॥

অনেক করিল বিলাস বৈভব

ধন্য সে যশোদা মাই । ১০

যার এক কলা গৃহের কখন

পুজিয়া পাইতে নাই ॥

কত কত আছে এ মহীমণ্ডলে

আছে অনেকের মাতা ।

এমন না শুনি না দেখি না গুণি ১৫

তাঁহে নন্দ ঘোষ পিতা ॥

এ হেন ঘোষেরে বিদায় করিতে

মোর মনে নাহি লয় ।

বিদায় করিতে যবে মনে করি

পরান-নাহিক রয় ॥ ২০

চণ্ডীদাস কহে অতি বড় মোহে

লোরে ছল ছল আঁধি ।

নন্দের নন্দন পাইয়া বেদন

বড় পরমান দেখি ॥

৬১৬

ইহা ।

শুন হৃদয় ভাই ।

কেমন করিয়া নন্দের বিদায়

কহিব কহ ত ভাই ॥

এ কথা শুনিয়া মোহিত হইয়া

রোদন যশোদা-সুত । ৫

হৃদয় পাশে নিখাস এড়ই

তরল করল চিত ॥

নন্দ হেন পিতা কি কহিব কথা

যার স্নেহে নাহি সীমা ।

বহু স্থখ অতি কি তার পীরিতি ১০

যশোমতী অতি সমা ॥

যশোদার স্নেহ কি করিব এহ

এ দেহ পূরিত স্থখে ।

এ জন বিদায় কেমনে করব

না লয় আমার মুখে ॥ ১৫

কহে হৃদয় শুন দামোদর

এই সে উপায় মানি ।

পশ্চাতে গোকুল গমন করিব

আগেতে চলহ ভূমি ॥

এ কথা রচিল কৃষ্ণ হৃদয় ২০

আগেতে ছু ভাই গিয়া ।

দণ্ডাই দু জনে নন্দ মুখ পানে

গদ গদ হেয়া হিয়া ॥

বিমুখ হইয়া রহে আনপানে

গোকুল-ঈশ্বর হরি । ২৫

চণ্ডীদাস বলে মোহিত হইয়া

আন সে কহিতে নারি ॥

১৮-১৯ । নন্দকে আশ্রয় এই কথা বলিব,—

“ভূমি আগে চল, আশ্রয় পরে বাইব ।”

৬৬৭

হই।

কহে বলরাম এক নিবেদন
 শুন নন্দ ঘোষ রায়।
 কত দিন মোরা রহিলা কহিলা
 এ বসু দৈবকী মায় ॥
 এ কথা শুনিতে বলরাম-মুখে ৫
 নন্দের বেদনা অতি।
 যেন আচম্বিতে গাসি হিয়াছেদে
 মরমে বাজিল তথি ॥
 নহে নিবারণ নিষ্ঠুর বচন
 প্রবণে শুনল যবে। ১০
 ব্যাথাটি পাইয়া মুচ্ছিত হইয়া
 ধরণী পড়ল তবে ॥
 এই সে তোমার মনেতে আছিল
 রহিতে মথুরাপুরে।
 রাখিয়া এখানে হিয়ার পুথলি ১৫
 কেমনে যাইব ঘরে ॥
 কিবা লয়া আনু কিবা লয়া যাব
 কিবা গে বলিব লোকে।
 যশোদা রোহিণী গোপের রমণী
 কি তারা বলিব মোকে ॥ ২০
 চণ্ডীদাস বলে শুন নন্দ রায়
 কি আর দেখহ তুমি।
 শকট আটন করহ সাজন
 ভাল মতে আনি আমি ॥
 ৬৬৮
 কেদার।
 নন্দের করুণ শুন।
 পাষণ গলিত দেখই বেকত
 সুরয়ে (?) কুলের ধনী ॥

ভূমে গড়ি যায় কান্দে নন্দ রায়
 সম্বিত নাহিক চিতে। ৫
 যেমন পাটল চৌদিকে আগল
 দিক দিশা নাহি তাথে ॥
 শুন হলধর দেব দামোদর
 ভূমি গোলোকের পতি।
 মানুষ গেয়ান করেছিল মন ১০
 এবে সে জানল রীতি ॥
 পরোক্ষে শুনেছি যখন জন্মিলে
 দেবকী-জঠর হতে।
 চতুর্ভুজ হয় কোভ দেখাইয়া
 বুঝিতে জননী চিতে ॥ ১৫
 পুন মায়া ধরি দ্বিভুজ পসারি
 রাখিল গোকুলপুরে।
 যশোদার কোলে রাখি কুতূহলে
 বসুদেব চলে পুরে ॥
 পুত্রস্নেহবশে সুরের হাঠাশে ২০
 লালন পালন করে।
 চণ্ডীদাস বলে অপার মহিমা
 কে ইহা বুঝিতে পারে ॥

৬৬৯

বড়ারি।

যখন এ তরু তরুতান করে
 জানল জগৎপতি।
 অন গুণ আনি গুণে পরাইতে
 এ গুণ বিখ্যাত রীতি ॥
 এক দশ গুণ দশ গুণ পর ৫
 যেখানে মহল স্থান।
 সেখানে উঠিল আখ্যান শকতি
 দন্ডের মদের স্থান ॥

পুন মান রাগ এ তিন প্রকার
চারি চারি করে গুণি ।

১০

যখন এ তত্ত্ব প্রকাশি কারাতে
দূরে গেল তত্ত্বখানি ॥

সে যে ছিল জ্ঞান গেল কোন স্থান
আর দশা আসি ঘেরে ।

বাছা বাছা বলি যে তত্ত্ব পাগলী ১৫
উনমত হৈয়া ফেরে ॥

তত্ত্ব দূরে গেল মায়া প্রবেশিল
জানল তনয় মোর ।

চণ্ডীদাস বলে বুঝল শকতি
মানুষ ভিতরে তোর ॥ ২০

৬১০

রামকেলি ।

আরে মোর যাদুয়া ছুলাল ।

অনেক তপের ফলে এ ধন পেয়েছি কোলে
মধুপুরে হারাইল ভাল ॥

ভাল হল যা করিলে দরিয়াতে ভাসাইলে
এ নহে তোমার ঠাকুরালি । ৫

বাড়াইলে অতি প্রীত এবে কর অনুচিত
হিয়ায়ে আনল দিলে ভালি ॥

বিরহ কঠিন বড় এ কথা জানিহ দড়
পরবশ না গুণিহ মনে ।

উগারিয়া মধুরাশি প্রেম কৈলে অহর্নিশি ১০
ইহা তুমি যুচাহ কেমনে ॥

গোকুলের গোপিনীগণ আন সখা আন জন
সে সকল পাসর কেমনে ।

* * * *

যশোদা রোহিণী কান্দে তারা বুক নাহি বান্ধে ১৫
যবে আসি প্রবেশিলা পুরে ।

আছে তারা পথ চাই কবে আসিবে কানাই
কবে দেখি নয়ন গোচরে ॥

এ কথা শুনিব যবে তারা কি তিলেক জীব
মরিব সে জলে প্রবেশিয়া । ২০

না কর নিষ্ঠুরপনা শুন বাপু দুই জনা
রহা নহে জননী তেজিয়া ॥

দর দর প্রেমবারি চতুর মুরলীধারী
পূরব পড়িয়া গেল মনে ।

পীতবাস করে ধরি ঠাখির পুছয়ে বারি ২৫
দেখে বলরাম অভিমানে ॥

কৃষ্ণের বদন পানে চাহি কান্দে বলরামে
দুঁহে মুছে নয়নের বারি ।

চণ্ডীদাস কহে তায় কহিলে দৈবকী মায়
রহি হেথা চতুর মুরারি ॥ ৩০

৬১১

৩।

এ কথা শুনিয়া নন্দের বিরহ
বাটল বিষম জ্বালা ।

বহে প্রেমজল বসন তির্গল
যেমন কালিন্দী-ধারা ॥

ক্ষেণেক নিশ্বাস ক্ষেণেক হতাশ ৫
ক্ষেণেক সন্মিত হয় ।

এক দৃষ্টে চাহে অতি বড় মোহে
নয়ান মিলিয়া রয় ॥

ঘোষের নয়ানে দৌহার বয়ানে
তৈছন দেখিয়ে হয় । ১০

* * * *

এত কি সহরে নন্দের পরাগে
বিষম দারুণ আগি ।

এ শোকে আর কি তিলেক বাঁচিব
হৃদয়ে রহল জাগি ॥ ১৫

কেমনে বাইব গোকুল নগরে
কৃষ্ণ বলরাম রাখি ।

যশোদা রোহিণী কিসে প্রবোধিব
বড় পরমাদ দেখি ॥

কেমনে বাঁচিব গোপী কিসে জীব ২০
বত সখাগণ তারা ।

চণ্ডীদাস বলে গোকুল ভেজিলে
বুঝল এমতি ধারা ॥

৬৭২

হই।

কৃষ্ণ হলধর বিমুখ অন্তর
লাজেতে না সরে বাগী ।

আন ছলা করি কহেন বচন
কেহ সে নাহিক জানি ॥

উঠ উঠ বলি কহে বনুদেব ৫
শুনহ বচন মোর ।

তোমার নিবিড় পীরিতি আরতি
আন কি জানয়ে ওর ॥

নন্দ যশোমতী স্নেহের পীরিতি
কহিতে কহিব কত । ১০

এ মহীমণ্ডলে নাহিক গণনা
আদর পীরিতি যত ॥

স্নেহ ভাবে ভাল পাণ্ডল সম্পদ
ভূমি সে পবিত্র লেখি ।

এ মহীমণ্ডল গণিতে বিস্তর ১৫
এমন নাহিক দেখি ॥

কৃষ্ণ বলরাম কেবল তোমার
নহেন আনের বশে ।

না হলে এত কি আনের শক্তি
কহেন এ চণ্ডীদাসে ॥ ২০

৬৭৩

হই।

বহুক্ষেণে তবে চেতন পাইয়া
উঠে নন্দ ঘোষ রায় ।

করুণ-নয়নে বিরস-বদনে
দুঃখ মুখপানে চায় ॥

বুঝল সকল কমল-লোচন ৫
রহিবা মথুরাপুরে ।

হের এস দুঃখ বরণ হেরিব
দুঃখ যাউ অতি দূরে ॥

ঢল ঢল ঢল বহে প্রেমজল
দৌহার বদন হেরি । ১০

বিদ্বল মরমে বাণ অতি শর
মরমে রহল ভোরি ॥

কোলে দুই ভাই আনল তথাই
বদন চুম্বন ভালে ।

লাজে মুখ বাঁকি কমলিয়া আঁপি ১৫
কিছুই নাহিক বোলে ॥

বনুদেব সনে করি আলিঙ্গনে
দেবকীরে কহে বাগী ।

গোকুল নগরে বিদায় মাগিয়ে
চণ্ডীদাস ইহা জানি ॥ ২০

নন্দঘোষের গোকুল-গমন ও যশোদার খেদ ।

৬৭৪

হই।

সাজল শকট চলল নিকট
কান্দিতে কান্দিতে পথে ।

শুধু দেহ যেন করল গমন
পরাণ রহিল ইথে ॥
লোরে পথে কিছু দেখিতে না পায় ৫
শোকেতে আকুল মানি ।
সঘন নিশ্বাস বিষম হতাশ
কহে গদ গদ বাণী ॥
এইরূপ পাই বিরহ-বেদনা
যমুনা হইল পার । ১০
শকটের ধনি শুনল শ্রবণে
কহয়ে আনন্দে সার ॥
কোন সখাগণ তুরিতে গমন
শকট-শব্দ শুনি ।
গৃহকাজ ফেলি তুরিতে বাহির ১৫
হইলা নন্দের রাণী ॥
কেহ পুরজন হাতে নড়ি ধরি
বাহির হইলা কেহ ।
বালা বৃদ্ধ যত চলিলা তুরিতে
আর সে কুলের বহু ॥ ২০
যত গোপীগণ শুনল শ্রবণে
রাম কৃষ্ণ আইলা ঘরে ।
এ কথা শুনিতে মরা তরু যেন
মুঞ্জরে শাখার সরে ॥
চণ্ডীদাস ভেল অতি আনন্দিত ২৫
পূরল মনের কাম ।
নয়ান ভরিয়া আজু সে হেরব
সেই নবঘন শ্যাম ॥

৬১৫

নটনারায়ণ ।

হেন বেলে প্রবেশিল পুরে ।
শুনি শকটের রোল করে সবে উত্তরোল
চলে সবে শ্রাম দেখিবারে ॥

যশোলা রোহিণী খায় মৃত তরু যেন প্রায়
কোথা কৃষ্ণ হলধর মোর । ৫
দেখিয়ে নয়ন ভরি বদন চূষন করি
স্বথের নাহিক কিছু ওর ॥
গোপ গোপী পুরবাসী চলে সবে প্রেমে ভাসি
কৃষ্ণ হলধর আইল পুরে ।
গিয়ে যমুনার ধারে দেখিল শকটপরে ১০
তাথে নাই কৃষ্ণ হলধরে ॥
বিস্মিত হইয়া চিতে কহে যশোমতী চিতে
কোথা কৃষ্ণ দেখিতে না পাই ।
এ কথা শুনিয়া নন্দ কান্দে বহু মন্দ মন্দ
মোরে তেজি রহে দুই ভাই ॥ ১৫
কি আর পুছহ তোর কৃষ্ণ বলরাম হারা
রহি ছুহু মধুরা নগরী ।
মোর মাথে পড়ে বাজ সাধিতে আপন কাজ
মোরে দিল ডারিয়া পাখারি ॥
শকট হইতে নন্দ শড়িয়ে বিনিয়ে কান্দে ২০
লোরে আঁখি দেখিতে না পায় ।
ধরে নন্দ ঘোষে তুলি চণ্ডীদাস বেয়াকুলি
সব জন ধরিয়া রহায় ॥

৬১৬

জিহবা ।

ভূমি নন্দ বড়ই নিদয়া ।
কোথা না রাখিলা মোহ মায়া ॥
যারে না দেখিলে আমি মরি ।
কেমনে বাঁচিব গোপনারী ॥
কি লয়ে আইলা ভূমি ঘরে । ৫
ছাড়ি মোর কৃষ্ণ হলধরে ॥
কান্দে রাণী ভূমে অচেতন ।
ধায়ে যত গোপ গোপীগণ ॥

রোদন বেদন উপজল ।
শোকতে হইয়া গেল ঢল ॥
চণ্ডীদাস শুনিয়া মুচ্ছিত ।
ইহা কিবা শুনি আচম্বিত ॥

৬৭৭

হহই ।

কি লয়ে আইলে তুমি ।

এ ঘর করণ . দূরে তেয়াগিয়া
জলে প্রবেশিব আমি ॥

অন্ধনার নড়ি বাছারে কানায়
কোথা না রাখিয়ে এলে । ৫

কেমনে বাঁচিব তাহা না দেখিয়া
বড় দুখ মেনে দিলে ॥

কোথা হতে এল রাজা কংস-দুত
অক্রুর তাহার নাম ।

শমন সমান প্রবেশি গোকুলে ১০
লইল সবার প্রাণ ॥

যেমন সোনার পুখলি ধূসর
অবনী উপরে দেখি ।

নয়নের জলে তিতিয়া বশন
যমুনা-তরঙ্গ দেখি ॥ ১৫

কেহ কার অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া
মুদিয়া নয়ন ছুটি ।

যেমন চামর তাহার চামর
অবনীমাঝারে লুটি ॥

যেমন খাউল হইয়া বাউল ২০
খাইয়া ব্যাধের শর ।

ভেমত বিরহ-বাণে তমু জর
না চিনে আপন পর ॥

আন বাণ যদি অন্তরে পৈশয়ে
তখনি ভেজয়ে তমু । ২৫

এ বড়ি বিষম . নহে নিবারণ
হিয়ায় পৈশয়ে জমু ॥

চণ্ডীদাস বলে কি আর বাঁচিব
এ হেন বিরহ-শরে ।

আনল জ্বালিয়া তাহে প্রবেশিয়া ৩০
কি ছার জীবন ধরে ॥

৬৮

বড়ারি ।

শুন নন্দ ঘোষ আমার বচন
জ্বালহ আনল ভালি ।

তাহে প্রবেশিব যশোদা রোহিণী
দেহ ত আনল জ্বালি ॥

কেহ বলে যদি কৃষ্ণ নাহি এলা ৫
বিসরি রহল গেহা ।

কি ছার জীবন কিসের কারণ
এখনি তেজিব দেহা ॥

যাহার লাগিয়া এ ঘর করণ
সেই সে রহল দূরে । ১০

নয়নের তার। পরাণ দোঙ্গর
বাঁচিব কাহার তরে ॥

কান্দে নন্দ ঘোষ যশোদা রোহিণী
সুজের বালক যত ।

পুরবাসিগণ বত গোয়ালিনী ১৫
কান্দে লাখে কত শত ॥

হাতে নড়ি করি কত শত অঙ্গ
কান্দয়ে করুণশরে ।

আছিল সম্পদ বেড়ল আপদ
কি হৈল গোকুলপুরে ॥ ২০

চান্দ তেজি গেল হইল আন্ধার
যেমন কানন সম ॥

বিষম দারুণ

কাল সে সঘন

সবারে ভেজিয়া

রহল তথায়

যেন তিমিঞ্জিল ভ্রম ॥

সেই সে নয়ানভারা ॥

জগত জীবন

পরম-কারণ ২৫

গোকুলে সবার প্রাণ ।

উনমত হই

মূরছি কান্দই

৬৮০

চণ্ডীদাস গুণগান ॥

ধানশী ।

৬৭৯

৬৭৯।

কোথা গেলে পাব

রাম কৃষ্ণ দুই

জগত-জীবন খন ।

আর কি হেরব

সবার গোচরে

তথাই আভয়ে মন ॥

শুন নন্দ ঘোষ

আমার বচন ৫

চল যাব সেই ঠাম ।

দু বাহু পসারি

কোলেতে লইয়া

দেখি : : দমন্যাম ॥

এ ক্ষীর নবনী

ছেনা দুষ্ক চিনি

দিব সে দৌহার মুখে । ১০

তবে সে যাইব

আদর আগুন

হইব অতি সে সুরে ॥

দৌহার বদন

মোহন বদন

চল আগে গিয়া দেখি ।

বদন চুখন

করিব যতন ১৫

এই সে ভাহার সাথি ॥

এই বলি কান্দে

যশোদা রোহিণী

তিল শির নাহি বাঞ্ছে ।

কানাই কানাই

বলিয়া বলিয়া

নিরবধি রাণী কান্দে ॥ ২০

চণ্ডীদাস বলে

বজর পড়িল

কি আর কেথহ ভোঁরা ।

অনেক তপের ফলে বিহি আনি দিল মোরে

সে হেন আদর নটরায় ।

কোন অপরাধ হল জঁননী ছাড়িয়ে গেল

হেনক আমার ভায় ॥

সে হেন নবীন তমু যেন পদ্ম কর ভামু ৫

হিসুলে গঞ্জিত বিষধরে ।

নবঘন তনুখানি অঞ্জনে দলিত শ্রেণী

নয়ন কমল শশধরে ॥

কিবা সে মধুর হাসি মধু ঝরে রাশি রাশি

নবীন কোকিল জিনি বোলে । ১০

করিশুণ্ড হল জিনি বাছর সে সুরলিনী

তা দেখি সদাই মন খুরে ॥

সে হেন বাদব ধনে রাখি আইলে কোমখানে

সদাই সে খুরয়ে অন্তরে ।

যে মোর হয়েছে মন এ কথা জানিবে কোন ১৫

এ কথা সে কহিব কাহারে ॥

কর ভরি দিতে সর মুখ দেখি শশধর

বদন চাহিয়া ববে আসি ।

ভাবিতে গুণিতে সেহ মলিন হইল দেহ

মনে মোর পড়ে নিশি দিশি ॥ ২০

যশোদার করুণা শুনি গলিত পাষণ মানি

মৃগ তরু কান্দয়ে ঝরঝরে ।

সঘন নিখাস নাসা শুনিয়া করুণ ভাষা

চণ্ডীদাস পড়িয়া ভূতলে ॥

৬৮১

৩।

আর কি শুনব তার বাণী ।
 শুনিয়া জুড়াব মোর প্রাণী ॥
 এ কীর নবনী দিব কায় ।
 আর কে ডাকিবে বলি মায় ॥
 মুই বড় অভাগিনী রামা ।
 ত্রিভুবনে নাহি কোন জনা ॥
 যে পুত্র নবীন তনুখানি ।
 আতপে মিলায়ে হেন জানি ॥
 যে জন চিরায়ে পিয়ে দুখ ।
 হেন বা করয়ে অনুরোধ ॥
 সে শিশু রহল মধুপুর ।
 মধুরা রহল বহু দূর ॥
 মরিব গরল বিষ খেয়ে ।
 কিবা ছার এ তনু রাখিয়ে ॥
 জানিল বিধাতা ভেল বাম ।
 যবহু তেজল ঘনশ্যাম ॥
 এমন বা জানিথু সপনে ।
 তবে কি ছাড়িথু নবঘনে ॥
 চণ্ডীদাস ব্যথিত হিয়ায় ।
 নন্দেয়ে সে ধরিয়া রছায় ॥

৬৮২

কানড়া ।

কাহারে কহিব মনের বেদনা
 ছাড়িল গোলোকপতি ।
 স্তব্ধের আমোদ বৈভব বসতি
 ভাঙ্গল এ দিন রাত্তি ॥
 আর কিবা দেখ কানাই ছাড়িল
 ভাঙ্গিল রসের হাতি ।

আলিয়ে অক্রুর কৈল এত দূর
 সেই সে পড়িল বাট ॥
 তার সনে ছিল কিসের বিবাদ
 সাধিল আপন কাজ । ১০
 তার মনোরথ পূরল সুন্দর
 মোর শিরে দিয়ে বাজ ॥
 কিসে প্রবোধিব প্রবোধ না মানেন
 জলে প্রবেশিব গিয়া ।
 * * * * ১৫
 করে কর ধরি যশোদা সুন্দরী
 তুলল চেতন ধনী ।
 মুখে জল দিয়া গৃহে গেলা লয়া
 কহেন ঐছন বাণী ॥
 চণ্ডীদাস কান্দে স্থির নাহি বাক্ষে ২০
 অবনী গড়িয়া যায় ।
 লোরে পথ অতি না দেখি মুরতি
 যেমন পাশাণ কায় ॥

শ্রীরামিকার শোক ।

৬৮৩

বিতাব ।

এ কথা শুনল প্রবণ তরিয়া
 কৃষ্ণ না আইলা আর ।
 মধুপুরে রহে সব জন কহে
 রহিলা যমুনা পার ॥
 বরজ-রমণী কুলের কামিনী ৫
 সবে গেলা রাধা পাশে ।
 নন্দ ঘোষ আসি পুরেতে প্রবেশি
 গোবিন্দ মাথুর দেশে ॥
 এ কথা শুনিয়া সবে এল খেয়ে
 এ কি পরমাদে শুনিল ১০

ছাড়িল গোকুল রহে বহু দূর
স্বপনে নাহিক জানি ॥

আছিল মনেতে আসিব গোকুলে
তা মেনে নৈরাশ ভেল ।

বরজ-রমণী কুলের কামিনী ১৫
সবার পরাণ গেল ॥

যাই একজন নন্দের ভুবন
বুঝি কি রীতি তার ।

তবে পরিণাম করি যত জন
শুধিব তাহার ধার ॥ ২০

চণ্ডীদাসে বলে শুন বিনোদিনি
বজর পড়িল মাথে ।

মধুপুরে রহে কান্দু গুণমণি
বড় ভেল অমুরখে ॥

৬৮৪

২২৮ ।

কান্দুর আদর পীরিত ভাবিতে
পাঁজর হইল শেষ ।

করম বিফল সেই সে ফলব
সুখের নাহিক লেশ ॥

জনম গোয়ামু বিরহ-বেদনে ৫
তিলেক নাহিক সুখ ।

পরিণামে সারা এই হল পারা
দিল বিরহের দুখ ॥

কে জানে নিষ্ঠুর হইব সবারে
মধুরা রহল গিয়ে । ১০

কখন না জানি স্বপনে না শুনি
ছাড়িয়া বাইব প্রিয়ে ॥

আলাপ ইঙ্গিতে যদি বা জানিধু
পরবাস হবে কান ।

নিজ কেশপাশে নিবিড় বন্ধনে ১৫
বাঁধিয়া রাখিধু শ্যাম ॥

পরিহরি দূর রহে মধুপুর
কি জানি করিব বল ।

এই মনে গুণি ছেন অনুমানি
সে দেশ যাইব চল ॥ ২০

যাহারে না দেখি তিলেক না জানি
কেমনে বঞ্চিত ঘরে ।

চণ্ডীদাস বলে নিকটে মিলব
সেই সে মুরলীধরে ॥

৬৮৫

২২৯ ।

মরিব গরল ভুখি ।

তাহার বিহনে ভাবিতে গণিতে
পরাণ হারাব দেখি ॥

কালিয়া বরণ ধরয়ে যে জন
সে জন কঠিন বড় । ৫

পরের পীরিত সুখের আরতি
এবে সে জনল গাঢ় ॥

পরের পরাণ হরিতে কি দুখ
সুখের নাহিক লেশ ।

ভাবিতে গণিতে মলিন হইল ১০
অলপ হইল দেহ ॥

অনেক বতনে সে পঁছ রতন
আছিল নিজহি কোড় ।

বিহি নিকরুণ তাহে ভেল বাদ
সকল হইল ভোর ॥ ১৫

পহিলা পীরিত যখন করিলে
হাতে আনি দিলা চাঁদ ।

কুল ভেয়াগিয়া কলঙ্ক রাখিল
লাগাইয়া প্রেমকাঁদ ॥

চণ্ডীদাস শুনি রাধার বিরহ ২০
উঠিল দারুণ দুখ ।
নিরমল বর রসের নাগর
হেরব তাকর মুখ ॥

৬৮৬

ধান্দী।

সখি রে, মধুরামণ্ডলে পিয়া ।

আসি আসি বলি পুন না আসিল
কুলিশ পাষণ হিয়া ॥

আসিবার আশে লিখিলু দিবসে
খোয়াসু নখের ছন্দ ।

উঠিতে বসিতে পথ নিরখিতে
দু আঁখি হইল অন্ধ ॥

এ ব্রজমণ্ডলে কেহ কি না বলে
আসিবে কি নন্দলাল ।

মিছা পরিহার তেজিয়ে বিহার ১০
রহিব কতেক কাল ॥

চণ্ডীদাস কহে মিছা আসা আশে
থাকিব কতেক দিন ।

যে থাকে কপালে করি একে কালে
মিটাইব আঁখর তিন ॥ ১৫

৬৮৭

হই।

ও পারে বঁধুর ঘর বৈসে গুণনিধি ।
পাখী হইয়া উড়ি বাউ পাখা না দেয় বিধি ॥

যমুনাতে দিব ঝাঁপ না জানি সাঁতার ।
কলসে কলসে ছিঁচো না শুচে পাথার ॥

মধুরার নাম শুনি প্রাণ কেমন করে ।
সাধ করে বড়াই গো কান্দু দেখিবারে ॥ ৫

আর কি গো কুলচাঁদ না করিব কৈশলে ।
হাতের পরশমণি হারাইলু হেলে ॥
আগুনিতে দেউ ঝাঁপ আগুনি নিভায় ।
পাষণেতে দেউ কোল পাষণ মিলায় ॥ ১০
তরুতলে বাই যদি সেহ না দেয় ছায়া ।
বার লাগি মঞি সে হইল নিদ্রা ॥
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাঁশুলীর বরে ।
ছটফট করে প্রাণ বন্ধু নাহি ঘরে ॥

৬৮৮

হই।

কান্দু অঙ্গপরশে শীতল হব কবে ।
মদন-দহন-জ্বালা কবে সে যুচিবে ॥
বয়ানে বয়ান হেরি কবে সে ধরিবে ।
বয়ানে বয়ান দিলে হিয়া জুড়াইবে ॥
করে ধরি পয়োধর কবে সে চাপিবে ।
দুখদশা যুচি তবে মুখ উপজিবে ॥
বাঁশুলী এমন দশা কবে সে করিবে ।
চণ্ডীদাসের মনোহুত তবে সে যুচিবে ॥ ৫

৬৮৯

সিয়ুড়া।

শিয়া গেল দূর দেশে হাম অভাগিনী ।
শুনিতে না বাহিরায় এ পাপ পরাগী ॥
পরশি সোড়রি মোর সদা মন সুরে ।
এমন গুণের নিধি লয়ে গেল পরে ॥
কাহারে কহিব সই আনি দিবে মোরে ।
রতন ছাড়িয়া গেল ফেলিয়া পাথারে ॥
গরল আনিয়া দেহ জিহবার উপরে ।
ছাড়িব পরাণ মোর কি কাজ শরীরে ॥
চণ্ডীদাস কহে কেন এমতি করিবে ।
কান্দু সে পরাগনিধি আপনি মিলিবে ॥ ১০

৩১০

হই।

অগরু চন্দন চুয়া দিব কার গায়।

পিয়া বিম্ব মোর হিয়া ঝাটিয়া যে যায় ॥

তাশুল কর্পূর আমি দিব কার মুখে।

রজনী বন্ধিব হাম কারে লয়ে স্থখে ॥

কার অঙ্গপরশে শীতল হবে দেহা। ৫

কান্দিয়া পোহাব কত নাহি ছুটে লেহা ॥

কোন দেশে গেল পিয়া মোরে পরিহরি।

তুমি যদি বল সখি বিষ খেয়ে মরি ॥

পিয়ার চুড়ার ফুল গলায় গাঁথিয়া।

জ্বালহ আনল সই মরিব পুড়িয়া ॥ ১০

সে গুণ সোড়রিতে মোর পাঁজর খসে যায়।

দহনে দগধে মোর এ পাণ হিয়ায় ॥

তোমরা চলিয়া যাহ আপনার ঘরে।

মরিব অনলে আমি যমুনার তীরে ॥

চণ্ডীদাসে বলে কেন কহ হেন কথা। ১৫

শরীর ছাড়িলে প্রীতি রহিবেক কোথা ॥

৩। আমি—আদি ... পাঠান্তর।

৬। পোহাব—গোঁড়াব

১০। জ্বালহ—আনহ

১২। দহনে দহাই রে সই এ পাণ হিয়ায়... ..

৩১১

খানশী।

কালি বলি কালি গেল মধুপুরে

সে কালের কত বাকি।

যৌবন-সায়রে সরিতেছে ভাঁটা

ভাহারে কেমনে রাখি ॥

জোয়ারের পানি নারীর যৌবন ৫

গেলে না কিরিবে আর।

জীবন থাকিলে

বঁধুরে পাইব

যৌবন মিলন ভার ॥

যৌবনের গাড়ে

না ফুটিতে ফুল

ভ্রমরা উড়িয়ে গেল। ১০

এ ভরা যৌবন

বিফলে গোঁয়ানু

বঁধু ফিরে নাহি এল ॥

যাও সহচরি

জানিহ আসহ

বঁধুয়া আসে না আসে।

নিঠুরের পাশ

আমি যাই চলি ১৫

কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

৩১২

নিপুড়া।

সখি রে,

বরষ বহিয়া গেল

বসন্ত আওল

ফুটল মাধবী লতা।

কুহ কুহ করি

কোকিল কুহরে

গুঞ্জে ভ্রমরী যতা ॥

আমার মাথার কেশ স্ফটিক অঙ্গের বেশ ৫

পিয়া যদি মথুরা রহিল।

ইহ নব যৌবন

পরশ রতন ধন

কাচের সমান ভেল ॥

কোন সে নগরে

নাগর রহল

নাগরী পাইয়া ভোর। ১০

কোন গুণবতী

গুণেতে বেঁধেছে

লুবধ ভ্রমর মোর ॥

যাও সহচরি

মথুরামণ্ডলে

বলিও আমার কথা।

পিয়া এই দেশে

আসে বা না আসে ১৫

জানিয়া আইস হেথা ॥

বিধুমুখী বোলে

সহচরী চলে

নিদর নিঠুর পাশ।

সহচরী সনে

ভগ্নে ভৎসয়ে

কহে বড় চণ্ডীদাস ॥

২০

বেলাবনি ।

৮। কাচের স্তায় স্নানহীন ।

দেখিয়া রাধার

দশা উপজিল

উঠিল বিরহজ্বালা ।

দশমী দশায়

এ সব লক্ষণ

দেখিয়ে বিষম বাল্য ॥

কোন নবরামা

কহে রাধা পাশে ৫

রথ আরোহণে শ্যাম ।

গোকুল প্রবেশি

আঙল ত্বরিতে

শুনি কিছু হয়ে জ্ঞান ॥

চমকি চমকি

মিলিত নয়ন

চাহেন সদয় গৌরী ।

১০

করে কর ধরি

কোন নবরামা

মুখেতে চারয়ে বারি ॥

ক্ষেণেক চেতন

পাইল কিশোরী

চকিত নয়নে চায় ।

সোনার পুথলি

যেন গড়ি যায় ১৫

ঐছন দেখিয়ে প্রায় ॥

ঐছন অবনী

উপরে ফুটল

কনক-কমল প্রায় ।

কানুর বিরহে

সে গুণ স্তম্ভরী

ধূলাতে ধূসর কায় ॥

২০

শীতল চামর

টারি কোন রামা

মলয় চন্দন দিয়া ।

শীতল পাখার

বাতাস করয়ে

কোন নবরামা গিয়া ॥

ভাহে বাড়ে জ্বালা

বিরহবেদন ২৫

হুতাশ উঠয়ে দুহু ।

অঙ্গের চন্দন

যে ছিল লেপন

তাঁহা শুখাইল তনু ॥

বিরহ আগুন

হিয়ার ভিতরে

কি করে মলয়রাজে ।

৩০

শ্রীরাধিকার দশা ।

৬১০

ভুড়ি ।

অখল বেগাধি সেই কহনে না যায় ।

যে করে কানুর নাম ধরে তার পায় ॥

পায়ে ধরি কান্দে তার চিকুর গড়ি যায় ।

সোনার পুথলি যেন ধূলায় লোটায় ॥

পুছয়ে পিয়ার কথা ছল ছল আঁখি । ৫

তুমি কি দেখেছ কাল কহ না রে সখি ॥

চণ্ডীদাস কহে কান্দ কিসের লাগিয়া ।

সে কাল রয়েছে তোমার হৃদয়ে লাগিয়া ॥

১। অকথা বেদনা সেই কহনে মা যায়...পাঠান্তর ।

৬১৪

বিরহ-জ্বরের তাপে ছল ছল আঁখি ।

রাইকে বেড়িয়া কান্দে কত শত সখী ॥

রাই মোর যেন কাঁচা সোনা ।

জুমে পড়ি গড়ি যাইছে যেন চাঁদের কণা ॥

চমকি শ্রামের নামে রাই উঠে কত বেরি । ৫

ধূলায় লোটায় যেন স্নগন্ধি কবরী ॥

কহিতে কহিতে চিতে হৈলা অচেতন ।

রাই মুরছিত কান্দে আর সখীগণ ॥

কহে কবি চণ্ডীদাস বিরহ বেদন ।

এমন বিরহে কেমনে রহয়ে জীবন ॥

১০

চণ্ডীদাস বলে, কে এত জানব
যে জন এ রসে মজে ॥

৩১৬

কানড়া।

হায় রে দারুণ বিধি।
ছাড়াইলে গুণনিধি ॥
যে এত দিল তাপ।
তারে ধরু বহু পাগ ॥
এত কি সহিতে পারি।
বিরহে এ ভসু মরি ॥
ভিলেক দিবার সাধ।
এ স্তখে দিলে কি বাদ ॥
কবে পাগ তার মেলি।
পুন সে কবর রস-কেলি ॥
আর কি হেরব মুখচন্দ্র।
ভাল্লব সকল দন্দ ॥
পুন হরি মিলব মোর।
পিয়ারে করব নিজ কোড় ॥
পুন কি করব রাস-কেলি।
নব নব গোপী হব মেলি ॥
বাঁজী কি শুনব কাণে।
যাব বৃন্দাবন পানে ॥
যসিয়া চন্দন মালা।
কারে দিব আর গলা ॥
চণ্ডীদাস কর।
ভিলেক না কর তর ॥

৩১৭

হংই-সিদ্ধি।

হেমে গো সন্নিহি সই তোমারে কিছুই কই
এ স্তখে জীবন নহে রাখা ॥

* * * * *
* * * * *

যে জন পরম বন্ধু সে দিল শোকের সিদ্ধি ৫
ভাবিতে গুণিতে সেই লেহা।
বুঝিল আপন চিতে মরণ আইল নিতে
আর কি রহিব পাগ দেহা ॥
শুন গো মরম-সখি বড় পরমাদ দেখি
এ ভসু ভেজিব আমি যবে। ১০
কৃষ্ণের মালতী তথা সৈঁচি তাহে সর্বথা
নিতি তাহা মার্জন করিবে ॥
ভেজিব পরাণ যবে তোমা বেই বিমুরত (?)
ভাজহ রবির তাপে।
রাখিহ বতন করি জীতে না ভেটল হরি ১৫
যেন পিয়া রাখি কোন রূপে ॥
যা সনে পীরিত করি তারে না দেখিলে মরি
সে সকল দুখ বিসরিয়া।
কেমন ধরণ তার সে হিয়া পাষণ্ড সার
কেমনে বান্ধব সেই হিয়া ॥ ২০
এই সব ধনী কহে কাতর বচন মোহে
লোহে আগরল দুই আঁধি।
দারুণ কঠিন প্রাণ এমন করয়ে কেন
চণ্ডীদাস তাহে আছে সাধী ॥

২২। আগরল বদ্ধ করিল, দুই চক্ষু অঙ্গপূর্ণ হইল।

৩১৮

কাঠি।

কেনেক দাঁড়ারে দেখ।

হয় নয় ইহা বৃক পরভীত
কি আর রহায়ে রাখ ॥
জানহ চন্দন কাঠ পরিমল
তালে সে ঘোলাহ চিতা ॥ ৫

মনের আনন্দে এ দেহ পোড়াই

কি কহ তাহার কথা ॥

এ কাজ যখন অবশ্যে শুনিল

বেথিত কোন হি জনা ।

রাই গলে ধরি অপার রোদন ১০

বেদন হানল রামা ॥

তোমার এ অঙ্গ লাখ বাণ সোনা

শ্রীমুখ-মণ্ডল বিধু ।

বার হাসিরসে মণি কত হয়ে

করয়ে কতেক মধু ॥ ১৫

এ অঙ্গ দাহন কিসের কারণ

শুনহ কিশোরী গোরি ।

কোন শুভ দিনে প্রসন্ন হইলে

সো বর নাগর হরি ॥

এ তমু রহিলে তমু তমু মিলে ২০

কোন দশা কলে কত ।

চেতন সমাধে শুন প্রিয় রাধে

নিকটে মিলব প্রিয় ॥

সে হেন রসিয়া রহিলা বসিয়া

বিসরিয়ে সব লেহা । ২৫

রাধা বলি যদি কভু কোন সাধে

মনে পড়ে এই গেহা ॥

অনেক আরতি করিলা পীরতি

এ নব নায়রী সনে ।

নিকটে মিলব হেন মনে লয়ে ৩০

বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

৪। কাঠ পরিমল...কৃষ্ণকি কাঠ ।

১০-১১। রাধিকার গলে ধরিয়। অনেক রোদন
করিল ও দুঃখ জানাইল ।

১৮-২০। যদি তুমি তোমার এই শরীর নষ্ট না
কর, তবে কোন দিন সৌভাগ্যের কলে ভ্রাম-অঙ্গের সহিত
তামার অঙ্গের মিলন হইবে। অতএব চেতন হও,
রাধার কথা শুন, যদি তোমার নিকটে আসিবেন ।

৬১১

ধানী ।

সখীর বচন

শুনল স্তম্ভরী

রাজার নন্দিনী ধনী ।

মিলল নয়ান

মুড়ল বয়ান

কহে আধ আধ বাণী ॥

সবার বচন

যেন লাগে আসি ৫

গরল সমান মানি ।

সেই স্নানগর

বিনে নাহি আর

কিছুই নাহিক জানি ॥

মুখে দিয়া জল

রাই উঠায়ল

গৃহমাঝে নিল থুয়া । ১০

সুচাক পালঙ্কে

রাই শুভায়ল

তুই চাবি সখী লয়া ॥

বসনের বায়ে

রাই অঙ্গ তুষে

কহেন মধুর বাণী ।

ভুরিতে মিলব

সে নব নাগর ১৫

আমি সে ভালই জানি ॥

কেনে পরবাদ

বিষম বিবাদ

সে শ্যাম কতেক দূর ।

এক জন গিয়া

আনিব ডাকিয়া

চণ্ডীদাস মন পুর ॥ ২০

১০০

ভুড়ি ।

একে হাম হব বনবাসী ।

রামেরে ছাড়িয়া সীতা বনবাসী ভেল গো

ভেন হাম মনে করিয়াছি ॥

কাননে রহব একা না হয়ে কাহারে দেখা

থাকি যেন যোগীর ধ্যানে । ৫

তুলিয়া মূল আর ফল নবীন কুমুমদল

এই গুনি রাখিব যতনে ॥

তুলিয়া সিঁদুরভার এ জটা ধরিব সার
অমুখাগে ভ্রমিব কাননে ।

তবে সে ঘুচিব তাপ এ দেহের অমুরাগ ১০
ইহা মেনে করিব যতনে ॥

এ দুখে জীবাব নই . শুন গো মরম-সই
কি চার গৃহের সাধ ।

জানিল নিষ্ঠুর বড়ি সবারে রহিল ছাড়ি
দিল পল্ল বহু বিসম্বাদ ॥ ১৫

শুনিয়া রাধার বাণী হেটমাথে গোয়ালিনী
কহেন নচন কিছু ভাষ ।

কহ কহ ধনী রাই পূরব শুনিয়ে তাই
কহিতে লাগিলা চণ্ডীদাস ॥

হহ-বেলাধিনি ।

পূরব সে অবতারে পূর্ণ পূর্ণ অবতারে
সূর্য্যংশ রাম অবতার ।

নব দূর্ব্বাদল তম্বু করে ধরি শর ধম্বু
দশরথ-সুত অনিবার ॥

পালিতে বাপের সভ্য এ চৌদ্দ বৎসর গত ৫
শিরে জটা পরিয়া বাকল ।

করিয়া সীতারে সঙ্গ বন ভ্রমি নানা রঙ্গ
সীতাপতি শ্রীরাম সুন্দর ॥

সেই সীতা দশাননে হরিয়া লইয়া বনে
লঙ্কাতে লইয়া গেল তারে । ১০

কেবল ঈশ্বর অংশ রাবণ করিয়া ধ্বংস
করি পল্ল সীতার উদ্ধারে ॥

সীতার উদ্ধার করি অধোধ্যাতে অবতারি
ছত্র দণ্ড দিয়া কৈল রাজা ।

কোন লোক অপরাধে পাইয়া সে রঘুনাথে ১৫
সীতা বনবাসে দিল ভেজা ॥

তেজি রঘুনাথ সঙ্গ . সুপথে হইল ভঙ্গ
পূরব-কাহিনী কহে রাধা ।

রাধার যুক্তি এই নিশ্চয় করিব সেই .
চণ্ডীদাস কহে কিছু বোধা ॥ ২০

১০২

হহই ।

অমুরাগে রাধা বেথিত অস্তুরে
পাইয়া বিষম জ্বালা ।

ক্ষেণে কত শত উঠে অমুরথ
দেখিয়া কদম্বতলা ॥

সেই সে যমুনা জল-কেলিপথ ৭
ঘাটের মাঝারে গিয়া ।

পূরব পীরিতি যেখানে করিল
দেখি পড়ে মূরছিয়া ॥

যেখানে বসন হরণ করিল
রসিক নাগর কান । ১০

তা দেখি কিশোরী সকল বিহরি
উঠিল দারুণ মান ॥

যেখানে সঙ্কত দেখিল বেকত
ধরিয়া মাধবী-ডাল ।

বিষম বিরহ তাহে উপজিল ১৫
নয়নে বহয়ে ধার ॥

যেখানে সঙ্গত করল নাগর
গিয়া সে কিশোরী রাই ।

তা দেখি লুটত মহীর উপরে
চণ্ডীদাস গুণ গাই ॥ ২০

১০৩

হহই-নট ।

সই, কে বাবে মথুরাপুর ।

এ হেন বাতনা তারে নিষেদিয়ে
তবে পরিহর দূর ॥

কেনে বা অবলা^১ করিয়া বিকলা
সেই সে আছয়ে ভাল । ৫
বরজ-রমণী কুলের কামিনী
তাহার পরাণ গেল ॥
কে বাবে বাহ ত কানুর সন্মুখে
তারে দিব এই হার ।
গজমতি ছড়া গাধুনি স্তসারি ১০
গণনা নাহিক যার ॥
এহ হার তার গলায়ে পরাব
কে এত আছয়ে হিতু ।
এক নবরাসা কহে ধীরে ধীরে
তোরে নিবেদিয়ে কিছু ॥ ১৫
অঙ্গ কটাক্ষে গুপথে যাইব
কেহ সে লখিতে নারে ।
দেখাই হইলে যাহাই কহিব
যেবা সে অন্তরে আছে ॥
সেই নবরাসা করিল পয়ান ২০
যেখানে রসিক রায় ।
চণ্ডীদাস বলে কানু অবেষণে
তুরিত গমনে যায় ॥
—
১০৪
আশাষড়ী ।
সখি, কহিও তাহার পাশে ।
যাহারে ছুঁইলে সিনান করিয়ে
সে মোরে দেখিলে হাসে ॥
কার শিরে হাত দিয়ে ।
কদম্ব-তলাতে কি কথা কহিলে ৫
যমুনার জল ছুঁয়ে ॥
মোর বৃন্দাবন আছে সাধী ।
আর এক হয় যদি মনে হয়
কপোত নামেতে পাখী ॥

এ কথা কহিও তারে । ১০
সে গুণ বুঝিয়া যে জন মরিবে
সে বধ-লাগিবে তারে ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ।
যাহার লাগিয়ে যে জন মরয়ে
সে তারে পাশরে কেনে ॥ ১৫
—
১০৫
কানড়া ।
সখি, কহিব কানুর পায় ।
সে সখ-সায়র দৈবে শুকায়ল
তিয়াষে পরাণ যায় ॥
সখি, ধরিবি কানুর কর ।
আপনা বলিয়া বোল না তেজবি ৫
মাগিয়া লইবি বর ॥
সখি, যতক মনের সাধ ।
শয়নে স্বপনে করিনু ভাবনে
বিহি সে করল বাদ ॥
সখি, হাম সে অবলা তায় । ১০
বিরহ আগুন হৃদয়ে বিগুণ
সহন নাহিক যায় ॥
সখি, বুঝিয়া কানুর মন ।
যেমন করিলে আইসে সে জন
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥ ১৫
১১। হৃদয়ে বিগুণ—দহয়ে বিগুণ...পাঠান্তর ।
১৪। আইসে সে জন—আইসে করিবে... ॥
—
সখীর উক্তি ।
—
১০৬
ওহে বড়াই, তাহার বিষম নার। (?)
কিছু নাহি খায় সে তেজয়ে কায়
পাঁজর হৈয়াছে সান্ন ॥

শুনি কি না শুনি, যেন সরু বাণী
 যেন রুধিরের ধারা । ৫
 কনক বদন হৈয়াছে মলিন
 চকিত লোচনতারা ॥
 অবণ নয়ন করে অমুক্ষণ
 যেনক শায়ন ধারা ।
 নেতের বসনে মুছিব কেমনে ১০
 এত বল আছে কারা ॥
 এখন তখন তাহার জীবন
 না চলে কঠোর লোলা ।
 চণ্ডীদাসে কহে * * * *
 তুরিতে চলহ বালা ॥ ১৫
 ২। শায়ন...প্রাণ ।

দূতীর মথুরা-গমন ।

৭০৭

হুহিনী ।

ওহে ও কুবুজার বন্ধু ।
 পাসরেছ রাইমুখ-ইন্দু ॥
 ওহে ও পাগধারী ।
 পাসরেছ নবীন কিশোরী ॥
 রাই পাঠাইল মোরে । ৫
 দাসখত দেখাবার তরে ॥
 যাতে মোরা আছি সাথী ।
 পদতলে নাম দিলে লেখি ॥
 তুমি ব্রজ যাবে যবে ।
 করতালি বাজাইব সবে ॥ ১০
 বিজ চণ্ডীদাস ভণে ।
 গালি দিব যত আছে মনে ॥

৭০৮

খান্দী ।

শ্যাম শুকপাখী সুন্দর নিরখি
 রাই ধরিল নয়ান-ফান্দে ।
 হৃদয়-পিঞ্জরে রাখিল সাদরে
 মনোহি শিকলে বান্ধে ॥
 তারে প্রেম-সুধানিধি দিয়ে । ৫
 তারে পুষি পালি ধরাইল বুলি
 ডাকিত রাধা বলিয়ে ॥
 এখন হয়ে অবিশ্বাসী কাটিয়ে আকুসি
 পলায়ে এসেছে পুরে ।
 সন্ধান করিতে পাইনু শুনিতে ১০
 কুবুজা রেখেছে ধরে ॥
 আপনার ধন করিতে প্রার্থন
 রাই পাঠাইল মোরে ।
 চণ্ডীদাস দ্বিজ তব তজবিজ্ঞে
 পেতে পারে কি না পারে ॥ ১৫
 ৭০৯
 ৩।
 বিরহ-কাতরা বিনোদিনী রাই
 পরাণে বাঁচে না বাঁচে ।
 নিদান দেখিয়া আসিনু হেথায়
 কহিনু তোহারি কাছে ॥
 যদি দেখিব তোমার পারী । ৫
 চল এই ক্ষণে রাখার অপথ
 আর না করিহ দেরি ॥
 কালিন্দী পুলিনে কমলের শেষে
 রাখিয়ে রাইএর দেহ ।
 কোন সখী অজ্ঞে লিখে শ্যাম-নাম ১০
 নিখাস হেরয়ে কহ ॥

চণ্ডীদাস

কেহ কহে তোর বন্ধুয়া আসিল

সে কথা শুনিয়া কাণে ।

মেলিয়া নয়ন চৌদিশ নেহারে

দেখিয়া না সহ্যে প্রাণে ॥ ১৫

যখন হইলুম যমুনা পার

দেখিলুম সখীরা মেলি ।

যমুনার জলে রাখে অন্তর্জলে

রাই-দেহ হরি বলি ॥

দেখিতে যদ্যপি সাধ থাকে তব ২০

ঝাট চল ব্রজে যাই ।

বলে চণ্ডীদাসে বিলম্ব হইলে

আর না দেখিবে রাই ॥

১১০

জ।

ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে রে কালিয়া

কে শোরে কুবুজি দিল ।

কেবা সেধেছিল পীরিত করিতে

মনে যদি এত ছিল ॥

ধিক্ ধিক্ বন্ধু লাজ নাহি বাস ৫

না জান লেহের লেশ ।

এক দেশে এলি অনল জ্বালায়ে

জ্বালাইতে আর দেশ ॥

অগাধ জলের মকর যেমন

না জানে মিঠ কি তিত । ১০

স্বরস পান্স চিনি পরিচরি

চিটাতে আদর এত ॥

চণ্ডীদাস ভণে মনের বেদনে

কহিতে পরাণ কাটে ।

তোমার

সোনার প্রতিমা ধূলায় গড়াগড়ি ১৫

কুবুজা বসিল খাটে ॥

জ।

ধিক্ ধিক্ ধিক্ নিঠুর কালিয়া

কে তোরে এ বুদ্ধি দিল ।

কেবা সেধেছিল পীরিত করিতে

মনে যদি এত ছিল ॥

ধিক্ ধিক্ ধিক্ নিঠুর কালিয়া ৫

লাজের নাহিক লেশ ।

এক দেশে এলি অনল জ্বালায়ে

জ্বালাইতে আর দেশ ॥

জনম অবধি কালিয়া বদন

না ধুলি লাজের ঘাটে হে । ১০

ব্রজ-গোপী হতে মধুরা নাগরী

কত রূপে গুণে বটে হে ॥

কিংবা কুবুজা নামে কুবুজিনী

তেঞি সে লেগেছে মনে ।

আপনি যেন ত্রিভঙ্গ মুবারি ১৫

বিহি মলাইছে জেনে ॥

কিংবা কুবুজা গুণে গুণবতী

গুণেতে করেছে বশ ।

পীরিত স্থখের কি জানে যজিতে

কিবা সে রেখেছে বশ ॥ ২০

যতেক তোমারে পীরিত করুক

তমেন পীরিত হবে না ।

রাধানাথ বিনে কুবুজার নাপ

কেহ ত তোমারে কবে না ॥

কি আর কহিব মনের বেদনা ২৫

কহিতে যে দুখ পাই ।

চণ্ডীদাস কহে কহিতে বেদনা

পরাণ কাটিয়া যায় ॥

নট্যারায়ণ।

বজ্র কানাই, তোমার চরিত্র এত দূর।
 সে হেন কিশোরী রাধা তো বিমু হইয়া আধা
 তুমি কেনে এতেক নিষ্ঠুর ॥
 চম্পকবরণী ধনী লাখ বাণ হেম গণি
 সে রাধা মলিন মুখচাঁদে । ৫
 গিয়া নিপ তরুণুলে লোটাঁইয়া ভূমিতলে
 নিশি দিশি পিয়া বলি কান্দে ॥
 খলিত নয়নজলে সে অঙ্গ ভাঙ্গিয়া চলে
 তিতে অঙ্গ নীলের বসন ।
 খঞ্জন-নয়নী রাই কান্দিয়া আকুল তাই ১০
 দেখি যেন অরুণ বরণ ॥
 জীয়ে কি না জীয়ে রাই কহিল তোমার ঠাই
 পরদশা আসি উপজিল ।
 বড়ই কঠিন দেখি শুনহ কমন আঁখি
 তুরিত গমনে ভূমি চল ॥ ১৫
 আছে যদি রাইএ কাজ তুরিতে দেখানে সাজ
 দেখ গিয়া ধনী বিরহিণী ।
 তুরা দরশন আশে তেঁই সে পরাণ আছে
 চণ্ডীদাস ভাঁল মতে জানি ॥

১১০

হৃদ-বেলয়ার।

সখীর বচন শুনিতে নাগর
 বিস্মিত হইলা বড়ি ।
 যেমন দারুণ শেল পশি হৃদে
 তেমনি নিখাস ছাড়ি ॥
 ব্যাকুল বিরহ বচন স্বরূপ ৫
 চকিতনয়নে চায় ।
 ব্যাখাটি পাইয়া স্নেহ নব নাগর
 ককণ-নয়নে চায় ॥

সখী মুখ পানে চাহি কহে বাণী
 রসিয়া নাগর কান । ১০
 পুন পুন কহ রাধার সংবাদ
 শুনিতে শুনিয়ে আন ॥
 সখী পুন কহে আঁখি ভরি লোভে
 মোহেতে আকুল হয়ে ।
 সে নব কিশোরী তোমার বিরহে ১৫
 আছেন মুচ্ছিত হয়ে ॥
 তোমার সঙ্কেত মাধবী দেখিয়া
 সেখানে নিদান রাই ।
 সম্বিত না হয়ে মুদিত নয়নে
 দেখিয়া আইলু তাই ॥ ২০
 মুখে বারি চারি গাগরি গাগরি
 নাহিক চেতন রাধা ।
 দেখিয়ে বিষম বুঝিয়ে মরম
 যে কর মনেতে সাধা ॥
 তুরিত গমন করহ এখন ২৫
 যদি বা দেখিবা এস ।
 চণ্ডীদাস পুন আইলা তুরিতে
 শ্যাম স্নানাগর পাশ ॥

১১৪

১১৫

এ কথা শুনিয়া নাগর-শেখর
 গদ গদ ভেল তনু ।
 কমল-নয়নে ধারা বরিখয়ে
 মুগধ হইল কানু ॥
 পীত বসন ধরিয়া সখন ৫
 মুছত নয়ন-লোর ।
 দশমী দশার শেষ রব শুনি
 তাহাই চাইল ভোর ॥

শুনহ সজনি । কহিতে কি ছয়ে
কেমন দেখিলে রাখা । ১০
নিশ্চয় কহিবে আছে কি বাঁচিয়া
আমার সে ভলু আখা ॥
সে নব কিশোরী তারে কি পাসরি
হৃদয়ে আছয়ে আগি ।
সে হেন পীরিতি করিতে না পেয়ে ১৫
সদাই উঠিছে আগি ॥
যারে না দেখিলে তিলেক না জীয়ে
হিয়া বিদরিয়া মরি ।
দেখিলে জুড়াই সে মুখমণ্ডল
কহিল মরম ভোরি ॥ ২০
রাখার কারণ গোঠে মাঠে ঘাটে
চরাই ধেমুর পাল ।
পথের মাঝারে কদম্ব-তলায়ে
দান সিরজিল ভাল ॥
মধুর মুরলী করিয়া অঙ্গুলী ২৫
বদনে মিশায়ে ভালি ।
আল্লের মিশালে ফাঁকিয়ে রসালে
সদা রাখা রাখা বলি ॥
সে নব নাগরী কেমনে পালরি
শুনহ বচন মোর । ৩০
চণ্ডীদাস কহে তুরিত গমন
নহে বা হইবে ভোর ॥

৩১৫

বহই

পুছে পুন পুন কহত সখন
সে বর-নাগরী-গুণ ।
পুলক হৃদয় দুখ দূরে গেল
কহে রসময় পুন ॥

কেমন গোপের রমণী যভেক ৫
কেমন বালক সখা ।
কেমন আছেন সে নন্দ যশোদা
পুন সে নাহিক দেখা ॥
কেমন নগর চাতর বাজার
কেমন আছয়ে রীতি । ১০
সে হেন যমুনা-পুলিন কানন
পুরবাসিগণ যতি ॥
কহ সেই বলি বচন উত্তর
শুনিতে পিয়ার বাণী ।
কি তার কহিব সুখাইয়া দেখ ১৫
চণ্ডীদাস ভালে জানি ॥
—
সখীর উক্তি ।

১১৬

কানড়া ।

তুমি হে নিদয়া বড়ি ।
সে নব-নাগরী প্রেমের লহরী
কেমনে রয়েছ ছাড়ি ॥
নিশি দিশি রাখা কান্দিয়া বিকল
নয়ানে নাহিক ঘুম । ৫
কারে কিছু ধনী না কহে উত্তর
তিলেক হয়েছ ভ্রম ॥
বদন-উপর কর আচ্ছাদিয়া
লোরেতে ভরিয়া আঁধি ।
অঙ্গের বসন তিতল সকল ১০
আবেশে যে চন্দ্রমুখী ॥
গিয়া তরুবরে কদম্ব কুহরে
বসিয়া নবীন রাই ।
তা দেখি বিবাদ বাড়িল অন্তর
বিকলে কান্দিয়ে তাই ॥ ১৫
অন্ন জল কিছু না চলয়ে তার
সদাই ভুহাঙ্গি ধ্যান ॥

প্রিয়া প্রিয়া বলি, কথা রস-কেলি
 ক্লেণে ক্লেণে হয় জ্ঞান ॥
 যদি বা তুরিত করহ গমন ২০
 তবে সে মানিয়ে জাল ।
 এ কথা শুনিতে রসময় কান
 বিরহে হইল ঢল ॥
 চণ্ডীদাস বলে শুন সুনাগর
 ঐছন দেখিল রাধা । ২৫
 তোমার বিরহে সে নব কিশোরী
 সোনার বরণ আধা ॥
 ১১৭
 নটনারায়ণ ।
 শুন গো সজনি পরমাদ শূনি
 রাখার ঐছন দশা ।
 বিরহে আকুল রসময় কান
 সঘনে নিশ্বাস নাশা ॥
 করেছে আঁচিল মোহন মুরলী ৫
 তাহা না পড়ল কতি ।
 কমল-নয়নে লোর বহি খনে
 ভাসিয়া চলল তথি ॥
 অজের সৌরভ এ চুয়া চন্দন
 ভূষণ কোঁস্তু ভ-মণি । ১০
 এ সব ভিত্তিয়া চলল ভাসিয়া
 বিরহে চতুরমণি ॥
 সে মোর প্রেয়সী প্রেমময় রাধা
 শুধুই স্থখার রাশি ।
 দাঁড়ায়ে দেখই ও মুখমণ্ডল ১৫
 ছেনক মনেতে বাসি ॥
 বাহার লাগিয়া বনে খেছু রাখি
 তারার দরশ আশে ।
 মধুর মুরলী গাই নিশি নিশি
 ধরি নটবর-খেদে ॥ ২০

ঐছন বিরহ । নাগর-শেখর
 ক্লেণেক সন্নিহিত পায় ।
 তুরিত গমন চল বৃন্দাবন
 চণ্ডীদাস গুণ গায় ॥

১১৮

বেলাংলী ।

রাইএর দশা সখীর মুখে ।
 শুনিয়া নাগর মনের দুখে ॥
 নয়নের জলে বহয়ে নদী ।
 চাহিতে চাহিতে হরল স্তম্ভী ॥
 অব যতনে ধৈরজ ধরি । ৫
 বরজ গমন ইচ্ছিল হরি ॥
 আগে আগুয়ান করিয়া তার ।
 সখী পাঠায়ল কাঁহিয়া সার ॥
 এখনি আসিছি মধুরা হৈতে ।
 ইথে আন ভাব না ভাব চিতে ॥ ১০
 অধিক উল্লাসে সখিনী যায় ।
 বড়ু চণ্ডীদাস তাহাই গায় ॥

১১৯

সোরারি ।

চল চল যাব রাই-দরশনে
 শুন গো মরম-সাধি ।
 সে গোরা নাগরী কেমনে বিসরি
 শয়নে স্বপনে দেখি ॥
 মধুপুর যদি থাকয়ে একলা ৫
 সদাই ভাবিয়ে রাই ।
 নিশির স্বপনে দেখিয়ে সঘনে
 সদাই সে গুণ গাই ॥
 বসিতে রাধিকা গাইতে রাধিকা
 গুণেতে রাধিকা দেখি । ১০

ভোজনে রাধিকা । গমনে রাধিকা

সদাই রাধিকা সাথী ॥

হাসি-পরিহাসে রাধার মহিমা

সদাই গড়য়ে মনে ।

কাহারে কহিব মনের বেদনা ১৫

আপন মরমে জানে ॥

আন কি আনব হৃদয় পোড়ান

সদা উচাটন চিত ।

মনে পড়ে ববে রাধার মুরতি

বাঁশীতে গাইয়ে গীত ॥ ২০

কহিবে রাধারে তাহার অন্তরে

সদাই আছিয়ে বাঁধা ।

করে করি কর জপিয়ে অন্তর

এ দুই অঙ্গর রাধা ॥

আগে যাহ সখি রাধার গোচর ২৫

কহিবে যতন করি ।

আমি গিয়া পুন দেখিব সে জন

চণ্ডীদাস কহে ভালি ॥

১২০

॥

আই সেই সখী ভেটে চন্দ্রমুখী

শুন সুখমই রাধা ।

মুখ তুলি চাহ শুনহ সংবাদ

না কর তিলেক বাধা ॥

মুখ তুলি রাই সখী পানে চাই ৫

কহত শ্রামের কথা ।

শুনি কিবা রীতি তাহার পীরিতি

যুচক হিয়ার ব্যথা ॥

কহ কহ শুনি জুড়াক পরাণী

কেমনে আছিয়ে পিয়া । ১০

সুখের বারতা

কহ দেখি হেথা

শুনিয়া জুড়াক হিয়া ॥

কহে সেই সখী

শুন চন্দ্রমুখি

শ্রামেরে দেখিয়ে আনু ।

কহিতে কহিতে শ্রামের কাহিনী ১৫

মনের হতাশে মনু ॥

তোমার কাহিনী

শুনি গুণমাণ

কান্দিয়া আকুল বড়ি ।

নয়নের লোরে

বহি চলে কোড়ে

সম্মনে নিখাস ছাড়ি ॥ ২০

মথুরা নগরে

বসি এক ভিতে

নিভৃত হইয়া কান ।

মোরে বেরি বেরি

পুছয়ে সে হরি

তোহারি গুণের খ্যান ॥

কহ কহ আগে

রাধার কাহিনী ২৫

সে অঙ্গ আছয়ে ভাল ।

শুনিতে শুনিতে

দশার কখন

কামু সে হইল ঢল ॥

কত বা কহব

আদর পীরিতি

তুয়া পরসঙ্গ বিনে । ৩০

আন নাহি জানে

সে বর নাগর

দীন চণ্ডীদাস ভণে ॥

২৪। খ্যান...আখ্যান—বর্ণনা ।

১২১

কানড়া ।

রাই, বড় সে দেখিল বিপরীত ।

সে নব নাগর কান তোমারে কেবল মন

দেখিল সদয় অতি চিত ॥

বিরহ-বেদন-শরে

ভেল তমু করে করে

আন কহিতে নাহি আন । ৫

শুনিতো তোমার রীত পুলক মানয়ে চিত
লোরে অঁখি হরল গয়ান ॥

শ্রবণ পরশি শুনে তোমার মাধুরী গুণে
মোহিত হইল কলেবর ।

কেবল তোমার নাম নিরবধি জপে শ্যাম ১০
কাঁপে দুটি অধর সুন্দর ॥

শুনিয়া সখীর বাণী অতি ভেল বিরহিণী
কহ কহ শুনি পিয়া-গুণে ।

সোনার পুথলি ঐছে অবনীতে লোটাইছে
ধারা বহে এ দুই নয়নে ॥ ১৫

কেমন মধুরা পুরী কেমন নাগরী নারী
কহ দেখি মরম-সজনি ।

শুনিব শ্রবণ ভরি কেমন কুবুজা নারী
কত রূপ সে জন মালিনী ॥

তা সনে পীরিত করে মুগধ রসিকবরে ২০
শুনিয়াছি পর লোকমুখে ।

এত কি সহিতে পারি মনে সে গুমরি মরি
জনম গোড়াসু এই দুখে ॥

এই অতি ভেল মান উঠিল দারুণ মান
পিয়া কি * * * এত দূর । ২৫

চণ্ডীদাস কহে ধনি মিলব নাগরমণি
হব তুয়া মনোরথ পূর ॥

১২২

ধানশী ।

শুনি ধনী মুরছিত ভেল ।
সোড়রি সে সুখ-রস-কেলি ॥
পিয়া-গুণ বুঝিতে বুঝিতে ।
পুলকিত ভেল হিয়া চিতে ॥
গড়ল ধরণীতলে গোরা ।
মুছল লোর অতি তোরি ॥

সো পঁহ বিদগধ রায় ।

মধুপুর রহল ছাপায় ॥

এত কি সহিব কুলবালা ।

এ অতি বিরহকি জ্বালা ॥ ১০

সো নব নাগর সুজান ।

ছোড়ল মোহ অবধান ॥

যব ভেল কুবুজাক সঙ্গ ।

তব ভেল সব সুখ-ভঙ্গ ॥

এ সখি তোরে বলি-বাখা । ১৫

সাজাহ দারুণ অতি চিতা ॥

এ দেহ করিব ছারখার ।

কে এত সহিব জঞ্জাল ॥

চণ্ডীদাস কহে পুন বোল ।

নাগর মিলব আসি কোড় ॥ ২০

৮। ছাপায়...লুকাইয়া ।

১২। মোহ...দেহ—অজ্ঞায়রূপে প্রণয় ছাড়িয়াছেন ।

১২৩

সুই-বেলোয়ার ।

শুনিয়ে রাখার বাণী সখী কহে ভালে জানি
সকল কাহিয়ে ভালমতে ।

শ্রবণ ভরিয়া শুনি বিবাদ ভাবিছ কেন
বুঝিয়ে করিবে বাহা চিতে ॥

মোরে সে ভেলল কান আইল তোমার স্থান ৫
রাধারে তুষিবে ভালমতে ।

পেয়ে দশমীর দশ। পাছে হবে ফলভাষা
ভুরিতে চলিয়ে বাহ পথে ॥

পাছে ধনী তেজে প্রাণ পাইয়া বিরহ-বাণ
তেঁই আমি আসিল তুরিত । ১০

৫ কহিলা নাগররাজ যাইব গোকুল-মাঝ
দেখিব সে প্রেমময় রীত ॥

পশ্চাতে গমন সাধে শুন স্তম্ভমই রাধে
পুন পাবে তাহার মিলন ।
বিবাদ করহ দূর হবে মনোরথ পূর ১৫
শুন শুন আমার বচন ॥

সজ্জত করিয়া বাণী আসিব সে গুণমণি
হেন দশা কবে হবে মোর ।
পেয়ে সে নাগররাজ সাধিব আপন কাজ
কবে সে করব নিজ কোড় ॥ ২০
সখীর বচন শুনি হরষ হইল ধনী
পরশ করিব আমি যবে ।
তবে সে মনের সিদ্ধি যদি মিলায়বে বিধি
চণ্ডীদাস স্তম্ভী হব তবে ॥

১৭। কথা অহুসারে কাজ করিয়া ।

রাধাকৃষ্ণের মিলন ।

১২৪

ধানশী ।

সই, জানি কুদিন হুদিন ভেল ।
মাধব মন্দিরে তুরিতে আওব
কপাল কহিয়া গেল ॥
চিকুর ফুরিছে বসন খসিছে
পুলক যৌবন-ভার । ৫
বাম অঙ্গ অঁখি সঘনে নাচিছে
হুলিছে হিয়ার হার ॥
প্রভাত সময়ে কাক কোলাকুলি
আহার বাঁটিয়া খায় ।
পিয়া আসিবার নাম স্মধাইতে ১০
উড়িয়া বসিল তায় ॥
মুখের ভাষুল খসিয়া পড়িছে
দেবের মাথার ফুল ।

চণ্ডীদাস বলে সব স্তম্ভম
বিহি ভেল অমুকুল ॥ ১৫

১২৫

হুই-বেলয়ার ।

হেনক সময়ে এক সখী আসি
হাসি হাসি কহে কথা ।
উঠ উঠ ধনি ও চাঁদ-বদনি
ঘুচাহ মনের ব্যথা ॥
তব দুর্দিন সব দূরে গেল ৫
উঠিয়া বৈসহ রাই ।
তোমার মাধব নিকটে আওল
দেখহ নয়ন চাই ॥
এ সব বারতা শুনি শুভকথা
আনন্দে পুরল হিয়া । ১০
চকিত-নয়নে চাহিতে সঘনে
সম্মুখে দেখনা প্রিয়া ॥
এস এস বলি দুটি বাহু তুলি
হাসিয়া কহয়ে কথা ।
চিরদিনে বিধি মিলায়ল নিধি ১৫
ঘুচিল মনের ব্যথা ॥
সব সখী মেলি জয় জলাহলি
দেওয় দৌহার পাশ ।
আনন্দ-সাগর দেখিয়ে বিতোর
গুণ গায় চণ্ডীদাস ॥ ২০

ভাব-সম্মিলন ।

১২৬

বেলাবনী ।

মন্দের নন্দন চতুর কান ।
মিলল আসিয়া হৃদয়ে জান ॥

মাহার যেমন পীরিতি গাঢ়।

তাহারে তেমতি করিলা বাঢ়।

মথুরা হৈতে এখনি হরি।

আইল বলিয়া শব্দ করি ॥

আপন ঘরে আগনি গেলা।

পিতা মাতা জন্ম পরাণ পাইহা ॥

কোলেতে করিয়া নয়ান-জলে।

সেচন করিয়া কাঁদিয়া বলে ॥

আর দূরদেশে না যাবে তুমি।

বাহির আর না করিব আমি ॥

এত বলি কত দেওল চুষ।

বারে বারে দেখে মুখারবিন্দ ॥

ঐছন মিলল সখল সখা।

আর কত জন কে করু লেখা ॥

খাওয়াইয়া পিয়াইয়া শোয়াল ঘরে।

ঘুমাক বলিয়া যতন করে ॥

তখন বুঝিয়া সময় পুন।

আওল যমুনা-তীরক বন ॥

রাইয়ের নিকটে পাঠাইল দূতী।

বড় চণ্ডীদাস কহয়ে সতি ॥

১২৭

হুই।

কেশপাশ দিয়া

চরণ মুছায়ে

বিচিত্র পালঙ্কে লই।

অতি সুবাসিত

বারি ঢালি রাখা

ধোয়ল চরণ ছুই ॥

মৃগমদ ভারি

চন্দন কটোরি ৫

অগোর তিমির তায়।

মনের মানসে

সুনাগরী রাখা

লেপিছে শ্রামের গায় ॥

নানা ফুলদাম

অতি সুশোভন

গলে পরাইল রাখা।

৫

রূপ নিরীক্ষণ

করে যেনে ঘন

তিলেক নাহিক বাধা ॥

কান্থুর শ্রীমুখ

বেন শশধর

যেমন পূর্ণিমার শশী।

রাই সে চকোর

পাই নিরন্তর ১৫

পিবই অবশ রাশি ॥

১০

চণ্ডীদাস কহে

হেন মনে করি

শুনহ কিশোরী রাধে।

মনের মানসে

পাশ আস দিয়া

ছুটি করে যেন বাঞ্চে ॥

২০

১৬। অবশ অর্থাৎ আত্মহারা হইয়া প্রচুর পরিমাণে
পান করিতেছেন।

১২৮

হুই।

কিয়ে শুভ দরশনে

উলসিত লোচনে

হুঁহু দৌঁহা হেরি মুখছাঁদে।

তৃষিত চাতক নব

জলধরে মিলল

ভুখিল চকোর চাঁদে ॥

আধ নয়ানে

হুঁহু রূপ নিহারই ৫

চাহনি আনহি ভাতি।

রসের আবেশে

হু হু অঙ্গ হেলাহেলি

বিছুরল প্রেম সাক্ষাতি ॥

শ্রাম স্তম্ভময় দেহ

গোরী-পরশে সেহ

মিলায়ল যেন কাঁচা ননী।

১০

রাই তনু ধরিতে নারে

আলাইল আনন্দভরে

শিরীশ-কুসুম কমলিনী ॥

অতলী কুসুম সম

সম শ্রাম স্তনায়র

নায়রী চম্পক গোর।

নব জলধরে জমু চাঁদ আগোরল ১৫
এঁছে বহল শ্যাম কোর ॥

বিগলিত কেশ কুন্তল শিখি চন্দ্রক
বিগলিত নিভল নিচোল ।

দু হুক প্রেমরসে ভাসল নিধুবন
উছলল প্রেম হিলোল ॥

চণ্ডীদাস কহে দু হু রূপ নিরঞ্চিত
বিছুরল ইহ পরকাল ।

শ্যাম সুঘড়বর স্তম্বর রসরাজ
স্তম্বরী মিলই রসাল ॥

৪। ভূমিল...সুধার্ত্ত ।

১২১

হুই ।

শতের বরষ পরে বঁধুয়া মিলল ঘরে
রাধিকার অন্তরে উল্লাস ।

হারানিধি পাইমু বলি লইয়া হৃদয়ে তুলি
রাখিতে না সহে অবকাশ ॥

মিলল দু'হু তমু কিবা অপরূপ । ৫

চকোর পাইল চাঁদ পাতিয়া পীরিত-ফাদ
কমলিনী পাওল মধুপ ॥

রসভরে দু'হু তমু থর থর কাপই
কাপই দু'হু দৌছা আবেশে ভোর ।

দু'হুক মিলনে আজি নিভায়ল আনল ১০
পাওল বিরহক ওর ॥

রতন-পালক-পর বৈঠল দু'হু জন
দু'হু মুখ হেরই দু'হু আনন্দে ।

হরষ সলিলভরে হেরই না পারই
অনিমেমে রহল ধন্দে ॥

আজি মলয়ানিল যুহু যুহু বহত
নিরমল চাঁদ প্রকাশ ।

ভাবভরে গদ গদ চাঁদর দুলায়ত
পাশে রহি চণ্ডীদাস ॥

১৩০

হুই ।

ভাবোন্মাদে ধনী বঁধুরে পাইয়া
ভাবে গদ গদ কয় ।

ব্রজ-পীরিতের প্রদীপ আলিয়ে
দীপ কি নিভাতে হয় ॥

কালিয়া কুটিল স্বভাব ভোমার ৫
কপট পীরিতি যত ।

ভুরু নাচাইয়ে মুচকি হাসিয়ে
অবলা ভুলাইলে কত ॥

পীরিত-রসের রসিক বোলাও
পীরিতি বুঝিতে নার । ১০

মথুরা নগরের যত নাগরীর
পীরিতের ধর ধার ॥

শুন গিরিধারী মথুরা-বিহারী
নারী-বধে নাহি ভয় ।

পীরিতি করিয়ে তোমারে ভজিলে ১৫
শেষে কি এই দশা হয় ॥

পীরিতি করিলে কেন দগধিলে
বিরহ-বেদনা দিয়ে ।

কালিয়া কঠিন দয়াহীন জন
তোর নিরাকরণ হিয়ে ॥ ২০

সোই রসিকতা পীরিতি মমতা
সমতা হইলে রাখে ।

পীরিতি রতন রসের গঠন
কুটীলাতে নাহি থাকে ॥

পীরিতির দায় প্রাণ ছাড়া যায় ২৫
পীরিতি ছাড়িতে নায়ে ।

পীরিতি-রসের পসরা তা কি
রাখালে বহিতে পারে ॥

বে জনা রসিক রসে ঢর ঢর
মরমী যে জন হয় । ৩০

হেরে রে রে করে খবলী চরায়
সে জনা রসিক নয় ॥

রসিকের রীতি সহজ সরল
রাখালে তাই কি জানে ।

চণ্ডীদাস কহে রাখার গজনা ৩৫
সুখা সম কানু মানে ॥

৩৫। গজনা...ভৎসনা—পাঠান্তর।

১৩১

সুহই।

শুন শুন হে রসিক রায় ।

তোমারে ছাড়িয়া যে স্থখে আছিনু
নিবেদি যে তুয়া পায় ॥

না জানি কি ক্ষণে কুমতি হইল
গৌরবে ভরিয়া গেণু । ৫

তোমা হেন বঁধু হেলায় হারায়ু
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মনু ॥

জনম অবধি মায়ের সোহাগে
সোহাগিনী বড় আমি ।

প্রিয়-সখীগণ দেখে প্রাণসম ১০
পরাণ-বঁধুয়া তুমি ॥

সখীগণে কহে শ্যাম-সোহাগিনী
গরবে ভরয়ে দে ।

ছানার গোরব তুঁহ বাঢ়াইলি
অব টুটায়ব কে ॥ ১৫

তোহারি গরবে গরবিনী হাম
গরবে ভরল কুক ।

চণ্ডীদাস কহে : এমতি নহিলে
পীরিতি কিসের সুখ ॥

২। তোমা উপেখিয়া যে স্থখে গোঞাইছ—পাঠান্তর।

১৩২

ভূগালী।

বহু দিন পরে বঁধুয়া এলে ।

দেখা না হইত পরাণ গেলে ॥

এতেক সহিল অবলা বলে ।

কাটিয়া যাইত পাষণ হলে ॥

ছুখিনীর দিন দুখেতে গেল । ৫

মধুরা নগরে ছিলে ত ভাল ॥

এ সব দুখ কিছু না গণি ।

তোমার কুশলে কুশল মানি ॥

এ সব দুখ গেল হে দূরে ।

হারান রতন পাইলাম কোড়ে ॥ ১০

এখন কোকিল আসিয়া করুক গান ।

ভ্রমরা ধরুক তাহার তান ॥

মলয় পবন বহুক মন্দ ।

গগনে উদয় হউক চন্দ্র ॥

বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে । ১৫

দুখ দূরে গেল সুখ-বিলাসে ॥

১৩৩

রাঘবেন্দ্রী।

বঁধু, ছাড়িয়া না দিব তোরে ।

মরম যেখানে রাখিব সেখানে

হেন মোর মনে করে ॥

লোক হাসি হউ বায় আতি বাউ

তবু না ছাড়িয়া দিব ।

ভূমি গেলে যদি শুন গুণনিধি
 আর কোথা ভুয়া পাব ॥
 আঁখি পালটিতে নাহি পরতীতে
 ধুইতে সোয়াস্তি নাই ।
 এখন মরণ দশা উপজল ১০
 জুড়াব কোন বা ঠাই ॥
 কাহারে কহিব কেবা পিত্যাইব
 আমার যাতনা যত ।
 তোমার কারণে এতেক সহিয়ে
 নহে পরমাদ হত ॥ ১৫
 রাখার বচন শুনি সুনাগর
 গদ গদ ভেলা দেহা ।
 আমি সে তোমার প্রেমে আছি বশ
 মরমে বেঁধেছি লেহা ॥
 চণ্ডীদাস কয় দু'হু এক হয় ২০
 ইহার না হয় ভিন্ন ।
 বিহি সে বলিয়া দু'হু মিশাইয়া
 গড়ল একই তনু ॥
 ১২ । পিত্যাইব...বিশ্বাস করিবে ।
 ১৩৪
 কামোদ ।
 বন্ধু, কি আর বলিব আমি ।
 তোমা হেন ধন অমূল্য রতন
 তোমার তুলনা তুমি ॥
 তুমি বিদগ্ধ গুণের সাগর
 রূপের নাহিক সীমা । ৫
 গুণে গুণবতী বেদেছ পীরিতি
 অখল ব্রজের রামা ॥
 জাতি কুল দিয়া আপনা নিছিয়া
 শরণ লইয়াছি ।
 যে কর সে কর তোমার বড়াই ১০
 এ দেহ সঁপিয়াছি ॥

আনের আনেক আছে কত জন
 রাখার কেবল তুমি ।
 ও ছুটি চরণ শীতল দেখিয়া
 শরণ লইমু আমি ॥ ১৫
 চণ্ডীদাস বলে শুন সুনাগর
 রাখারে না হও বাশ ।
 লোকমুখে শুনি তোমার মহিমা
 সরল পঙ্কর নাম ॥ (?)
 ১৩৫
 সিদ্ধি ।
 তোমার পীরিতি কি আনি ভকতি
 অবলা কুলের বালা ।
 সজ্জন দেখিয়া পীরিতি করিমু
 পরিণামে হল জালা ॥
 অবলা জনের দোষ না লইবে ৫
 তিলে কত হয়ে দোষ ।
 তুমি দয়া করি কৃপা না ছাড়িহ
 মোরে না করিহ রোষ ॥
 তুমি সে পুরুষ-ভূষণ শক্তি
 সকল সহিতে হয় । ১০
 কুলের কামিনী লেহ বাড়াইয়া
 ছাড়িতে উচিত নয় ॥
 তিলেক না দেখি ও চাঁদবদনে
 মরমে মরিয়া থাকি ।
 হয় নয় ইহা দেখ সুধাইয়া ১৫
 চণ্ডীদাস আছে সাথী ॥
 ১৩৬
 গড়া ।
 বঁধু, তুমি নিদারুণ নয়ে ।
 তোমার কারণে এত পরমাদ
 নিশ্চয় কহিলুম করে ॥

বেদন কহিব কহিতে কহিতে
বিশুণ উঠয়ে দুখ ।

৫

বেদন আমার কাটিয়া পড়য়ে
এমতি রুয়ে বুক ॥

যদি কোনখানে কান্দে লোকস্থানে
শান্তুড়ী ননদী তারা ।

শ্রাম-নাম বলি কান্দে কলকিনী ১০
এমতি তাহার ধারা ॥

হেন করে মন শুনি কুবচন
গরল ভথিয়া মরি ।

তার নাহি দায় শুন শ্রামরায়
তোমারে ছাড়িতে নারি ॥ ১৫

তোমা হেন খন ছাড়িব কেমনে
তোমা করে দিয়া যাব ।

চণ্ডীদাস কহে শুন বিনোদিন
আর কোথা গেলে পাব ॥

১৪-১৫। মরিতে কোন কষ্ট নাই। তবে হুঃখ
এই যে, মরিয়া যে তোমাকে ছাড়িতে
হইবে।

১৩৭

৬।

বঁধু, কি আর বলিব আমি ।

জনমে জনমে জীবনে মরণে
প্রাণপতি হইও তুমি ॥

বহু পুণ্যকলে গৌরী আরাধিয়ে
পেয়েছি কামনা করি ।

৫

না জানি কি ক্ষণে দেখা ভব সনে
তৌই সে পরাণে মরি ॥

বড় শুভক্ষণে তোমা হেন নিধি
বিধি মিলায়ল জানি ।

পরান হইতে শত শত গুণে ১০
অধিক করিয়া মানি ॥

আনের আহয়ে আন জন বড়
আমার পরাণ তুমি ।

তোমার চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইয়াছি আমি ॥ ১৫

গুরু গরবিত তারা বলে কত
সে সব গৌরব বাসি ।

তোমার কারণে এত না সহিয়ে
দুকুলে হইল হাসি ॥

কহে চণ্ডীদাস শুন সুনাগর ২০
রাধার আরতি রাখ ।

পীরিতি-রসের চুড়ামণি হয়ে
রসেতে রসিয়া রাখ ॥

৩। পতি...বন্ধু— ... পাঠান্তর ।

৪। বহু...অনেক ... ”

৬। “নিধি...ধনে ... ”

১৬। গরবিত...গরবেতে ... ”

১৭। গৌরব...গরল ... ”

১৮। এত না সহিয়ে গোকুল নগরে ... ”

২০-২৩। চণ্ডীদাস বলে শুন নাগর
রাধার মিনতি রাখ ।

পীরিতি-রসের চুড়ামণি হয়ে
সদাই অন্তরে থাক ॥—পাঠান্তর ।

১৩৮

৭।

রাই কহে শুন কে জানে পীরিতি
আরতি রসের লেহ ।

আন কে বা জানে রসের মাধুরী
বুঝিতে পারয়ে কেহ ॥

পীরিতি অঁধরে বে জন পুরিত ৫
কিছু কিছু জানে সেহ ।

আসের রসিক রসে আরোপিত
সেই সে জানয়ে সেহ ॥

কোন কুলরামা পীরিতি না জানে
সে জন আছয়ে ভাল ১০

মুঁই সে পীরিতি করিয়া পশিমু
এ দেহ হইল কাল ॥

কায় মন চিতে ও রাজা চরণে
শরণ লয়েছে রাখা ১৫

এ হেন স্ত্রের ঘর বাড়িয়াছি
তাঁহা কেন কর বাধা ২০

অনেক যতনে পীরিতি রতন
ভাজিতে তিলেক পারি ২৫

গড়িতে বিষম অতিশয় শ্রম
শুনহ প্রাণের হরি ৩০

চণ্ডীদাস বলে এমন পীরিতি
শুনিতে জগৎ বশ ৩৫

দৌড়ে সে জানয়ে দৌহার তব
আন কে জানয়ে রস ৪০

১০১

হই।

বঁধু, কি আর বলিব আমি।

মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি ৪৫

তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের কাঁসি ৫০

সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী ৫৫

ভাবিয়া ছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে ৬০

রাখা বলি কেহ শুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে ৬৫

এ কুলে ও কুলে দুকূলে গো কুলে
আপনা বলিব কায় ৭০

শীতল বলিয়া শরণ লইলু
ও দুটি কমল পায় ৭৫

না ঠেলহ ছলে অবলা অথলে
যে হয় উচিত তোর ৮০

ভাবিয়া দেখিমু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর ৮৫

আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি ৯০

চণ্ডীদাস কহে পরশ-রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি ৯৫

৬-৭। জাতি কুল শীল সকল মজাঞা
হইল তোমার দাসী ॥—পাঠান্তর।

১৬-২০। অবলা অথলে না ঠেল চরণে
ক্রেটির নাহিক ওর।

অবলার ক্রেটি যদি হয় কোটি
কমিতে উচিত তোর ॥

গলায় বসন করি নিবেদন
শুন হে রসিক রায়।

চণ্ডীদাস কহে অহুগত জনে
ছাড়িতে উচিত নয় ॥

—পাঠান্তর।

১৪০

হই।

শুন হে চিকণ কালা।

বলিব কি আর চরণে তোমার
অবলার যত জ্বালা ১০০

চরণ থাকিতে না পারি চলিতে
সদাই পরের বশ ১০৫

যদি কোন ছলে তব কাছে এলে
লোকে করে অপবশ ১১০

বদন থাকিতে না পারি বলিতে
তেই সে অবলা নাম ।

নয়ন থাকিতে সদা দরশন ১০

না পেলায় নবীন শ্যাম ॥

অবলার যত দুখ প্রাণনাথ
সব থাকে মনে মনে ।

চণ্ডীদাস কয় রসিক যে হয়
সেই সে বেদনা জানে ॥ ১৫

১৪১

হই।

বঁধু, কি আর বলিব আমি ।

যে মোর ভরম ধরম করম
সকলি জান হে তুমি ॥

যে তোর করুণা না জানি আপনা
আনন্দে ভাসি যে নিতি । ৫

তোমার আদরে সবে স্নেহ করে
বুঝিতে না পারি রীতি ॥

মায়ের যেমন বাপার তেমন
তেমতি বরজ পুরে ।

সখীর আদরে পরাণ বিদরে ১০
সে সব গোচর তোরে ॥

সতী বা অসতী তোহে মোর মতি
তোহারি আনন্দে ভাসি ।

তোহারি বচন সালঙ্কার মোর
ভূষণে ভূষণ বাসি ॥ ১৫

চণ্ডীদাসে বলে শুন হে সকলে
বিনয়-বচন সার ॥

বিনয় করিয়া বচন কহিলে
তুলনা নাহিক তার ॥

১৪২

হই।

বঁধু, কি আর বলিব তোরে ।

অলপ বয়সে পীরিতি করিয়া

রহিতে না দিলি ঘরে ॥

কামনা করিয়া সাগরে মরিব

সাধিব মনের সাধা । ৫

মরিয়া হইব শ্রীনন্দ্রের নন্দন

তোমারে করিব রাখা ॥

পীরিতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব

রহিব কদম্বতলে ।

ত্রিভঙ্গ হুইয়া মুরলী বাজাব ১০

যখন যাইবে জলে ॥

মুরলী শুনিয়া মোহিত হইবা

সহজ কুলের বাল।

চণ্ডীদাস কয় তখন জানিবে

পীরিতি কেমন জ্বালা ॥ ১৫

১৪০

হই।

শুন সুনাগর করি জোড় কর

এক নিবেদিয়ে বাণী ।

এই কর যেন ভাজে নাহি যেনে

নবীন পারিতিখানি ॥

কুল শীল জাতি চাড়ি নিজ পতি ৫

কালি দিয়ে ছুই কূলে ।

এ নব যৌবন পরশ-রতন

সঁপেছি চরণতলে ॥

তিন হি আঁখর করিয়ে আদর

শিরেতে লয়েছি আমি । ১০

অবলার আশ না কর নৈরাশ

সদাই পূরিবে তুমি ॥

তুমি রসরাজ রসের সমাজ
কি আর বলিব আমি ।

চণ্ডীদাস কহে জনমে জনমে ১৫
বিমুখ না হও তুমি ॥

১৪৪

খানদী ।

নিবেদন শুন শুন বিনোদ নাগর ।
তোমারে ভজিয়ে মোর কলক অপার ॥
পর্বত সমান কুল শীল তেয়াগিয়া ।
ঘরের বাহির হৈলাম তোমার লাগিয়া ॥
নবরে নবরে নব নবঘন-শ্যাম । ৫
তোমার পৌরিত্বানি অতি অনুপাম ॥
কি দিব কি দিব বঁধু মনে করি আমি ।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি ॥
তুমি আমার প্রাণ-বঁধু আমি হে তোমার ।
তোমার ধন তোমারে দিতে ক্ষতি কি আমার ॥ ১০
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে শুন শ্যামধন ।
কৃপা করি এ দাসীরে দেহ শ্রীচরণ ॥

১৪৫

হৃষ্ট ।

বঁধু, তুমি সে পরশ-মণি হে
তুমি সে পরশ-মণি ।
ও অঙ্গ-পরশে এ অঙ্গ আমার
সোনার বরণখানি ॥
তুমি রস-শিরোমণি হে ৫
বঁধু, তুমি রস-শিরোমণি ।
(মোরা) অবলা অখলা আহিরিণী বাল
তো সেবা নাহি জানি ॥
তোঁহার লাগিয়া খাই বনে বনে
স্বল-বেশ ধরি হেঁ । ১০

(এক) ভিলে শত যুগ দর্শনে মানি
ছেড়ে কি রইতে পারি হে ॥

অঙ্গের বরণ কন্তুরী চন্দন
(আমি) হৃদয়ে মাখিয়ে রাখি ।
ও ছুটি চরণ পরাণে ধরিয়া ১৫
নয়ান মুদ্রিয়া থাকি ॥

চণ্ডীদাস কহে শুন রসবতি
তুঁহু সে পীরতি জান হে ।
বঁধু সে তোমার এক কলেবর
তুঁহু সে এক প্রাণ হে ॥ ২০

১৪৬

হৃষ্ট ।

বঁধু, তুমি সে আমার প্রাণ ।
দেহ মন আদি তোহায়ে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান ॥
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন । ৫
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীন
না জানি ভজন পূজন ॥
পীরতি-রসেতে ঢালি তমু মন
দিয়াছি তোমার পায় ।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি ১০
মন নাহি আন ভায় ॥
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তোহাতে নাহিক দুখ ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে হুখ ॥ ১৫
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভাল মন্দ নাহি জানি ।
কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য সম
তোহারি চরণখানি ॥

১৪৭

হুই।

অনেক সাধের পরাণ-বঁধুয়া

নয়নে লুকায়ে থোব।

প্রেম-চিন্তামণির শোভা গাঁথিয়া

হিয়ার মাঝারে লব ॥

তুমি হেন ধন দিয়াছি যৌবন ৫

কিনেছি বিশাখা জানে।

কিনা ধনে আর অধিকার কার

এ বড় গৌরব মনে ॥

বাড়িতে বাড়িতে ফল না বাড়িতে

গগনে চড়ালে মোরে। ১০

গগন হইতে ভূমে না ফেলাও

এই নিবেদন তোরে ॥

এই নিবেদন গলায় বসন

দিয়া কহি শ্যাম পায়।

চণ্ডীদাস কয় জীবন মরণে ১৫

না ঠেলিবে রাস্তা পায় ॥

১৪৮

হুই।

বঁধু হে, নয়নে লুকায়ে থোব।

প্রেম-চিন্তামণি রসেতে গাঁথিয়া

হৃদয়ে তুলিয়া লব ॥

শিশুকাল হৈতে আন নাহি চিতে

ও পদ করেছি সার। ৫

ধন জন মন জীবন যৌবন

তুমি সে গলার হার ॥

শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে

কভু না পাসরি তোমা।

অবলার ক্রটি শত হয় কোটি ১০

সকলি করিবে ক্ষমা ॥

না ঠেলিহ বলে অবলা অথলে*

যে হয় উচিত ভোর।

ভাবিয়া দেখিলাম তোমা বঁধু বিনে

আর কেহ নাহি মোর ॥ ১৫

তিলে আঁখি আড় করিতে না পারি

তবে যে মরি আমি।

চণ্ডীদাস ভণে অনুগত জনে

দয়া না ছাড়িও তুমি ॥

১৪৯

হুই।

শ্যাম-সুন্দর শরণ আমার

শ্যাম শ্যাম সদা সার।

শ্যাম সে জীবন শ্যাম প্রাণধন

শ্যাম সে গলার হার ॥

শ্যাম সে বেশর শ্যাম বেশ মোর ৫

শ্যাম-শাড়ী পরি সদা।

শ্যাম তনু মন ভজন পূজন

শ্যাম-দাসী হল রাধা ॥

শ্যাম ধন বল শ্যাম জাতি কুল

শ্যাম সে সুখের নিধি। ১০

শ্যাম হেন ধন অমূল্য রতন

ভাগ্যে মিলাইল বিধি ॥

কোকিল ভ্রমর করে পঞ্চস্বর

বঁধুয়া পেয়েছি কোলে।

হিয়ার মাঝারে রাখিহ শ্যামেরে ১৫

বিজ্ঞ চণ্ডীদাস বলে ॥

শ্রীকৃষ্ণের উত্তর ।

১৫০

কামোদ ।

ঈশ্বর হাসিয়া রাই পানে চেয়ে
কহে বিনোদিয়া কান ।
তোমার মহিমা চাতুরী * * *
ইহা কে জানয়ে আন ॥
পরম দুর্লভ আনন্দ কৈশোর ৫
নবীন কিশোরী রাধা ।
হিয়ায়ে হিয়ায়ে মরমে মরমে
সদাই আছয়ে বাঁধা ॥
তোমার কারণে নন্দের ভবনে
রাখিয়ে ধেনুর পাল । ১০
গোলোক তেজিয়া গোকুলে বসতি
ইহাই জানিবে ভাল ॥
তোমার নামের মধুর মাধুরী
নিরবধি করি গান ।
রাধা বিনে সব সুখের বৈভব ১৫
মনেতে নাহিক আন ॥
শ্যামের বচন শুনি চণ্ডীদাস
আনন্দে ভাসেন কতি ।
এ রস-চাতুরী কি বা বুঝিব
কার আছে এত গতি ॥ ২০

১৫১

কান্দি ।

রাই, তোমার মহিমা বড়ি ।
গোলোক তেজিয়া রহিতে নারিনু
আইল তথায় ছাড়ি ॥
রসতত্ত্বখানি আন অবতারে
বুঝিতে নারিয়াছি । ৫

তাহার কারণে নন্দের ভবনে
জনম লভিয়াছি ॥
বর্ণ বর্ণ ভেদ রস চারু বন্দ
ভেদ আছে নয় রস ।
চারু সে পল্লব ছয় ছয় গুণ ১০
ইহা কি আনের বণ ॥
নবরক্ত(৭) রতি আঠার প্রকার
পাঁচ গুণ তার হয় ।
তর তম করি রসিক বুঝিলে
সিদ্ধ সাধনে কয় ॥ ১৫
বুজ বুজ পুর ত্রৈলোক্য মহিমা
তুমি সে ইহাতে রতি ।
আট আট গুণ তটস্থ হইলে
বুঝিতে পারয়ে রীতি ॥
চণ্ডীদাস কহে এই সে মাধুরী ২০
ত্রৈলোক্য প্রিয় রাধা ।
অসৌম চাতুরী দৌহার পীরতি
প্রেমসুখ-রসে বাঁধা ॥

১৫২

বর্ণনা-বড়ারি ।

তোমার মহিমা বেদে দিতে সীমা
কেহ সে নারিয়াছে ।
ভব বিরহির তার অগোচর
কেহ সে জানিয়াছে ॥
কত শত শত ভাব অমুরত ৫
যে জন মজিয়া থাকে ।
কোটিক গুটিক কোন একখানে
রসিক পাইয়া থাকে ॥
রসে রস পূরি প্রেমের গার্গরি
সায়রে খুজিলে পাবে । ১০

* * * * *

নয় গুণ যারে লবে ॥

এ তিন তটস্থ এ তিন বেকত

শত গুণ যাতে বসি ।

তর তম করি বিচার করিলে ১৫

সেই এর অভিলষী ॥

চণ্ডীদাস কহে গুণে গুণ মিশি

এ তিন বস্তু সাধে ।

আছে এক রতি তাহে নাহি গতি

এ কথা বুঝিতে সাধে ॥ ২০

১৫০

হহই ।

রাই, তুমি সে আমার গতি ।

তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি

গোকুলে আমার স্থিতি ॥

নিশি দিশি বসি গীত আলাপনে

মুরলী লইয়া করে । ৫

বমুনা-সিনানে তোমার কারণে

বসি থাকি তার তীরে ॥

তোমার রূপের মাধুরী দেখিতে

কদম্ব-তলাতে থাকি ।

শুনহ কিশোরি চারি দেখি হেরি ১০

যেমত চাতক পাখী ॥

তব রূপ গুণ মধুর মাধুরী

সদাই ভাবনা মোর ।

করি অনুমান সদা করি গান

তব প্রেমে হৈয়া ভোর ॥ ১৫

চণ্ডীদাস কহে ঐছন পীরিতি

জগতে আর কি হয় ।

এমন পীরিতি না দেখি কখন

কখন হবার নয় ॥

৪। নিশি দিশি সদা বসি আলাপনে ... পাঠান্তর ।

৭। বসিয়া থাকিয়ে ছলে

১২-১৫। তোমার মুরতি রাধা রূপখানি

হৃদয়ে বাঙ্কিয়াছি ।

করে করে সদা তোমা নিজ মন

উহাই অপিতেছি ॥ ... পাঠান্তর ।

১৬-১৯। চণ্ডীদাস কহে হেন কি পীরিতি

জগতে আর কি হয় ।

এমন আরতি নাহি দেখি কতি

ইহা না কহিলে নয় ॥ ... পাঠান্তর ।

১৫৪

হহই ।

আর এক বাণী শুন বিনোদিনি

দয়া না ছাড়িও মোরে । .

ভজন সাধন কিছুই না জানি

সদাই ভাবি হে তোরে ॥

ভজন সাধন করে যেই জন ৫

তাহারে সদয় বিধি ।

আমার ভজন তোমার চরণ

তুমি রসমই নিধি ॥

ধাওত পীরিতি মদন বেয়াধি

তনু মন হল ভোর । ১০

সকল ছাড়িয়া তোমাতে তজিয়া

এই নশা হইল মোর ॥

নব সন্নিপাতি দারুণ বেয়াধি

পরানে মরিলাম আমি ।

রসের সায়েরে ডুবাবে আমারে ১৫

অমর করই তুমি ॥

যেবা কিছু আমি সব জান ভূমি
তোমার আদেশ সার ।
তোমারে ভজিয়া নায়ে কড়ি দিয়া
ভূবে কি হইব পার ॥ ২০
বিপদ পাথার না জানি সাঁতার
সম্পত্তি নাহিক মোর ।
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
যে হয় উচিত তোর ॥

১৫৫

হইই।

জপতে তোমার নাম বংশীধারী অমুপাম
তোমার বরণের পরি বাস ।
তুয়া প্রেম সাধি গোরী আইমু গোকুল পুরী
বরজমণ্ডলে পরকাশ ॥
ধনি, তোমার মহিমা জানে কে । ৫
অবিরাম যুগ শত গুণ গাই অবিরত
গাইয়া করিতে নারি শেষ ॥
গল্পন-বচন তোর শুনি স্থখে নাহি ওর
সুধাময় লাগয়ে মরমে ।
তরল কমল আঁখি তেরছ নয়নে দেখি ১০
বিকাইমু জনমে জনমে ॥
তোমা বিমু যেবা যত পীরিতি করিমু কত
সে পীরিতে না পুরল আশ ।
তোমার পীরিতি বিমু স্বতন্ত্র না হইল তনু
অনুভবে কহে চণ্ডীদাস ॥ ১৫

১৫৬

জি।

গৃহমাঝে রাখা কাননেতে রাখা
সকলে রাখারে দেখি ।
শয়নে ভোজনে গমনে রাখিকা
রাখিকা সদাই মতি ॥

প্রেমেতে রাখিকা স্নেহেতে রাখিকা ৫
রাখিকা আরতি পাশে ।
রাধারে ভজিয়া রাধাকান্ত নাম
পেয়েছি অনেক আশে ॥
জ্ঞানেতে রাখিকা ধ্যানেতে রাখিকা
রূপেতে রাখিকা ময় । ১০
সর্বদা রাখিকা স্বপ্নে রাখিকা
সর্বত্র রাখিকা ময় ॥
শ্রামের বচন আরতি ভকতি
শুনি রসমই রাখা ।
চণ্ডীদাস বলে এমন পীরিতি ১৫
হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধা ॥

১৫৭

হইই।

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী হইল সারা ।
কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী নয়ানভারা ॥
গৃহমাঝে রাখা কাননেতে রাখা ৫
রাধাময় সব দেখি ।
শয়নেতে রাখা গমনেতে রাখা
রাধাময় হল আঁখি ॥
স্নেহেতে রাখিকা প্রেমেতে রাখিকা
রাখিকা আরতি পাশে । ১০
রাধারে ভজিয়া রাধাধর নাম
পেয়েছি অনেক আশে ॥
শ্রামের বচন মাধুরী শুনিয়া
প্রেমানন্দে ভাসে রাখা ।
চণ্ডীদাস কহে দোহার পীরিতি ১৫
পরানে পরানে বাঁধা ॥

১৫৮
হই।

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী গলার হার।
কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী-চরণ সার ॥
শয়নে স্বপনে গমনে কিশোরী ৫
ভোজনে কিশোরী আগে।
করে করে বাঁশী ফিরি দিবানিশি
কিশোরীর অমুরাগে ॥
কিশোরী-চরণে পরাণ সঁপেছি
ভাবেতে হৃদয় ভরা। ১০
দেখো হে কিশোরি অমুগত জনে
করো না চরণ-ছাড়া ॥
কিশোরীর দাস আমি পীতবাস
ইহাতে সন্দেহ যার।
কোটি যুগ যদি আমারে ভজয়ে ১৫
বিফল ভজন তার ॥
কহিতে কহিতে রসিক নাগর
ভিতল নয়ন-জলে।
চণ্ডীদাস কহে নবীন কিশোরী
বঁধুরে করিল কোলে ॥ ২০

১৫৯
কলাগি।

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী নয়ন-তার।
কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী গলার হার ॥
রাখে, ভিন না ভাবিহ তুমি। ৫
সব ভেয়াগিয়া ও রাজা চরণে
শরণ লইলুম আমি ॥

শয়নে স্বপনে যুমে আগরণে
কভু না পাসরি তোমা।
তুয়া পদাঞ্জিত করিয়ে মিনতি ১০
সকলি করিবা ক্রমা ॥
গলায় বসন আর নিবেদন
বলি যে তুহারি ঠাই।
চণ্ডীদাস ভণে ও রাজা চরণে
দয়া না ছাড়িও রাই ॥ ১৫

১৬০

কাদি।

শুন সুনাগরী রাই।
তোমার মহিমা এ রস-চাতুরী
সদা মুরলীতে গাই ॥
সদা লই নাম অতি অমুপাম
করে নিশি নিশি জপি ৫
রাধা নাম দুটি প্রেমের জঙ্কর
আপন হৃদয়ে রোপি ॥
উঠিতে বসিতে আন নাহি চিতে
নিরন্তর তোমা দেখি।
যেন সে চাঁদের চকোর লালসে ১০
সদাই বসিয়া থাকি ॥
ভেন মোর মন লুবধ চরিত
পরাণ তোমার পাশে।
মনমথ হাতী অক্লুশ না মানে
পিত চাহে রস রোষে ১৫
চণ্ডীদাস কহে শুন সুনাগর
আনে কি জানয়ে লেহা।
তুঁহ সে জানয়ে দৌহার মহিমা
আনে কি জানয়ে ইহা ॥

১৬১

কাঁকি।

তোমার বরণ অতি অনুপম
যে দিন না দেখি ভোয়।

তুমি সে চম্পক অতি মনোহর
নিরখিতে আঁখি রোয় ॥

তোমার বেগীর চাঁচর চিকুর ৫
যদি বা পড়য়ে মনে।

কাল জাদখানি এলাইয়ে দেখি
আপন মনের সনে ॥

যবে পড়ে মনে শ্রীমুখমণ্ডল
নিরখি গগন-শশী। ১০

তার পানে চেয়ে তারে নিরখিয়ে
তবে নিবারণ বাসি ॥

তোমার নয়ন চঞ্চল সঘন
সেই সদা পড়ে মনে।

তবে পূরে মন দেখি নিবারণ ১৫
খঞ্জন পাখীর সনে ॥

চণ্ডীদাস কহে হেন মনে লয়ে
শুন রসময় কানু।

হুই এক দেহ অতি বড় লেহ
তবে সে কাসনে (৭) মনে ॥ ২০

১৬২

কানড়া।

রাধা বিনে আর আন নাহি ভায়
দেখি সে রাধার রূপ।

আনন্দ-লহরী উঠে কত বেরি
অমিয়া রসের কূপ ॥

তবে সে জুড়ায় দেখিয়া বরণ ৫
মদন মোহিত মানি।

তবে সে জুড়ায় চপল পরাণ
সফল করিয়া জানি ॥

তোমা হেন ধন থোব কোনখানে
শুনহ হৃন্দরী রাই। ১০

নিশি দিশি তোমা ধিয়াই অন্তরে
আন কিছু মনে নাই ॥

স্বপনে নিশিতে যুমাই যখন
তোমারে দেখিয়ে থাকি।

নিঁদে অচেতন দেখিতে দেখিতে ১৫
তখন মিলয়ে আঁখি ॥

চাহিতে তখন স্বপন আপন
কখন ইহাই নয়।

তখনি উঠিয়া বিরলে যাইয়া
অধিক ঘোষণা হয় ॥ ২০

চণ্ডীদাস কহে ঐছন পীরিতি
জগতে পূরিত ভেল।

দৌহার পীরিতি আরতি শুনিতে
সবে আনন্দিত ভেল ॥

১৬৩

ঐ।

রাই বিনে মনে সকলি আঁধার
দেখিলে জুড়ায় আঁখি।

ভোরে রসমই যবে নাহি দেখি
মরমে মরিয়া থাকি ॥

তোমার পীরিতি হৃথের আরতি ৫
ভো বিনে নাহিক আন।

হুয়া সাথে রাধে পীতের বসন
পরিয়ে করিয়ে গান ॥

তোমার মহিমা ও হুথ পরিমা
রাধার আঁখর দুটি ১০

হামারি মূর্খে করে কর ধরি
নিরবধি জপি কোটি ॥

রাখাবিনে যত সে সব নৈরাশ
আশবাস তুয়া পাশ ॥

তুমি মন্ত্র তন্ত্র তুমি সুখাকর ১৫
তুমি উপাসনা বাস ॥

চণ্ডীদাস বলে বড় অদভূত
দৌহার মহিমা রীত ॥

কেবা ইহা তব বুঝিব বেকত
যার আছে রসে চিত ॥ ২০

১৪। আশবাস আশবাস ॥

রাগাঙ্গিক পদ ।

১৬৪

নিভোর আদেশে বাশুলী চলিল
সহজ জানাবার তরে ॥

ভ্রমিতে ভ্রমিতে নামুর গ্রামেতে
প্রবেশ যাইয়া করে ॥

বাশুলী আসিয়া চাপড় মারিয়া ৫
চণ্ডীদাসে কিছু কয় ॥

সহজ ভজন করহ যাজন
ইহা ছাড়া কিছু নয় ॥

ছাড়ি জপ তপ করহ আরোপ
একতা করিয়া মনে ১০

যাহা কহি আমি তাহা শুন তুমি
শুনহ চৌষটি মনে ॥

বস্তুতে গ্রহেতে করিয়া একত্রে
তজহ তাহারে নিতি ॥

বাণের সহিতে সদাই যুক্তিতে ১৫
সহজের এই রীতি ॥

দক্ষিণ দেশেতে না যাবে কদাচিত
বাইলে প্রমাদ হবে ॥

এই কথা মনে ভাব রাত্রি দিনে
আনন্দে থাকিবে তবে ॥ ২০

রতি পরকীয়া যাহারে কহিয়া
সেই সে আরোপ সার ॥

ভজন তোমারি রজক-ঝিয়ারি
রামিনী নাম যাহার ॥

বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে ২৫
শুন হে ষিঞ্জের সূত ॥

এ কথা লবে না না জানে যে জন
সেই সে কলির কূত ॥

১৬৫

চণ্ডীদাস কহে শুনহ মাতা ॥

কহিলে আমারে সাধন-কথা ॥ ০

সাতাশি উপরে তিনের স্থিতি ॥

সে তিন রহয়ে কাহার গতি ॥

এ তিন দুয়ারে কি বীজ হয় ৫

কি বীজ সাধিয়া সাধক কয় ॥

রতির আকৃতি বলিয়ে যারে ॥

রসের প্রকার কহিব মোরে ॥

কি বীজ সাধিলে সাধিব রতি ॥

কি বীজ ভজিলে রসের গতি ১০

সামান্ত রতিতে বিশেষ সাধে ॥

সামান্ত সাধিতে বিশেষ বাধে ॥

সামান্ত বিশেষ একতা রতি ॥

এ কথা শুনিয়া সন্দেহ মতি ॥

সামান্ত রতিতে কি বীজ হয় ১৫

বিশেষ রতিতে কি বীজ কয় ॥

সামান্য রসকে কি রস বাজে ।
কি বীজ প্রকারে বিশেষ মজে ॥
তিনটি দুয়ারে থাকয়ে যে ।
সেই তিন জন নিত্যের কে ॥ ২০
চণ্ডীদাস কহে কহবে মোরে ।
বাস্তুলী কহিছে কহিব তোরে ॥

১৬৬

বাস্তুলী কহিছে শুন হে দ্বিজ ।
কহিব তোমাতে সাধন-বীজ ॥
প্রথম দুয়ারে মদের গতি ।
দ্বিতীয় দুয়ারে আসক স্থিতি ॥
তৃতীয় দুয়ারে কন্দর্প রয় ।
কন্দর্প রূপেতে শ্রীকৃষ্ণ কয় ॥
আসক রূপেতে শ্রীরাধা কই ।
মদরূপ ধরি আমি সে হই ॥
সাতাশী আঁখরে সাধিবে তিনে ॥

একত্র করিয়া আপন মনে ॥

রতির আকৃতি আসক রয় ।

রসের আকৃতি কন্দর্প হয় ॥

তিনটি আঁখরে রতিকে বজি ।

পঞ্চম আঁখরে বাণকে ভজি ॥

দ্বিতীয় আসকে সামান্য রতি ।

তবে সে পাইবে বিশেষ স্থিতি ॥

চতুর্থ আঁখর সামান্য রস ।

তাহাতে কিশোরা কিশোরী বশ ॥

বাস্তুলী কহয়ে এই সে সার ।

এ রস-সমুদ্রে বেদান্ত পার ॥

১৬৭

এ দেহে সে দেহে একই রূপ ।

তবে সে জানিবে রসেরই কূপ ॥

এ বীজে সে বীজে একতা হবে ।

তবে সে প্রেমের সন্ধান পাবে ॥

সে বীজ বজিয়ে এ বীজ ভজে ।

সেই সে প্রেমের সাধরে মজে ॥

রতিতে রসেতে একতা করি ।

সাধিবে সাধক বিচার করি ॥

বিশুদ্ধ রতিতে বিশুদ্ধ রস ।

তাহাতে কিশোরা কিশোরী বশ ॥ ১০

বিশুদ্ধ রতিতে কারণ কি ।

সাধহ সতত রজক-কি ॥

সাতাশী উপরে তাহার ঘর ।

তিনটি দুয়ার তাহার পর ॥

বীজে মিশাইয়া রামিণী বজ । ১৫

রসিকমণ্ডলে সতত ভজ ॥

বিশুদ্ধ রতিতে বিকার পাবে ।

সাধিতে নারিলে নরকে যাবে ॥

বাস্তুলী কহিছে এই সে হয় ।

চণ্ডীদাস কহে অন্তথা না হয় ॥ ২০

১৬৮

স্বরূপে অরোপ যার রসিক নাগর তার

প্রাপ্তি হবে মদনমোহন ।

১৫ গ্রাম্য দেব বাস্তুলীতে জিজ্ঞাস গে করজোড়ে

রামী কহে শৃঙ্গার সাধন ॥

চণ্ডীদাস করজোড়ে বাস্তুলীর পায় ধরে ৫

মিনতি করিয়া পুছে বাণী ।

শুন মাতা ধর্মমতি বাউল হইনু অভি.

কেমনে হুবুজি হবে প্রাণী ॥

২০ হাসিয়ে বাস্তুলী কয় শুন চণ্ডী মহাশয়.

আমি থাকি রসিক নগরে । ১০.

সে গ্রামে দেবতা আমি ইহা জানে রজকিনী

জিজ্ঞাস সে বতনে তাহারে ॥

সে দেশের রজকিনী হয় রসের অধিকারী
 রাধিকাস্বরূপ তার প্রাণ ।
 তুমি রমণের গুরু সেই রসের কল্পতরু ১৫
 তার সনে দাস অভিমান ॥
 চণ্ডীদাস কহে মাতা কহিলে সাধন-কথা
 রামী সত্য প্রাণপ্রিয়া হৈল ।
 নিশ্চয় সাধন-গুরু সেই রসের কল্পতরু
 তার প্রেমে চণ্ডীদাস মৈল ॥ ২০

১১১

শুন রজকিনী রামি ।
 ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া
 শরণ লইলুম আমি ॥
 তুমি বেদবাদিনী হরের ঘরগী
 তুমি সে নয়নের তারা । ৫
 তোমার ভজনে ত্রিসন্ধ্যা যাজনে
 তুমি সে গলার হারা ॥
 রজকিনী-রূপ কিশোরীস্বরূপ
 কামগন্ধ নাহি তায় ।
 রজকিনী-প্রেম নিকষিত হেম ১০
 বড়ু চণ্ডীদাস গায় ॥

১১০

এক নিবেদন করি পুনঃ পুনঃ
 শুন রজকিনী রামি ।
 যুগল চরণ শীতল দেখিয়া
 শরণ লইলাম আমি ॥
 রজকিনী-রূপ কিশোরী-স্বরূপ ৫
 কামগন্ধ নাহি তায় ।
 না দেখিলে মন করে উচাটন
 দেখিলে পরাণ জুড়ায় ॥

তুমি রজকিনী আমার রমণী
 তুমি হও মাতৃ পিতৃ । ১০
 ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমারি ভজন
 তুমি বেদমাতা গায়ত্রী ॥
 তুমি বাগবাদিনী হরের ঘরগী
 তুমি সে গলার হারা ।
 তুমি স্বর্গ মর্ত পাতাল পর্বত ১৫
 তুমি সে নয়নের তারা ॥
 তোমা বিনে মোর সকলি আঁধার
 দেখিলে জুড়ায় আঁখি ।
 যে দিনে না দেখি ও চাঁদ-বদন
 মরমে মরিয়া থাকি ॥ ২০
 ও রূপমাধুরী পাসরিতে নারি
 কি দিয়ে করিব বশ ।
 তুমি সে তন্ত্র তুমি সে মন্ত্র
 তুমি উপাসনা-রস ॥
 ভেবে দেখ মনে এ তিন ভুবনে ২৫
 কে আছে আমার আর ।
 বাসুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
 ধোপানী-চরণ সার ॥

১১১

পুন আর বার আসি তরাতর
 বাসুলী জগতমাতা ।
 ধরিয়া রামিণী কহিছেন বাণী
 শুনহ আমার কথা ॥
 বাহা কহি বাণী শুনহ রামিণী ৫
 এ কথা ভুবন-পার ।
 পরকীয়া রতি করহ আরতি
 সেই সে ভজন-সার ॥
 চণ্ডীদাস নামে আছে একজন
 তাহারে আরোপ কর । ১০

অবশ্য করিলে নিত্যধামে যাবে
আমার বচন ধর ॥

নেত্রে বেদ দিয়া সদাই ভজিবা
আনন্দে থাকিবা তবে ।

সমুদ্র ছাড়িয়া নরকে যাইবা ১৫
ভজন নাহিক হবে ॥

আর তিন দিয়া বেদে মিশাইয়া
সতত তাহাই যজ ।

নিত্য একমনে ভাব রাত্রি দিনে
মম পদ সদা ভজ ॥ ২০

ব্যভিচারী হৈলে প্রাপ্তি নাহি মিলে
নরকে যাইবে তবে ।

রতি স্থির মনে ভাব রাত্রি দিনে
সহজ পাইবে তবে ॥

আর এক বাণী শুনহ রামিণী ২৫
এ কথা রাখিও মনে ।

বাসুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
এ কথা পাছে কেহ শুনে ॥

১৭২

কহিছে রজকিনী রামী শুন চণ্ডীদাস তুমি
নিশ্চয় মরম কহি জানে ।

বাসুলী কহিছে যাহা সত্য করি মান তাহা
বস্ত্র আছে দেহ বর্তমানে ॥

আমি ত আশ্রয় হই বিষয় তোমায়ে কই ৫
রঙ্গকালেতে গুরু তুমি ।

আমার স্বভাব মন তোমার রতি ধ্যান
তৈঁই সে তোমায়ে গুরু করি মানি ॥

সহজ মানুষ হব রসিক নগরে যাব ১০
থাকিব প্রণয়-রস-ঘরে ।

শ্রীরাধিকা হবে রাজা হইব তাহার প্রজা
ডুবিব রঙ্গের সরোবরে ॥

সেই সরোবরে গিয়া মনপঙ্ক প্রকাশিয়া
হংস প্রায় হইয়া রহিব ॥

শ্রীরাধা-মাধব সঙ্গে আনন্দে কোতুক রঞ্জে ১৫
জনমে মরণে তুয়া পার ॥

শুন চণ্ডীদাস প্রভু ভজন না হয় কড়ু
মনের বিকার ধর্ম জানে ।

সাধন শৃঙ্গার রস ইহাতে হইবে বশ
বস্ত্র আছে দেহ বর্তমানে ॥ ২০

১১০

চণ্ডীদাস কহে তুমি সে গুরু ।

তুমি সে আমার কলপতরু ॥

যে প্রেম-রতন কহিলে মোরে ।

কি ধন রতনে তুঘিব তোরে ॥

ধন জন দারা সৌপিমু তোরে । ৫

দয়া না ছাড়িহ কখন মোরে ॥

ধরম করম কিছু না জানি ।

কেবল তোমার চরণ মানি ॥

এক নিবেদন তোমায়ে কব ।

মরিয়া দৌহেতে কি রূপ হব ॥ ১০

বাসুলী কহিছে কহিব কি ।

মরিয়া হইবে রজক-খি ॥

পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হবে ।

একদেহ হয়ে নিত্যেতে যাবে ॥

চণ্ডীদাস প্রেমে নৃচ্ছিত হইলা । ১৫

বাসুলী চলিয়া নিত্যেতে গেলা ॥

১১৪

এই সে রস নিগূঢ় ধন্য ।

ব্রজ বিনা ইহা না জানে অন্ম ॥

দুই রসিক হইলে জানে ।

সেই ধন সলা বড়নে জানে ॥

নয়নে নয়নে রাখিবে পীরিতি ।
 রাগের উদয় এই সে রীতি ॥
 রাগের উদয় বসতি কোথা ।
 মদন মানন শোষণ যথা ॥
 মদন বৈসে বাম নয়নে ।
 মানন ষৈসে দক্ষিণ কোণে ॥ ১০
 শোষণ বাণেতে উপানে চাই ।
 মোহন কুচেতে ধরয়ে ভাই ॥
 স্তম্ভন শৃঙ্গারে সদাই স্থিতি ।
 চণ্ডীদাস কহে রসের রতি ॥

১১৫

কাম আর মদন দুই প্রকৃতি পুরুষ ।
 তাহার পিতার পিতা সহজ মানুষ ॥
 তাহা দেখ দূর নহে আছয়ে নিকটে ।
 ত্রজ্ঞাশু ভিতরে তেঁহ রহে চিত্রপটে ॥
 সর্পের মস্তকে যদি রহে পঞ্চ মণি । ৫
 কীটের স্বভাব-দোষে তাহে নহে ধনী ॥
 গোরোচনা জন্মে দেখ গাভীর ভাণ্ডারে ।
 তাহার যতেক মূল্য সে জানিতে নারে ॥
 স্তম্ভন শরীরে হয় কৈতবের বিন্দু ।
 কৈতব হৈলে হয় গরলের সিঁদু ॥ ১০
 অকৈতবের বৃক্ষ যদি রহে এক ঠাঁই ।
 নাড়িলের বৃক্ষের মূল ফল নাহি পাই ॥
 নিজার আবেশে দেখ কপাল পানে চেয়ে ।
 চিত্রপটে নৃত্য করে তার নাম মেয়ে ॥
 নিশিযোগে শুক শারী সেই কথা কয় । ১৫
 চণ্ডীদাস কহে কিছু বাণুলী কুপার ॥

১১৬

শৃঙ্গার রস বুঝিবে কে ।
 সব-রস-সার শৃঙ্গার এ ॥

শৃঙ্গার রসের মরম বুঝে ।
 মরম বুঝিয়া ধরম বুঝে ॥
 রসিক ভকত শৃঙ্গারে মরা । ৫
 সকল রসের শৃঙ্গার সারা ॥
 কিশোর কিশোরী দুইটি জন ।
 শৃঙ্গার রসের মুরতি হন ॥
 গুরু বস্তু এবে বলিব কায় ।
 বিরিকি ভবাদি নীমা না পায় ॥ ১০
 কিশোরা কিশোরী বাহাকে ভজে ।
 গুরু বস্তু সেই সদা যজে ॥
 চণ্ডীদাস কহে না বুঝে কেহ ।
 যে জন রসিক বুঝয়ে সেহ ॥

১১৭

রসিক রসিক সবাই কহয়ে
 কেহ ত রসিক নয় ।
 ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে
 কোটিতে গোটিক হয় ॥
 সখি হে, রসিক বলিব কারে । ৫
 বিবিধ মশলা রসেতে মিশায়
 রসিক বলি যে তারে ॥
 রস পরিপাটী স্ববর্ণের ঘট
 সম্মুখে পুরিয়া রাখে ।
 খাইতে খাইতে পেট না ভরিবে ১০
 তাহাতে ডুবিয়া থাকে ॥
 সেই রস পান রজনী দিবসে
 অঞ্জলি পুরিয়া খায় ।
 খরচ করিলে বিগুণ বাড়ায়
 উছলিয়া বহি যায় ॥ ১৫
 চণ্ডীদাস কহে শুন রসবতি
 তুমি সে রসের কুপ ।

রসিক জনা রসিক না পাইলে
বিশ্বণ বাড়য়ে দুখ ॥

১১৮

রসিক নাগরী রসের মরা ।
রসিক ভ্রমর প্রেম পিয়ারা ॥
অবলা মুরতি রসের বাণ ।
রসে ডুবু করে পরাণ ॥
রসবতী সদা হৃদয়ে জাগে ।
দরশ বাড়ায় পরশ মাগে ॥
দরশে পরশে রস প্রকাশ ।
চণ্ডীদাস কহে রস-বিলাস ॥

১১৯

রসের কারণ রসিকা রসিক
কায়াটি ঘটনে রস ।

রসিক কারণ রসিকা হোয়ত
যাহাতে প্রেম-বিলাস ॥

হুলত পুরুষে কাম সূক্ষ্ম গতি ৫
হুলত প্রকৃতি রতি ।

দুহক ঘটনে সে রস হোয়ত
এবে তাহে নাহি গতি ॥

দুহক জোটন বিন হি কখন
না হয় পুরুষ নারী । ১০

প্রকৃতি পুরুষে যো কিছু হোয়ত
রতি প্রেম পরচারি ॥

পুরুষ অবশ প্রকৃতি সবশ
অধিক রস যে পিয়ে ।

রতি স্থখকালে অধিক স্থখহি ১৫
তা নাকি পুরুষে পায়ে ॥

দুহক নয়নে নিকষয়ে বাণ
বাণ যে কামের হয় ।

রতির যে বাণ নাহিক কখন
তবে কৈছে নিকষয় ॥ ২

কাম দাবানল রতি সে শতল
সলিল প্রণয়-পাত্র ।

কুল কাঠ খড় প্রেম যে আধেয়
পচনে পীরিতি মাত্র ॥

পচনে পচনে লোভ উপজিয়া ২৫
যবে ভেল জবময় ।

সেই বস্ত্র এবে বিলাসে উপজে
তাহারে রস যে কয় ॥

বাশুলী আদেশে চণ্ডীদাস তথি
রূপনারায়ণ সঙ্গে । ৩০

দুহ আলিঙ্গন করল তখন
ভাসল প্রেম-তরঙ্গে ॥

১৮০

প্রেমের আকৃতি দেখিয়া মুরতি
মন যদি তাতে ধায় ।

তবে ত সে জন রসিক কেমন
বুঝিতে বিধম ভায় ॥

আপন মাধুরী দেখিতে না পাই ৫
সদাই অন্তর স্থলে ।

আপনা আপনি করয়ে ভাবনি
কি হৈল কি হৈল বলে ॥

মামুষ অভাবে মন মরিচিয়া
তরাসে আছাড় খায় । ১০

আছাড় খাইয়া করে ছটফট
জীয়ন্তে মরিয়া যায় ॥

তাহার মরণ জানে কোন জন
কেমন মরণ সেই ।

যে জনা জানয়ে সেই সে জীয়য়ে ১৫
মরণ বাঁচিয়া লেই ॥

বাঁটিলে মরণ জীয়ে দুই জন
লোকে তাহা নাহি জানে ।
প্রেমের আকৃতি করে ছট্ফটি
চণ্ডীদাস ইহা ভণে ॥ ২০

১৮২

প্রেমের যাজন শুন সর্বজন
অতি সে নিগূঢ় রস ।
যখন সাধন করিবা তখন
এড়ায় টানিবা শ্বাস ॥
তাহা হইলে মন বায়ু সে ৫
আপনি হইবে বশ ।
তাহা হৈলে কখন না হইবে পতন
জগৎ ঘোষিবে বশ ॥
বেদবিধি পার এমন আচার
যাজন করিবে যে । ১০
ব্রহ্মের নিত্যধন পায় সেই জন
তাহার উপর কে ॥
সদানন্দ হৃদয়ে নয়নে দেখয়ে
যুগল কিশোর রূপ ।
প্রেমের আচার নয়ন-গোচর ১৫
জানয়ে রসের কুপ ॥
চণ্ডীদাস কয় নিত্য বিলাসময়
হৃদয় আনন্দ ভোরা ।
নয়নে নয়নে থাকে দুই জনে
যেন জীয়েন্তে মরা ॥ ২০

১৮২

শুন শুন দিদি প্রেম সুধানিধি
কেমন তাহার জল ।
কেমন তাহার গভীর গভীর
উপরে শেহালী দল ॥

কেমন ডুবাক ডুবেছে তাহাতে ৫
না জানি কি লাগি ডুবে ।
ডুবিয়া রতন চিনিতে নারিলাম
পড়িয়া রহিলাম ভবে ॥
আমি মনে করি আছে কত ভারি
না জানি কি ধন আছে । ১০
নন্দের নন্দন কিশোরা কিশোরী
চমকি চমকি হাসে ॥
সখীগণ মেলি দেয় করতালি
স্বরূপে মিশায়ে রয় ।
স্বরূপ জানিয়ে রূপে মিশাইয়ে ১৫
ভাবিয়ে দেখিলে হয় ॥
ভাবের ভাবনা আশ্রয় যে জনা
ডুবিয়ে রহিল সে ।
আপনি ভরিয়ে জগৎ তরায়
তাহাকে তরাবে কে ॥ ২০
চণ্ডীদাস বলে লাখে এক মিলে
জীবের লাগয়ে ধান্দা ।
ত্রীরূপ করুণা বাহারে হইয়াছে
সেই সে সহজ বান্ধা ॥

১৮০

আপনা বুঝিয়া সুজন দেখিয়া
পীরিতি করিব তায় ।
পীরিতি রতন করিব যতন
যদি সমানে সমানে হয় ॥
সখি হে, পীরিতি বিষম বড় । ৫
যদি পরাণে পরাণে মিশাইতে পারে
তবে সে পীরিতি দড় ॥
ভ্রমরা সমান আছে কত জন
মধুলোভে করে শ্রীত ।

মধু পান করি উড়িয়ে পলায় ১০

এমতি তাহার রীতি ॥

বিশুর সহিত কুমুদ পীরিতি

বসতি অনেক দূরে ।

সুজনে সুজনে পীরিতি হইলে

এমতি পরাণ বুঝে ॥ ১৫

সুজনে সুজনে পীরিতি হইলে

সদাই চুখের ঘর ।

আপন সুখেতে যে করে পীরিতি

তাহারে বাসিব পর ॥

মরমে মরমে জীবনে মরণে ২০

জীয়েন্তে মরিল যারা ।

নিভুই নূতন পীরিতি রতন

যতনে রাখিল তারা ॥

আপন পীরিতি সুজন বাঁধিতে

সুজনে পীরিতে আশ । ২৫

ও যেন মো বিনে মজল অর্মানি

• এমতি দোহার ভাষ ॥

সুজনে সুজনে অনন্ত পীরিতি

শুনিতে বাড়ে যে আশ ।

তাহার চরণে নিছনি লইয়া ৩০

কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥

২৮-৩১। সুজনে সুজনে অনন্ত পীরিতি

শুনিয়া যে করে আশ ।

তাহার নিছনি দিয়ে ত পরানী

কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥ ... পাঠান্তর ।

১৮৪

শুন গো সজনি আমার বাত ।

পীরিতি করবি সুজন সাত ॥

সুজন পীরিতি পরাণ রেখ ।

পরিণামে কতু না হবে টোট ॥

৪৩

ঘষিতে ঘষিতে চন্দন সার ।

দ্বিগুণ সৌরভ উঠয়ে তার ॥

চণ্ডীদাস কহে পীরিতি রীতি ।

বুঝিয়া সজনি করহ প্রীতি ॥

১৮৫

নিজ দেহ দিয়া ভজিতে পারে ।

সহজ পীরিতি বলিব তারে ॥

সহজে রসিক করয়ে প্রীত ।

রাগের ভজন এমন রীত ॥

এখানে সেখানে এক হইলে । ৫

সহজ পীরিতি না ছাড়ে মৈলে ॥

সহজ বুঝিয়ে যে হয় রত ।

তাহার মতিমা কহিব কত ॥

চণ্ডীদাস কহে সহজ রীত ।

বুঝিয়ে নাগরী করহ প্রীত ॥ ১০

১৮৬

পীরিতি করিয়া ভাসয়ে যে ।

সাধন অঙ্গ না পায় সে ॥

প্রেমের পীরিতি মাধুরীময় ।

নন্দের নন্দন কতক কয় ॥

রাগ সাধনের এমনি রীত । ৫

সে পথী জনার তেমতি চিত ॥

সকল ছাড়িল যাহার তরে ।

তাহারে ছাড়িতে সাধ যে করে ॥

আদি চণ্ডীদাস চারি সে বুঝান ।

মুঢ় উঠাইল জানিল মান ॥ ১০

১৮৭। সাধ যে... সাধন—পাঠান্তর ।

২-১০। আদি চণ্ডীদাসে চারি সে বুঝান ।

মাউ উঠাইল যেমন মান ॥ ... পাঠান্তর ।

১৮৭
 প্রেমের পীরিতি কিসে উপজিল
 প্রেম সে বলিব কারে ।
 কেবা কোথা পাইল কেবা সে দেখিল
 এ কথা বলিব কারে ॥
 পাভের ফুলে ফুলের কিরণ ৫
 তাহার মাঝারে যেই ।
 তাহাতে অনেক যতনে নিজাড়ে
 যুবক রসিক সেই ॥
 প্রেমের চাতুরি চতুর হইয়া
 ভিনের কাছেতে থাকে । ১০
 চারিটি আখর হরিতে পুরিতে
 তাহে যেবা বাকি থাকে ॥
 তাহার বাকিতে প্রেমের আখর
 পীরিতি আখর জড় ।
 সকল আখর জড় করি দেখ ১৫
 প্রেমের আখর দড় ॥
 ছয়টি আখর মূল করি দেখ
 তাহার বুচাই দুই ।
 চণ্ডীদাস কহে এ কথা বুঝিবে
 রসিক হইবে বেই ॥ ২০
 ২। প্রেমার্থারে নিব কারে । ... পাঠান্তর ।
 ৩। পাইল—হইল
 ৪। কারে—তারে
 ৫-৬। পাভের ফুলে ভ্রমরা বুলে
 ফুলের কিরণ যেই ।
 ৭। তাহাতে—কথাটি

প্রেমের মাঝারে পুলকের স্থান ৫
 পুলক উপরে ধারা ।
 ধারার উপরে রসের স্থান
 এ স্থখ জানয়ে যারা ॥
 ফলের উপরে ফুলের বসতি
 তাহার উপরে গন্ধ । ১০
 গন্ধ উপরে এ তিন আখর
 এ বড় বুঝিতে ধন্দ ॥
 ফুলের উপরে ফলের বসতি
 তাহার উপরে ঢেউ ।
 ঢেউর উপর ঢেউর বসতি ১৫
 এ কথা জানয়ে কেউ ॥
 ছয়ের উপরে ছয়ের বসতি
 কেহ কেহ কিছু জানে ।
 তাহার উপরে পীরিতি বৈসয়ে
 বিজ চণ্ডীদাস তণে ॥ ২০

৫। প্রেমের—ভাবে পাঠান্তর ।
 ৭-৮। (ক) ধারার উপরে ধারার বসতি
 এ স্থখ বুঝে কারা ।
 (খ) ধারার উপরে রসের স্থান
 এমন জানিয়ে যোরা ॥ ... পাঠান্তর ।
 ৯। ফলের...ফুলের
 ১৭-১৮। ছয়ের উপরে ছয়ের বসতি
 কেহ কিছু ইহা জানে ॥
 ১৯। উপরে ... মাঝারে

১৮৮
 পীরিতি উপরে পীরিতি বৈসয়ে
 তাহার উপরে ভাব ।
 ভাবের উপরে ভাবের বসতি
 তাহার উপরে লাভ ॥

ধরণী উপরে ধরিবে চারি ।
 তবে সে চিনিবে দুগধ বারি ॥
 রাজ রূপা চিনিবে গারি ।
 কুটিল চিনিবে কোন উপারি ॥

আগেতে কহে মধুর বাণী ।
পরের হৃদয় পাতিয়া আনি ॥
আপন আশা পরকে দেই ।
চণ্ডীদাস কহে কুটিল সেই ॥

— — —

১১০

ভাবের অন্তরে ভাবের উদয়
তাহার উপরে ভাবে ।
কুলের মধু চাঁপার পাখড়ি
গন্ধেতে দিল লাভ ॥
বড় বড় জন রসিক কহয়ে ৫
রসিক কেহ ত নয় ।
তর ভয় করি বিচার করিলে
কোটিকে গুটিক হয় ॥
কোন রসে কোন রসের উদয়
কোন স্থখে কোন স্থখ । ১০
তাহার মাধুরী পশিয়া না পিরে
এ বড় মনের দুখ ॥
সবায় উপরে কি বা সে কামরু
তাহার উপরে কে ।
ও রূপ দেখিয়ে মরম করয়ে ১৫
রসিক কহায় সে ॥
হৃস্তিকা উপরে আর এক মেওয়া
তাহার উপরে স্থখ ।
স্থখার উপরে যে মিষ্টতা আছে
বসি ধনী পিরে জুড়া ॥ ২০

* * * *

১১১

সত্তের সঙ্গে পীরিতি করিলে
সত্তের বরণ হয় ।

অসত্তের বাভাস অঙ্গেতে লাগিলে
সকলি পলায়ে যায় ॥
সোনার ভিতরে তামার বসতি ৫
যেমন বরণ দেখি ।
রাগের ঘরেতে বৈদিগ থাকিলে
রসিক নাহিক দেখি ॥
রসিকের প্রাণ যেমতি করয়ে
এমতি কহিব কারে । ১০
টলিয়া না টলে এমতি বুঝায়
মরম কহিব তারে ॥
এমতি করণ বাহার দেখিব
তাহার নিকটে বসি ।
চণ্ডীদাস কয় জনমে জনমে ১৫
হয়ে রব তার দাসী ॥

১১২

সহজ আচার সহজ বিচার
সহজ বলিয়ে কায় ।
কেমন বরণ কিসের গঠন
বিবরিয়া কহ তায় ॥
শুনি নন্দমুত কহিতে লাগিল ৫
শুন বৃকডামু-ঝি ।
সহজ পীরিতি কোথা তার স্থিতি
আমি না জেনেছি শুনেছি ॥
আনলের আলস কীরোদ সায়র
প্রেমবিন্দু উপজিল । ১০
গড় পদ্ম হয়ে কামের সহিতে
বেগেতে ধাইয়া গেল ॥
বিজুরি জিনিয়া বরণ বাহার
কুটিল স্বভাব যার ।
বাহার হৃদয়ে করয়ে উদয় ১৫
সে অর্জ করয়ে তার ॥

এমতি আচার ভজন যে করে
শুনহ রসিক ভাই ।
চণ্ডীদাস কহে ইহার উপরে
আর দেখ কিছু নাই ॥ ২০

সহজ সহজ সহজ কহয়ে
সহজ জানিবে কে ।
তিমির অন্ধকার যে হইয়াছে পার
সহজ জেনেচে সে ॥
চাঁদের কাছে অবলা আছে ৫
সেই সে পীরিত সার ।
বিষে অমৃততে মিলন একত্রে
কে বুঝিবে মরম তার ॥
বাহিরে তাহার একটি দুয়ার
ভিতরে তিনটি আছে । ১০
চতুর হইয়া দুইকে ছাড়িয়া
থাকিবে একের কাছে ॥
যেন আশ্রয়ল অতি সে রসাল
বাহিরে কুশী ছাল কষা ।
ইহার আশ্বাদন বুঝে যেই জন ১৫
করহ তাহার আশা ॥
অভাগিয়া কাকে স্বাদু নাহি জানে
মজয়ে নিশ্চয় ফলে ।
রসিক কোকিলা জ্ঞানের প্রভাবে
মজয়ে চূড়-মুকুলে ॥ ২০
নবীন মদন আছে একজন
থোকুলে তাহার থানা ।
কামবীজ সহ ব্রজ-বধূগণ
করে তার উপাসনা ॥
সহজ কথাটি মনে করি রাখ ২৫
শুন লো রজক-কি ।

বাস্তবী আদর্শে জানিবে বিশেষে
আমি আর বলিব কি ॥
রূপ করুণাতে পারিবে মিলিতে
ঘুটিবে মনের খান্দা । ৩০
কহে চণ্ডীদাস পূরিবেক আশ
তবে ত খাইবে সুখা ॥

সই, সহজ মানুষ নিত্যের দেশে ।
মনের ভিতরে কেমনে আইসে ॥
ব্যাসের আচার করিবে ধৈর্য ।
বিরজা উপরে যাইবে সেই ॥
রাগতত্ত্ব লইয়া যে জন ভজে । ৫
সেই সে তাহার সন্ধান খুঁজে ॥
সহজ ভজন বিষম হয় ।
অনুগত বিনা কেহ না পায় ॥
চণ্ডীদাস বলে এ সার কথা ।
বুঝিলে পাইবে মরম-বাথা ॥ ১০

ব্রজাণ্ড ব্যাপিয়া আছে যে জন
কেহ না দেখয়ে তারে ।
প্রেমের পীরিতি যে জন জানয়ে
সেই সে পাইতে পারে ॥
পীরিতি পীরিতি তিনটি আখর ৫
জানিবে ভজন-সার ।
রাগ-মার্গে যেই ভজন করয়ে
প্রাপ্তি হইবে তার ॥
যুক্তিকার উপরে জলের বসতি
তাহার উপরে ঢেউ । ১০
তাহার উপরে পীরিতি বসতি
তাঁহা কি জানয়ে কেউ ॥

রসের পীরিতি রসিক জানয়ে
রস উগারিল কে ।

সকল ত্যজিয়া যুগল হইয়া ১৫
গোলোকে রহিল সে ॥

পুত্র পরিজন সংসার আপন
সকল ত্যজিয়া লেখ ।

পীরিতি করিলে তাহারে পাইবে
মনেতে ভাবিয়া দেখ ॥ ২০

পীরিতি পীরিতি তিনটি আখর
পীরিতি ত্রিবিধ মত ।

ভজিতে, ভজিতে নিগূঢ় হইলে
হইবে একই মত ॥

পরকীয়া ধন সকল প্রধান ২৫
বতন করিয়া লই ।

নৈষ্ঠিক হইয়া ভজন করিলে
পদ্ধতি সাধক হই ॥

পদ্ধতি হইয়া রস আশ্বাদিয়া
নৈষ্ঠিকে প্রবৃত্ত হয় । ৩০

তাহার চরণ হৃদয়ে ধরিয়া
বিজ চণ্ডীদাস কয় ॥

১২৬

সাধন শরণ এ বড় কঠিন
বড়ই বিষম দায় ।

নব সাধুসঙ্গ যদি হয় ভঙ্গ
জীবের জনম ভায় ॥

অনর্থ নিবৃতি সন্তে দূর গতি ৫
ভজন ক্রিয়াতে রতি ।

প্রেম গাঢ় রতি হয় দিবা রাত
হয় সে তাহাতে প্রীতি ॥

আসক উকত সবে দূরগত
সঙ্গুর আশ্রয়ে হবে । ১০

রতি আশ্বাদন করহ বতন
সখীর সঙ্গিনী হবে ॥

দেহ রতি ক্ষয় কুপত রতি হয়
সাধক সাধন থাকে ।

চণ্ডীদাস কয় বিনা দুঃখে নয় ১৫
কিশোরী চরণ দেখে ॥

১২৭

কাতরা অধিকা দেখিয়া রাধিকা
বিশাখা কহিল ভায় ।

চিতে এত ধনী ব্যাকুল হইলে
ধরম সরম যায় ॥
ধনি, কহব তোমার ঠাই । ৫

পরকীয়া রস করিতে হে বশ
অধিক চাতুরী চাই ॥

যাইবি দক্ষিণে থাকিবি পশ্চিমে
বলিবি পূর্বমুখে ।

গোপন পীরিতি গোপনে রাখিবি ১০
থাকিবি মনের স্তখে ॥

গোপন পীরিতি গোপনে রাখিবি
সাধিবি মনের কাজ ।

সাপের মুখেতে ভেঁকেরে নাচাবি
তবে ত রসিকরাজ ॥ ১৫

যে জন চতুর স্তম্ভের-শিখর
সূতায় গাঁথিতে পারে ।

মাকসার জালে মাতঙ্গ বাঁধিলে
এ রস মিলয়ে তারে ॥

পীরিতি যা সনে আদর সে ধনে ২০
সতত না লবি দর ।

অস্তরে পরাণ বাঁচিবে দেওবি
বাহিরে বাঁচিবি পর ॥

বেদ বেদান্তর না করিবি বিচার

না লৈবি বেদে বিরস ।

২৫

হইবি সতী না হবি অসতী

না হইবি কাহার বশ ॥

হইবি কুলটা কুল ত্যজিবি

ভাবিতে ভাবিতে দেহা ।

হেরি পরপতি হেমকান্তি রতি

৩০

সপতি ভাবিবি লেহা ॥

কলঙ্ক-সাগরে সিনান করিবি

এলাইয়া মাথার কেশ ।

নীরে না ভিজিবি জল না ছুইবি

সম দুখ সুখ ক্লেশ ॥

৩৫

কহে চণ্ডীদাসে বাণুলী আদেশে

বাণুলী-চরণে পড়ি ।

হইবি গিন্নি ব্যঞ্জন বাঁটিবি

না ছুইবি হাঁড়ি ॥

১১৮

মরম কহিতে ধরম না রয়

নাহি বেদবিধি রস ।

সতী যে হইবে আগুনি খাইবে

না হবে অস্ত্রের বশ ॥

যে জন যুবতী কুলবতী সতী

৫

হুশীল হুমতি যার ।

জদয়-মাঝারে নায়ক লুকায়ে

ভবনদী হয় পার ॥

কুলটা হইবে কুল না ছাড়িবে

কলঙ্কে ভাসিবে নিতি ।

১০

পাইয়া কাম রতি হবে অস্ত্র পতি

তাহাতে বলাব সতী ॥

স্নান না করিব জল না ছুইব

এলাইয়া মাথার কেশ ।

সমুদ্রে পশিব নীরে না ভিতিব

১৫

নাহি সুখ দুখ ক্লেশ ॥

রজনী দিবসে

হব পরবশে

স্বপনে রাখিব লেহা ।

একত্র থাকিব

নাহি পরশিব

ভাবিনী ভাবের দেহা ॥

২০

অস্ত্রের পরশে

সিনান করিব

তবে সে রীতি সাজে ।

কহে চণ্ডীদাস

এ বড় উল্লাস

থাকিব যুবতীমাঝে ॥

১১৯

হইলে স্খলতি

পুরুষের রীতি

যে জাতি নায়িকা হয় ।

আঞ্জয় হইলে

সিদ্ধ রতি মিলে

কখন বিফল নয় ॥

ভেমতি নায়িকা

হইলে রসিকা

৫

হীন জাতি পুরুষেরে ।

স্বভাব লওয়ায়

স্বজাতি ধরায়

যেমন কাচ-পোকা করে ॥

সহজ করণ

রতি নিরূপণ

যে জন পরীক্ষা জানে ।

১০

সেই ত রসিক

হয় ব্যবসিক

যিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

১০০

মিলা অমিলা দুই রসের লক্ষণ ।

নায়ক নায়িকা নাম লক্ষণ কখন ॥

পূর্বরাগ হৈতে সীমা সমৃদ্ধি মান আদি ।

রসের ভক্তিত ক্রমে যতক অবধি ॥

পতি উপপতি ভাবে বাদশ যে রস ।

৫

পুন যে যিগুণ হইয়া করয়ে প্রকাশ ॥

কন্ডার বিবাহ আর অষ্টের উপপতি ।
 ভাব-ভেদে এই হয় চব্বিশ রস-রীতি ॥
 পূর্ণ চারি গুণ করি হয় ছেয়ানই ।
 অনুকূল দক্ষিণ ধৃষ্ট আর শঠ তাই ॥ ১০
 এই সব নাম-ভেদে নায়কের ভেদ ।
 পুন হয় তাহার লক্ষণ বিভেদ ॥
 এই সব গুণ কৃষ্ণচন্দ্রে একা বর্তে ।
 চণ্ডীদাসে কহে রস-ভেদ এক পাত্রে ॥

১০১

প্রবর্ত দেহের সাধন করিলে কোন বরণ হব ।
 কোন কর্ম যাঁজন করিলে কোন বৃন্দাবনে যাব ॥
 নব বৃন্দাবন নব নাম হয় সকল আনন্দময় ।
 কোন বৃন্দাবনে ঈশ্বরে মানুষে মিলিত হইয়া রয় ॥
 কোন বৃন্দাবনে বিরজা বিলাসে তরু-লতা চারি পাশে । ৫
 কোন বৃন্দাবনে কিশোর কিশোরী শ্রীরূপমঞ্জরী সাথে ॥
 কোন বৃন্দাবনে রস উপজয়ে সুধার জনম তায় ।
 কোন বৃন্দাবনে বিকসিত পদ্ম ভ্রমরা পশিছে তায় ॥
 গোপভের পথ না হয় বেকত রসিক জনার সনে ।
 উপাসনা ভেদ বাহ্যার হয়েছে সেই সে মরম জানে ॥ ১০
 দ্বিজ চণ্ডীদাস না জানিয়ে তব্ব কেমনে হইবে পার ।
 উত্তম কুলেতে লভিয়ে জনম ছি নীচ সহ ব্যবহার ॥

১০২

নায়িকা-সাধন শুনহ লক্ষণ
 বেরূপে সাধিতে হয় ।
 শুক কার্ত্তের সম আপনার
 দেহ করিতে হয় ॥
 সে কালে রমণ অতি নিত্য করণ ৫
 তাহাতে যে সাধন হবে ।
 মেঘের বরণ রতির গঠন
 তখন দেখিতে পাবে ॥

সে রতি-সাধন করেন যে জন
 সেই সে রসিক সার ॥ ১০
 ভ্রমর হইয়া সন্ধান পুরিরা
 মরম বুঝয়ে তার ॥
 তাহার উপর জলদ-বরণ
 রতির বরণ হয় । ৫
 সাধিতে সে রতি কাহার শক্তি ১৫
 দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় ॥

১০৩

সজনি, শুন গো মানুষের কাজ ।
 এ তিন ভুবনে সে সব বচনে
 কহিতে বাসিবেক লাজ ॥
 কমল উপরে জলের বসতি
 তাহাতে বসিল তারা । ৫
 তাহাদের তাহাদের রসিক মানুষ
 পরাণে হানিছে হারা ॥
 স্নমেক উপরে ভ্রমর পশিল
 ভ্রমর ধরি কুল ।
 তাহাদের তাহাদের রসিক মানুষ ১০
 হারিয়েছে জাতি কুল ॥
 হরিণ দেখিয়া বেয়াথ পলায়
 কমল পেল সে ভুজ ।
 যমের ভিতরে আলসের বসতি
 রাহতে গিলিছে চন্দ্র ॥ ১৫
 স্নমেক উপরে ভ্রমর পশিল
 এ কথা বুঝিবে কে ।
 চণ্ডীদাস কহে রসিক হইলে
 বুঝিতে পারিবে সে ॥

সে কেমন খুবতী কুলবতী সতী
 সুন্দর স্মৃতি সার।
 হিয়ার মাঝারে নায়কে লুকাইয়া
 ভবনদী হয় পার ॥
 ব্যভিচারী নারী না হবে কাণ্ডারী ৫
 নায়কে বাচিয়া লবে।
 তার অবছায়া পরশ করিলে
 পুরুষ-ধরম বাবে ॥
 সে কেমন পুরুষ পরশ-রতন
 সে বা কোন গুণে হয়। ১০
 সাতের বাড়ীতে পাষণ পড়িলে
 পরশ-পাষণ হয়।
 সাতের বাড়ীতে ক্ষীরোদ নদী
 নারায়ণ শুভ যোগ।
 সেই যোগেতে স্থাপন করিলে ১৫
 হয় রজনী মনঃ যোগ ॥
 রমণ ও রমণী তারা দুই জন
 কাঁচা পাকা দুটি থাকে।
 এক রজু খসিয়া পড়িলে
 রসিক মিলয়ে তারে ॥ ২০
 মনের আশুন উঠিছে বিগুণ
 তোলা পাড়া হবে সার।
 চণ্ডীদাস কহে ধন্য সে নারী
 তলাটে নাহিক আর ॥

১০৫

নারীর স্বজন অতি সে কঠিন
 কে বা সে জানিবে তায়।
 জানিবে স্ববধি নারিলেক বিধি
 বিধায়কে একত্র রয় ॥

বেমন দীপিকা উজরে অধিকা ৫
 জিতরে অনল-শিখা।
 পতঙ্গ দেখিয়া পড়য়ে ঘুরিয়া
 পুড়িয়া মরয়ে পাখা ॥
 জগৎ ঘুরিয়া তেমতি পড়িয়া
 কামানলে পুড়ি মরে। ১০
 রসজ্ঞ যে জন সে করয়ে পান
 বিষ ছাড়ি অমৃতেরে ॥
 হংস চক্রবাক ছাড়িয়া উদক
 ঘূণাল দুখ সদা খায়।
 তেমতি নহিলে কোথা প্রেম মিলে ১৫
 বিজ চণ্ডীদাস কয় ॥

১০৬

এ তিন ভুবনে ঈশ্বর গতি।
 ঈশ্বর ছাড়িতে পরে শক্তি ॥
 ঈশ্বর ছাড়িলে দেহ না রয়।
 মানুষ ভজন কেমনে হয় ॥
 সাক্ষাৎ নহিলে কিছুই নয় ৫
 মনেতে ভাবিলে স্বরূপ হয় ॥
 কহয়ে চণ্ডীদাস বুঝয়ে কে।
 ইহার অধিক পুছয়ে যে ॥

১০৭

রাগের ভজন শুনিয়া বিষম
 বেদের আচার ছাড়ে।
 রাগানুগমেতে লোভ বাড়ে চিতে
 সে সব গ্রহণ করে ॥
 ছাড়িতে বিষম তাহার করণ ৫
 আচার বিষম না পারে।
 অতি অসম্ভব অলৌকিক সব
 লৌকিকে কেমনে করে ॥

করিয়া গ্রহণ না করে যাজন
সে কেন সাধনা করে । ১০
বুঝিতে না পারে আনাগোনা করে
ফাঁফরে পড়িয়া মরে ॥
তার এ কুল ও কুল দুকুল গেল
পাথারে পড়িল সে ।
চণ্ডীদাস কয় সে দেব নয় ১৫
তাহারে ভরাবে কে ॥

৫-৮। যজ্ঞিতে বিষম করণ তাহার
আচার বিষম বড় ।
দেখিয়া শুনিয়া মাগাতে ভুলিয়া
করিতে না পারে দিচ্ ... পাঠান্তর ।

৮০৮

এমন মাধুরী যাহার মনে ।
তাহার মরম সেই সে জানে ॥
তিনটি দুয়ারে তাহার আশ ।
• আনন্দ নগরে তাহার বাস ॥
• প্রেম-সরোবরে দুইটি ধারা । ৫
আস্বাদন করে রসিক যারা ॥
দুই ধারা যখন একত্রে থাকে ।
তখন রসিক যুগল দেখে ॥
প্রেমে ভোর হয়ে করয়ে আন ।
নিরবধি রসিক করয়ে পান ॥ ১০
কহে চণ্ডীদাস ইহার সাক্ষী ।
এ রূপ-সাগরে ডুবিয়া থাকি ॥

৮০৯

স্বরূপ বিহনে রূপের জনম
কখন নাহিক হয় ।
অমুগত বিহনে কার্য্যাসিদ্ধি
কেমনে সাধকে কয় ॥

৪৪

কে বা অমুগত কাহার সহিত
জানিব কেমনে শুনে ।
মনে অমুগত মুক্তরী সহিত
ভাবিয়া দেখহ মনে ॥
দুই চারি করি আটটা আখর
তিনের জনম তায় । ১০
এগার আখরে মূল বস্তু জানিলে
একটি আখর হয় ॥
চণ্ডীদাস কহে, শুন হে মানুষ তাই ।
সবার উপর মানুষ সত্য
তাহার উপর নাই ॥ ১৫

৮১০

প্রবর্ত সাধিতে বস্তু অনায়াসে উঠে ।
নামাইতে বস্তু সাধক বিষম সঙ্কটে ॥
নামান আনন্দ মন করিয়ে নির্ভারি ।
পৌষ মাঘ মাসের শিশির কুস্তে ভরি ॥
সেই পূর্ণকুস্ত যৈছে সবে পাতে ঢালি । ৫
সর্ব্বদ্বৈ মস্তকে পাদ করয়ে শীতলি ॥
তৈছে সাধকের সেই সন্ধানের কার্য্য ।
তারণ্যামৃতধারা তার নাম কৈল ধার্য্য ॥
লাবণ্যামৃতধারা কহি লিখে সঙ্কটে । ১০
কারুণ্যামৃত স্নান কহি প্রবর্ত দশাতে ॥
সংক্ষেপে কহিল তিন স্নানের বিধান ।
সম্যক কহিতে নারি বিদরে পরাণ ॥
অটল পরেতে এই পদ গুরু মর্দন ।
চণ্ডীদাস লেখে ব্যক্ত আপনার ধর্ম্ম ॥

৮১১

বৃত্তির কারণ রবির কিরণ
যেমন জলেতে লাগে ।
অন্তরে অন্তরে শুক করে তরুর
আকর্ষণে উদ্ভাঙে ॥

পুরুষ প্রকৃতি দোঁহে এক রীতি ৫
সে রতি সাধিতে হয় ।

পুরুষেরই যুতে নায়িকার রীতে
যেমনে সংযোগ পায় ॥

পুরুষ-সিংহেতে পদ্মিনী নারীতে
যে সাধন উপজয় । ১০

স্বজাতি অনুগা সোনাতে সোহাগা
পাইলে গলিয়া যায় ॥

যে জাতি যুবতী সাধিতে সে রতি
কুজাতি পুরুষে ধরে ।

কণ্টকে যেমন পুষ্প হয় ক্ষত ১৫
হৃদয় ফাটিয়া মরে ॥

পুরুষ তেমতি নারী হীনজাতি
রতির আশ্রয় লয় ।

ভূতে ধরে তারে মরে ঘুরে ফিরে
ষিঁজ চণ্ডীদাস কয় ॥ ২০

—

আমার পরাণ- পুখলি লইয়া
নাগর করয়ে পূজা ।

নাগর পরাণ- পুখলি আমার
হৃদয়মাঝারে রাজা ॥

আনের পরাণ আনে করে চুরি ৫
তিনি আনে নাতি জানে ।

আগম নিগম দুর্গম স্তগম
শ্রবণ নয়ন মনে ॥

এই সাত নদী অনন্ত অবধি
এ সাত যে দেশে নাই । ১০

সে দেশে তাহার বসতি নগর
এ দেশে কি মতে পাই ॥

এ সৎকরণ করে যেই জন
সে জন মাধার মণি ।

মরিলে সে জন জীয়াইতে পারে ১৫
অমৃত-রস আনি ॥

দ্বীং সে অক্ষর তাহার উপর
নাচে এক বাজিকর ।

এক কুমুদিনী দুন্দুভি বাজায়
বাঁশী জিনি তার স্বর ॥ ২০

দুন্দুভি বাঁশীটি যখন বাজিবে
তা শুনে মরিবে ধে ।

রসিক ভকত ভুবনে বেকত
সখীর সঙ্গিনী সে ॥

এ সব ব্যবহার দেখিব যাহার ২৫
তাহার চরণ সার ।

মন-সূতা দিয়া তাহার চরণ
গাঁথিয়া পড়িব হার ॥

বাস্তুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
কাঁচা পাকা দুই ফল ৩০

যে ফল লইবে সে ফল পাইবে
তেমতি তাহা বিরল ॥

—

সদা বল তবু তবু কত তবু শুন ।

চকিংশ তবু হয় দেহের গঠন ॥

পঞ্চভূত ক্ষেত্র তেজ মরুৎ ব্যোম আপ ।

ষড়্রিপু কাম ক্রোধ মদ মাৎসর্য্য দম্ব ॥

দশ ইন্দ্র ক্ষত তারা হয় ত পৃথক্ ।

জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় বিবিধ নামাত্মক ॥

জ্ঞানেন্দ্রিয় জিহ্বা কর্ণ নাসা স্বক্ চক্ষু ।

কর্মেন্দ্রিয় হস্ত পদ গুহ্য ঞ্জি বপু ॥

মহাভূত অহঙ্কার আর ত্রয় জ্ঞান ।

এই ত হয় চকিংশ তবু নিরূপণ ১৫

কিবা কারিকরের আজ্ঞা কারিকুরি ।

তার মধ্যে ছয় পদ রাখিয়াছে পুরি ॥

সহস্রারে হয় পদ্ম সহস্রক দল ।

তার তলে মণিপূর পরমশিবের স্থল ॥

নাসামূলে দ্বিদল পদ্ম খঞ্জনাঙ্কি ।

কণ্ঠে গাঁথি ষোড়শ দল পদ্ম দিল রাখি ॥

হৃৎপদ্ম নির্মিত আছে শত দলে ।

কুলকুণ্ডলিনী দশদল কয় নাভিমূলে ॥

নাভির নিম্নভাগে প্রেম-সরোবর ।

অষ্টদল পদ্ম হয় তাহার ভিতর ॥

তন্তু পরে নাড়ী ধরে সার্কি তিন কোটি ।

স্থূল সূক্ষ্ম বত্রিশ তারা কিবা পরিপাটি ॥

লিঙ্গমূলে ষড়্‌দলাশুজু নিয়োজিত ।

গুহমূলে চতুর্দল পদ্ম বিরাজিত ॥

এই অষ্ট পদ্ম দেহমধ্যেতে আছয় ।

মতাস্তরে হৃৎপদ্ম দ্বাদশদল কয় ॥

সহস্রদল অষ্টদল দেহমধ্যে নয় ।

এই দুই পদ্ম নিত্য-বস্তুর আধার হয় ॥

ষট্‌চক্রের মূল যুগল হয় মেরুদণ্ড ।

শিরসি পর্যাস্ত সে ভেদ করি অণ্ড ॥

দণ্ড দুই পার্শ্বেতে ঈড়া পিঙ্গলা রহে ।

মধ্যে স্থিত স্রবুঙ্গা সদা প্রবল বহে ॥

মূলচক্রে হয় হংস যোগের আধার ।

অষ্টদল চক্রে লীলার সঞ্চার ॥

দ্বিদল চক্রেতে হয় অমৃত নির্ভর ।

আর পঞ্চ চক্রে পঞ্চ বায়ুর সঞ্চার ॥

প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান ।

কণ্ঠাশুজাবধি চতুর্দলে অবস্থান ॥

কণ্ঠপরে উদান হৃদিতে বহে প্রাণ ।

নাড়ীর ভিতরে সমান করে সমাধান ॥

চতুর্দলে অপান সর্ববভূতে ব্যান ।

মুখ্য অনুলোম বিলোম সকল প্রধান ॥

অঙ্গপা নামেতে তারা কুস্তক রেচক ।

অনুলোম উর্দ্ধরেতা বিলোম প্রবর্তক ॥

প্রবর্ত সাধক হৃদনাভি-পদ্মের আশ্রয় ।

সিদ্ধার্থ সহস্রারে আছয়ে নিশ্চয় ॥

রতি স্থির প্রেম-সরোবর অষ্টদলে ।

সাধনের মূল এই চণ্ডীদাস বলে ॥

১৪

মতাস্তরে যে কহয়ে শুনহ নিশ্চয় ।

মস্তক উপরে সহস্রদল পদ্ম কয় ॥

ক্রমধ্যে দ্বিদল কণ্ঠে যোলদল ।

হৃদিমধ্যে দ্বাদশ নাভিমূলে দশদল ॥

লিঙ্গমূলে ষড়্‌দল চতুর্দশ গুহমূলে ।

বস্তুভেদ আছে তার চণ্ডীদাস বলে ॥

সাধন ভবে তার যোগ নাহি হয় ।

বৈধি যোগ এই ভবে হয় ত নিশ্চয় ॥

১৫

চৌদ ভুবনে ভুবন তিন ।

সপ্ত আখর তাহার চিন ॥

দুইটি আখরে সদা পীরতি :

তিনটি পরশে উপজে রতি ॥

নিজ্জন্ম কাননে আছয়ে ঘর ।

দুইটি আখর পাঁচের পর ॥

কনক আসন আছয়ে তাতে ।

মনসিঙ্গ রাজা বৈসয়ে যাতে ॥

কপূর চন্দন শীতল জলে ।

যেমন আনন্দ লেপনকালে ॥

তাপিত জনে সে আনন্দ পায় ।

শীতভাত জন ভয়ে পলায় ॥

পঞ্চ রস আদি একত্রে মেলি ।

যে যার স্বভাব আনন্দে কেলি ॥

অষ্ট আখর একত্র হবে ।

কনক আসন জানিবে তবে ॥

পঞ্চ রস অনুবাদ যে হয় ।
আদি চণ্ডীদাস বিধেয় কয় ॥

৮১৬

বন্ধুরে, সহস্রকল পদ্মে রূপের আশ্রয় ।
ইষ্টে অধিষ্ঠাতা তার স্বরূপ লক্ষণ হয় ॥
সেই ইষ্টে বাহার হয় গাঢ় অনুরাগ ।
সেই জন লোক-ধর্মাদি সব করে ত্যাগ ॥
কায়-মনোবাক্যে করে গুরুর সাধন । ৫
সেই ত কারণে উপজয়ে প্রেম ধন ॥
তাতে যদি কোন বাধা মনে উপজিবে ।
চণ্ডীদাস বলে সে নরকে ডুবিবে ॥

৮১৭

সহজ আচার সহজ বিচার
সহজ বলিব কায় ।
না জানি মরম করে আচরণ
এ বড় বিষম দায় ॥
না জানি ধরম না জানি মরম ৫
আচরিতে করে আশ ।
ত্রিগবের গান শুনিয়া যেমন
কাকে করে অভিলাষ ॥
সুখাকর দেখি খছোত যেমন
সমভেজ হতে চায় । ১০
শত শত কোটি করয়ে উদয়
তবু তার যোগ্য নয় ॥
পারিজাত পুষ্প দেবের হৃলভ
কপিতে করয়ে আশ ।
শিবনীড়্য বেশি ভূতগণ নাচে ১৫
দেবের সমাজে হাস ॥

এমন যে জন নিত্য সহজ ঘটায়
আচরিতে করে আশ ।
বাশুলী আদেশে ভগ্নে চণ্ডীদাসে ।
নরকে হইবে বাস ॥ ২০

৮১৮

মানুষ মানুষ ত্রিবিধ মানুষ
মানুষ বাড়িয়া লহ ।
সহজ মানুষ অযোনি মানুষ
মানুষ সংস্কার দেহ ॥
সংস্কার যেই ব্রহ্মাণ্ডেতে সেই ৫
সামান্য তাহার নাম ।
মরণে জীবনে করে গতাগতি
ক্ষীরোদ-সায়রে ধাম ॥
গোলোক উপরে অযোনি মানুষ
নিত্যস্থানে সদা রয় । ১০
তাহার প্রকাশ বৈকুণ্ঠের পতি
লীলা কায়্য যেবা হয় ॥
তাহার উপরে নিত্য বৃন্দাবন
সহজ মানুষ জানে ।
আনন্দ ঘটান রহে দুই জনে ১৫
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভগ্নে ॥

৮১৯

মানুষ মানুষ সবাই বলয়ে
মানুষ কেমন জন ।
মানুষ রতন • মানুষ জীবন
মানুষ পরাণ-ধন ॥
ভুবনে ভুলয়ে এ সব লোক ৫
মরম নাহিক জানে ।
মানুষের প্রেমা নাহি জীব কে
মানুষে সে প্রেমা জানে ॥

যে জন মানুষ সে জানে মানুষ
মানুষে মানুষ চিনে । ১০
এ লোক মানুষ এ দুয়ের বল
মানুষে মানুষ জানে ॥
মানুষ বারা জীয়েন্তে মরা
সেই ত মানুষ সার ।
মানুষ লক্ষণ মহাভাগ্যবান ১৫
মানুষ সবার পর ॥
মানুষ নাম বিরল ধাম
বিরল তাহার রীতি ।
চণ্ডীদাসে কহে সকল বিরল
কে জানে তাহার রীতি ॥ ২০

৮২০

কেবা সে প্রকৃতি পুরুষ কেবা ।
কেবা সে মানুষ কার করে সেবা ॥
প্রকৃতি বলিয়া বলয়ে জগতে ।
প্রকৃতি কি বস্তু না জানে তত্ত্বে ॥
রসের মাধুরী সবাই হইতে ভারি ৫
বুঝিতে শক্তি কার ।
এ সব বিরল অদভুত সকল
ইহাতে মানুষ অধিকার ॥
চণ্ডীদাস কহে পাইতে বিরল
এইত মানুষ রস । ১০
যাহার আলাপে দুখ ভয় ভাঙ্গে
সবাই হইতে প্রেম-রস ॥

৮২১

যেবা জন জানে কহিতে না পারে
গুণেরে গুণেরে সেহ ।
সে আপনার গুণে তরিল আপনে
তাঁহারে তরায়ে কহে ॥

শুনহ রসিক ভকত জন ।
জগতে জানি রাখিবে মন ॥
রসিক নাগরী পাইবা যথা ।
রসের কোতুক বাড়িবা তথা ॥
রসিক যুবতী হইবে যে ।
রসিক পাইলে না ছাড়িবে সে ॥ ১০
প্রকৃতি হইয়া রস না জানে ।
জনমিয়া সে মৈল না কেনে ॥
যে না জানে রসের রীতি ।
সদাই আনন্দ তাহার চিত ॥
কি নারী পুরুষ দোঁহাতে একা । ১৫
কহে চণ্ডীদাসে পীরিত লেখা ॥

৮২২

তিনটি আখরে না জানি কি আছে
তিনেরে করিল বশ ।
তিন ভয়ে তমু সঘনে কম্পিত
তিনে করে অপযশ ॥
সখি হে, তিনের মূল কি বটে । ৫
যে তিন লাগিয়া দুই বেয়াকুল
তিন গায় ঘাটে মাঠে ॥
তিন সোঁড়রিয়া তিন হি লাগিয়া
তিনে স্থির নাহি বাঁধে ।
* * * * * ১০
যবে দুই মিলে আর দুই খেলে
দুয়ে দুয়ে হল চারি ।
তিনে চার মিশাইল সাত অক্ষর হইল
তিনের বলিহারি ॥
ক্ষণমাত্র দুই চেরে দুই খেলে ১১
তাহা দেখি লোক হাসে ।
সে দুই কখন তিন সদাক্ষণ
তাই চণ্ডীদাস ভাসে ॥

মা বাপ জনম না ছিল বখন
আমার জনম হল ।
দাদার জনম না ছিল বখন
পাকিল মাথার চুল ॥
ভগ্নীর জনম না ছিল বখন ৫
ভাগিনা হইল বুড়া ।
অনিভা কুলের এ কি বিপরীতে
ন পিতা ন পিতা খুড়া ॥
শশুর শাশুড়ী না ছিল বখন
তখন হয়েছে বউ । ১০
ঘরের ভিতরে বসিয়া রয়েছে
ইহা না বুঝয়ে কেউ ॥
মাটির জনম না ছিল বখন
তখন করেছি চাব ।
দিবল রজনী না ছিল বখন ১৫
তখন গণেছি মাস ॥
(এখন) এ কুল ও কুল দুকুল ডুবিল
পাথারে পড়িল দেহ ।
কহে চণ্ডীদাসে কে আমি কে তুমি
ইহা না বুঝয়ে কেহ ॥ ২০

বিবিধ ।

৮২৪

বেহাগ ।

আজু কে গো মুরলী বাজায় ।
এ ত কভু নহে শ্যাম রায় ॥
ইহার গৌর বরণে করে আল ।
চুড়াটি বাকিয়া কে বা দিল ॥
ভাষার ইন্দ্রনীল-কান্তি তুমু ।
এত নহে ব্রহ্মহুত কামু ॥

ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি ।
নটবর-বেশ পাইল কথি ॥
বনমাগে গলে দোলে ভাল ।
এনা বেশ কোন দেশে ছিল ॥ ১০
কে বনাইল হেন রূপখানি ।
ইহার বামে দেখি চিকনবরণী ॥
নীল উজলি নীলমণি ।
* * * *
হবে বুঝি ইহার সুন্দরী । ১৫
সখীগণ করে ঠাঠাঠারি ॥
কুঞ্জে ছিল কামু কমলিনী ।
কোথায় গেল কিছুই না জানি ॥
আজু কেন দেখি বিপরীত ।
হবে বুঝি দোহার চরিত ॥ ২০
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে ।
এরূপ হইবে কোন দেশে ॥

শ্রীবৎসরামের রূপ ।

৮২৫

হরিনী ।

দেখ বলরাম ভুবনমাঝে ।
রূপ দেখি কাম মরমে লাজে ॥
চাঁচর চিকুরে চামরী মজে ।
নানা ফুল ভাল তাহাতে সাজে ॥
রজত-মুকুরে মাজিয়ে মুখ । ৫
তা দেখিয়া চাঁদের মরমে দুখ ॥
তিলক বলিত ললিত ভালে ।
মুখ শ্রমরা অলকজালে ॥
অরূপ দীঘল নয়ন দেখি ।
বিকচ কমল কিসে বা লেখি ॥ ১০

পাত সহিত কদম্ব ফুলে ।
 অরণে মকর কুণ্ডল দোলে ॥
 তিলফুল জিনি সুন্দর নাসা ।
 নাগরী জনার মনের বাসা ॥
 অরুণ বরণ দশন বাস ।
 বাঁধুলী ফুলের গরব নাশ ॥
 কুন্দ-কোরক জিনিয়া বিজ ।
 কি ছার তাহাতে করক বীজ ॥

চণ্ডীদাস কহে হাসির কাছে ।
 আর কি জগতে অমৃত আছে ॥

১০০

গাঙ্গার ।

ফটিক অঙ্গের জন্ম রজত-সুন্দর তনু
 রসে ঢল ঢল বলরাম ।
 বিগত-কলঙ্ক চাঁদ কোটি গুণা মুখছাঁদ
 মৃগমদ-তিলক অনুপাম ॥
 চাঁচর চিকুরে চূড়া বনফুল-মালা বেড়া ৫
 টলমল শিখিদল তায় ।
 পরিমলে উনমত শিখিদল শত শত
 মধু পিবি মধুরিম গায় ॥
 পরিসর ভাল শুল বিলোল অলকামাল
 মুখচন্দ্র অতি অপরূপ । ১০
 হেরিতে চকিত চিত চমকিত অতি ভীত
 কত শত মনমথ ভূপ ॥
 উন্নত বঙ্কিম চারু কন্দর্প-কামান উরু
 কমল পলাশ ছুটি আঁখি ।
 বারুণী অলস-ঘোরে মেলিতে না পারে জোরে ১৫
 ঘুমে ঢুলু ঢুলু যেন দেখি ॥
 নাসাপুটে ঝলমল বিলসে মুকুতা-কল
 সুরঙ্গ অধরে সদা হাসি ।

হেরিয়া দশনপাতি সিন্দুর মুকুতা জাতি
 অমিয়া উগারে রাশি রাশি ॥ ২০
 বাম কর্ণে ঝলমল মণিময় কুণ্ডল
 দক্ষিণেতে নবীন মঞ্জরী ।
 ১৫ কর্ণহার পরিপাটি দেখিতে সোনার কাঁটি
 উরে গুঞ্জা অতি মনোহারী ॥
 রঙ্গন মালতী কুন্দ করবীর অরবিন্দ ২৫
 থরে থরে লাগয়ে তাহাতে ।
 কুন্দ মল্লিকা জাতি কনক-চম্পক বৃথি
 রমণক তুলসীর পাতে ॥
 মন্দার অশোক ধূপ শেফালিকা সাউলাফুল
 আর যত বনফুল ভালে । ৩০
 ভ্রমিছে ভ্রমরা তায় মধুর মধুর গায়
 উরুপর দোলে বনমালা ॥
 করভ-শাবক-শুভ্র সুবলিত ভুজদণ্ড
 কনক-কেয়ুর তায় সাজে ।
 অঙ্গদ বলয়া মণি নীল পাটের খোশনি ৩৫
 মণিবন্ধ বাহুতে বিরাজে ॥
 শ্রীধাম সুদাম সাথে চলিলা ভাণ্ডার-পথে
 চণ্ডীদাস দেখে সকৌতুকে ।
 দেখ দেখ রাম রায় না ঠেলিহ রাজা পায়
 চরণেতে রেখহ আমাকে ॥ ৪০

কাকমাল্য মান ।

১০১

ধানসী ।

হলধর-ভয়ে মালা নাহি পারে দিতে ।
 ফিরিয়া আইল সখী করিয়া সঙ্কেতে ॥
 হেন কালে আইল কাক খাড়া জ্বা বলে ।
 সেই হেতু নিল মালা ওঠে করি তুলে ॥
 আহার নাহিক হল দিল ফেলাইয়া । ৫
 পবনে দিলেক ভাষা বেগে উড়াইয়া ॥

আমিরা পুড়িল ঠোঙ্গ চন্দ্রাবলীর ঘরে ।

খুলিয়া দেখিল মালা অতি মনোহরে ॥

সঙ্কেত জানিয়া এখা পুঁজে শ্রাম রায় ।

দেখিতে না পায় পুন সাতলী খেলায় ॥ ১০

এখা সেই মালা লয়ে আনন্দে পুরিল ।

চন্দ্রা বেশ করি সেই মালা পরি এল ॥

রাইকে দেখিবার তরে এল তার পাশ ।

প্রস্নেতে জানিল ভাল বহে চণ্ডীদাস ॥

পাশা-খেলা ।

৮৮

রসেতে আবেশ হয়ে শ্রামচাঁদের মুখ চেয়ে
কহিছেন রসবতী রাখা ।

ধর মোর বেশ ধর আপন আঁচরে ভর
করের মুরলী রাখ বাঁধা ॥

হারিলে বেশর দিব জিনিলে মুরলী নিব ৫
আর নিব তোমার হাতের বাঁশী ।

তোমারে জিনিয়া লব আপন জন্মে খোব
নড়ুবা হইব তোমার দাসী ॥

শ্রাম কহে হাসি হাসি আমার মোহন বাঁশী
পাশাপ বিদরে বার গানে । ১০

কত গুণের বাঁশী মোর কত ধনের বেশর তোর
সমান করহ কোন গুণে ॥

রাই কহে শুন শ্রাম বেশর বাহার নাম
দোলয়ে নালিক। মুখমাঝে ।

বার রূপে মুখ আলা আপনি ভুলেছ কাল ১৫
হেন ধন নিন্দ্র কোন লাজে ॥

তোমার বাঁশীর গানে বধিল অবলা প্রাণে
এবে সে ঠেকেছ রাখার হাতে ।

চণ্ডীদাসেতে কর বাঁশী গেলে প্রাণ রয় ২০
খল বাঁশী না রাখিহ হাতে ॥

হোলি ।

৮৯

এ খনি মানিনি মান নিবার ।

আবীরে অরুণ শ্রাম- অঙ্গ মুকুরপর

নিজ প্রতিবিশ্ব নেহার ॥

তঁহ এক রমণী শিরোমণি রসবতী

কোন ঐছে অগমাহ । ৫

তোহারি সমুখে শ্রাম সহ বিলসব

কৈছন রস নিরবাহ ॥

ঐছন সহচরী- বচন জন্মে ধরি

ঈষৎ হাসি সনে মান তেয়াগল ।

উলসিত দুঁহে দৌড়া হেরি ॥ ১০

পুন সব জন মেলি করয়ে বিনোদ কেলি

পিচকারি করি হাতে ।

দ্বিজ চণ্ডীদাস আবীর যোগায়ত

সকল সখীগণ সাথে ॥

৮৯০

একা কাঁখে কুন্ত করি যমুনাতে জল ভরি
জলের ভিতরে শ্রাম রায় ।

ফুলের চূড়াটি মাখে মোহন মুরলী হাতে

পুন কানু জলেতে লুকাই ॥

যমুনাতে দিতে ঢেউ আর না দেখিল কেউ ৫

ঢেউ স্থির মাঝে পুন কানু ।

কতেক প্রবন্ধ করি ধরিবারে চাই হরি

ধীরে ধীরে হাত বাড়াইলু ।

হাত বাড়াইয়া নাহি পাই ভূবিষে ধরিতে চাই

কান্দিতে কান্দিতে ঘরে আইলু ॥ ১০

চণ্ডীদাসের বাণী শুন রাখা বিনোদিনী

মিছে কেন ডুবেছিলে জলে ।

বুঝিতে নারিলে মায়। জলে ছিল অঙ্গভায়া

শ্রাম ছিল কদম্বের ডালে ॥

পরিশিষ্ট ।

(ক)

চণ্ডীদাস-বন্দনা ।

(১)

বিষ্ণুপতিচণ্ডীদাসো জয়দেবঃ কবীশ্বরঃ ।
লালান্তকঃ প্রেমযুক্তো রামানন্দশ্চ নন্দনঃ ॥
শ্রীগোবিন্দঃ কবীশ্রোত্ৰঃ সিদ্ধঃ কৃষ্ণঃ কবীশ্রকঃ ।
পৃথিব্যাং ধন্ত-ধন্ত্যন্তে বর্ণ্যন্তে সিদ্ধরূপিণঃ ॥
এতান্ বিজ্ঞবরান্ বন্দে সপ্তবারিধিতুল্যকান্ ।
দেবাং সংসৃতিমাত্রেণ সর্বসিদ্ধিঃ প্রস্রাজ্যতে ॥

(২)

জয় জয়দেব কবি-নৃপতি-শিরোমণি,
বিষ্ণুপতি রসধাম ।
জয় জয় চণ্ডীদাস রসশেখর অখিল ভুবনে অমুপাম ॥
যাকর রচিত মধুর রস নিরমল গম্ভীৰ্বময় গীত ।
প্রভু মোর গৌরচন্দ্র আশ্বাদিলা রায় স্বরূপ সহিত ॥
যবহঁ যে তাব উদয় ছহঁ অন্তরে
তব গায়ই ছহঁ মেলি ।
জনইতে দাক পাষণ গলি যাওত
ঐছন সুমধুর কেলি ॥
আছিল গোপতে যতন করি পহঁ মোর
অগতে করল পরচার ।
সো রস অবণে পরশ-নাহি হোয়ল
বোয়ত বৈষ্ণব দাস ॥

(৩)

জয় জয় চণ্ডীদাস গুণভূপ ।
বিজ্ঞান-কমলবন্ধু কবি-মণ্ডল-মণ্ডিত
মহীমাধুরী অপরূপ ॥

পরম সবলহিষ প্রবল প্রেমময়

বাণুলী দেবো দেওল উপদেশ ।
নিরুপম গৌরী জামরস পিবইতে
বাঢ়ল নিশিদিশি উলাস অশেষ ॥
মরি মরি কি রীতি পীরতি-রস শশধর
তারি সহ রস কো কল গুর ।
বিরচয়ে ললিত গীত শুনইতে ইহ
অখিল ভুবন-নরনারী বিভোর ॥
রসিক সকল সহ সংকীৰ্ত্তনরত
রাধামোহন-চিত উমতায় ।

বিদিত চবিত চিত্র ভণ নরহরি
পামর মন কি রহব তছু পায় ॥

(৪)

বিপ্রকুলে ভূপ ভুবনে পুজিত যুগল-পীরতিদাতা ।
যার তহু মন রঞ্জন না জানি কি দিয়া গড়িল খাতা ॥
সতত ভকতি-রসে উগমগ চরিত বৃথিবে কে ॥
যাহার চরিতে বুঝে পশুপাশী পীরিতে মজিল যে ॥
শ্রীরাধা-গোবিন্দ-কেলিবিলাস যে বর্ণিল বিবিধ মতে
কবির চাক নিরুপম মতী ব্যাপিল যাহার গীতে ॥
শ্রীনন্দ-নন্দন নবদ্বীপপতি শ্রীগৌর আনন্দ হইয়া ।
যার গীতামৃত আশ্বাদে স্বরূপ রায় রামানন্দ লৈঞা ॥
পরম পণ্ডিত সঙ্গীতে পঞ্চক্স জিনিয়া যাহার গান ।
অমূল্য কীর্ত্তনানন্দে মগন পরম করুণাবান ॥
• বৃন্দাবনে রতি যার তার সঙ্গে সতত সে সুখে তোর ।
রসিক জনের প্রাণধন গুণ বর্ণিতে নাহিক গুর ॥
চণ্ডীদাস-পদে যার রতি সেই পীরতি-মরম জানে ।
পীরতি-বিহীন জনে'ধিক বহু দাস নরহরি ভণে ॥

(৫)

জয়জয় চণ্ডীদাস দয়াময় মণ্ডিত সকল গুণে ।

অনুগম যাক যণ রসায়ন গাওত জগতজনে ॥

নাহু র প্রামেতে নিশা সময়েতে বাস্তলী প্রসন্ন হৈয়া ।

রাই কান্ন দুহু নওল চরিত কহয়ে নিকটে গিয়া ॥

তুনি ভাবে মনে জানি পুণ দেবী

কহে কি চিস্তহ চিতে ।

স্থময়ী তারা ধুবনী দরশে ফুরিবে বিবিধ মতে ॥

ইহা তুনি নিশি প্রভাতে চলি প্রণমি বাস্তলী পায় ।

ধুবনী-দরশ-রসে ফুরে সব কি দিব তুলনা তায় ॥

চণ্ডীদাস তিয়া ধুইল ধুবনী প্রেমতে পড়িল বাধা ।

রাই কান্ন গুণে বুঝে দিবানিশি খুচিল সকল বাধা ॥

ধুবনী মতিমা সীমা জানাইল যজ্ঞ সে বাস্তলী দেবী ।

নরহরি কহে পাইল ছলহ প্রেম চণ্ডীদাস কবি ॥

(৬)

কবিকুলে রবি চণ্ডীদাস কবি ভাবুক ভাবুকমণি ।

রসিকে রসিক প্রেমিকে প্রেমিক সাধকে সাধক গণি ॥

উজ্জল কবির ভাষার লালিত্য ভুগ্নে নাহিক হেন ।

হৃদে ভাব উঠে মুখে ভাষা ফুটে উভয় অধীন যেন ॥

সরল তরল বচন প্রাজ্ঞ প্রসাদ-গুণেতে ভরা ।

যেই পশে কাণে সেই লাগে প্রাণে

তুনা মাত্র আশ্বাস ॥

রামতারা ধনী রাধাশ্রুপিনী ইষ্ট দাতু যার হয় ।

যাহার দরশে চণ্ডী রসে ভাসে কবিতার স্রোত বয় ॥

(৭)

চণ্ডীদাস-চরণ-রঞ্জন চিত্তামণিগণ শিরে করি ডুবা ।

শরণাগত জনে হীন অকিঞ্চনে

করণা করি পূরব আশা ॥

হরি হরি তব মনু অকুল যাব ।

রসিক-মুহুর্তমণি প্রেম-ধনেহি ধনী

কৃপা-নিরীষণ যব পাব ॥

হৃদয় শোধি মোহে এছে প্রবোধবি

যেছে ঘুচয়ে আঁধার ।

শ্রামর গৌরী বিলাস-রস কিঞ্চিত

মনু চিতে কর পরচার ॥

দুহু ক চরিত বদন ভরি গাওব

রসিক ভক্তগণ পাশ ।

ক্ষম অপরাধ সাধ মনু পূরহ কহ দীন গোবিন্দ দাস ॥

(৮)

দ্বিজকুল-স্বত রসময় চিত জয় জয় চণ্ডীদাস ।

মধুর মধুর শব্দে গাইলা যুগল-রসের ভাষ ॥

কিবা অপকৃপ কবিতা-মাধুরী আখর পীরিত-মাধা ।

অমিয়া ছানিয়া দিলা বিতরিয়া অনুপ বচন ভাধা ॥

বরজ যুগল পীরিতের খনি সে মুখ শরদ-শশী ।

কবিতা পঠনে হেন লয় মনে চিত যায় যেন পসি ॥

বাস্তলী আদেশে যুগল-পীরিত গাইলা সে কবিচন্দ ।

রস কবিকুল মন্ত মধুর পীয়ে ঘন মকরন্দ ॥

নিতাই আদেশে পরসাদ দাসে গাইবে ব্রজবিলাস ॥

চরণ-সরোজে শরণ লইল সফল করহ আশ ॥

পরিশিষ্ট ।

(৭)

স্বহৃদয় শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র কর্তৃক সংগৃহীত ।

[রতন-লাইব্রেরী, পুথি নং ১০৬৬, সার্কি দুই

শতাব্দিক বৎসরের প্রাচীন পুথি, প্রাপ্তিস্থান—রজক-
বাটী, লখোদপুর]

(১)

মেঘের বিদ্রাৎ

চাঁদের উদিত

বাম করে যেবা ধরে ।

তোমার আমার

রসের চাতুরী

আভাষে বুঝিতে পারে ॥

মামুষ মুরতি হিঙ্গোল আকৃতি
অরুণ বরণ আঁখি ।

দাড়িষ কুম্ম বরণ হুম্ম
যেন সোদামিনী পাখী ॥

জবাতর পাখী জবাপুল্পে থাকি
ভিন্ন ভেদ নাহি হয় ।

একটি করয়ে গমনাগমন
সন্ধান নাহিক পায় ॥

রক্ত পদ্মপর রক্তবর্ণ মর
রক্তবর্ণের পঞ্চসখী ।

এ সব লইয়া করে নিত্যলীলা
* * *

হিঙ্গোল রাগের মামুষ ভজন
হিঙ্গোল রাগের সেব ।

কিবা নরনারী গন্ধৰ্ব কিন্নরী
কিবা দেবী আর দেবী ॥

কিবা মৃগপাখী কিবা বৃক্ষঝাকে
কিবা কীট জলচর ।

হিঙ্গোল রাগেতে আরোপিত হলে
হিঙ্গোল বরণ তার ॥

হিঙ্গোল রাগেতে কহে চণ্ডীদাসে
হিঙ্গোল পাখীর ঠাই ।

হিঙ্গোল রাগেতে যে জনা ভজিবে
সে জনা মামুষ পাই ॥

(২)

প্রেমের পারিতি অতি বিপরীতি
দেহ রতি নাহি রয় ।

প্রকৃতি প্রভাবে স্বভাব রাখিবে
এ কথা কহিতে ভয় ॥

অনলেতে ঘৃত যদি হয় স্থিত
তাহার তুলনা সেই ।

কোড়ে কোন জন আছয়ে এমন
যাজন করেছে যেই ॥

পুরুষের রতি শূন্য দিয়া তথি
প্রকৃতি রসের অঙ্গ ।

প্রকৃতি হইঞা পুরুষ অচরে
করিবে সে নারীর সঙ্গ ॥

উলটাতা রতি অতি বিপরীতি
প্রেম রতি অতি নয় ।

চণ্ডীদাসে কয় দেহ রতি নয়
বিন্দুপাত নাহি হয় ॥

(৩)

কামের স্বরূপ নাহিক ইহাতে
বাগের স্বরূপে রয় ।

একান্ত করিঞা প্রকৃতি হইঞা
মামুষ জন্মাবেশ হয় ॥

নিজামী হইঞা রাধা রতি নঞা
একান্ত করিঞা রবে ।

তবে সে জানিবে দেহ রতি শূন্য
প্রকৃতি জানিতে পাবে ॥

সখী গোত্র ধরি করি অকৌকার
অগ্র গোত্র নাহি ববে ।

প্রকৃতি সেবিঞা পুন সঙ্গ হলে
এ ঘোর নরকে যাবে ॥

রাগের সাধন প্রেম রতি গুণ
দেহ রতি নাহি রবে ।

পুন ইহা হইঞা অগ্র অগ্র মনে
তবে সে নাহিক পাবে ॥

চৈব রূপার নিগূঢ় রণ
এই সে কহিলাম সার ।

চণ্ডীদাসে কয় কামাত্মগা নয়
যেন সে করাত ধার ॥

(৪)

বসিঞা অবস্থিপুরে পটুঞা পটন পড়ে ।
হেন কালে এক রসের নাথর দরশন দিল মোরে ॥

সে যে চাহিল আমার পানে
তায় হানিল মদন-বাণে ।

সেই চৈতে মন করে উচ্চটন ধৈর্য না মানে প্রাণে ॥
সে যে রসের পুতলী বাল্য

তার মদন-মোহন লীলা।

চেতন সহিতে চড়ি মনোরথে করএ বিবিধ খেলা ॥

পাপ ভয় করি মনে

তারে ছাড়িতে চাহি যেমনে।

বাড়িল মদন করিল রমণ যাপন রমণী সনে ॥

সে জগত্তজননী উমা

রাগিতে নারিল আশা।

দেখিঞা সে রূপ নবান পৌরিতি জ্ঞাতকূলে দিল সীমা ॥

যত মনে করি বারা

তহু রজক রমণী সারা।

চণ্ডীদাসে বলে নবীন পৌরিতে জৌহন্তে হইলাম মরা ॥

(৫)

তার পর দিনে দেবী আরাধনে বসিলাম যতন করি।

অই শুভ দিনে দেবীবার স্বর্ণ

আঙ্গিনায় পেখলু গোরী ॥

হায় মন চলি গেল কেন।

দেখিঞা সে রূপ নবীন পিরীতি স্মরণ

লইলা যেন ॥

শুন শুন দেবী তোমা আমি সে বিফল হইল মোর।

পুণ্য ধর্ম গেল মোক্ষাদি সকল চরণ

না পেলাম তোঁর ॥

দেবী কহে পুন শুনহ বচন বিরোধ না বাস তুমি।

বহু ভাগ্যের উদএ শুভার যোগবলে জানি আমি ॥

জনম সকল জরামৃত্যু গেল ঘুচিল যতক দায়।

হরিহর ব্রহ্মা পুটী (?) দিক কথা

খেয়ানে নাহিক পায় ॥

পিরীতি রতনে করিবে যতন আমার বচন মানি।

ভজ শুদ্ধরতি স্বরূপেতে স্থিতি প্রেম অহুসারি গণি ॥

ইহাকে নাহি সারাৎসার জানিবে জগত মাঝে।

আমি হেন কত দেবী দেবা গেলে

কি করে তোমার কাজে ॥

চণ্ডীদাসে কয় এই সত্য হয় স্বভাব স্বরূপ দেহা।

বাণুলি বচনে সত্য অটনি মনে

খোবিনী সঙ্গতি লেহা ॥

(৬)

দুরতি দূর সে প্রেমরতি পুনে এক * * রস ভজ ॥

এমতি জানিঞা রসিক দেখিঞা করিবে সে নারী সজ

রসিক জানএ রসের চাতুরী সেই সে তাহার

সোণায় সোহাগা যেন।

রসের পরাণে প্রেমের পিরীতি মিশাইঞা আছে তেন ॥

না দেখিলে মরি দেখিলে কি করি হিয়াএ হিয়াএ খুব।

আপন। বেচিঞা তাহারে কিনিব লোকাপেক্ষা

নাহি নিব ॥

লোক কুণচন গুরুর গঞ্জন মেল মানিলাম বিধে।

চণ্ডীদাসে বলে গোপত না হল্যে পরকীয়া হবে কিসে

(৭)

শ্রামের কিরণ শরনহি বন ছটার কিবা সে ছবি।

হেন মনে হয় যদি লোক ভঙ্গ নয় কোলে করি

চেঞা যেঞা ॥

(১৮)

নিসেদ (?) নীলজ বনমালি।

বাথানে কি ভেটে চন্দ্রাবলী ॥

হেমঘট দেখিয়া পাথারে।

সে রাখার মন সাত পাঁচ করে ॥

মাকড়ের হাতে নারিকল।

খাইতে সাধ ভাঙ্গিতে নাহি বল ॥

সাপের মাথা ফণি জলে।

বড় কহে বাণুলির বলে ॥

(৯)

অথ কলহাস্তরিতা।

কেন বা কাহুকে আমি উপধি আইছ।

আপনি আপনি কেন গরল খাইছ ॥

হায় হায় কি মাটি পাইয়া মুই এমতি করিছ।

হাতের রতন পায়ে ফেলাইছ ॥

স্বধা পিবইতে গেছ ডুবিলাম বিধে।

হিয়া দগদগি হইল জুড়াইব কিসে ॥

চন্দন তরুর কাছে গেলাম ভালে।

অধুতের বিষফল হইল দোবলে ॥

কি জানি ললাটে মোর এমতি আছিল।

চণ্ডীদাস কয় সই উদয় হইল ॥

১১২ ও অপ্রচলিত শব্দের তালিকা ও অর্থ।

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ।	শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
অগ্নেয়ান	৩০	অজ্ঞান।	অবলা	৭৪০	কথা বলিতে অক্ষম।
অবক	৪২	অজ্ঞ।	অসকাল	৭	অবসান।
অবাই	৩৩, ৫৬৮	অগাধ	আ		
৩৩নং পদে আছে,—“আচাষিতে রাই পড়িল অবাই”। ‘অবাই’ শব্দের অর্থ লিখিয়াছিলাম—‘অস্থির’। কিন্তু এখন দেখিতেছি, ‘অস্থির’ অর্থ হইতে পারে না। রাখা ত অস্থির হইয়া পড়েন নাই, তিনি সংজ্ঞা-হীন। হইয়াছিলেন, সেই সংজ্ঞা-হীনতা অতীব গভীর, হৃদয়ঃ ‘অগাধ’ অর্থ করিলে মঙ্গল হয় না।			আই	৪৬৮	আইসে।
অস্থির	৪৮৭	অস্থির।	আউদড়	৬৩৮	বোধ হয়, পাগলিনী, আলু-লারিত।
অনিরোধ	৬৫৬	এ কথাটার অর্থ হয় না। ‘অনি-রোব’ না পড়িয়া ‘অতিরোব’ ও ‘কবে’ না পড়িয়া ‘করে’ পড়িলে তবে এক রকম অর্থ হয়।	আখ্যান	৩৩	আখ্যায়িকা; ব্যাপার, ঘটনা।
অহখন	অহখন, সর্বদা।		আগম	৬৩৬	বোধ হয় ‘অগম’, অর্থ ‘অগম্য’।
অহপ	২২	অহপম।	আগরল	৬২৭	বহু, পূর্ণ।
অহরণ	১০৬, ১১৫, ১৩২, ১৪৪, ৪০০, } শব্দটি অভিধানে নাই, কিন্তু স্পষ্টবোধ হয় যে, চিত্তবাস ইহা ‘বিপদ’, ‘কষ্ট’ এই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।		আগরি	১৪১, ২০৬	গৃহ, আহার।
অহরণ	৬৬২	প্রকৃত অর্থ ‘পশ্চাত্তাপ’, কিন্তু এ স্থলে শুধু কষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।	আগল	১০৬, ১৮০	কাতর।
অপত্য	৬৫	নিষা, অপমান।	আগি	১	অগ্নি।
			আন্তলি	২০৬	সত্যাপ বাবু বলেন যে, ‘আগলি’ পাঠ হইবে, অর্থ ‘পরিপূর্ণ, হনিপূর্ণ’। কিন্তু ‘আন্তলি’ পাঠ রাখিয়া তাহার অর্থ ‘আটকাইয়া’ করিলেও বেশ চলিতে পারে। মদনকে আটকাইয়া অর্থাৎ সঙ্গে লইয়া অর্থাৎ মদনাকুল হইয়া।
			আচির	২০৭	কোন অর্থ নাই, কেবল গ্রাটীরের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়, যেমন ‘অল টল’।
			আজু	৪৫	আজি।
			আটন	২৪	বেদী।
			আয়লি	৬২	(অর্থ বুঝিতে পারিলাম না।)
			আঁধুরা	২৬২	অন্ধকারময়, বৃষ্ণ ও অলস উভয়ে আবৃত। একপ পুতুরকে এ দেশে ‘এঁধো পুতুর’ বলে।
			আন	১৩২, ২০৮	প্রথমটির অর্থ ‘অন্ত’, দ্বিতীয়টির অর্থ ‘ব্যর্থ’।

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
আনচান	৩৯৯	অহির ।
আনলা	২৬৩	নল ।
আরবি	১১১	আবেদন ।
আরতি		এই শব্দটি বহু স্থানে নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । কোথাও অর্থ 'প্রেম', কোথাও 'শোভা', কোথাও আবার কোন অর্থ নাই ।
আর্থিক	৪৫১, ৪৭৫, ৪৯৫	আধিক্য ভিন্ন অপর অর্থ সম্বন্ধ হয় না ।
আরজ	৬২	হরিজ্ঞা ।
আরম্ভন	৪০২	কর্ম ।
আলিস	২০৭	আলস্য ।
আসক	৩৮৬	উপবেশন-স্থান, আসন ।

ই

ইছিয়া	২৭০	ইচ্ছা করিয়া ।
--------	-----	----------------

উ

উকি	৩৪৩	বিশেষ্য করিলে অগ্নিশূলিক, ক্রিয়া করিলে গুপ্তভাবে থাকিয়া কিকিং প্রকাশ হওয়া—peep ।
উকি	১,১৩৩	প্রথমটির অর্থ উপহিত হওয়া, দ্বিতীয়টির অর্থ উকি—peep ।

(৭)

উষ ৬৫৫		
উষারিয়া	৮২	খুলিয়া, উন্মোচন করিয়া ।
উচর	১১৭, ১৪০, ৫২৯	উচ্চ, অনেক ।
উচল	৩১১	উচ্চ ।
উচর	৫৫৩	উচ্চারণ করা ।
উচর	৫২৯	উচ্ছ্বল ।
উজর	৮৭	উজ্জল ।
উজরোল	২০৭	উজ্জল ।
উজাগর	৫১৫	আগরণ ।
উজাটিয়া	৬১৮	উলটাইয়া, ঘূর্ণা করিয়া, ত্যাগ করিয়া ।
উত্তরই	৩৫৭	শব্দ করা ।

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
উত্তরোল	৬১	উচ্চ শব্দ, এখানে উৎকণ্ঠা বা ব্যগ্রতা ।
উত্তরায়	৫৫২	উচ্চৈঃস্বরে ।
উয়ল	৪১০, ৪৮৯	উজ্জল ।

এ

এড়ি	২৪, ১১০, ৫২১	যথাক্রমে অর্থ—রাধা, ধরা না দিয়া যাওয়া ; ত্যাগ করা ।
------	--------------	---

ও

ওর	১৩৫, ১৭৬, ৫৪১	যথাক্রমে অর্থ—শেষ, সম্মান ।
----	---------------	-----------------------------

ক

কচলিয়া	১৮৭	} হস্তধারা পরিহার করিয়া, কাচিয়া ।
কচালি	৩৯	

কটা	১২২	অনেকটা শাখা ।
কতি	৪০৪	কোথায় ।

কদর্শন	৩৪৩	সুপারামর্শ অর্থ করিলেও চলিতে পারে । কৃষ্ণপ্রাপ্তির দিকে বুঝা মনকে প্রলোভিত করে, সুতরাং যত্নপা দেয় ।
--------	-----	--

করবে	৬	কটিদেশ, ট্যাক । প্রকৃত অর্থ, কটি-দেশে কাপড়ের বে অংশ জড়ান থাকে ।
------	---	---

কবছ	১২৩	কখনই ।
-----	-----	--------

কাতা	৩৭১	কর্ডা ।
------	-----	---------

কাছার	৬	(৭)
-------	---	-----

কিনার	১৩৩	তীর ।
-------	-----	-------

কুটক	৪২০	নিম্নার্থক । কুটিল, কুটক—কোটিলা । সমস্ত চরণটার এইরূপ অর্থ করিতে হইবে,—বে সয়ল হয়, সে কুটিলতা হাড়ে, তাহার ও সব দোষ থাকে না ।
------	-----	---

কুটি	১৩৬, ৪৬৯	যথাক্রমে অর্থ—কুটিলতা, ও অংশ ।
------	----------	--------------------------------

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
কুন্দল	৫০২	কুন্দ দিয়া পরিষ্কার করিল।
কুলগারি	৬৫	কুলের গৌরব।
কুহায়ে	৮৬	কুজ্জটিকার।
কোড়র	৫১	কুমার।
কেরহাল	১৪৪	মাঝি।
কৌপনি	৪২১	(?)

খ

খেদ	২১	সামান্য।
খেয়া	১৪৪	নৌকা বাহিত করা; নদীর এক পার হইতে অপর পারে নৌকা লইয়া যাওয়া।

প

পতিক	৪০০	মত, সমতুল্য।
পত্রেত	২১	(অর্থবোধ হইল না)।
গনি	৫৬৫	(অর্থ নাই)।
গাগরি	১, ৩২৩, ৪২৫, কলসী, পাড়।	
গাড়ে	৭২	প্রোথিত করে।
গাড়ি	৪২১	গাড়, গভীর।
গাত	৬৮	অব, শরীর।
গায়ন	২৩	গীত।
গারিয়া	১৫০	গৌরব।
গাসি	৬৬৭	ভেদ করিয়া।
গুয়ান	১৭	গুপ্ত কথা।
গুরুবিত	২৪	গুরু।
গেও	২৪২	গেল।
গোপতে	৩৩০	গোপনে।
গোহরি	৩৮	মিনতি।
গোহারি	৬৪২	(অর্থ স্থিলায় না)।

ঘ

ঘাতে	৩৬	হুগোপে।
ঘাটি	৩৩২	অপরাধ।
ঘোষণা	৫০৩	চিন্তা, 'বাদনা' নহে। ঘোষা— পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা।

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
ঘোষণা	৫৪২	প্রচারের অন্ত সংবাদ।
চ		
চল	১	চকল।
চাকিল	৩২২	আবাদ করিলাম।
চাতর	৩১, ২২৫, ৬৫৭	চতুর।
চাপটিলে	৪	চাপিয়া ধরিল।
চালে	৪০৫	আবরণ চক্ষে।
চেতনী	৩৪	চৈতন্ত করা হইতে পারে, এমন কোন জীলোক।
চেটো	৬৫	অল্পবয়স্ক।
চোরস	৬৬৫	অবদুর।

ছ

ছড়ি	৪২৮	অসহায় হইয়া।
ছন্দন	৫২৬	ছলা।
ছাও	৪৪৭	ছায়া।
ছুটে	২৭২	চলিয়া যায়, নষ্ট হয়।

জ

জড়	৮২	শিকড়।
"	৫৩২	একজ।
জনি	১১	বেন।
জহ	১, ১২, ৩১৬	বেন।
জাগাত	১১০, ১১৫	জড় আদায়কারী।
জাগতি	১১৬	
জাড়ে	৭২	জত্বায়।
জাতি জাতি	৬২৭	টিপিয়া দেওয়া।
জাতিয়া	১৭৮	

জাদ	২৪, ৪৩৫	মাখার দিবার কাপড়।
জি	১৩৬	জীবন ধারণ করি, বাচি।
জিসে	৩২৪	বাহাতে।
জুয়া	৭৩, ৪০২	জীৱ, পৃথক হইতে পারে।
জুয়ার	২৫৫, ৪২২	উচিত হয়।

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ	শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
করকা	২৪	বাতায়ন।	ডুরি	৩১৩	রজ্জু, বন্ধন।
কাটি	৪৪৪, ৪৫১	শীত।	"	৪১৫	নির্দিষ্টতা।
কাষর	২২২	কাষার ভায় কুক।	ভোরি	৫৪৩	দৃঢ় করিয়া।
"	৩৬৮	রুকাই।	ভোর	৪১৫	রজ্জু।
কারি	৩৫	ভুকার।	ঢ		
কাপে	৩২৭	চাপিয়া ধরে, আবরণ করে।	ঢক	২৭৬	কথা কহিবার প্রণালী।
কাপয়ে	৪, ২৬২		ঢল	৬১২	বিহ্বল।
কিকটি	১২২	কুত্র কলসী-খণ্ড জলের উপর ছুড়িয়া থেলা।	ঢলকে	৪৩৬	ঢল ঢল করে
কুরি	৪৮৮	কুত্র খণ্ড।	ত		
কুরিয়া	৭৩১	অশ্রু বর্ষণ করিয়া।	তকদবি	৭৮	কৌশলময়।
ট			তজবিজ	৭০৮	বিচার।
টাগ	৬	জন্মা অর্থ না করিলে উপায় নাই, তবে কেমন করিয়া হইল, বুঝা যায় না।	তটহ	৩১	ভীত।
টান	৩৭	গতি।	তথি	১২, ২৩	ভাহার, তথ্য।
টার	৫০১	হাতের অলঙ্কারবিশেষ।	তাক	৮৩, ২৬৩	লক্ষ্য।
টালনি	৫৭	হেলন।	তাকর	২৬১	ভাহার।
টিকে	৩০৭	হির হইয়া থাকে।	তাকিয়া	৬৫৪	দৃষ্টি করিয়া।
টট	৭৩, ২৭৬	চতুর।	তাজনি	১৮৮	তর্জন।
টটনি	৭৩	চাতুর্ঘ্য, ছটামি।	তাড়বাল	৪১	হৃদয়ব্দের বাল।
টটপনা	৭৬, ১৮৭	ঐ।	তিখিন	২	ভীক।
টোন	১৮	ইন্দ্রবাল-বিজ্ঞ।	তেনা	৭০	ছিন্ন বস্ত্র।
ঠ			ভেরহ	২৬২	তির্ধ্যাক, বক্ষ।
ঠানি	৫১৮	অস্থান করিয়া।	ভেহো	৪৫০	মেহ।
ঠায়	২৩৬	অস্তায় কাজ।	ভোড়া	২২২	তর্জন, সক্রোধ উর্জ।
"	৫৪৫	গৃহ, নিকট।	ভোড়ি	৪৩৭	ছিড়িয়া কেলিয়া।
ঠারি	৮৪	বক্ষ করা।	থ		
ড			থরি	৩২৪	সারি, জোড়ী।
ডাকা	১১৭	ডাকাতি, চুরি।	থরে থরে	২৪	সারি সারি।
ডারল	৪৩৭, ৫৭৫	কেলিয়া দেওয়া।	থনি	৬৪	আজ্ঞা।
			থাপিয়া	১৭৭, ৪৮২	স্থাপন করিয়া।
			থেহ	৩৪৭	দৈর্ঘ্য ভিন্ন অপর কি অর্থ হয়, বুঝি না।
			থেহা	৬২	
			থোপে	৬৫১	গুচ্ছে।

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
খোর	৬	অন্ন।
কপথন	৬৪০	কষ্ট।
কড়	১৪	কৃৎ, নিশ্চয়।
কড়াই	১০৮	কৃৎ তাবে।
করদ	২৭২	করণ।
করশি	৪	কর্শন, আকার।
করিশা	১৪২	নদী।
কশা	২২	কাতর অবস্থা।
কাপনা	৭০	কজা লিখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা বোধ হয় না। অর্থবোধ হইল না।
দিঠে	৩৫৭	চক্ৰতে।
দিব	৬৯	দিব্য।
দীঘল	২৬	দীর্ঘ।
ছগুলি	১৩	ছোড়া।
ছুহু	৪৪৪	খিগুণ।
দে	১৪, ৮৭	দেহ।
দেয়াশিনী	৭২, ৮১	বে ত্রীলোক দেবতার পূজা করে।
দৈব	২৩৬	সাধ, অনর্থক।
দোহারিয়া	৪১	ছোড়া ছোড়া।
দোজি	২০১	বিভী।
ধ		
ধাধসে	১৮৭	অমের।
ধাক্কা	২০২	চিন্তা, ভয়।
ধারনি	২	মিঞ্জণ।
ধী	৩৪৭	ধীর।
ধেয়ানি	২১৫	ধ্যানযগ্ন।
ন		
নগে	৩৩	(অর্থবোধ হইল না)।
নতি	৮৮	প্রণাম।

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
নাট	{ ১১৬, ১৪০, ২৩৫, নটামি, ছটামি।	
	৬৫১	মোহন বেশ।
নাটিকা	৩৫	
নাটী	৩৭	নাড়ী।
নারা	৭০৬	(অর্থ বুঝিলাম না)।
নাহ	২১২	নাথ।
নিকশে	৪০২	প্রকাশ করিয়া।
নির্ধাত	৪২	আঘাত, আক্রমণ।
নিছনি	৩৬৭	ত্যাগ।
নিছিয়া	২৭০	ত্যাগ।
	৪২১	বলিহারি।
নিছু	৪৪১	লেখ।
নিধান	৬১৪	নির্দয়।
নিয়ড়ে	২৩২	নিকটে।
নিশান	২৬২	শব্দ।
নিশান	২৬৬	শব্দ।
নিদ	৩	নিদ্রা।
নেহালে	১৭৩, ১৭৮	দেখে।
নোটিন	৪১০	চড়া।
প		
পকর	৭৩৪	(অর্থ হয় না)।
পণা	৪৮৫	(বিশেষ কোন অর্থ নাই)।
পদউথ	২০	পক্ষী বটে; কি পক্ষী, বল।
		যায় না; কুতুহল কি হয় ? মদুর হইতে পারে; সেও পদার্থ।
পড়মিনি	২৩২	পদ্মিনী।
পনসরা	৪১৪	(অর্থ বুঝিলাম না)।
পরকার	২২৬	প্রকার।
পরকিত	৫২২	প্রকৃত।
পরধি	৩০৩	পরীক্ষা করিয়া।
পরদশা	৭১২	সকট অবস্থা।
পরতেক	৪২৭	প্রত্যেক।
পরাতব	৪২৪	অপর্যায়, যুগ্ম।

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
পরিবার	৩০, ৩২, ৩২৬, ৩৩১,	নিজা, অপবাদ।
পশারী	৮	দোকানদার।
পসারি	৬২৬	প্রসার করিল, ফেলিল।
পাউস	৩৫৫	বর্ষায় নতুন ঢল।
পাখালি	৬২৭	ধোত করিয়া।
পারা	১১	মত।
পিছ	৪৩২	ময়ূর-পাখা।
পিত্তাট্টব	৭৩৩	প্রত্যয় করাইব।
পুনি	৩২৩	পুনর্কার, পূর্ণিমা অর্থ হয় না।
পুনবেরি	৩	পুনর্কার।
পুরণ	৫৬০	(অর্থ বুঝিলাম না)।
পুরা	৭২	খলিয়া।
পুরি	৫৬৭	সায় দিয়া।
পেখি	২৫	দেখি।
প্রবন্ধ	৩৫, ৩৮	কোশল।
পঁহ	৩২	(বিশেষ কোন অর্থ নাই)।
পাঞ্জিয়া	১	পছচিহ্ন দেখিয়া।
পিখন	৪২	পরিহিত।

ফ

ফার	২২৩	ছুই অংশে বিভাগ।
ফটক	৫০২	সামান্ত।
ফেঁকে	৪০২	প্রক্ষেপ করে।
ফোঁপান	৬৫	জোরে নিখাস।

ব

বকিল	১৭৮	বক্রগামী, ছুট।
বনি	১০১	(অর্থ বোধ হইল না)।
বনে	৮২	মিল হয়।
বন্ধান	২২, ৩০, ৪১,	বাঁধন।
বলনি	১৬	গঠন।
	২২১	তরে তরে বিস্তার।
বরিখন	২৩৩	বর্ষণ।
বরিহা	২২৪	যত্ন-পক্ষ।

১৬০

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
বরানে	৪৭	বধনে।
বড়াই	১১৮	গৌরব, বাহাদুরী।
বড়ুয়া	৫০, ৯০	বড় লোক।
বহু	৫০	বধু।
বা	৩০৭	বাতাস।
বাই	৫৩৩	বাহিত করা।
বাউল	৩২৭	উন্নত।
বাউরি	৫০, ৩৯৩	পাগলিনী।
বাও	৪৭৮	বাজাও।
বাখার	১১০	প্রকৃত অর্থ ধানের মড়াই, এখানে আলা।
বাগাল	১২১	রাখাল।
বাচাইলা	৫৬৭	বিস্তার করিয়া।
বাচা	৭২৬	সংবর্দ্ধনা।
বারিল	৪০	বন্ধ হইল, বলসিল।
বাসি	৪২০	মনে করি।
বাহে	১৭২	বাহতে।
বাহটি	৫০১	বাহর অলঙ্কারবিশেষ।
বাহড়িয়া	১৫৫	অগ্রসর হইয়া।
বায়	২৩	বাজার।
"	৩৪	বায়ু।
বাঙ্কিয়া	২১৬	আঘাত করিয়া।
বিকি	১০২	বিক্রয়।
বিকে	১০৪	ঐ।
বিখিনি	৬৪০	বির।
বিজুরি	১৪	বিজ্ঞাৎ।
বিজুরিলে	২৯৩	বিস্মৃত হইলে।
বিখার	২০৬	বিশৃঙ্খল।
বিদগধ	৪০৮, ৪১৭	প্রেমিক।
বিদগধি	৩২	প্রেমিকা।
বিনিয়া	৩২৫	কাটিয়া।
বিবল	৩১৮	বলহীন।
বিভাব	৫৩৫	নানা ভাব হইতে পারে
বিভোল	১৮৬	বিভোর।

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
বিসম্বিহল	৫০৭	অর্থবোধ হইল না।
বিসম্ব	৫৭১	বিস্মৃত হও।
বিহি	১৫	বিধি।
বুধি	৩২৪	বুদ্ধি।
বুলে	৬১, ১৫০	ভ্রমণ করে।
বেকত	৮	ব্যক্ত।
বেয়া	১০৩	বাহিত করিয়া।
বেয়াপিত	৪৫৩	ব্যাপ্ত, জাত।
বেয়াইতে	১৭৭	বাহির হইতে।
বোধে শোধে	২৮১	সামান্তে।
বোলহ	১২১	ভ্রমণ কর।
বোলাইয়া	৪৫২	ডাকিয়া।
বোহারি	২৬৭	বধু।
ভ		
ভরম	২৯৮	সম্মম।
"	২৭৮	ভ্রম।
ভাগে	৮	শোভা পায়।
ভাঙ	৫৮	ভ্র।
ভাঙাইব	১২৪	কম দেওয়া।
ভাঙাইয়া	১২৬	বুঝিয়া।
ভাঙাবে	১২৮	বিচ্ছেদ ঘটাইবে।
ভাষ	১৮৩, ৪৬২	বোধ হয়।
ভাষে	৫৪১	ঐ।
ভাষি তুরি	২১২	চালাকি।
ভিত	১, ৩১, ৩৪১	প্রাপ্ত।
"	৩৪১	তীর।
ভিয়ান	৩২২	পাক।
ভীতে	৮৮	ভয়।
ভূষণ শক্তি	৪১৩	শক্তিমান হুন্দর।
ভেজাতে	১৪০	পাঠাইতে।
ভেল	৪	হইল।
ভোরে	৫৩	বিহ্বল।
ভলা	৮৭	ভ্র।

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
ভুঁকৈ	২১০	বিদ্ধ হয়।
ম		
মঝু	১৬	আমার।
মলতোড়ল	১২	পায়ের এক রকম অলঙ্কার, এধনু ভোড়া বলে।
মহটা	৫৬৩	চাঁবি।
মহল	২৪	বাটীর অংশ।
মহাই	৬১৮	মহান।
মানাইব	৪২৮, ৪৩৫	বুঝাইয়া, সম্মত করিয়া।
মুটকে	২	মাখায়।
মুদল	৩২	মুদিত।
মুড়	৩২২	মাথা।
মেনে	৮	কোন অর্থ নাই।
মেল	২৩, ৪৬০	মিলন, সংহতি।
মেহা	১০২	মেঘ।
য		
যাকর	৪২১	যাহার।
যুক্তি	৩১৮	বুঝিলাম না।
যুতে যুতে	৪১	বচ সংখ্যায়।
যোগানী	১০৮	যাহারা তিনিষ প্রত্যহ দেয়।
যৈছন	২২৪	যেহুপ।
র		
রটে	৭৮	রটনা করে, কহে।
রসিয়া	১০৮, ১২৬	রসিক।
রা	২৭৩	কথা।
রাগি	১	রাগ, অল্পরাগ।
রাজ	৮	মিস্ত্রী, কারিগর।
রাভাপল	৪২৭	রক্তোৎপল।
রৈহা	৪২৪, ৬৫৫	রেখা।
রোই	২২	রোদন করি।
ল		
লখি	২৫৮ ৪২১	লক্ষ্য করিয়া।

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
লখিতে	৪৬২	বেশিতে।
লছমি	৩১১	লক্ষী।
লতা	৩৬	সাপ।
লহনি	১৫০	(অর্থ বুঝিয়ায় না)।
লাখবান	১১৭, ৫৫৪	লক্ষ ওগ উচ্চল।
লাপে	৮	বোধ হয়।
লে	৫	প্রেম।
লেঠা	৮৪, ৩২৭, ৪১৫	বিপদ।
লেখা	৩৯, ২৩৬	প্রেম।
লোর	১৩৭	অক্ষ।
লোহ	৬১৪, ৬২৭	অক্ষ।

ল

লামাইতে	৩১৮	সম্মরণ করিতে।
লিখান	৬৮৬	বালিশ।
লিরোপা	৮	পুরুষ।
লোষ	৪০২, ৪৪৩	বেদনা।
লোয়স	৬৯	বাস।
লবণ প্রভাপ	২৬	তনিত্তে ভীষণ।

স

সঘর	৬৫৪	(অর্থ বুঝিয়ায় না)।
সদ্ধান	৩	লক্ষ্য করিয়া প্রেরিত।
সন্বেহ	৪৩৯	সংবাদ, চিহ্ন।
সন্বেশ	২৫১	সন্বেহ।
সমাধান	৮২	অবধান।
সমাধি	৪, ১১, ৩১৮, ৩১৯	শেষ, নিধান।
সম্বোধ	৬৬২	বুদ্ধাইয়া হু।
সর	২৩	অর্থ হয় না।
সরি	৪৮৩	সম্মাইয়া, .
"	৫৩৪	প্রসার করে।
সরে	৫০৮, ৫১১	অর্থ বোধ হয় না।
সলি	২৪১	কীণ।
সাকরি	৫৪৩	শকরা।

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
সাবী	৪১৩	সাকী।
সাত	২১	সভে।
সান	৫৩৩, ৫৫৬	শব্দ।
সান্ধাইল	২৬৬	প্রবেশ করিল।
সামাইল	৩১৭	প্রবেশ করিল।
সামাল	৫৪২	(অর্থ বুঝিয়ায় না)।
সায়ব	২১৩	সরোবর।
সার	৪২৬	শেষ কর, ওজর কর।
সায়জ	৬২	পীতবর্ণ (f)।
সালক	৩০০	অলঙ্কার।
সিধি	৪৯৪	(f)
সীট	৩২২	অসার পদার্থ।
সুগড়	৩৯	সুগঠিত।
সুগড়পা	৩৬৮	নাগরালি।
সুগছ	৪৪	(অর্থ বুঝিয়ায় না)।
সুঘর	১৫০	সুধন।
সুচারি	৪৫৮	সুচারক, সুধর।
সুধী	৩৩, ৬৯	জন।
সুসর	৪৮১	(f)
সুসাধি	৫৬১	সুস্পন্দ করিয়া, বহিয়া।
সুসারিতে	৮৯	স্পন্দ করিতে।
সেঙলা	২৫৩	} কলজ উদ্ভিদভাতীয় পদার্থ।
সেঙলি	২৫৪	
সেহনে	৩২৬	সে কণে।
সেঙরি	৩১৮	সরগ করিয়া।
সোদর	৩৬৬	আত্মীয়।
সোড	২৫৪	স্রোত।
সোয়াতি	২৫৫	শান্তি।
সুভক্তরী	৩১৬	স্বাধীন।
সাঁচা	৫৪১	ঠিক, খাঁটি।
হ		
হান	৪৮৫	জল।
হাসিল	১১০	আদায়।
হিত	৬১৪	অর্থ হয় না।
হতাপ	৬২৫	হতাপার উদ্বেগ।
হেটে	৭৪	তলে।

অশুদ্ধি-শোধন ।

পৃঃ	পদ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৮	২৮	৩	বুধিষ্ঠর	বুধিষ্ঠর
২০	৩০ (টীকা)	১২	কৌস্তিত	কৌস্তিতা
৪১	৭৩	১	দায়	দায়
৫৫	৩৮	২১	পরি	পতি
৬৫	১২১	১৬ পংক্তির পর এই চরণটি ছাপা হয় নাট :— এবে ঘাটে বসি হয়েছ জাগাতি ভরুণী আঙুলি রাখ ॥		
৬৬	১২৩	৮	করে	কবে
৭৪	১৪২	১৩	ঝালে	ঝলে
৮৫	১৬২	১	দেথ	দেহ
১২৩	৪৪৭	২২	চুখের	হুখের
১২৬	৪৫৩	১	মাধব	মাপবা
১০২	৪৬৫	১৩	বাগিণী	রাগিণী
২২০	৫০৫	১২	কৃষ্ণ	কৃষ্ণ
২৩৫	৫৪১	২৩	পোপী	গোপী